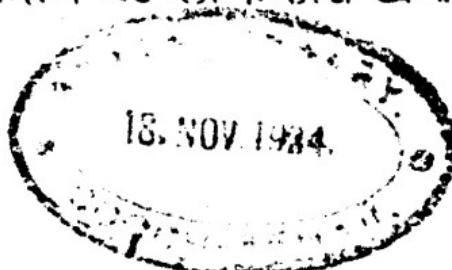


বাঙ্গালোর ইতিহাস

প্রথম ভাগ

বিতৌষ সংস্করণ

শ্রীজ্ঞানালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়া প্রণীত



কলিকাতা

১০০০

মুদ্য ৩, ডিন টাকা

অকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা

সর্বশ্ৰদ্ধা-সংরক্ষিত

প্রিন্টাৰ—শ্রীপঞ্চপতি চট্টোপাধ্যায়
ভিক্টোরিয়া প্রেস
২১১ মহেন্দ্ৰ গোষ্ঠামীৰ লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

ধারার উৎসাহে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছ

মাতৃভাষামূরগী

বঙ্গসাহিত্যের অক্ষতিম সুহান্

বঙ্গবর

শ্রীশুক্ল নরেন্দ্রনাথ বসুজ্ঞ

করকমলে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম।

প্রথম সংক্ষরণের ভূমিকা

আগেতিহাসিক যুগ হইতে মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি-দেশের একধানি ইতিহাস লিখিবার অঙ্গ গত দশ বৎসর যাবৎ উপাদান সংগ্ৰহ কৰিয়াছি। সংগৃহীত উপাদান অবলম্বনে যে ইতিহাসের কক্ষাল ঘোষিত হইয়াছে তাহাই প্রকাশিত হইল। ইহার অবস্থা কখনও সম্পূর্ণ হইবে কিনা বলিতে পারি না। যে দেশে শিলালিপি, তাত্ত্বাসন প্রাচীন মুদ্রা ও সাহিত্যে লিপিবদ্ধ জনপ্রবাদ ব্যতীত ইতিহাস রচনার অঙ্গ কোন বিখ্যাসযোগ্য উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই, সে দেশে ইতিহাসের কক্ষাল ব্যতীত অঙ্গ কিছু আশা করা খাইতে পারে না।

বাঙালাদেশের ইতিহাস ভারতবর্দের ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। ভারতের ইতিহাসে দুইটি প্রকরণ আছে। প্রথম প্রকরণ উত্তরা-পথের ইতিহাস; বাঙালার ইতিহাস এই প্রকরণের একটি অধ্যায় মাত্র। স্বতরাং বাঙালার ইতিহাস রচনাকালে ভারতেতিহাসের সহিত যুগে যুগে সামঞ্জস্য রক্ষা কৰিয়া গ্ৰহ রচনা কৰা উচিত। সে উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। প্রতি পরিচেদের শেষে বাঙালার ইতিহাসের সহিত চুক্ষেষ্ট সমৰ্পক জড়িত ভারতেতিহাসের অধ্যাধ্যাত্মিক সারাংশ ‘পরিশিষ্ট’ সন্তুষ্টি হইয়াছে।

ঐতিহাসিক যুগে গৌড়, মগধ, অঙ্গ ও বজ্রের ইতিহাস অতঙ্ক নহে। খৃষ্টাব্দের প্রথম ছয় শত বৎসর মগধের প্রাধান্ত ছিল, এই সময়ে গৌড়-বজ্র কখনও স্বাতন্ত্র্য লাভ কৰিলেও তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। মুসলমান বিজয়ের-অবশিষ্ট ছয় শত বৎসরের ইতিহাস গৌড় ও বজ্রের প্রাধান্তের ইতিহাস, এই সময়ে মগধ বা অঙ্গ কখনও দীর্ঘকাল

বাত্স্য রক্ষায় সমর্থ হয় নাই। এই কারণে বাঙালার ইতিহাসে মগধ
ও অঙ্গের ঐতিহাসিক তথ্যও আলোচিত হইয়াছে।

ভূবিদ্যাবিশারদের নিকটে বাঙালাদেশের শৈশব এখনও অতিক্রান্ত
হয় নাই। এই নৃতন দেশে বহু প্রাচীন আদিম মানবের অস্তিত্বের
নির্দশন আবিষ্কৃত হইবে, ইহা বোধ হয় কাহারও ধারণা ছিল না।
ভূবিদ্যাবিদ् শ্রীযুক্ত কগিন্ ব্রাউন্ ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, স্বদ্বাবের
অঙ্গাস্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ বাঙালাদেশের
প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস সফলিত হইল। এছের প্রথম অধ্যাস্তের
আধ্যানবস্তু সংগ্রহ ও তাহার সত্যাপন্ত নিক্ষেপণের অস্ত পূর্বোক্ত ভূবিদ্যা-
বিদ্ পণ্ডিতদের নিকটে গ্রহকার সম্পর্কৰূপে খনী। শ্রীযুক্ত কগিন্
ব্রাউন্ (J. Coggins Brown) তদ্বচিত “কলিকাতা চিকিৎসালায়
প্রাগৈতিহাসিক যুগের নির্দশনসমূহের তালিকা” নামক গ্রন্থ রচনাকালে
গ্রহকারের ব্যবহারের জন্য বাঙালাদেশের প্রত্নপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তরযুগের
আয়ুধ সমষ্টে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, তদবলুষ্ঠনে প্রথম
অধ্যায় রচিত হইয়াছে: অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রাগৈতি-
হাসিকযুগের আদিমমানব সমষ্টে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ এবং প্রথম
অধ্যায়ের পাত্রলিপি পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিয়াছেন।

উক্তরাপথের পূর্বাক্ষলে আর্যজ্ঞাতির উপনিবেশ স্থাপিত হইবার
পূর্বে বাঙালাদেশের কিন্তু অবস্থা ছিল, এছের বিতীয় পরিচ্ছেদে তাহা
নির্ণয় করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই সমষ্টে যে সকল প্রামাণ্য পাওয়া যায়
তাহা সম্পূর্ণাবস্থ নহে, তাহা প্রামাণ্যাকাস মাত্র। “বাঙালার আদিম
অধিবাসী ও আর্দ্ধবিজয়” সমষ্টে বিতীয় পরিচ্ছেদে যাহা লিপিবদ্ধ
হইয়াছে, তাহা এখনও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বিত রচনার তুলাসন
পাইবার ঘোষ্য হয় নাই; কিন্তু এই তমসাচ্ছব্দ যুগের ইতিহাস পর্যা-

লোচনায় প্রমাণাভাস সংগ্রহ ব্যক্তিত উপায়াস্ত্র নাই। নৃতন আবিকারের আলোকে প্রাচীন ইতিহাসের অক্ষকার দিন দিন দূরীভূত হইতেছে। মধ্যপ্রদেশে আবিক্ত বাবিলোনীয় শিল, জ্ঞাবিড়জ্ঞাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অধ্যাপক হলের মত ও প্রাচীন বাঙালা সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হৱাপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রমাণ সংগ্রহ, ভারতেতিহাসের একটি অঙ্গতপূর্ব অধ্যায় সৃষ্টির কারণ হইয়াছে। নৃতন আবিকার না হইলে ইহার শেষ মৈমাংসা হইবে না।

শকাধিকারকালের ইতিহাস সম্বন্ধে উত্তরাপন্থের পঞ্চিমাঞ্চলে বহু নিদর্শন আবিক্ত হইলেও পূর্বাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কোন উপাদান অস্তাবধি সংগৃহীত হয় নাই। শকাধিকারকালের ষে সমস্ত নিদর্শন পূর্বাঞ্চলে আবিক্ত হইয়াছে, তাহার বিবরণ গ্রহণযোগ্য সরিবিষ্ট হইল। শকাধিকারকালের ষে সমস্ত প্রাচীন মুদ্রা অধ্যাবধি আবিক্ত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হইয়া চতুর্থ অধ্যায়ে সংযুক্ত হইল। ইতিপূর্বে গৌড়-বঙ্গে শকাধিকারকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় নাই।

মগধের শুশ্র-রাজবংশের অধ্যপতনের সহিত উত্তরাপন্থে মাগধ-প্রাচ্যাঙ্গের সোপ হইয়াছিল। এই সময় হইতে আর্যাবর্তের ইতিহাসে গৌড়-বঙ্গের প্রাচ্যাঙ্গের স্থচনা দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষম পরিচ্ছেদে শুশ্র-রাজবংশের অধ্যপতনের কাহিনী, বষ্ঠ পরিচ্ছেদে রাজশক্তির অভাবে গৌড় বঙ্গ-মগধে অরাজকতা ও সপ্তম পরিচ্ছেদে পাল-রাজবংশের অভ্যন্তর বর্ণিত হইয়াছে। নবপ্রতিষ্ঠিত পাল-বংশের সাম্রাজ্য মুকুবাসী চৰ্বী শুক্রবর্জাতির আক্রমণে ক্রিপ চৰ্বীশাগ্রহ হইয়া ছিল অষ্টম পরিচ্ছেদে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম মহীপালদেবের ষষ্ঠে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বিতীয় পাল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু রাজেশ্বরচোল, চানুক্যবংশীয় অবসিংহ ও চেদিবংশীয় গাঙ্গেয়দেবের

আক্রমণে তাহা দৌর্যকালস্থায়ী হয় নাই, ইহাট নবম পরিচ্ছদের প্রতি-
পাঠ বিষয়। দশম পরিচ্ছদে বিশ্বেষ্মী কৈবর্তজ্ঞাতির হস্তগত পাল-রাজ-
গণের পিতৃভূমি বরেন্দ্রীর উদ্ধারকাঠিনী বিবৃত হইয়াছে এবং একাদশ
পরিচ্ছদে কুস্তি সেন-রাজবংশের কুস্তির অধিকারের কাহিনী লিপিবদ্ধ
হইয়াছে। দ্বাদশ পরিচ্ছদে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তরা-
পথের সর্বজনবিদিত রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ
হইয়াছে।

লেখনীধারণে অক্ষম গ্রন্থকারের রচনা শ্রীযুক্ত কুষচঙ্গ ঘোষ, শ্রীযুক্ত
নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়-প্রমুখ বঙ্গুর্বর্গের
সাহায্যে সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থরচনায় লিপ্ত
করিয়াছিলেন, এবং তাহার অক্রান্ত পরিশ্রম ব্যতীত গ্রন্থের মুক্তিপ্রকার্য
অসম্ভব হইত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যমান, শ্রীমান् কালি-
নাম নাগ, এম. এ. ও. সুহৃত্তর শ্রীযুক্ত তারাপাদ চট্টোপাধ্যায় মুক্তিপ্রাপ্তের
পূর্বে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আন্তর্ভুক্ত পাঠ করিয়াছেন এবং মুক্তিপ্রকালে শ্রীযুক্ত
কুষচঙ্গ ঘোষ, শ্রীযুক্ত তারাপাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীমান্ বগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারা প্রসৱ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত আশু-
তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুহৃত্তর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার বিশেষ সাহায্য
করিয়াছেন। মুক্তিপ্রকালে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ
শাস্ত্রী, আচার্যপাদ শ্রীযুক্ত বামেন্দ্রস্বর জিবেন্দী ও পরমশ্রীকাম্পদ শ্রীযুক্ত
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থের বহু অসম্পূর্ণতা জুটি ও অম প্রদর্শন
করিয়া গ্রন্থকারকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবক্ষ করিয়াছেন।

লঙ্ঘনের ভরতসচিবের কার্য্যালয়ের প্রস্তাবক ডাক্তার এফ, ডব্লিউ.
টমাস (Dr. F. W. Thomas) ক্যান্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তিত প্রাচীন
গ্রন্থসমূহের চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা চিত্রশালার অধ্যক্ষ

ডাক্তার এন. অনন্ডেল (Dr. N Annandale) ও প্রফুল্লবিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার ডি. বি. স্পুনার (Dr. D. B. Spooner), কলিকাতা চিকিৎসালার প্রফুল্লবিভাগে রক্ষিত প্রাচীন মুদ্রা ও নির্দর্শনসমূহের চিত্র প্রকাশের অঙ্গুমতি দিয়াছেন, কলিকাতার এসিম্বাটিক সোসাইটির পরিচালকবর্গ প্রথম মহিপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে লিখিত ‘অষ্টসাহস্রিক প্রজাপারমিতা’ গ্রন্থের এবং ধানাইদহে আবিষ্ট প্রথম কুমারগুপ্তের তাত্ত্বিকাসনের চিত্র প্রকাশের অঙ্গুমতি দিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সংবিতি পরিষদের ত্রিশালায় রক্ষিত কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা ও প্রাচীন মুদ্রার চিত্র প্রকাশের অঙ্গুমতি দিয়াছেন। অত্যন্তীত রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুজ্ঞ রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর এক একটি প্রাচীন মুদ্রার চিত্র প্রকাশের অঙ্গুমতি দিয়াছেন। পশ্চিম শ্রীযুক্ত বসন্ত-বন্ধন রায় ও শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সাম্ভাল নবাবিষ্ট নারাহণপালের ৫৪১ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত পার্বতীমুর্তির চিত্র প্রকাশের অঙ্গুমতি দিয়াছেন, এবং ঢাকা চিকিৎসালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্ট প্রথম মহীপালদেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমুর্তির এক-ধানি চিত্র প্রদান করিয়াছেন। এই সকল বিদ্যুন্মসমাজ ও সাহিত্য-মুরাগী বহুবর্ণের সাহায্যে গ্রহে প্রকাশিত চিত্রসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে, এমারেক্ত প্রেসের স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গণদেব গঙ্গোপাধ্যায় ও তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত রায়কুমার ভট্টাচার্যের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থ স্বচাক্ষরণে মুদ্রিত হইয়াছে। বহুবর্ণ ও একবর্ণ চিত্রগুলি প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী মেসাস' ইউ, রায় এও সকল কর্তৃক শ্রীযুক্ত স্বরূপার রাজের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থের শেষে যে বর্ণানুক্রমিক সূচী সংশ্লিষ্ট হইল, তাহা মহানয় শ্রীযুক্ত হরিদাম গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সকলিত হইয়াছে। বে সকল তথ্য

এখনও ঐতিহাসিক সত্যকল্পে অমাণ হয় নাই, তাহা প্রত্যেক পরিচ্ছদের
শেষে পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকারের বক্তুরগের বহু পরিশ্ৰম সহেও গ্ৰন্থ মধ্যে বহু ভূম প্ৰমাণ
ৱাহিনী গিয়াছে। ডোসা কুরি, সহস্ৰ পাঠকবৰ্গ কৃটি মাৰ্জনা কৰিবেন।
বিতীয় ভাগে মুসলমান বিজয়কাল হইতে আকবৰ কৰ্তৃক বাঢ়ালা বিভূত
পৰ্যাপ্ত সময়ের ইতিহাস প্ৰকাশিত কৱিতাৰ ইচ্ছা রহিল।

৬৫ নং সিমলা ট্ৰাইট,

৮ই চৈত্র, ১৩২১

}

শ্ৰীৱার্ধালদাস বন্দেৱাপাখ্যায়

ବିତୀୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତେର ଭୂମିକା

ଆୟ ନୟ ବ୍ୟସର ପୂର୍ବେ ଯଥନ ବାଙ୍ଗଲାର ଇତିହାସେର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରକାଶିତ ହଇଯାଛିଲ ତଥନ ସେ, କୋନ କାଳେ ବାଙ୍ଗଲା ଭାଷାୟ ରଚିତ ଏହି ଜ୍ଞାତୀୟ ଏହେର ବିତୀୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମୁଦ୍ରିତ କରିତେ ହଇବେ ତାହା ଆମାର ମନେ ହୟ ନାହିଁ । ବାଙ୍ଗଲାର ଇତିହାସ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଦେଶେ ଓ ବିଦେଶେ କିଞ୍ଚିତ ସମାନର ଲାଭ କରିଯାଛିଲ, ତାହାର ଫଳେ ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଚାରି ପୌତ୍ର ବ୍ୟସରେର ମଧ୍ୟେଇ ଶେଷ ହଇଯା ଗିଯାଛିଲ । ବାଙ୍ଗଲାର ଇତିହାସେର ପ୍ରକାଶକ ଅଗ୍ରଜପ୍ରତିମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିଦାସ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ମହାଶୟ ପ୍ରାୟ ତିନ ବ୍ୟସର ପୂର୍ବେ ଏହି ଏହେର ନୃତ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରଚନା କରିତେ ଆଦେଶ କରିଯାଇଲେନ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧୀର୍ଘ ପ୍ରବାସ ଓ ଅବସରେର ଅଭାବେର ଜନ୍ମ ବିତୀୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମୁଦ୍ରଣ ଆରମ୍ଭ ହଇଲେଓ ଏକ ବ୍ୟସରେର ମଧ୍ୟେ ଶେଷ ହୟ ନାହିଁ ।

ବିତୀୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତେର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତାଧିକାର କାଳ ଓ ସମ୍ପଦ ହିତେ ଏକାଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦେ ପାଲ ଓ ମେନ-ବଂଶେର ଇତିହାସ ପୁନର୍ଜାର୍ତ୍ତ ହଇଯାଇଛେ । ବିଗତ ଦଶ ବ୍ୟସରେର ମଧ୍ୟେ ଯେ ସମ୍ପଦ ନୃତ୍ୟ ଶିଳାଲିପି, ମୁଦ୍ରା ବା ପ୍ରାଚୀନ ନିର୍ମଳନ ଆବିଷ୍ଟିତ ହଇଯାଇଛେ ତାହାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନର ସଂକଳନ ଏହିମଧ୍ୟେ ଗୃହୀତ ହଇଯାଇଛେ । ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ ମୁଦ୍ରିତ ହଇଲେ ଢାକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟେର ଇତିହାସ ଶାନ୍ତ୍ରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡାକ୍ତାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ମହିମାର, ସମୁଦ୍ର-ଶୁଷ୍ଠର ଏଲାହାବାଦେର ଉଚ୍ଚ ଲିପିତେ ଦେବରାଟ୍ର ଓ ଏରଙ୍ଗପତ୍ର ନାମକ ହାନିଦସେର ଅବସ୍ଥାନ ସଥକେ ପଞ୍ଚାମୀର କଲୋନିଯିଲ କଲେଜେର ଅଧ୍ୟାପକ ଡାକ୍ତାର ଡି. ଜୁଭୋ-ଡୁବ୍ରୁଇ- (Dr. G. Jouveau-Dubreuil)-ଏର ମତେର ଅତି ଆମାର ଦୃଷ୍ଟି ଆବର୍ଧଣ କରିଯାଇଲେନ । ଡାକ୍ତାର ଜୁଭୋ-ଡୁବ୍ରୁଇଲେର ମତେ, ଏରଙ୍ଗପତ୍ର ଚିକାକୋଲେର ନିକଟେ ଅବହିତ, ଏରଙ୍ଗପତ୍ର ଏବଂ ଦେବରାଟ୍ର

কলিঙ্গদেশে অবস্থিত। এই মতই সমীচীন বলিয়া সমর্থন করিতে
বাধ্য হইলাম, (Ancient History of the Deccan, by
G. Jouveau Dubreuil, translated into English by
V. S. Swaminadha Dikshitar, Pondicherry, 1920, pp.
59-60).

ভাস্কর বর্ষা কর্তৃক কর্ণস্থৰ্ব বা পশ্চিম বঙ্গ বিজিত হইলে কলিঙ্গদেশে
শশাক্তের অধিকার ছিল। ভাস্কর বর্ষা ও হর্ষস্থৰ্বনের মৃত্যুর পরে গৌড়,
বঙ্গ বা মগধের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা এখনও বলিতে পারা যায় না।
এই যুগের মাত্র দুইখানি লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বমধ্যানি কোথায়
আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না, ইহা এক্ষণে লঙ্ঘনের
ক্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে এবং ডাক্তার বার্নেট (L. D. Barnett)
ইহার পাঠোকারে ব্যাপৃত আছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তা-
তর্বের অধ্যাপক পরমস্বেহাস্পদ ডাক্তার শ্রীমান् স্বনীতিকুমার চট্টো-
পাধ্যায় যখন লঙ্ঘনে অবস্থান করিতেছিলেন তখন ডাক্তার বার্নেট
তাহাকে এই শিলালিপির উক্ত পাঠ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়া-
ছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ডাক্তার বার্নেটের উক্ত পাঠ বাঢ়ালাৰ
ইতিহাসের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, এ
অঙ্গ আমি ডাক্তার বার্নেট ও তাহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এই লেখ-
খানি তাম্রশাসন, ইহার একদিকে পঞ্চদশটি পঁক্তি আছে এবং ডাক্তার
বার্নেটের মতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীৰ লেখ। এই লেখ হইতে আনিতে
পারা যায় যে, কর্ণস্থৰ্বে অবস্থিত মহারাজাধিরাজ পরম ভাগবত শ্রীজয়-
নাগদেবেৰ রাজ্যকালে ঔদ্যোগিক বিষয়েৰ সামন্ত শ্রীনারায়ণ ভদ্রেৰ
রাজ্যকালে মহাপ্রতিহার শৃঙ্গসেন কর্তৃক এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।
এই তাম্রশাসন দ্বাৰা ভট্টাচকৰীস্বামী নামক ব্রাহ্মণকে বশিষ্ঠোষবাট নামক

ଗ୍ରାମ ପ୍ରଦତ୍ତ ହଇଯାଛିଲ । ତାତ୍ରଶାସନେ ଜୟମାଗଦେବେର ରାଜ୍ୟକ ଛିଲ କିନ୍ତୁ ତାହା ଆର ପଡ଼ିତେ ପାରା ଯାଏ ନା । ଡାକ୍ତାର ଶ୍ରୀମାନ୍ କୁମାର ଆମାକେ ଜାନାଇଯାଛେନ ସେ, ଡାକ୍ତାର ସାର୍ଣ୍ଣେଟ ଶୈଷିଇ ଲେଖିଥାନି -
Epigraphia Indica ପତ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେନ ।

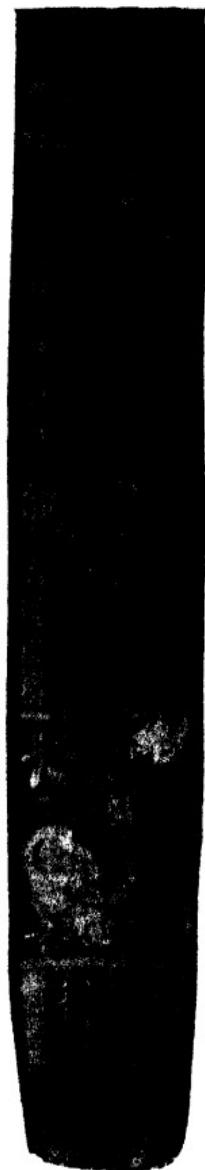
ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖିଥାନି ତାତ୍ରଶାସନ, ଇହା ଶିଳ୍ପରୀଜ୍ଞାନୀର କୋନହାନେ ଆବି-
ସ୍ତତ ହଇଯାଛିଲ । ଏହି ତାତ୍ରଶାସନଧାନିର ଏକଟି ବିଶେଷ ଆଛେ, ଇହାର ମୂଳ୍ରା
ବା ଶିଳ ଖୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବା ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର ଅକ୍ଷରେ ଲିଖିତ ଏବଂ ଏହି ମୂଳ୍ରାୟ
ରାଜାର ନାମ ବା ଉପାଧି ନାହିଁ । ଗୁପ୍ତ-ସାମରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରିତର ନମମେ କୁମାରାମାତ୍ତା
ଉପାଧିଧାରୀ ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିତ୍ୟ ରାଜକର୍ମର ଅନ୍ତ ସେ ଜାତୀୟ ମୂଳ୍ରା ବା
ଶିଳ ବାବହାର କରିତେନ ଇହା ଦେଇ ଜାତୀୟ ମୂଳ୍ରା । ସର୍ଵଗତ ଡାକ୍ତାର ଥିଓଡ଼ର
ବ୍ରଥ ଏବଂ ଡାକ୍ତାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡି. ବି. ସ୍ପୂନାର ବୈଶାଲୀର ଧର୍ମସାରଶେ ଧନନ
କାଳେ ଏହି ଜାତୀୟ ଅନେକ ମୂଳ୍ରା ମୂଳ୍ରା ବା ଶିଳ ଆବିଷକ୍ତ କରିଯାଇଲେନ ।
ଏହି ଶିଳମୋହର ହିତେ ବୁଝିତେ ପାରା ଯାଏ ସେ, ଖୃତୀୟ ସତ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭେ
ଆଚିନ ଗୁପ୍ତ-ସାମରାଜ୍ୟ ବିନଟ ହିଲେ ଗୁପ୍ତ-ରାଜବଂଶେର ଅନେକ ରାଜକର୍ମଚାରୀ
ରାଜ୍ୟପାଦି ଗ୍ରହଣ ନା କରିଯାଏ ସାଧିନ ହଇଯାଇଲେନ । ସାମର୍ତ୍ତ ଲୋକନାଥେର
ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏକକାଳେ ଗୁପ୍ତ-ସାମରାଜ୍ୟର ଅଧିନେ କୁମାରାମାତ୍ତାଧିକରଣ ପଦ ଧାରଣ
କରିଯାଇଲେନ । ପରେ ତିନି ଅଧିବା ତାହାର ପୁତ୍ର ସାଧିନ ରାଜ୍ଞୀ ହିଲେଓ
ତାହାର ରାଜ୍ୟପାଦି ବା ନୃତ୍ୟ ରାଜକୀୟ ମୂଳ୍ରା ସ୍ବର୍ଗାର୍ଥ-
ବଂଶେର ଭାତ୍ୟେର ମୂଳ୍ରା ବାବହାର କରିଯା ଆସିଲେନ । ନାଥବଂଶେର ପଞ୍ଚମ
ପୁରୁଷ ସାମର୍ତ୍ତ ଲୋକନାଥ ସାଧିନ ରାଜ୍ଞୀର ମତ ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିତେ ଗିର୍ଯ୍ୟାନ
କୁମାରାମାତ୍ତା ଉପାଧି ବାବହାର କରିତେ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରେନ ନାହିଁ । ଲୋକ-
ନାଥେର ପିତାର ନାମ ପଡ଼ିତେ ପାରା ଯାଏ ନା, ତବେ ତାହାର ଜ୍ଞେଷ୍ଠତାତ୍ତ୍ଵର ନାମ
ଭବନାଥ ଓ ପିତାମହେର ନାମ ଶ୍ରୀନାଥ । ଶ୍ରୀନାଥେର ପିତା ମହାରାଜ୍ୟପାଦିଧାରୀ
ଛିଲେନ । ଲୋକନାଥ ନିଜେ କରଣଜାତୀୟ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵେର ଦୌହିତୀ

ছিলেন। লোকনাথের আঙ্গ জাতীয় মহাসামষ্টি প্রদোষশর্ষা, লেকে নাথের পুত্র লক্ষ্মীনাথের মুখে রাজাকে আনাইয়াছিলেন যে, তিনি শুমুক্ত বিষয়ের বনময় প্রদেশে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে অনস্তুতারাঘণের মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন এবং সেই স্থানের বিষান আঙ্গনদিগের বাসস্থানের অন্ত ভূমি প্রার্থনা করেন। প্রদোষশর্ষার প্রার্থনা অমসারে সামষ্টি লোকনাথ তাহার সাঙ্গিবিশ্রাহিক প্রশাস্তদেবের দ্বারা এই তাত্ত্বাসন সম্পাদন করাইয়া, তাহা দ্বারা প্রদোষশর্ষাকে বহু ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাত্ত্বাসন লোকনাথের ৪৪ বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল।

বৌগ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহুত হইয়া ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দে “পাল-সাত্ত্বাঞ্চোর অধ্য-পতন” সমক্ষে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার, মৈত্রেয় মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ উক্ত বর্ষে ‘মৰ্দিবাণী’ নামক অধ্যনা বিলুপ্ত সাধারণ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু এই বক্তৃতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বা মৈত্রেয় মহাশয় কর্তৃক প্রবক্ষ্যাকারে বা গ্রহাকারে কোনও ভাবায় প্রকাশিত হয় নাই। মৈত্রেয় মহাশয় রামচরিতের যে অংশের চীক নাই সেই অংশের দুই একটি শ্লোকের স্থলের অর্থ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি নিজ নাম দিয়া এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই বলিয়া তাহার অর্থ বা ব্যাখ্যা বাবহাব করিতে ভরসা করিলাম না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দৌনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য “পাল-রাঙ্গণের তারিখ” সমক্ষে একটি শুদ্ধীর্ণ প্রবক্ষ রচনা করিয়াছেন কিন্তু তাহা “শেখ ততোদয়া” নামক আধুনিক গ্রন্থের একটি শ্লোকের যথেচ্ছ পরিবর্তনের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইতিহাসে গৃহীত হইবার বোগ্য হয় নাই।

চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, চাকা চিরশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মলিনীকান্ত ভট্টশালী, প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পূর্বচক্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দৌক্ষিত, উক্ত বিভাগের দক্ষিণ-চক্রের অধ্যক্ষ পশ্চিত শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী প্রমুখ বঙ্গুগণ প্রবাসকালে ও ১৩৩০ বঙ্গাব্দে আমি যথন কলিকাতায় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম তখন তাহাদিগের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অবস্থাবলী এবং নৃতন শিলালিপি ও তাত্ত্বিকসনের উক্তত পাঠ দিয়া গ্রন্থচন্দ্রে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। যথাসময়ে তাহাদিগের সাহায্য না পাইলে বাঙালার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। পুণায় অবস্থান কালে শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ ও কলিকাতায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপুরি গঙ্গোপাধ্যায় সংশোধিত অংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শারীরিক অস্থৱত্তার জন্ত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম সংস্করণের স্থায় সর্বাঙ্গস্মৃত হয় নাই এবং সহস্র ক্ষটির অঙ্গিত জানিয়াও কাগজের মূল্য ও মুদ্রণের ব্যায় বাড়িয়া যাওয়ায় গ্রন্থের মূল্য বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছি। সূচিপত্র ও শুক্রিপত্র বঙ্গবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় কর্তৃক সঞ্চলিত হইয়াছে, তাহাদিগের সাহায্য বাতীত আমার পক্ষে দ্বিতীয় সংস্করণের সূচিপত্র ও শুক্রিপত্র সঞ্চলন করা অসম্ভব হইত।

বাঙালির ইতিহাস



মুখ্যমন্ত্রী



প্রথম মহাপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যকে লিখিত ‘অস্টিসাহিত্যিক। প্রজাপারমিতা’র

প্রথম পাটি ও প্রথম পঠের চিত্র।

সূচী

বিবরণ

পঠা

প্রথম পরিচেদ

আগেতিহাসিক যুগ	১
----------------	-----	-----	-----	---

দ্বিতীয় পরিচেদ

বাঙালার আদিম অধিবাসী ও আর্য-বিজয়	১০
-----------------------------------	-----	-----	-----	----

তৃতীয় পরিচেদ

মৌর্যাধিকার ও শকাধিকার	২৮
------------------------	-----	-----	-----	----

চতুর্থ পরিচেদ

শুপ্তাধিকার কাল	৪৮
-----------------	-----	-----	-----	----

পঞ্চম পরিচেদ

মগদের শুপ্ত-রাজবংশ	৫২
--------------------	-----	-----	-----	----

ষষ্ঠ পরিচেদ

অব্রাহামতা	১২৭
------------	-----	-----	-----	-----

সপ্তম পরিচেদ

পাল-বংশের অভ্যাস	১৬২
------------------	-----	-----	-----	-----

অষ্টম পরিচেদ

শুর্জন-রাষ্ট্রকূট-বল	২০৩
----------------------	-----	-----	-----	-----

নবম পরিচ্ছেদ

ষিতোষ পাল-সাহাজ্য	২৩৭
মশুম পরিচ্ছেদ				
পাল-বংশের অধিগতন	২৭৫
একাদশ পরিচ্ছেদ				
সেন-বাহ্যবংশ	৩০৮
ষান্মশ পরিচ্ছেদ				
মুসলমান-বিভব	৩৩৭

—

চির্ত-সূচী

- ১। প্রথম মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাক্ষে লিখিত “অষ্টমাহশিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার” প্রথম পট্টি ও পঞ্চম পত্রের চির্ত (ত্রিবর্ণ)...মুখ্যগত্ত ।
- ২। প্রস্তুপ্রস্তুর ও নব্য প্রস্তুর মুন্দের অন্ত ।
- ৩। নব্যপ্রস্তুর ও তাত্ত্বিকগের অন্ত ও বাবিলোনীয় শিল ।
- ৪। ধানাইদহে আবিষ্টত প্রথম কুমারগুপ্তের তাত্ত্বিকাসন ।
- ৫। চঙীমৌখামে আবিষ্টত কীরাতাঙ্গুলীরের চির্ত ।
- ৬। বৃক্ষগম্যায় আবিষ্টত পিতৃলম্ব বৌক্ষমূর্তি ।
- ৭। প্রাচীনমুদ্রা :—(১) প্রাচীন ছাঁচে ঢালাই তাত্ত্বিক, চতু-ক্ষেণ (২) প্রাচীন ছাঁচে ঢালাই তাত্ত্বিকমুদ্রা, গোল, (৩) প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা, (৪) সমুদ্রগুপ্তের অশ্মেধের মুদ্রা, (৫) বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা (৬) ময়ূরবাহন প্রথম কুমারগুপ্তের মুদ্রা, (৭) অশ্বারোহী প্রথম কুমারগুপ্তের মুদ্রা ।
- ৮। প্রাচীন মুদ্রা :—(১) হস্তিপৃষ্ঠে প্রথম কুমারগুপ্তের মুদ্রা, (২) সন্দগুপ্তের মুদ্রা, (৩) শশাক্তের মুদ্রা, (৪) মগধের গুপ্ত-রাজগণের মুদ্রা, (৫) শশাক্তের (৬) মুদ্রা, (৭) বিগ্রহপালের রঞ্জত মুদ্রা ।
- ৯। আশ্রকপুরে আবিষ্টত পিতৃলম্ব চৈত্য ।
- ১০। বৌক্ষগম্য আবিষ্টত কেশবের শিলালিপি ।
- ১১। বিক্ষুপাদ মন্দিরে আবিষ্টত নারায়ণপালের সপ্তম রাজ্যাক্ষের শিলালিপি ।
- ১২। নারায়ণপালের ৪৪ রাজ্যাক্ষে প্রতিষ্ঠিত পার্কতী মূর্তি ।

- ১৩। প্রথম শূরপালের তৃতীয় রাজ্যাকে প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষ শৃঙ্খলা।
- ১৪। তৃতীয় গোপালের প্রথম রাজ্যাকে নালন্দায় প্রতিষ্ঠিত বাগীশবী শৃঙ্খলা।
- ১৫। বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্ট প্রথম মহীপালদেবের তৃতীয় রাজ্যাকে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বশৃঙ্খলা।
- ১৬। প্রথম মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাকে লিখিত অষ্টসাহস্রিক প্রজাপারমিতা।
- ১৭। প্রথম মহীপালের একাদশ রাজ্যাকে পুনর্নির্মিত নালন্দা-বিহারের স্বারের ডগাংশ।
- ১৮। নরপালের চতুর্দশ রাজ্যাকে লিখিত “পঞ্চবক্ষণ”।
- ১৯। গয়ার নরসিংহ-মন্দিরে আবিষ্ট নরপালের পঞ্চদশ রাজ্যাকের শিলালিপি।
- ২০। পাইকোরগ্রামে আবিষ্ট চেন্দী-রাজ কর্ণদেবের শিলাস্তম্ভ।
- ২১। বিহারে আবিষ্ট তৃতীয় বিগ্রহপালের ঝঁঝোদশ রাজ্যাকে প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষশৃঙ্খলা।
- ২২। বিহারে আবিষ্ট রামপালের তৃতীয় রাজ্যাকে প্রতিষ্ঠিত তারাশৃঙ্খলা।
- ২৩। রামপালের পঞ্চদশ রাজ্যাকে লিখিত অষ্টসাহস্রিক প্রজাপারমিতা।
- ২৪। চওড়ীমৌগ্রামে আবিষ্ট রামপালের ৪২শ রাজ্যাকে প্রতিষ্ঠিত বৌধিলক্ষ্মুষ্ঠি।
- ২৫। হরিবর্ধনদেবের ১২শ রাজ্যাকে লিখিত অষ্টসাহস্রিক প্রজাপারমিতা।

- ୨୬। ଭାଗଲପୁରେ ଆବିଷ୍ଟ ବଜ୍ରତାରୀ ।
 - ୨୭। ସାଗରଦୀଘର ନିକଟ ଆବିଷ୍ଟ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରକାରେର ବିଜୁମୂର୍ତ୍ତି ।
 - ୨୮। ଢାକାଯ ଆବିଷ୍ଟ ଲଙ୍ଘଣସେନେର ହୃତୀୟ ରାଜ୍ୟକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚଣ୍ଡୀମୂର୍ତ୍ତି ।
 - ୨୯। ଗୋଡ଼େ ଆବିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଅନ୍ଵଚିତ୍ର ।
 - ୩୦। ଗୋବିନ୍ଦପାଲେର ରାଜ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହିଲେ ୧୧୧୨ ଖୁବିତ ପଞ୍ଚାକାରେର ଶେଷପତ୍ର ।
 - ୩୧। ରଙ୍ଗପୁରେ ଆବିଷ୍ଟ ବିଜୁମୂର୍ତ୍ତି ।
-

বাঙ্গালাৰ ইতিহাস।

প্ৰথম পৱিত্ৰেণ।

আগৈতিহাসিক যুগ।

যুগ বিভাগ—মানবেৰ অস্তিত্বেৰ সৰ্বপ্ৰাচীন নিৰ্দৰ্শন—আদিম-মানব নিৰামিষ্যমূলৰ যুগ—আদিম মানবেৰ স্বভাৱ পৱিত্ৰেণ—মানবেৰ প্ৰথম অস্ত—অস্তৰেৰ যুগ—
কৃ-অস্তৰেৰ যুগ—বাঙ্গালা দেশে আবিষ্ট নিৰ্দৰ্শন—বঙ্গবাসী ও খাজাজবাসী আদিম
মানব—নব্য-অস্তৰ যুগ—বাঙ্গালাদেশে আবিষ্ট নিৰ্দৰ্শন—ধাতু আবিকাৰ—তাৰেৰ
যুগ—বাঙ্গালা দেশেৰ তোত্ৰ নিৰ্মিত অস্ত।

জগতে, সকলপ্ৰথমে, কোন্ যুগে কত কাল পূৰ্বে, মানবেৰ স্থিতি
হইয়াছিল, তাৰা এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। প্ৰাণিতত্ত্ববিদ্গণ স্থিৱ
কৰিয়াছেন যে, বৰ্তমান সময়েৰ সকল জীবেৰ পৰে মানবেৰ আবিৰ্ভাৱ
হইয়াছিল। ভূতত্ত্ববিদ্গণ বলিয়া থাকেন যে, নব্যজীবক যুগেৰ শেষভাগে
মানবেৰ অস্তিত্বেৰ চিহ্ন লক্ষিত হয়। অস্ত্যাধুনিক উপযুগ হইতে
পৃষ্ঠতে মানবেৰ অস্তিত্বেৰ নিৰ্দৰ্শন পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাৰ পূৰ্ববৰ্তী ছইট
উপযুগে মানবেৰ অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদ্গণেৰ মধ্যে মতভেদ আছে।

(১) ভূতত্ত্ববিদ্গণ পৃথিবীৰ বয়সকে প্ৰথমতঃ প্ৰতিবীৰক, মধ্যজীবক ও নব্য-
জীবক এই তিন যুগে বিভক্ত কৰিয়াছেন। প্ৰতোক যুগ তিন বা তত্ত্বোধিক উপযুগে
বিভক্ত হইয়াছে :—

কেহ কেহ বলেন যে, মধ্যাধুনিক ও বহুাধুনিক উপযুগে মানবের অস্তিত্বের নির্দর্শন পাওয়া যায় ; কিন্তু কেহ কেহ এই সকল নির্দর্শনের সহিত মানবের সম্পর্ক স্থীকার করেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, বহুাধুনিক উপযুগে মানবের অস্তিত্বের নির্দর্শন আবিষ্ট হইবে ইহা আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু মধ্যাধুনিক যুগে মানবের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার কোন আশাই নাই। মাত্রাজ প্রদেশে কণ্ঠ নামক স্থানে একটি পর্যতগুহায় জীবাশ্মের (Fossil) সহিত আদিম মানবের অস্তিত্বের

(ক) প্রাচীবক (Palaeozoic).	{ আদিম (Archaeon). কান্বিক (Cambrian). অর্ডোভিসীয় (Ordovician). সিলিউরিক (Silurian). ডিভোনিক (Devonian). অজ্ঞাবহ (Carboniferous). পার্মিক (Permian).
(খ) মধ্যজীবক (Mesozoic).	{ ত্রায়াসিক (Triassic). জুরাসিক (Jurassic). খটিক (Cretaceous). আগাধুনিক (Eocene). অজ্ঞাধুনিক (Oligocene). মধ্যাধুনিক (Miocene). বহুাধুনিক (Pliocene). অস্ত্রাধুনিক (Pleistocene). উপাধুনিক (Sub-holocene). আধুনিক (Holocene).
(গ) নথজীবক (Cainozoic).	

(২) That man existed in Western Europe during the period of the Mammoth and the Rhinoceros, Tichorhinus, no longer, I think admits of a doubt ; but when we come to Pliocene and still more to Miocene times, the evidence is less conclusive :—Pre-historic Times, p. 399.

নির্দেশন আবিস্কৃত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্যাগণ অঙ্গুয়ান করেন যে, এই সকল
জীবাশ্ম বহুধুনিকযুগের স্তুপায়ী জীবের অস্থিৎ। ব্রহ্মদেশে
বহুধুনিকযুগের লুপ্ত স্তুপায়ী জীবের অস্থির সহিত আদিম মানব
কর্তৃক ব্যবহৃত প্রস্তুরনির্মিত অস্ত্র আবিস্কৃত হইয়াছে^৩। অস্ত্যাধুনিক ও
উপাধুনিক যুগে মানবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনৌবিগণের মতদৈধ নাই।

ভূতত্ত্ববিদ্যা ও প্রাণিতত্ত্ববিদ্যাগণ স্থির করিয়াছেন যে, মানবজাতির
শৈশবে আদিম মানবগণ উত্তিদ্বোজী ছিলেন। মানবের জন্মের ইতি-
হাস এখনও অস্ত্রকার্যালয়, সমগ্র মানবজাতির পূর্বপুরুষগণ একই সময়ে
একই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলেন কি না তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে
ইহা স্থির যে, মানবজীবনের প্রারম্ভে আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ নিরা-
মিষাশী ছিলেন। যুগপ্রবর্তনের ফলে, মানবের জন্মের বহুদিন পরে,
গ্রীষ্মপ্রধান অথবা নাতিশীতোষ্ণদেশসমূহ ক্রমশঃ, অথবা সহসা, শীত-
প্রধান হইয়াছিল। তাহার ফলে, আদিম মানবের লীলাক্ষেত্রসমূহে,
জীবনধারণোপযোগী ফলমূলের অভাব হইয়াছিল। এই পরিবর্তনের যুগে
আদিম মানবকে বাধ্য হইয়া ফলমূলের পরিবর্তে পশুমাংস-ভোজনে প্রবৃত্ত
হইতে হইয়াছিল। জগতে মাংসাশী জীবসমূহের জন্মকাল হইতে যেকোন
তীক্ষ্ণনথনস্ত থাকে, কোন অবস্থাতেই মানবের তাহা ছিল না, এই কারণে

(৩) Records of the Geological Survey of India, Vol. XVII.
pp. 201, 203, 205.

(৪) Noetling—Memoirs of the Geological Survey of India,
Vol. XXVIII. 1894. Pre-historic Times, p. 402.

হায়দরাবাদে নিজামের রাজ্যে পোদাবরী নদীর উপত্যকায় অধুনা লুপ্ত অতিকার
জীবের অস্থির সহিত একধানি বহুমূল্য এগেট (agate) প্রস্তুরনির্মিত ছুরিকা
(Flake) আবিস্কৃত হইয়াছিল—Memoirs of the Geological Survey of
India, Vol. I. p. 65. প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীমুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত
মহাশয় এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

আদিম মানবকে জীবনযাত্রানির্বাহের জন্য পশুহত্যার উপযোগী আয়ুধ অন্বেষণে প্রয়োজন হইতে হইয়াছিল। আদিম মানব তখনও কৃত্রিম উপায়ে অগ্ন্যৎপাদন করিতে শিক্ষা করে নাই, সুতরাং ধাতুর ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। এই যুগবিপ্লবের সময়ে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে আয়ুধ বা প্রহরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তৌক্তুধার প্রস্তরখণ্ড মাত্র।

মানবজাতির সর্বপ্রাচীন অস্ত্র, ভূপৃষ্ঠে অন্বেষণলক্ষ, প্রস্তরখণ্ডের বর্তমান নাম প্রাগাযুধ (Eolith)^(*)। ইহাতে মানবের শিল্পের কোন নির্দর্শন নাই, এই জন্য কোন কোন ভূতত্ত্ববিদ্ ইহা আদিম মানব কর্তৃক ব্যবহৃত অস্ত্র নহে বলিয়া সন্দেহ করেন। আদিম মানবগণ প্রাগাযুধ হচ্ছে ধারণ করিয়া মৃগয়ায় প্রযুক্ত হইতেন এবং আমমাংস ভক্ষণ করিয়া ঝঠরজ্বালা নিরুত্তি করিতেন। ক্রমশঃ জ্বানবৃদ্ধির সহিত ভল্ল বা বর্ধার ব্যবহার আরম্ভ হয়। যুগবিপ্লবের বছকাল পরে, আদিম মানবগণ ভূপৃষ্ঠ-লক্ষ প্রস্তরখণ্ডের অগ্রভাগ, দ্বিতীয় প্রস্তরের আঘাতে তৌক্তুতর করিয়া, তাহা দণ্ডের অগ্রভাগে, বনজাত লতায় বন্ধনপূর্বক ভল্ল বা বর্ধার স্থিতি করিয়াছিলেন। কৃত্রিম উপায়ে অগ্ন্যৎপাদন মানবজাতির দ্বিতীয় আবিষ্কার। নবাবিস্কৃত অগ্নি ও ভল্লের সাহায্যে আদিম মানবগণ সেই প্রাচীন-যুগের অতিকায় ভৌষণ হিংস্রজনসমূহের আক্রমণ হইতে আড়ারক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং ক্রমশঃ সমগ্র জীবজগতের উপরে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মানবজাতির শৈশবে, অগ্ন্যৎপাদনের উপায় আবিস্কৃত হইলেও, আদিম মানবসমাজে বছকালযাবৎ ধাতুর ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। ধাতব অস্ত্রনির্মাণপদ্ধতির

(*) “Eolith means an instrument not chipped into any intentional form, but only natural forms utilised at once. Nature, Aug. 31st. 1905.”

আবিষ্কারকালপর্যন্ত, তীক্ষ্ণধার পাষাণখণ্ডই আদিম মানবের একমাত্র প্রহরণ ছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ, ধাতবঅস্ত্রনির্মাণকালপর্যন্ত সময়ের, প্রস্তরের যুগ (Stone Age) নাম দিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ লবক (Sir John Lubbock, Lord Avebury) প্রস্তরের যুগকে দ্রুতভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; প্রস্তরযুগের প্রথম ভাগের নাম প্রত্র-প্রস্তরের যুগ (Palæolithic Age) ও দ্বিতীয় ভাগের নাম নব্য-প্রস্তরের যুগ (Neolithic Age)। আদিম মানবের যে সমস্ত প্রহরণ অদ্যাবধি আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ দ্রুতভাগে বিভক্ত হইতে পারে; (ক) প্রত্র-প্রস্তরযুগের অস্ত্র—ইহাতে মানবের শিল্পচাতুর্যোর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা দেখিয়া এইমাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা ভূপৃষ্ঠে অব্যেষণলক্ষ প্রস্তরখণ্ড মাত্র নহে; (খ) নব্যপ্রস্তরযুগের অস্ত্র—নব্যপ্রস্তরের যুগে বর্ধাফলক, শরফলক, কুঠারফলক, ছুরিকা। প্রস্তুতি নানাবিধ সুদৃশ্য ও সংযোগিত্বাত্মক অস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়; এই যুগের অস্ত্র দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আদিম মানব সেই সময়ে শিলাখণ্ড হইতে অস্ত্রনির্মাণে অভ্যন্ত হইয়াছিল।

ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, মানবজাতির পরিবর্তন আরক্ষ হইয়াছে; পৃথিবীর কোন্ ভাগে, কোন্ সময়ে, যুগবিপ্লবের ফলে, নিরামিষাশী আদিম মানবকে ঘাংসাশী হইতে হইয়াছিল, এবং তীক্ষ্ণনথ-দণ্ডের অভাবে, মৃগয়োপযোগী অস্ত্রাবেষণে প্রবৃষ্ট হইতে হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। বর্তমান সময়ে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে যুগবিপ্লব হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মানব এখনও সমান অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে নাই। অদ্যাপি জগতে এমন ঘনুম্য আছে, যাহারা ধাতুর ব্যবহার জানে না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জানের উন্নতির সহিত, মানবজাতির

উন্নতি হইয়াছে, এবং প্রত্তি-প্রস্তরেৰ যুগ আৱলত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান কৱেন যে, ইউরোপখণ্ডে এই যুগ খৃষ্টীয় জন্মেৰ পঞ্চদশ লক্ষ বৎসৰ পূৰ্বে আৱলত হইয়াছিল। ভূতত্ত্ববিদ্য পঙ্গিত কগিন্ ব্রাউন অনুমান কৱেন যে, ভাৱতবৰ্ষেৰ প্রাচীন প্রস্তরেৰ যুগই উরোপেৰ প্রত্তি-প্রস্তরযুগেৰ সমসাময়িক হইলেও হইতে পাৰে৷ ।

বাঙালাদেশে প্রত্তি-প্রস্তরযুগে যে কয়টি শিলানিৰ্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাৰাৰ সকলগুলিই দেশেৰ ভিন্ন সৌম্যাস্ত্রে পাওয়া গিয়াছে। বাঙালা দেশ পলিমাটীৰ দেশ ; ভাৱতবৰ্ষেৰ অস্থান দেশেৰ তুলনায় ইহা বয়সে নবীন। কিন্তু এই নবীন দেশেৰ উত্তৰ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূৰ্ব সৌম্যাস্ত্রে অতি প্রাচীন ভূমি আছে ; এই সকল প্রদেশেই বাঙালা-দেশেৰ প্রত্তি-প্রস্তরযুগেৰ পার্বত্য-অদেশে, যে সমস্ত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাৰা আকাৰে প্রত্তি-প্রস্তরযুগেৰ আৰ হইলেও, ভূতত্ত্ববিদ্য পঙ্গিতগণেৰ মতানুসাৰে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আৰ্য্যাবৰ্ত্তেৰ উত্তৰ-সৌম্যাস্ত্রে হিমালয়েৰ পাদমূলে ও পার্বত্য উপত্যকা সমূহে, আদিম মানবেৰ বাসেৰ কোন চিহ্নই অস্থাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বঙেদেশেৰ দক্ষিণ-পশ্চিম সৌম্যাস্ত্রহিত পার্বত্যপ্রদেশে দুইটি মাত্ৰ প্রত্তি-প্রস্তরযুগেৰ শিলানিৰ্মিত আয়ুধ অস্থাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই জাতীয় আৱ একটি অস্ত্র প্রায় পঞ্চাশ বৎসৰ পূৰ্বে বঙেদেশেৰ সমতলক্ষেত্ৰে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ভূতত্ত্ববিদ্য বলঃ ছগলী-জেলাৰ গোবিন্দপুৰ গ্রামেৰ এগাৰ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুণ্ডুণে গ্রামে একটি হৱিতাভ

(৬) It is not, however, safe in the present stage of knowledge to argue that the chipped implements of Bengal are of such a high antiquity, though it is within the bounds of possibility that they may be.—J. Coggin Brown—Note Supplied for the Author's use .

প্রস্তরনির্মিত কুঠারফলক (Boucher or celt) আবিকার করিয়া-
ছিলেন । এই সময়ে রাণীগঞ্জের নিকট বোধারোর কয়লার ধনিতে এই
জাতীয় আর একটি কুঠারফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল^(১) । ইহার দুই
বৎসর পরে সৌতারামপুরের নিকটবর্তী ঝরিয়ার কয়লার ধনিতে আর
একটি কুঠারফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহাই এখন কলিকাতা মিউজিয়ামে
দেখিতে পাওয়া যায়^(২) । পূর্বোক্ত অন্তর্বন্ধ বোধ হয় ইংলণ্ডে প্রেরিত,
হইয়াছে । প্রচু-প্রস্তরযুগের এই তিনটি প্রহরণ ব্যাতীত উত্তরাপথের
পূর্বপথে আর চারিটি মাত্র শিলানির্মিত প্রাচীন অন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে ।
এই চারিটি অন্ত উড়িয়া-প্রদেশের চেঁকানাল, আঙুল, তালচের ও সম্বল-
পুরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল । স্ববিদ্যাত ভূতভবিদ্ব পণ্ডিত ভিস্টেন্ট বল্
মান্ডাজে আবিষ্কৃত প্রচু-প্রস্তরযুগের অন্তসমূহের সহিত বঙ্গদেশের ও
উড়িয়ার এই যুগের নির্দশনসমূহের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই
উত্তর প্রদেশের প্রাচীন শিলানির্মিত প্রহরণের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে ।
ইহা হইতে তিনি অঙ্গুমান করেন যে, দক্ষিণাপথবাসী আদিম মানবগণের
সহিত উত্তরাপথবাসী প্রাচীন মানবজাতির ধনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । মান্ডাজে
ও বাঙালায় আবিষ্কৃত প্রচু-প্রস্তরযুগের অন্তসমূহের সাদৃশ্য কেবল আকার-
গত নহে, অনেক সময়ে উত্তর দেশে আবিষ্কৃত অন্তের পাষাণ একই
জাতীয় । যে স্থানে এই জাতীয় প্রস্তর পাওয়া যায়, সে স্থান বাঙালাদেশ
হইতে শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত । ভিস্টেন্ট বল্ম অঙ্গুমান করেন যে

(১) V. Ball—Stone implements found in Bengal, Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1865, pp. 127—28.

(২) Ibid, 1867, p. 143 ; Catalogue Raisonne of the Pre-historic Antiquities in the Indian Museum by J. Coggan Brown, M. Sc. F. G. S. p. 86. চিত্র ১১৫ ।

আদিম মানবগণ প্রত্ন-প্রস্তরযুগে এই সকল প্রাচীন অন্তর্দক্ষিণাপথ হইতে উত্তরাপথের পূর্বথেও আনয়ন করিয়াছিলেন^(১)।

লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া পাষাণখণ্ড হইতে অন্তর্দক্ষিণাপথ করিয়া আদিম মানব, যে যুগে এই জাতীয় অস্ত্রনির্মাণে পারদর্শী হইয়া উঠিল, সেই যুগের নাম নব্য-প্রস্তরযুগ। এই যুগে দূর হইতে অন্তর্দক্ষিণাপথ করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া মানবজাতি জীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধনুর সাহায্যে গুটিকা বা শর নিষ্কেপের কৌশল আবিষ্কার করিয়া, আদিম মানবগণ অথবা বলক্ষ্ম বা শোণিতস্তাব না করিয়াও শক্ত নিপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নৃতন শক্তিলাভ করিয়া তাহারা প্রাচীন জগতের অতিকার দুর্জ্য, হিংস্র জীবসমূহের খৎসনাধন করিয়া পৃথিবী মানবের বাসোপযোগী করিয়াছিলেন; বস্তুতঃ এই যুগ হইতেই মানবের সভ্যতা আরম্ভ হইয়াছে। নব্য-প্রস্তরযুগের আয়ুধসমূহ, প্রত্ন-প্রস্তরযুগের তুলনায় সংখ্যায় অধিক, কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক এবং আকারে ও প্রকারে বহুবিধি। বঙ্গদেশের যে প্রদেশে প্রত্ন-প্রস্তরযুগের অন্তর্দক্ষিণাপথ হইয়াছে, সেই প্রদেশেই নব্য-প্রস্তরযুগের অন্তর্দক্ষিণাপথ পাওয়া গিয়াছে। সর্বপ্রথমে সিংহভূম জেলায় চাইবাসা নগরে নব্য-প্রস্তরযুগের অন্তর্দক্ষিণাপথ হইয়াছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্টেন বীচিং (Captain Beeching) সিংহভূম জেলায় চাইবাসা নগরে ও চক্রধরপুরের আট ক্রোশ দূরবর্তী একটি নদীতীরে প্রস্তরনির্মিত ছুরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন^(১০)। ভিস্কেট বন্দু এই সমস্ত স্থান পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে, আবিষ্কৃত পাষাণখণ্ডগুলি মানব কর্তৃক নির্মিত ও ব্যবহৃত অন্তর্দক্ষিণাপথের পথ পরিষ্কৃত হইয়ে আছে^(১১)।

(১) Proceedings of the Royal Irish Academy, 2nd series. Vol. I. p. 394.

(১০) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1868, p. 177.

(১১) Ibid. 1870, p. 268.

এই সময়ে বল্ল ছোটনাগপুরের বুড়াভিহ গ্রামে একটি স্মৃতি, স্মর্তিত ছেদনাত্ত্ব (celt) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, তিনি পার্শ্বনাথপুরতের পাদমূলে আর একখানি ছেদনাত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন^{১২}। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মানভূম জেলার বরাহভূম পরগণায়, ধাদ্কা কয়লার থনির নিকটে দেওবা গ্রামে একখানি কুঠারফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল^{১৩}। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের নিকট সীতাকুণ্ডপুরতে অশ্বী-ভূত কাষ্ট (Petrified or fossilized wood) নির্ণ্যিত একখানি কুপাণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল^{১৪}। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে রাঁচি জেলায় শত শত প্রস্তর-নির্ণ্যিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই স্থানে অস্ত্র তৌঙ্ক করিবার প্রস্তর (Polishing stone), গদাফলক (ring stone) কুঠার ফলক বা ছেদনাত্ত্ব (Boucher or celt), ছুরিকা (flake), মূষল (core), চক্র (disc) প্রভৃতি অস্ত্র ও শস্ত্রপেষণের মূষল (grinder) আবিষ্কৃত হইয়াছিল^{১৫}। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে হাজারীবাগের শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় পার্শ্বনাথপুরতের নিকটে ও হাজারীবাগের অন্যান্য স্থানে পাঁচটি মৰ্য-প্রস্তরযুগের অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন^{১৬}।

সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম. এ, আসামে আবিষ্কৃত নৃতন প্রকারের দুইটি কুঠারফলকের বিবরণ

(১২) Ibid, 1878. p. 125 ; Proceedings of the Royal Academy, 2nd Series. Vol. I. p. 3945. pl. XV. fig. 9.

(১৩) Catalogue Raisonne of the Pre-historic Antiquities in the Indian Museum p. 160, No. C. 67 ; চিত্র ১৬।

(১৪) Ibid. p. 161, No. 2618 ; চিত্র ২৫।

(১৫) Ibid, pp. 158—59 Nos. 3292, 3345 and 3353 ; চিত্র ১৪—৫।

(১৬) Ibid, p. 160, No. 6316 ; চিত্র ২৫।

প্রকাশ করিয়াছেন^{১১}। ভিল্ডেন্ট বল ১৮৭৫ খ্রষ্টাব্দে, সিংহভূম জেলার ধলভূম পরগণায়, এই জাতীয় কুঠারফলক আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন^{১২}। সম্পত্তি শ্রীযুক্ত কগিন ব্রাউন আসামে এক নৃতন ধরণের বুঝলের (Grooved hammer) বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন^{১৩}।

নব্য-প্রস্তরের যুগে আদিম মানবগণ ধাতুর ব্যবহার জানিতেন না। ধাতু আবিষ্কৃত হইলে, মানবগণ যখন জানিতে পারিলেন যে, ধাতুর অস্ত্র পাষাণনির্মিত অস্ত্রাপেক্ষা তৌক্ষধার, তখন তাঁহারা ক্রমশঃ শিলানির্মিত আয়ুর পরিত্যাগ করিয়া ধাতুনির্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিতে আবস্থ করিলেন। সুধীগণ অমুমান করেন যে, আদিম মানবগণ সুবর্ণের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া সর্বপ্রথমে এই ধাতু সংগ্ৰহ করিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। সুবর্ণের পরে তাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মানবজাতির সর্ব-প্রাচীন ধাতব অস্ত্রসমূহ তাত্রনির্মিত। তাত্রনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র তৌক্ষধার, কিন্তু সুকঠিন নহে। টিন আবিষ্কৃত হইবার পরে, তাত্রনির্মিত দ্রব্যাদি কঠিন করিবার জন্য নয়ভাগ তাত্রের সহিত একভাগ টিন মিশ্রিত হইত, এই মিশ্রধাতুর নাম ত্রঞ্জ। পৃথিবীর অগ্নাত দেশের ইতিহাসে নব্য প্রস্তরের যুগের পৰবর্তিকালকে তাত্রের যুগ (Copper age) আধ্যা প্রদান করা হইয়াছে। তাত্রের যুগের শেষভাগের নাম ত্রঞ্জের যুগ। উক্তরাপথে বা দক্ষিণাপথে অস্থাবধি এই নৃতন মিশ্রধাতু-নির্মিত কোন অস্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই এবং এই জন্য পশ্চিতগণ অমুমান করিয়া

(১১) Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, New series, vol. IX, p. 291.

(১২) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1875, pp. 118—122.

(১৩) Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. X, p. 107.

থাকেন যে, ভারতবাসী আদিম মানবগণ শিশধাতুর ব্যবহার জানিতেন না। নব্য-প্রস্তরের যুগ ও তাত্ত্বের যুগের মধ্যে সৌমা নির্দেশ করা কঠিন। পৃথিবীর সর্বত্র তাত্ত্বের যুগে, এমন কি লোহের যুগে (Iron age) পর্যন্ত শিলানির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাই^(২০)।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানাবিধ তাত্রনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাত্রনির্মিত কুঠার বা পরঙ্গ, তরবারি, ছুরিকা বা কৃপাণ, ভল্ল বা বর্ধার শীর্ষ বক্রদস্ত্রযুক্ত ভল্ল (Harpoon) এবং নানাবিধ ছেদ-নান্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলিকাতা^১ মিউজিয়ামে কাণপুরের নিকটস্থিত বিঠুর, আগ্রার নিকটস্থিত বৈনপুরী, ফরক্কাবাদের নিকটস্থিত ফতেপুর এবং যথ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলায় অবস্থিত গঙ্গেরিয়া প্রভৃতি নানা স্থানের নানাবিধ তাত্রনির্মিত অস্ত্র আছে। বাঙালি দেশে মাত্র তিনি স্থানের তাত্রনির্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে হাজারীবাগ জেলার পচস্বা মহকুমার একটি গিরিশীর্ষে কতকগুলি অসম্পূর্ণ কুঠার বা পরঙ্গফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল^(২১)। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে, মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে ঝাটিবনি পরগণায় তামাজুরী গ্রামে একখানি কুঠারফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল^(২২)। ত্রিশ বৎসরের অধিককাল পূর্বে ডাঃ সইস্ (Dr. Saise) বারাণ্সী তামার থনির নিকটে বহু তাত্রনির্মিত অলঙ্কার ও অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে একখানি

(২০) Stone weapons, however, of many kinds were still in use during the Age of Bronze, and lingered on even into that of Iron—Pre-historic Times, p. 3.

(২১) Proceedings, Asiatic Society of Bengal, 1871, pp. 232-4. চিত্র ২।

(২২) Catalogue and Hand-book of the Archaeological Collections in the Indian Museum, part II, p. 485. চিত্র ২।

বৃহৎ কুঠার বা পরশুফলক এবং একখানি কঙ্কণ মান্দ্রাজের চিত্রশালায় আছে।

ধাতু আবিষ্কার করিয়া আদিম মানবগণ ক্রমশঃ অনাবশ্যক আড়ম্বরের বশবস্তু হইয়াছিলেন! এই সময় হইতে মানবসমাজে জীবনযাত্রানির্বাহে অনাবশ্যক অলঙ্কার ও আভরণের ব্যবহার আরম্ভ হয়। তাত্ত্ব-নির্মিত কঙ্কণবলয়ই মানবজাতির শৈশবে ললনাগণের সর্বাপেক্ষা বহুমূল্য আভরণ ছিল। ভারতে বহুবিধ তাত্ত্বনির্মিত অন্ত ও আভরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহা হইতে পঙ্গিগণ অঙ্গুমান করেন যে, এতদেশে বহুকাল ধাৰণ তাত্ত্বের ব্যবহার ছিল। ভারতে কোনু সময়ে তাত্ত্বের যুগ আৱস্থা হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না; তবে অঙ্গুমান হয় যে, আর্য-বিজয়ের সময়ে অথবা তাহার অব্যবহিত পরে লৌহের ব্যবহার আৱস্থা হয় এবং ক্রমশঃ তাত্ত্বের ব্যবহার উঠিয়া যায় ২৩।

(২৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রতম সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র কলিকাতা চিত্রশালায় যে সমস্ত নব্য-প্রস্তরযুগের আযুধ রক্ষিত আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দৃষ্টি তিনটি লিপিযুক্ত কুঠারফলক আবিষ্কার করিয়াছেন (Indian Antiquary Vol. XLVII, 1919, pp. 57-64)। এই সমস্ত নব্য-প্রস্তরযুগের আযুধ ধননে আবিষ্কৃত হয় নাই। সেইজন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্ব-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এই কুঠারফলকগুলির লিপি কুঠারফলকের সমসাময়িক কি না অর্ধাৎ এই লিপিগুলি নব্য-প্রস্তরযুগের লিপি কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করেন। এই সমস্ত কুঠারফলক হয়ত নব্য-প্রস্তরযুগের সহস্র সহস্র বৎসর পরে মানবকৃত ব্যবস্থাত হইয়াছিল এবং তৎকালে কেহ উহার উপরে কিছু লিখিয়া রাখিয়া ধাকিবে।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚେଦ

ବାଙ୍ଗାଲାର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟବିଜୟ ।

ବାବିକୁଷେ ଓ ମିଶରେ ତାତ୍ରେର ବ୍ୟବହାର—ଆର୍ଯ୍ୟଜ୍ଞାତିର ବାବିକୁଷେ ଆଗମନ—କାଶ୍ମୀୟ-
ଜ୍ଞାତି—ମିତାସ୍ତିରାଜ୍ୟ—ବାବିକୁଷେ ଓ ମିଶରେ ଲୌହେର ବ୍ୟବହାର—ମିତାସ୍ତିର ଆର୍ଯ୍ୟରାଜ୍-
ବଂଶ—ଭାରତେ ଆର୍ଯ୍ୟଜ୍ଞାତିର ଆଗମନ—ବୈଦିକ ମାହିତ୍ୟ ବଙ୍ଗ ଓ ମଗଥେର ଉଲ୍ଲେଖ—ଚେର-
ଜ୍ଞାତି ଓ କେରଳରାଜ୍ୟ—ମିଥିଲାର ଆର୍ଯ୍ୟୋପନିବେଶ—ଜ୍ଞବିଡ଼ଜ୍ଞାତି—ଜ୍ଞବିଡ଼ଭାବ—
ହଲେର ମତ—ବାବିକୁଷେ ଜ୍ଞବିଡ଼ଜ୍ଞାତି—ହୃମେଗୀଯ ଓ ଜ୍ଞବିଡ଼ଗଣ ଅଭିଭ୍ରାନ୍ତ—ମଧ୍ୟଭାରତେ
ବାବିକୁଷୀୟ ଦେବତା ଓ ଖୋଲିତ ଲିପି—ଆର୍ଯ୍ୟବିଜୟ କାଳେ ମଗଥ ଓ ବଙ୍ଗେର ଅବସ୍ଥା—
ମଗଥ ଓ ବଙ୍ଗେର ପ୍ରତି ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟଗଣେର ବିଦେଶ ।

ଆଚୀନ ମିଶର, ବାବିକୁଷ (Babylon) ଓ ଆଶ୍ର (Assyria) ଦେଶର
ଆଚୀନକାଳେର ଇତିହାସ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଲେ ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଯାଏ ଯେ,
ଏହି ସକଳ ଦେଶେ ଅତି ଆଚୀନକାଳ ହିତେ ତାତ୍ରନିର୍ମିତ ଅନ୍ତେର ପ୍ରଚଳନ
ଛିଲ । ପ୍ରତ୍ଵବିଶ୍ଵାବିଦ୍ୱଗଣ ଅନୁମାନ କରେନ ଯେ, ମିଶରଦେଶେ ସାମାଜ୍ୟର ଯୁଗେର
ପୂର୍ବେ (Pre-dynastic Age) ତାତ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ଆରକ୍ଷ ହଇଯାଇଲୁ
ଖୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମେର ଚାରି ସହନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବେ ମିଶରଦେଶେ ପ୍ରଥମ ସାମାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ
ହେଯ, ଇହାର ପୂର୍ବ ହିତେ ମିଶରେ ତାତ୍ରନିର୍ମିତ ଅନ୍ତେର ବ୍ୟବହାର ଛିଲ । ପଣ୍ଡି-
ଗଣ ଅନୁମାନ କରେନ ଯେ, ଖୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମେର ଚାରି ସହନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବେ ଆଚୀନ

(୧) Copper came gradually into use among the Pre-historic Southern Egyptians towards the end of the Pre-dynastic Age. And they must have obtained their knowledge of it from the Northerners.—H. R. Hall, The Ancient History of the Near East. p. 90.

বাবিলুষে তাত্রের ব্যবহার ছিল। মিশ্র, বাবিলুষ প্রভৃতি প্রাচীনরাজ্যে ২০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তাত্রের ব্যবহার অপ্রতিহত ছিল। খৃষ্টের জন্মের সার্ক সহস্র বা দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্বে, প্রাচীন আর্যজাতি এসিয়াথের মধ্য-ভাগে অবস্থিত, মরুময় পুরাতন আবাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া, দক্ষিণাভি-মুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। আর্যগণের আক্রমণে, খৃষ্টের জন্মের পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্বে, বাবিলুষ ও মিশ্র দেশের প্রাচীন সাম্রাজ্য-গুলি ধ্বংস হইয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে আর্যবংশজাত কাশীয়জাতি (Kassites, Cossites Kash-shu) বাবিলুষ অধিকার করিয়া, নৃতন রাজ্যস্থাপন করেন। কাশীয়গণ যে আর্যজাতীয় সে বিষয়ে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সর্বপ্রধান দেবতার নাম সৰ্ব্যস্মৃ এবং তাহাদিগের ভাষা আর্যজাতিসমূহের ভাষার অনুরূপ। কাশীয়গণের পূর্বন দেবতার নাম মরুত্ম (সংস্কৃত মরুৎ)। ইহারা তাহাদিগের খোদিত লিপিসমূহে আপনাদিগকে ধারি অর্থাৎ আর্যনামে অভিহিত করিতেন^(২)। বাবিলুষের উত্তর-পশ্চিমে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদৰয়ের মধ্যে আর্যবংশসন্তুত পরাক্রান্ত মিতান্নিজাতি একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জর্জন পশ্চিত হিউগো উইন্কলার (Hugo Winckler) তুরস্করাজ্যে বোগাজকোই নামক স্থানে কালীকাক্ষরে (Cuneiform) লিখিত প্রাচীন মিতান্নিজগণের কতকগুলি মৃন্ময় সন্ধিপত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সন্ধিপত্রগুলিতে মিতান্নিজ মতিউয়জ, মিত্র, বরুণ, অরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যদ্বয় অর্থাৎ অধিন-পণের নামগ্রহণ করিয়া সন্ধিপত্র আরম্ভ করিয়াছেন^(৩)। মিশ্রদেশের

(২) Ibid, p. 201.

(৩) Mitteilungender Deutschen Orientgesellschaft—No. 35; Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, pp. 722-23.

ଆଚିନ ଇତିହାସ ହିତେ ଜାନିଲେ ପାରା ଯାଏ ସେ, ଖୃତ୍ପୂର୍ବ ସନ୍ତୁଦଶ ବା ଅଷ୍ଟା-ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀତେ ମିଶରେ ଆଚିନ ରାଜବଂଶ ଏସିଯାବାସୀ ସାଯାବରଜ୍ଞାତିସମ୍ବୁଦ୍ଧକର୍ତ୍ତକ ଅଧିକାରଚୂତ ହଇଯାଇଲେ । ଏହି ସକଳ ସାଯାବରଜ୍ଞାତି ଆର୍ଯ୍ୟ-ଜ୍ଞାତିର ଆକ୍ରମଣେ ପୁରୋତନ ବାସଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ପଲାଯନ କରିଲେ ବାଧ୍ୟ ହଇଯାଇଲି । କେହ କେହ ଅଭୂମାନ କରେନ ଯେ, ଏହି ସମୟେ ଆର୍ଯ୍ୟଗଣଙ୍କ ମିଶରଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିଯାଇଲେ^(୪) ।

ଆର୍ଯ୍ୟବିଜ୍ଯେର ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳ ହିତେ ମିଶର, ବାବିରୁଷ ପ୍ରଭୃତି ଆଚିନ ଦେଶମୁହଁ ଲୌହେର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲେ ପାଓଯା ଯାଏ । ଆଶ୍ଵରଦେଶେ ଖୃତ୍ପୂର୍ବ ଦାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବେ ଲୌହନିର୍ମିତ ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟବହାରେର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିଲେ ପାଓଯା ଯାଏ ନା^(୫) । ଚୀନଦେଶେ ଖୃତ୍ପୂର୍ବ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀତେ ଲୌହେର ବ୍ୟବହାରେର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିଲେ ପାଓଯା ଯାଏ^(୬) । ଏହି ସକଳ କାରଣ ଦର୍ଶନେ ଅଭୂମାନ ହୁଏ ଯେ, ଆଚିନ ଆର୍ଯ୍ୟଜ୍ଞାତି ଲୌହନିର୍ମିତ ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟବହାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲେ, ଖୃତ୍ପୂର୍ବ ଦିସିହନ୍ତି ହିତେ ସାର୍କି ସହନ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟେ, ଆଚିନ ବାବିରୁଷ ଓ ଆଶ୍ଵରରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଯାଇଲେ ।

ବାବିରୁଷେ ଏବଂ ଟାଇଗ୍ରିସ ଓ ଇଉକ୍ରେଟିସ ନଦୀଦୟେର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂଭାଗେ ଆଚିନ ଆର୍ଯ୍ୟାଧିକାର ଚାରିଶତ ବର୍ଷେର କିଞ୍ଚିତ ଅଧିକକାଳ ହାୟି ହଇଯାଇଲି । ମିଶରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ମଧ୍ୟକ ରାଜବଂଶେର ତୃତୀୟ ଖୁତମସିସ୍ (Thutmosis III) ଏସିଯାଥଙ୍କେ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରାକାଳେ ମିତାନ୍ତିରାଜ୍ୟକେ ପରାଜିତ

(୪) Hall's Ancient History of the Near East, p. 212.

(୫) The earliest evidence of Iron in Assyria is an inscription of Tiglath-Pileser (1120 B. C.) who Says : "In the Desert of Mitani near Araziki, which is in front of the land of Hatti, I slew four mighty buffaloes with my great bow and iron arrows"—Prehistoric Times, p. 8.

(୬) British Museum Catalogue of Chinese Coins, p. 9.

করিয়াছিলেন। মিশ্রে কর্ণাকের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত তৃতীয় খুতমসিসের প্রশংসিতে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়^(১)। অদ্যাবধি মিশ্রে ও এসিয়ায় যে সমস্ত খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রচুরভবিদ্ হল আর্যবংশজাত মিতান্নিরাজগণের নিম্নলিখিত বংশপত্রিকা সংগ্রহ করিয়াছেন :—

সৌশ্রতর

প্রথম আর্ততম

শুর্ত মুতেয়ুয়া (কন্তা, ইহার সহিত মিশ্ররাজ ৪^{র্থ}
খুতমসিসের বিবাহ হইয়াছিল।)

আর্তশুর আর্ততম দশরত গিলুধিপা (কন্তা, ইহার সহিত মিশ্র-
রাজ ৩য় আমেনহেতেপের বিবাহ হইয়াছিল।)

শুর্তর মতিউয়জ তছুধিপা (কন্তা, ইহার সহিত মিশ্ররাজ ৪^{র্থ}
আমেনহেতেপের বিবাহ হইয়াছিল।)

ইতিকম

দশরত বা দশরথের সময় হইতে মিতান্নিরাজ্যের অবনতি আরম্ভ হয় এবং তাহার পুত্র মতিউয়জ ১৩৬৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে ধাতি (Khati বা Hittite) রাজ স্বর্বিলুলিউমা কর্তৃক পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন^(২)। এই ঘটনার অল্লদিন পরে মিতান্নিরাজ্য ধাতিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন বাবুরূপে, সেমিটিকজাতির সহিত সংমিশ্রণে, আর্যবংশসন্তুত কাশ্মীরাজগণ ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। খৃষ্ট-

(১) Maspero, The Struggle of the Nations. p. 268.

(২) H. R. Hall's Ancient History of the Near East, p. 263.

ପୂର୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗେ ବାବିକୁଷେର ଆର୍ଯ୍ୟରାଜ୍ୟଗଣେର ଅଧିକାର ଲୁପ୍ତ ହୟ, ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟଜ୍ଞାତିର ଶେଷ ରାଜ୍ୟ କାଷ୍ଟିଲିଆସ୍ତୁ, ଆସ୍ତୁରରାଜ ତୁଳୁତ୍ତି-ନିନିବ କର୍ତ୍ତକ ସିଂହାସନଚୂତ ହନ୍ । ଏସିଯାର ଦକ୍ଷିଣ-ପର୍ଚିଯମ୍ବୀମାନ୍ତେ, ଥିଟପୂର୍ବ ଦାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀତେ, ଆର୍ଯ୍ୟାଧିକାର ବିଲୁପ୍ତ ହିଲେଓ, ପ୍ରାଚୀନ ଐରାଣେ (ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଶ୍ରଦେଶ), ଆର୍ଯ୍ୟଗଣେର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପିତ ହିଯାଛିଲ । ଐରାଣବାସୀ ପାରସିକ ନାମଧାରୀ ଆର୍ଯ୍ୟଗଣଇ, ପରବର୍ତ୍ତିକାଳେ, ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଚ୍ୟଗଣତେ ଆମ୍ବୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧର୍ବଂସ କରିଯାଛିଲେନ ।

ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟଜ୍ଞାତିର ଏକଶାଖା ଭାରତେର ଉତ୍ତର-ପର୍ଚିଯମ୍ବୀମାନ୍ତେର ପର୍ବତ-ଶ୍ରେଣୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଯା, ପଞ୍ଚନଦ ପ୍ରଦେଶେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଯା-ଛିଲେନ । ଇହାରା କ୍ରମଃ ପୂର୍ବଦିକେ ସୌଯ ଅଧିକାର ବିଭାଗ କରିଯା-ଛିଲେନ ଏବଂ ଦୁଇ ତିନ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାପଥେର ଅଧିକାଂଶ ହଞ୍ଚଗତ କରିଯାଛିଲେନ । କେହ କେହ ଅମୁମାନ କରେନ ଯେ, ମଗଧେର ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶ୍ରେର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କୌକଟ । ଇହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୟ, ତାହା ହିଲେ ଖଗ୍ନେଦେର ତୃତୀୟାଷ୍ଟକ ରଚନାକାଳେ, ପଞ୍ଚନଦ ଓ ମଧ୍ୟଦେଶବାସୀ ଆର୍ଯ୍ୟଗଣ, ମଗଧଦେଶର ଅନ୍ତିତ୍ରେର କଥା ଅବଗତ ଛିଲେନ୍ । ଅଥବାବେଦମଂହିତାର ୫ୟ କାଣ୍ଡେ ଅଙ୍ଗ ଓ ମଗଧଦେଶର ନାମ ଆଛେ ; ସୁତରାଂ ଇହା ଶ୍ତର ଯେ, ଏହି ସମୟେ ଅଙ୍ଗ ଓ ମଗଧଦେଶ ଆର୍ଯ୍ୟଗଣେର ନିକଟ ପରିଚିତ ହିଯାଛିଲ୍ । ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣେ୧୨ ଓ ମାନବଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରେ୧୩ ପୁଣ୍ୟଜ୍ଞାତିର ଉଲ୍ଲେଖ ଆଛେ । ପୁଣ୍ୟବର୍କନ ଯଦି ପୁଣ୍ୟଗଣେର ତୃତୀୟାଷ୍ଟକ ବାସନ୍ଧାନ ହୟ, ତାହା ହିଲେ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗ ତଥନ

(୧୯) Ibid. p. 370

(୨୦) କିମ୍ । ତେ । କୃଷ୍ଣ୍ସ୍ତି । କୌକଟେୟ ଗାବଃ । ନ ! ଆଶିର୍ଯ୍ୟ ।

—ଅକ୍ଷୁ ସଂହିତା ୩।୫।୦।୧୪ ।

(୨୧) ଗଙ୍କାରିତ୍ୟୋ ମୁଖସ୍ତୋହିତ୍ୟୋ ମଗଧେଭୋ । —ଅଥବାବେଦମଂହିତା ୧।୨।୧।୧୪ ।

(୨୨) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, (ସାହିତ୍ୟ-ପରିବର୍ତ୍ତ ଅଷ୍ଟାବଲୀ ୩୪), ଭରାମେଲ୍ଲମୁନ୍ଦ ତ୍ରିବେଦୀର ଅନୁଵାଦ (ପୃଃ ୫୧) ।

(୨୩) ମାନବଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣେର ଅନ୍ଦରୁଲେ ଯେ ମକଳ କ୍ଷତ୍ରିଯଜ୍ଞାତିର ଦୂରଲ୍ପତ ପ୍ରାପ୍ତି

আর্যগণের পরিচিত হইয়াছিল। ঐতরেয় আরণ্যকে^{১৪} বঙ্গ শব্দের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যক রচনাকালে বঙ্গ, বগধ ও চেরদেশবাসিগণকে আর্যগণ পক্ষিবৎ জ্ঞান করিছেন। বঙ্গ, বঙ্গদেশের নাম; বগধ, হয় মগধের প্রাচীন নাম অথবা লিপিকর-প্রমাদের ফল; এবং চের, জ্ঞাতি অথবা দেশবিশেষের নাম। মধ্য-প্রদেশের পার্বত্য বর্বরজ্ঞাতিগণ আপনাদিগকে চেরজ্ঞাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। চের, দক্ষিণাপথের একটি প্রাচীন রাজ্যের নাম; ইহার অপর নাম কেরল। অশোকের দ্বিতীয় গিরিশাসনে কেরলদেশের নাম আছে। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে চেরদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়^{১৫}।

যে সময়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অথবা আরণ্যকে আমরা বঙ্গ অথবা পুঁজু জ্ঞাতির উল্লেখ দেখিতে পাই, সে সময়ে অঙ্গে, বঙ্গে, অথবা মগধে আর্যজ্ঞাতির বাস ছিল না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐস্ত্রমহাভিষেকের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুষ্প্রস্তরের পুত্র ভরত একশত তেক্রিষ্টি অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে আটাশ্চরটি যমুনার নিকটে ও পঞ্চাশ্চরটি গঙ্গাতীরে অঙ্গুষ্ঠিত হইয়াছিল^{১৬}। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অগ্নি সরস্বতী-তৌর হইতে সরযু, গঙ্গাকী ও কুশী নদী পার হইয়া সদানীরা-তৌরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণে মগধে বা বঙ্গদেশে গমন করেন নাই। রাহগণ মিথিলাদেশে আগমন করিলে উহা

হইয়াছিল, তাহাদিগের নামের মধ্যে পৌত্রপণের নাম আছে।—মানবধর্মশাস্ত্র, ১০।৪৩-৪৪।

(১৪) ইয়াঃ প্রজাতিশ্রো অভ্যায় যায়ঃ ত্বানীয়ানি বয়ঃ সি বঙ্গাবগধাশ্চেত্র-পাদাগ্রস্ত। অক্ষমভিত্তে। বিবিক্ষ ইতি।—ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১।

(১৫) V. A. Smith's Early History of India, pp. 456-57.

(১৬) ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, চৰামেন্দ্ৰহন্দ্ৰ ত্ৰিবেদীৰ অমুবাদ, পৃঃ ৬৬০।

আর্যগণের বাসযোগ্য বলিয়া গণ্য হয়। বৈদিক-সাহিত্যে এই সকল উল্লেখ হইতে অমুমান হয় যে, সেই সময়ে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মিথিলা প্রভৃতি উত্তরাপথের পূর্বসীমাস্তুতি প্রদেশসমূহ নবাগত আর্যজাতির নিকট পরিচিত ছিল, কিন্তু তাহাদিগের অধিকারভূক্ত ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণে মিথিলার উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় যে, সেই সময়ে মিথিলায় আর্য-উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, অথবা মিথিলা আর্যগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।^{১১}

আর্যাবর্তের পূর্বসীমাস্তুত বখন আর্দ্ধোপনিবেশের অস্তভূক্ত ছিল না, তখন এই সকল দেশ কোন জাতির বাসস্থান ছিল? ঐতরের আরণ্যকে বঙ্গ ও মগধবাসিগণের সহিত চেরদেশবাসিগণের অথবা চেরজাতির উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় যে, আর্যগণ যাহাদিগকে পক্ষজ্ঞাতীয় মহুষ্য মনে করিতেন, তাহারা একই বৎসস্তুত জাতি। মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য উপত্যকা সমূহে যে সমস্ত বর্বরজাতি অস্তাবধি আপনাদিগকে চেরো বা চেরুবৎসস্তুত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, তাহারা আর্য বৎসজাত নহে। নৃত্ববিদ্য পশ্চিমগণ অমুমান করেন যে, তাহারা দ্রবিড়জ্ঞাতীয়।

দ্রবিড়জ্ঞাতি বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাদিগের ভাষা অনার্য, বর্তমান সময়ে তাহারা মধ্যভারতে ও দাক্ষিণাত্যে বাস করিয়া থাকেন। দ্রাবিড় বা ভাষিলভাষা এক্ষণে তামিল, তেলেং, কাণাড়া ও মলয়ালম এই চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এতব্যাতীত মধ্যভারতের পার্বত্য উপত্যকাসমূহে ও বালুচিষানে, দ্রাবিড়ভাষার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা অস্তাপি প্রচলিত আছে।) ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমাস্তুতে বালুচিষানের প্রহইজাতি দ্রবিড়জ্ঞাতীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে; ইহা হইতে ভাষাত্ববিদ্যগণ অমুমান করেন যে,

আর্যোপনিবেশের পূর্বে দ্রবিড়গণ আর্যগণের ত্যাগ উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের পার্বত্যপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

সম্মতি প্রতিবিত্তাবিশারদ পণ্ডিত হলু স্থির করিয়াছেন যে, এই দ্রবিড়গণ অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে বাস করিয়া আসিতেছেন, এবং ইহারাই খন্তের জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্বে বাবিলুষ অধিকার করিয়া, বাবিলুষ ও আস্তুরের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। বাবিলুষ ও আস্তুরের প্রাচীন অধিবাসিগণ সেমিটিকজাতীয়। ৩০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে, ভিন্ন বংশজ সুমেরীয় জাতি, এই আদিম অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া নৃতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সুমেরীয়গণ প্রাচীন কৌলকাঙ্করের (Cuneiform Script) সৃষ্টিকর্তা। বাবিলুষের প্রাচীন ধর্মসংশেষমধ্যে প্রাচীন সুমেরীয় জাতির যে সকল প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, তাহারা সেমিটিক অথবা আর্যবংশসম্ভূত নহেন। হলু অনুমান করেন যে, এই প্রাচীন সুমেরীয়জাতির অবয়ব ও মুখ বর্তমান কালের দাঙ্কণাত্যবাসী অর্থাৎ দ্রবিড়জাতীয় হিন্দুগণের ত্যাগ। তিনি অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষেই দ্রবিড়জাতির প্রাচীন আবাসভূমি; এবং এই ভারতবর্ষ হইতে, প্রাগেতিহাসিক যুগে, দ্রবিড়জাতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিসঞ্চাটসমূহ অবলম্বনে প্রাচীন ঐরাণ ও বাবিলুষ অধিকার করিয়াছিলেন। তাহারা যখন বাবিলুষ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন তাহারা তদেশীয় আদিম অধিবাসিগণ অপেক্ষা সভ্যতর, তাহারা তখন ধাতব-অঙ্গের ব্যবহারে অভ্যন্ত, অক্ষিত সাক্ষেত্রিক চিহ্ন দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন এবং নানাবিধ শিল্প তাহাগুর আয়ত্ত হইয়াছে।

অতি অল্পদিনপূর্বে মধ্যভারতের পার্বত্য উপত্যকাসমূহের কোন স্থানে একটি শুভ্র গোলাকার প্রস্তরনির্মিত কৌলক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই কীলকটির গাত্রে কতকগুলি মহুষ্যমূর্তি ও কতকগুলি অঙ্কর আছে। এই কীলকটি এঙ্কনে নাগপুরের চিত্রশালায় বা মিউজিয়মে আছে। কিছুদিন পূর্বে এই কীলকটির চিত্রদর্শনে একজন ইউরোপীয় পশ্চিম বলেন যে, ইহাতে কীলকাঙ্করে একটি খোদিতলিপি আছে এবং কীলকটি বাবিলুরের একটি প্রাচীন মুদ্রা (Cylinder seal)। প্রাচীনকালে বাবিলুরে এই জাতীয় মুদ্রার (শিলমোহরের) বহুল প্রচলন ছিল। এই সকল প্রাচীন শিলমোহর গোলাকার, এবং আর্দ্র কর্দমের উপরে উহা গড়াইয়া দিলে চতুর্কোণ মুদ্রা মুদ্রিত হইয়া যাইত। প্রাচীন বাবিলুরে ও আস্তুরে, গ্রহ হইতে পত্রাদি পর্যন্ত সমস্তই লোহকীলকস্থারা কর্দমে লিখিত হইত ; লিখন শেষ হইলে লেখকের নামযুক্ত মুদ্রা, পত্র বা পুস্তকের শেষে মুদ্রিত হইত^(১)। এই জাতীয় সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রাচীন আস্তুর, বাবিলুর, এমন কি প্রাচীন মিশরে পর্যন্ত আবিস্কৃত হইয়াছে^(২)। নাগপুর চিত্রশালায় যে কীলকটি আছে তাহাতে একদিকে দুইটি বৃহৎ মহুষ্যমূর্তি, চলস্থর্য্যের চিহ্ন ও তিনটি ক্ষুদ্র মহুষ্যমূর্তি আছে, এবং অপরদিকে দুই পংক্তি কীলকাঙ্কর আছে। বৃহদাকার মহুষ্য-স্থরের মধ্যে বামদিকের মূর্তিটি রমণীমূর্তি, সন্তবত্তঃ কোন দেবী ; তিনি করযোড়ে অপর মূর্তির সম্মুখে দাঢ়াইয়া আছেন। অপর মূর্তিটি বাবিলুর পুর্বে পবনদেবতা আদাদের (Adad)। আদাদ প্রাচীনকালে সিরিয়াদেশে আমুরু (Amurru) নামে পূজিত হইতেন। খণ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, বাবিলুরাজ মাহুর্ক-নাদিন আশি, একলাতিনগর জয় করিয়া সেইস্থান হইতে আদাদের মূর্তি বাবিলুরনগরে লইয়া গিয়াছিলেন^(৩)। কীলকাঙ্করে খোদিতলিপি হইতে জানা যায় যে,

(১) Ibid. 206.

(২) Maspero's Dawn of Civilisation, p. 757.

(৩) Hall's Ancient History of the Near East, p. 399.

ইহা আদাদের সেবক লিবুরবেলীনামক কোন ব্যক্তির মূদ্রা। কৌলক-লিপির শেষভাগ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, আদাদের নাম ইথাতে পাঠ করা যায় না, তবে খোদিতলিপির পার্শ্বে আদাদের মুর্তি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এইস্থানে দেবতা আদাদের নাম ছিল। “লিবুরবেলী” বাবিলুষ্মীয় ভাষায় “ঈশ্বর বলবান् হউন” বুঝায়। এই কৌলকলিপি অমুমান হই হাজার খণ্টপূর্বাদে খোদিত হইয়াছিল। এই সময় প্রাচীন বাবিলুষ্মের প্রাচীন রাজবংশের অধিকারকাল^{১২}। মধ্যভারতে এই কৌলকলিপির আবিষ্কার, পশ্চিমপ্রবর হলের উক্তির যাত্রার্থ্য প্রমাণিত করিতেছে। দাক্ষিণাত্যে পাষাণনির্মিত প্রাচীন সমাধিস্থান ধননকালে মৃন্ময় শবাধারে মনুম্যের শব আবিস্কৃত হইয়াছে^{১৩}। এই জাতীয় শবাধার প্রাচীন বাবিলুষ্মের ধর্মসাবশেষ মধ্যেও আবিস্কৃত হইয়াছে^{১৪}।

এই সকল আবিষ্কার হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, প্রাচীন বাবিলুষ্ম-বাসিগণের সহিত ভারতবাসী দ্রবিড় বা ডমিল জাতির অতি নিকট-সম্পর্ক ছিল এবং উত্তরাপথের পশ্চিমপ্রান্তে বালুচিস্তানে ওহই জাতির অস্তিত্ব ও ভাষা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এক সময়ে সন্তুতঃ আর্যজাতির আক্রমণের পূর্বে আর্য্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে দ্রবিড়জাতির বিশৃঙ্খলা অধিকার ছিল। অধ্যাপক হল অমুমান করেন যে, ভারতবর্ষই দ্রবিড়-

(১২) বিদ্যাত প্রস্তুতবিহীন সুহস্তর রায় বাহাদুর পত্তিত হীরালাল এক বৎসর পূর্বে এই কৌলকলিপির আবিষ্কার-বার্তা আমাকে জানাইয়াছিলেন। পরে তিনি ইহার একটি প্রতিলিপি শুচ্ছাচ (plaster cast) আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে উহা ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। যে ইউরোপীয় পত্তিত এই কৌলকলিপির পাঠাঞ্জার করিয়াছেন তাহার নাম L. W. King; Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. X, 1914, pp. 461-63.

(১৩) Anderson's Catalogue and Handbook of the Archaeological Collections in the Indian Museum, Calcutta. pt. II. p. 426; Indian Antiquary, Vol. II. p. 233.

(১৪) Maspero's Dawn of Civilisation, p. 686.

জাতির প্রাচীন বাসস্থান এবং তাহারা আর্যাবর্ত হইতে পশ্চিমে প্রয়াণকালে বালুচিষ্ঠানে যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, আধুনিক ত্রহই জাতি সেই উপনিবেশিকগণের বংশধর। দ্রবিড়জাতির সহিত প্রাচীন বাবিলুনবাসী সুমেরীয় জাতির যে নিকট সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই; তবে ইহাও সম্ভব যে দ্রবিড়গণ বাবিলুন অধিকার করিয়া, পরে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন আর্যগণের গ্রাম মধ্য-এসিয়া অথবা উত্তর-এসিয়া তাহাদিগের প্রাচীন বাসস্থান ছিল।

আর্যোপনিবেশের পূর্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সীমা অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তাহারাই বোধ হয় খণ্ডের দস্য এবং তাহারাই ঐতরেয় আরণ্যকে বিজেতৃগণ কর্তৃক পক্ষী নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রাচীন দ্রবিড়জাতি ই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী। নৃত্ববিদ্য পশ্চিতগণ আধুনিক বঙ্গবাসিগণের নামিক। ও মন্তক পরীক্ষ। করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাহারা দ্রবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মগধে ব্রাক্ষণাদি উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিগণকে আর্য জাতীয় অথবা আর্যসংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বঙ্গবাসিগণকে জাতিনির্বিশেষে দ্রবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে।

উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ আর্যাগণ কর্তৃক বিজিত হইবার বহুকাল পরেও মগধ ও বঙ্গ স্বাধীন ছিল। যে সময়ে শতপথ ব্রাক্ষণ রচিত হইয়া ছিল, সে সময়ে মিথিলায় আর্যোপনিবেশ স্থাপিত হইলেও, মগধ ও বঙ্গ আর্যজাতির নিকট মন্তক অবনত করে নাই। তখনও পর্যন্ত এই দেশ-দ্বয় আর্যাবর্তের সীমাভূক্ত ছিল না। প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ দেশে তৌর্যাত্মা বিনা অঙ্গকারণে গমন করিলে পাতিত্যদোষ জয়িত ও পুনঃ সংস্কার আবশ্যক

হইত ২৫। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌবৌর প্রভৃতি দেশে গমন করিলে শুক্রিলাভার্থ ষজ্জবিশেষের অঙ্গুষ্ঠান করিতে হইত ২৬। পূর্বোক্ত নিষেধবাক্য দেখিয়া বোধ হয় যে, বৌধায়ন স্মৃতির রচনাকালেও বঙ্গ-মগধের প্রাচীন অধিবাসিগণ পিতৃপূর্বের পূজার্চনারীতির ও প্রাচীন দেবসমূহের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জন্যই গর্বিত আর্য্যগণ উক্ত দেশসমূহে গমন সম্বন্ধে নিষেধবাক্য প্রচার করিয়াছিলেন।

প্রাচীন সাহিত্যে আর্য্যগণকর্তৃক মগধ ও বঙ্গ অধিকারের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন্ সময়ে আর্য্যজাতি বঙ্গ ও মগধ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা ছঃসাধ্য। সিংহলের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, থৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয়-সিংহ নামক বঙ্গদেশীয় কোন রাজপুত্র সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া-ছিলেন। এই ষটনার মূলে সত্য আছে কি না তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে ইহা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, থৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে মগধে ও বঙ্গে আর্য্যসত্যতা প্রচারিত হইয়াছিল। বিজয়সিংহ নাম অনার্য্য নাম নহে সুতরাং তাহার জন্মের পূর্বেই বঙ্গ-মগধের প্রাচীন অধিবাসিগণ পুরাতন ভাষা ও বৈতি নৌতি পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যজাতীয় আচার ব্যবহার ও ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২৫) অঙ্গবঙ্গকলিজেন্সু সৌরাষ্ট্রমগধেন্তু চ।

তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন् পুনঃ সংস্কারমৰ্হিতি।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ, ১ম খণ্ডে প্রাচ্যবিদ্যামহার্থ শ্রীমুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ইহা মন্তব্য বাক্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম অংশ পৃঃ ৫০, পাদটীকা ১)। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীমুক্ত সতীশচন্দ্র ঘির্ত প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহা জ্ঞানব ধর্মশাস্ত্রের রোক নহে—যশোহীর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪২।

(২৬) বৌধায়ন ধর্মসূত্র। ১১১২।

পরিশিষ্ট (ক)

এসিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সভাপতি মহামহোগাধ্যায় শ্রীযুক্ত হুগ্রেসাদ শাঙ্কী
রচিত “Bengal, Bengalees. Their manners, customs and literature” নামক অপ্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে এই পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে। শাঙ্কী
মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির
অভিভাবনে বলিয়াছেন, “আমার বিশ্বাস বাঙালী একটি আজ্ঞাধৰ্ম্মত জাতি।.....
.....। বাঙালার ইতিহাস এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই যে, কেহ নিশ্চয় করিয়া
বলিতে পারেন বাঙালা Egypt হইতে প্রাচীন অথবা নৃতন। বাঙালা Nineva &
Babylon হইতেও প্রাচীন অথবা নৃতন। বাঙালা চীন হইতেও প্রাচীন অথবা নৃতন।
.....যখন আর্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে পাঞ্চাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও
বাঙালা সভ্য ছিল। আর্যগণ আপনাদের বসতি বিজ্ঞার করিয়া যখন এজাহাবাদ
পর্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাঙালার সভ্যতায় ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাহারা বাঙালীকে
ধৰ্মজ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।.....

বৃক্ষদেৱের জম্বুর পূর্বে বাঙালীরা জলে & ছলে এত প্রবল হইয়াছিল যে, বঙ্গ-
বাজ্যের একটি ত্যাঙ্গ্যপূর্ব সাত শত লোক লইয়া নৌকাহোগে লঙ্ঘাদীপ দখল করিয়া-
ছিলেন। তাহারই নাম হইতে লঙ্ঘাদীপের নাম হইয়াছে সিংহলদীপ। রামায়ণে
লঙ্ঘাদীপের নাম সিংহল দীপ কোথাও নাই, কিন্তু ইহার পরে উহার লঙ্ঘা নাম উঠিয়া
গিয়া ক্রমে সিংহল নাম সংস্কৃত সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে
গান্ধা যায় যে, বড় বড় ঝাঁটি আর্যরাজগণ, এমন কি যাহারা ভারতবংশীয় বলিয়া
আপনাদের পৌরুষ করিতেন, তাহারাও বিবাহস্ত্রে বক্ষেখরের সহিত যিলিত হইবার
অন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।.....। যখন লোকে লোহার ব্যবহার করিতে
জানিত না, তখন বেতে বীর্ধা নৌকায় চড়িয়া বাঙালীরা নানা দেশে ধান চাউল বিক্রয়
করিতে যাইত, সে নৌকার নাম ছিল ‘ধান নৌকা’। তাই সে নৌকায় যে
চাউল আসিত তাহার নাম ধানায় চাউল হইয়াছে; ধানায় বলিয়া কোন ভাষার

কথা আচে কি না জানি না; কিন্তু তাহা সংস্কৃতমূলক নহে। তমলুক বাঙ্গালার প্রধান বন্দর। অশোকের সময় এখন কি বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাঙ্গালার বন্দর ছিল। তমলুক হইতে জাহাজ সকল নানা দেশে যাইত।.....। অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও তমলুকের নাম পাওয়া যায়। তমলুকের সংস্কৃত নাম তাত্ত্বিলিষ্ঠি। তাত্ত্বিলিষ্ঠি শব্দের অর্থ কি, সংস্কৃত হইতে তাহা বুঝা যায় না। সংস্কৃতে তাত্ত্বিলিষ্ঠির মানে তামায় লেপা কিন্তু তমলুকের নিকট কোথাও তামার খনি নাই। তমলুক হইতেই যে তাত্ত্বিলিষ্ঠি হইত, তাহার কোন নির্দর্শন পাওয়া যায় না। বহু প্রাচীন সংস্কৃতে উহার নাম দায়লিষ্ঠি অর্থাৎ উহা দায়ল জাতির একটি প্রধান বর্গ। বাঙ্গালায় দে এককালে দায়ল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল, ইহা হইতে তাহাই কতক বুঝা যায়।”—ঘানসী, বৈশাখ ১০২১, পৃঃ ৩৫৬-৫৮।

অধ্যাপক হল তাহার নব প্রকাশিত গ্রন্থে, প্রাচীন সুমেরীয় জাতি ও দাক্ষিণাত্য-বাসী মুরিডজ্ঞাতির পূর্বপুরুষগণের যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, নবাবিকৃত বাবিলনীয় কৌলকলিপি দ্বারা তাহার মূল্য কর্তব্য বর্ণিত হইয়াছে, এই পরিচ্ছেদে তাহা দেখাই-বার চেষ্টা করিয়াছি।

মহাভারতে বা রামায়ণে বাসুদেব, চন্দ্রসেন প্রভৃতি পৌত্রজাতীয় ও বঙ্গদেশীয় রাজগণের উল্লেখ আছে। অনাবশ্যক জানে গ্রন্থমধ্যে তাহাদিগের উল্লেখ করি নাই। মহাভারত ও রামায়ণের ঐতিহাসিকতা এখনও তর্কের বিষয়, এতদ্ব্যতীত যে অংশে বাসুদেবপ্রমুখ রাজগণের নাম আছে, সেই অংশের বয়স কত তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই সকল কারণে এই গ্রন্থে মহাভারত বা রামায়ণের প্রমাণ গ্রহণ করা উচিত বোধ করি নাই।

বাঙ্গালার বর্তমান অধিবাসিগণের সহিত দক্ষিণ-ভারতের জ্ঞাবিড় ভাষাভাষী অধিবাসিগণের সম্পর্ক অতি বলিষ্ঠ। ইহার প্রমাণ প্রাচীন জ্ঞাবিড়-সাহিত্যে পাওয়া যায়। “নাগপূজক করেকটি জাতি বাঙ্গালা হইতে এবং ভারতের উক্তরাখণ্ড হইতে তামিলক্ষ্য দেশে যায়। ইহাদের মধ্যে মরণ, চের ও পাঙ্গাল-থিরেইয়র উল্লেখ্য। চেরগণ উক্তর পশ্চিমপাঞ্চালা হইতে দক্ষিণ-ভারতে যায়। সেখানে পিয়া তাহারা চেররাজ্য-স্থাপন করে। পাঙ্গালা যে বাঙ্গালা, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।”.....“একজন বাঙ্গালী বীর খৃষ্ট পূর্ব সন্তুষ্ম শতকে আনাম-

রাজ্যে পমন করেন। তাহার নাম ‘লাক্ষ-লোঙ্গ’ (Lak-long) ইঁহার শত্রুজ “নামবৎসীয় ছিলেন। আমাম দেশের বিবরণে আছে যে, ইনি তাহার জন্মভূমি ‘বন-লাঙ্গ’ (Van-lang) পরিভ্যাগ পূর্বক আমামরাজকে বিতাড়িত করিয়া নিজে রাজা হন। এখানে ‘উকি’ নামে এক রমণীকে তিনি বিবাহ করেন। তাহার এই রাজ্যের নামও তিনি দেন—‘বন-লাঙ্গ’; রাজধানীর নাম ‘কোঙ্গচু’। ইঁহাদের সমক্ষে অনেক অকৃত অকৃত গল্প আছে। গল্পগুলির উল্লেখ অন্বয়শূক! তবে সেই সমস্ত গল্প হইতে সার নিষ্কর্ষ করিতে পারা যায়। তদন্মসারে বলিতে পারা যায় যে বন-লাঙ্গের অধিবাসীরা ‘বন্ধু’ বা ‘বঙ্গ’ নামে পরিচিত ছিলেন। এই বন্ধু বঙ্গ অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। এই বন্ধু বা বঙ্গান্তি খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত আনামে রাজত্ব করেন।”.....“লাক্ষ-লোঙ্গ যিনিই হউন, ইনি যে বঙ্গদেশ হইতে আনামে পিয়াছিলেন, তাহা যানিয়া লইবার মত প্রমাণ সুপণ্ডিত জেরিনি-প্রযুক্ত পণ্ডিতগণ দিয়াছেন।”.....

শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণের “বাঙ্গালীর ইতিহাস”, প্রবাসী ১৩২৮, পৃঃ ৬৩২-৩৩।

শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণের প্রকক প্রকাশিত হইবার বছপূর্বে আটীন ইতিহাসবেতা শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মহুমদার মহাশয় ১৩১১ সালের কার্তিক মাসের নব্যভারতে “বঙ্গ নামের প্রাচীনতা” প্রককে এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে History of the Bengali Literature প্রককে প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গতায় আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সমক্ষে প্রবাসী ১৩২৮, পৃঃ ৮১৫ ও ১০১ প্রক্ষেপ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মৌর্যাধিকার ও শকাধিকার।

আর্যাধিকার কালে দ্রবিড়জাতীয় ভারতের আদিম অধিবাসিগণের রীতি—অগথে শুন্ধরাজগণের অভ্যাস—মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমা—প্রচলিত মূর্তি—মৌর্য সাম্রাজ্যের অধঃপতন—ইউটি ও উ-মুন জাতির বিবাদ—শক জাতি কর্তৃক উত্তরাপথ অধিকার ও নৃতন শকরাজ্য স্থাপন—সুস্থবংশীয় পুর্যমিত্র কর্তৃক অগথরাজ্য অধিকার—পঞ্চনদ প্রভৃতি দেশের শকগণের বিকল্পে যুদ্ধযাত্রা—সুস্থবংশীয় শেষ রাজা দেবভূমির হত্যা—দেবভূমির যত্নী কাণ্ববংশীয় বাসুদেব কর্তৃক অগথের সিংহাসন অধিকার—তৎকালে অগথরাজ্যের বিস্তৃতি—ভিল ভিল শকজাতির অধিকার—শকক্ষত্রপথ—ইউটি জাতি কর্তৃক উত্তরাপথ ও সুস্থ সুস্থ শকরাজ্য অধিকার—কনিষ্ঠের সময়ে শক রাজ্যের বিস্তৃতি—বুদ্ধগংয়ার মন্দির—বোধিসত্ত্বমূর্তি—পুরুষরাজ চন্দ্রবর্ষার মিথিজয়।

অগথ ও বঙ্গ আর্যজাতি কর্তৃক অধিকৃত হইলে, দ্রবিড়জাতীয় আদিম অধিবাসিগণ দেশত্যাগ করেন নাই। ভারতবর্দের অবশিষ্টাংশের গ্রাম এই দ্রাইটি প্রদেশও ক্রমশঃ বিজেতৃগণের ধর্ম, রীতি-নীতি ও ভাষা অবলম্বন করিয়াছিল। দাঙ্কিণাত্যবাসী দ্রবিড়গণ সম্পূর্ণরূপে আর্যজাত। গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তাহারা পুরাতন ধর্মের পরিবর্তে নৃতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আর্যগণের অনেক আচারব্যবহারের অনুকরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গ ও অগথ, নবাগত বিজেতৃগণের শাসন অধিকদিন সহ করে নাই। খণ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে উত্তরাপথের পূর্বসীমাস্থিত

প্রদেশ শুলি আর্যগণের করায়ন্ত হইয়াছিল ; এই ঘটনার ক্ষেত্রে চারি
শতাব্দী পরে, সমগ্র আর্যাবর্ত, মগধের শুদ্ধজাতীয় রাজগণের অধীনতা
স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভাষাত্ত্ববিদ্ব ও প্রচ্ছত্ববিদ্বগণ
একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, প্রাচীন ভারতের শুদ্ধগণ অনার্য-
বংশসন্তুত । উত্তরাপথে শুদ্ধবংশজাত রাজবংশের প্রাধান্ত স্থাপনের
প্রকৃত অর্থ,—আর্যজাতীয় বিজেতুগণের নির্বার্যতা ও ক্ষত্রিয়বংশজাত
আর্যরাজগণের অধঃপতন । আর্যরাজগণের অধঃপতনের পূর্বে উত্তরা-
পথের পূর্বাঞ্চলে আর্যাধর্মের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত
হইয়াছিল, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম এই আন্দোলনের ফল । জৈনধর্ম-
গ্রহমালা পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আর্যাবর্তের পূর্বাঞ্চলই
এই নৃতন ধর্মতের জন্মস্থান । জৈনধর্মের চতুর্বিংশতি তৌরঙ্করের মধ্যে
চতুর্দশজন, মগধে ও বঙ্গে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন^(১) । মগধদেশে
উক্তবিদ্ব গ্রামের নিকটে শাক্যরাজপুত্র গৌতম সিদ্ধার্থ বৌদ্ধধর্মের স্থষ্টি
করিয়াছিলেন । জৈন ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট
বোধ হয় যে, দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদের পরে সনাতন আর্যাধর্মের বিরুদ্ধ-
বাদী নৃতন ধর্মদ্বয় ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল ।
চতুর্বিংশতিতম তৌরঙ্কর বর্কমান-মহাবীরদেবের আবির্ভাবের পূর্বে,
মগধ ও বঙ্গ বহু শুদ্ধ শুদ্ধ খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল । গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর

(১) চতুর্বিংশতি জৈন তৌরঙ্করের মধ্যে দ্বাইজন যিথিলায় ও দ্বাইজন মগধে
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । উনবিংশতিতম তৌরঙ্কর যিথিলায় ও একবিংশতিতম
তৌরঙ্কর নিমিলাথ যিথিলায়, বিংশতিতম তৌরঙ্কর যুনি স্মৃতনাথ রাজগৃহে, ও চতু-
বিংশতিতম তৌরঙ্কর মহাবীর বর্কমান বৈশালী নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।
চতুর্বিংশতি জনের মধ্যে দ্বাদশ জন (অজিতনাথ, সন্তুব, অভিমন্দন, সুমতিনাথ,
পঞ্চপ্রভ, সুপার্থ, পুষ্পদন্ত, শীলনাথ, অংশনাথ, বিমলনাথ, নিমিলাথ, ও পার্বতিনাথ)
সম্বৰ্ত শিথরে, অর্ধাং পার্শ্বনাথ পর্বতে নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় তৌরঙ্কর
বাহুপূজ্য চম্পালগ্রে ও চতুর্বিংশতিতম তৌরঙ্কর বর্কমান মহাবীর অপাপগুরীতে
নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন । এই নগদনবয় অঞ্জ ও মগধদেশে অবস্থিত ।

বর্তমানে নির্বাণপ্রাপ্তির অতি অল্পকাল পরে শিশুনাগবংশীয় মহানন্দের শৃঙ্খলা পঞ্জীয় গর্ভজাত পুত্র, ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্মল করিয়া একচ্ছত্র সন্ত্রাট হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে গুপ্তরাজবংশের অধঃপতন পর্যন্ত, যগধরাজ উত্তরাপথে একচ্ছত্র সন্ত্রাটকে পুঁজিত হইতেন, এবং পাটলিপুত্রই সাম্রাজ্যের একমাত্র রাজধানী ছিল। যগধ শৃঙ্খবংশের অভ্যুত্থান ও আর্য্যাবর্ত পুনর্বার নিঃক্ষত্রিয়করণের প্রকৃত অর্থ বোধ হয় যে, * এই সময়ে বিজিত অনার্য্যগণ অবসর পাইয়া পুনরায় মস্তকোক্তোলন করিয়াছিলেন এবং মহাপদ্মনন্দের সাহায্যে ক্ষত্রিয়রাজকুল নির্মল করিয়াছিলেন। মহাপদ্মনন্দের পূর্বে ভারতবর্ষে কোন রাজা সমগ্র আর্য্যাবর্ত অধিকার করিয়া “একরাট” পদবী লাভ করিতে পারেন নাই^১। এই সময়ে (অনুমান ৩২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে) মাসিডন্রাজ দিঘিজয়ী আলেকজান্দ্র বা সেকেন্দ্র, পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাশা-তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিপাশা-তীরে, শিবিরে, তিনি আর্য্যাবর্তের পূর্বপ্রাপ্তে অবস্থিত “প্রাসিই” এবং “গঙ্গরিডই” নামক দুইটি পরাক্রান্ত রাজ্যের অস্তিত্বের কথা অবগত হইয়াছিলেন^২। নদবংশ সিংহাসনচ্যুত হইলে, মৌর্য্যবংশের প্রথম নরপতি চন্দ্রগুপ্ত যখন, যবন বা গ্রীকগণ কর্তৃক বিজিত পঞ্চনদ প্রদেশ পুনরাধিকার করিয়া যাগধসাম্রাজ্যের আয়তন বর্দিত করিয়াছিলেন, তখন বোধ হয় দক্ষিণবঙ্গে ও দক্ষিণ কোশলে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থানকালে যবন

(১) অর্থাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, Fundamental Unity of India নামক গ্রন্থে, আচীনকালে, আর্য্যাবর্তে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সম্পত্তি শৈয়ুত রয়াপ্রসাদ চন্দ, সমগ্র আর্য্যাবর্তে মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যকালের পূর্বে রাষ্ট্রীয় ঐক্য নিতান্ত অস্তিত্ব ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন—সবুজ পত্র ১ম বর্ষ, পৃঃ ৪০৩।

(২) McCrindle's Ancient India, its Invasion by Alexander the Great.

রাজ্যদুত মেগাস্থিনিস প্রাচ্যজগতের ষে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এখন আর পাওয়া যায় না ; কিন্তু পরবর্তী গ্রীক লেখকগণ, স্ব শ্রমে মেগাস্থিনিস-বিরচিত “ইশ্বিকা” নামক গ্রন্থের যে সকল অংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে অবগত ইওয়া যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে গঙ্গরিড়ই রাজ্য, অন্ধু রাজ্যের স্থায় স্বাধীন ছিল। গঙ্গরিড়ই রাজ্যের সহিত কলিঙ্গী রাজ্য যুক্ত ছিল। গঙ্গানদী গঙ্গরিড়ই রাজ্যের পূর্বসীমা ছিল^(৩)। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, মৌর্যসাম্রাজ্যের প্রারম্ভে রাঢ় ও কলিঙ্গ মগধরাজ্যের অধীনে ছিল না। মৌর্যবংশীয় মাগধরাজ্যগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে, রাঢ় ও বঙ্গ তাহাদিগের সাম্রাজ্যভূক্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের রাজ্যকালে দাক্ষিণ্যাত্য, এবং বিন্দুসারের পুত্র অশোকের শাসনকালে কলিঙ্গদেশ মৌর্যসাম্রাজ্যের অস্তর্ভূক্ত হইয়াছিল^(৪)। অশোকের অনুশাসনসমূহে রাঢ়, বঙ্গ, গৌড় বা বরেন্দ্রের কোন উল্লেখ নাই ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, তাহার রাজ্যকালে মাগধসাম্রাজ্যের পূর্বসীমাস্তে কোন স্বাধীন রাজ্য ছিল না। তাহার দ্বিতীয়সংখ্যক অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার রাজ্যকালে মৌর্যসাম্রাজ্যের দক্ষিণসীমাস্তে চোল, পাঞ্চ, সত্য, কেরল ও তাম্রপর্ণী এবং পশ্চিমসীমাস্তে গ্রীকরাজ দ্বিতীয় বা তৃতীয় আস্তিওকের অধিকার ব্যতীত অপর কোন প্রত্যক্ষে স্বাধীনরাজ্যের অস্তিত্ব ছিল নাই। উভয়ের তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের উপত্যকাসমূহে এবং

(৩) McCrindle's Megasthenes, pp. 33-34.

(৪) V. A. Smith's Early History of India (3rd Edition). p. 148.

(৫) “এবমপি প্রচংতেন্তু যথা চোড়া পাংড়া সতীরপুতো কেরলপুতো আ তাঁর পংনি অংতিয়াকো খোন রাজ্য দেবাপি তস অংতিয়াকন সমীপঃ”—২য় শিলাশাসন—Epigraphia Indica, vol. II. p. 449.

পূর্বে লোহিতের অপরপারে গিরিসঙ্কুল আটধিক প্রদেশের অধিবাসি-গণকে, রাজাধিরাজ মহারাজ স্বতন্ত্র স্বাধীনরাজ্যবাসী বলিয়া স্বীকার করিতে বোধ হয় কৃষ্টিত হইতেন। ধর্মপ্রচারের উভেজনায় যখন বিস্তৃত মৌর্যসাম্রাজ্যের রাষ্ট্রিয়বক্তন শিখিল হইয়া পড়িল, তখন হইতে স্বদূর প্রত্যন্তস্থিত প্রদেশগুলি স্বাধীন হইবার স্বয়োগের প্রতীক্ষা করিতে ছিল। দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোকের দেহাবসানের অব্যবহিত পরে পশ্চিমে গাঙ্কার ও কপিশা, এবং দক্ষিণে অঙ্ক ও কলিঙ্গদেশ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। মৌর্যরাজবংশের অধিকারকালে ভারতবর্ষে রাজনামাক্ষিত সুবর্ণ বা রঞ্জতমুদ্রার প্রচলন ছিল না ; তৎকালে পুরাণ নামক চতুর্কোণ রঞ্জতখণ্ডই মুদ্রাক্রমে ব্যবহৃত হইত। শ্রেষ্ঠ ও স্বার্থবাহগণ এই জাতীয় মুদ্রা প্রস্তুত করিত। মগধ ও বঙ্গের নানাস্থানে শত শত “পুরাণ” নামক প্রাচীন রঞ্জতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে, জিলা ২৪ পরগণার অস্তর্গত জাত্রা গ্রামে এই জাতীয় ছয়টি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল^(১)। বাঙ্গালা ১২৭৫ সালে দীনবক্তু মিত্র নামক কোন ব্যক্তি মেদিনীপুর জেলার অস্তর্গত তমলুক-নগরে একটি “পুরাণ” আবিষ্কার করিয়াছিলেন^(২)। মগধ ও তৌরভূক্তর নানাস্থানে “পুরাণ” আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত বৎসর পূর্ণিয়াজেলার একস্থানে প্রায় তিনি সহস্র “পুরাণ” আবিষ্কৃত হইয়াছিল^(৩)।

ভারতবর্ষে যে সময়ে “পুরাণ” ব্যবহৃত হইত, সেই সময়ে দুইজাতীয় তাত্ত্বমুদ্রার ব্যবহার ছিল। প্রথম, বৃহৎ তাত্ত্বখণ্ড হইতে কর্তৃত কুদ্র

(১) Proceedings, Asiatic Society of Bengal, 1879. p. 245.

(২) Ibid, 1882; p. 112.

(৩) Annual Report of the Indian Museum, Archaeological Section. 1913 14.

চতুর্কোণ তাত্ত্বিক এবং দ্বিতীয়, “ছাঁচে ঢালা” (cast) চতুর্কোণ বা গোলাকার মূড়া। ভূতস্ববিভাগের ভূতপূর্ব চিত্রকর মৃত ন্যূনেজনাথ বসু ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অস্তর্গত বেড়াচাপা গ্রামের নিকটে শেষোক্ত প্রকারের ছয়টি তাত্ত্বিক আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তৎকর্তৃক সংগৃহীত মূড়াগুলি এখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে^{১০}। দীনবঞ্চি মিত্র তমলুকেও এই জাতীয় একটি মূড়া পাইয়াছিলেন^{১১}। গত পাঁচ বৎসরে বাঙালাদেশের নানাস্থানে এই জাতীয় মূড়া আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মুরুদেশে মেষচারণের ভূমির অধিকার সহিয়া, যাষাবর জাতিদ্বয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলে ইউচি জাতি যখন পরাজিত হইয়া নৃতন আবাসের সন্ধানে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিল, তখন প্রাচীন প্রাচ্যজগতের ইতিহাসের একটি নৃতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ইউচিগণ অগ্রসর হইলে তাহাদিগের সহিত উ-সুন নামক আর একটি শক জাতির বিবাদ হয়, ফলে উ-সুনগণ পরাজিত হইয়া তাহাদিগের মেষচারণ ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ইউচি-গণ কিয়ৎকাল উ-সুনদিগের আবাস-ভূমিতে বাস করিতে থাকে। উ-সুনগণ প্রত্যা-বর্তন করিয়া ইউচিদিগকে পরাজিত করে এবং উহাদিগকে পলায়ন করিতে বাধ্য করে। ইউচিগণ পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া কুমশঃ বক্ষু বা চক্ষু (Oxus) নদীতীরে উপস্থিত হইয়াছিল। বক্ষু নদীর উত্তর তৌরে, শকবীপে (Soghdiana) যে সকল শকজাতি বাস করিতেছিল, তাহারা নবাগত শকজাতি কর্তৃক তাড়িত হইয়া বাহ্যীক ও

(১০) A Descriptive List of Sculptures and Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parisad, p. 40 ; Nos. 179-184.

(১১) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882, p. 112.

কপিশাৰ ঘৰন বা গ্ৰীকৰাজ্য আক্ৰমণ কৱিয়াছিল^(১২)। ঘৰনগণ পৰাজিত হইয়া, উত্তৰাপথ আক্ৰমণ কৱিয়া, বহু নৃতন রাজত্ব স্থাপন কৱিয়া-ছিলেন। তখন মৌর্য সাম্রাজ্যেৰ শেষ দশা ; শেষ মৌর্য নৱপতি বৃহ-দ্রথ, তাহাৰ শুঙ্গবংশীয় ব্ৰাহ্মণ জাতীয় সেনাপতি পুষ্যমিত্র কৰ্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

অনুমান হয় যে, ১৮৫ খৃষ্টপূৰ্বাব্দে মৌর্যবংশেৰ রাজ্য শোপ হইয়াছিল। পুষ্যমিত্র সিংহাসনে আৱোহণ কৱিয়া কপিশা ও পঞ্চনদ-বাসী ঘৰনদিগেৰ বিৰুক্তে যুদ্ধযাত্ৰা কৱিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র ও শুঙ্গবংশীয় অস্ত্রাণ্য রাজগণেৰ সময়ে পাটলিপুত্ৰেই সাম্রাজ্যেৰ রাজধানী ছিল। শুঙ্গবংশীয় শেষ রাজা দেবভূমি বা দেবভূতি অভ্যন্ত দৃশ্যৱিত্ত ছিলেন এবং সেই কাৰণে তাহাকে প্ৰচৰণভাৱে হত্যা কৱা হইয়াছিল। দেবভূমিৰ ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰী, কাথবংশীয় বাসুদেব, তাহাৰ মৃত্যুৰ পৰে পাটলি-পুত্ৰেৰ সিংহাসন অধিকাৰ কৱিয়াছিলেন। কাথবংশীয় রাজগণেৰ সময়ে সাম্রাজ্য মগধেৰ সীমা মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

শুঙ্গ বা কাথবংশীয় রাজগণেৰ রাজত্বকালে ইন্দ্ৰাগিমিত্র নামক জনৈক

(১২) শকাধিকাৱকালেৰ বিষ্ণুত বিবৰণ আমাৰ “শকাধিকাৰ কাল ও কণিক” নামক গ্ৰন্থকে প্ৰস্তুত হইয়াছে—বৰীয়-সাহিত্য-পৰিষৎ পত্ৰিকা, স্বামশবদ্ধ, অতিৰিক্ত সংখ্যা। এই প্ৰক্ৰেতি ইংৰাজী অনুবাদ দেৰিয়া ভিল্ডেণ্ট স্থিত, টমাস প্ৰভৃতি প্ৰস্তুতস্বিদ্বগ্ন এই ঘত প্ৰহণ কৱিয়াছেন—The Scythian Period of Indian History, Indian Antiquary, 1908, pp. 25-75 ; V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 215, App. J, p. 251, Note ; p. 255, Note 1 ; p. 269 ; F. W. Thomas, The date of Kaniska, Journal of the Royal Asiatic Society, 1913, p. 627.

সামন্তরাজ বুদ্ধগংয়ায় বোধিবৃক্ষ ও বজ্রাসনের উপরে মহারাজ অশোক প্রিয়দর্শী বৈ মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার চতুর্পার্শ্বে একটি পাষাণ নির্মিত বেষ্টনী নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন । বুদ্ধগংয়ার বর্তমান মন্দিরের চতুর্পার্শ্বে যে পাষাণবেষ্টনীর খৎসাবশেষ অস্থাবধি বিস্তুরান আছে, তাহা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতাব্দীতে ব্রহ্মস্থিত ও তাহার পত্নী নাগদেবীর আদেশে নির্মিত হইয়াছিল ।^{১০} শুঙ্গ বা কাশ্ববংশীয় রাজগণের কোন প্রাচীন খোদিতলিপি অস্থাবধি মগধে, রাঢ়ে, গোড়ে বা বজ্জে আবিষ্ট হয় নাই । শুঙ্গবংশীয়গণের একখনি মাত্র খোদিতলিপি আবিষ্ট হইয়াছে ।^{১১} কিন্তু কাশ্ববংশীয়গণের কোন খোদিতলিপি ভারতের কোন স্থানে আবিষ্ট হয় নাই সুতরাং গোড়, রাঢ় বা বজ্জ তাহাদিগের রাজ্যভূক্ত ছিল কি না তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ।

শকগণ ধৌরে ধৌরে মধ্যএশিয়া হইতে অগ্রসর হইয়া, কপিশা, গাজার

(১০) মহাবোধি মন্দিরের চতুর্পার্শ্বে যে পাষাণ নির্মিত বেষ্টনীর খৎসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে পশ্চিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে । পূর্বে কনিংহাম এই বেষ্টনীর স্মত্ত ও সূচীর খোদিতলিপি দেখিয়া ইহা অশোক-নির্মিত হিস্ত করিয়াছিলেন । বেষ্টনীর বহু স্মত্ত ও সূচী বুদ্ধগংয়ার মহাস্তপণের গৃহ নির্মাণকালে ব্যবহৃত হইয়াছিল । ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মহাস্ত কুকুরালপিরি পর্যবেক্ষণের অনুরোধ অনুমানে সমস্ত স্মত্তগুলি যথাস্থানে পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন । এই স্মত্তগুলির একটিতে রাজা ব্রহ্মস্থিত ও তাহার পত্নী নাগদেবীর নাম আছে । এই প্রমাণের বলে মৃত ডাঃ ব্লুক (Dr. Th. Bloch) কিম্বা করেস ষে, পাষাণবেষ্টনী অশোক-নির্মিত নহে, ইহা শুঙ্গ বা কাশ্ববংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল । মহাবোধিমন্দিরের পাষাণবেষ্টনীর ছাই একটি সূচীতে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতাব্দীর অক্ষয়ও দেখা গিয়াছে ।

(১১) মধ্যপ্রদেশ বর্হত গ্রামে যে প্রাচীন শুণ্গের খৎসাবশেষ আবিষ্ট হইয়াছে ; তাহার তোরণের একটি উভয়ের খোদিতলিপিতে শুঙ্গবংশের উল্লেখ আছে । Luders's List of Brahmi Inscriptions, Epigraphia Indica, Vol. X, p. 65 no. 687.

ও পঞ্চনদের (বর্তমান আফ গানিশ্বান ও পাঞ্জাবের) যবন রাজগণের অধিকার লোপ করিয়া নৃতন রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। ক্রমে উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ শকরাজগণের অধিকারভুক্ত হইল।

মোগ বা মোঢ়, অয়, স্পজহোর, স্পলগদম প্রভৃতি শকজাতীয় রাজগণ গান্ধার, কপিশা এবং পঞ্চনদে রাজত্ব করিতেন। ক্রমে শকগণের প্রথম সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইলে ক্ষত্রিপ উপাধিধারা প্রাদেশিক শাসন-কর্তৃগণ স্বাধীনতা লাভ করেন। লিঅক কুশলক, পতিক, রঘুবুল, শোডাস, মণিগুল, জিহোনিঅ, বেস্পসি বা বেএসি প্রভৃতি শকক্ষত্রিপগণ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নরপতি ছিলেন, কিন্তু ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের শেষসময়ের স্বাধীন স্বৰাধারগণের গায় ঠাহারাও কখনও রাজ্যপাদ্ধি গ্রহণ করেন নাই। ভারতের প্রথম শক-সাম্রাজ্যের শেষ দশায় ইউচি-গণ বাহ্লীক পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ উত্তরাপথের দিকে অগ্রসর হইতে আবস্থ করেন। অবশ্যে ইউচি জাতির পাঁচটি প্রধান বিভাগ, কুষাণ-বংশ কর্তৃক একত্র হয়। এই সময় হইতে ইউচিগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন এবং একে একে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শকরাজ্যগুলি অধিকার করেন। কুষাণ-বংশীয় রাজা কুজুলকদক্ষিসের সময়ে, কপিশা গান্ধার ও পঞ্চনদে শক-ক্ষত্রিপগণের অধিকার শেষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। কুজুলকদক্ষিস খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। ঠাহার পরে বিষক-দক্ষিস বারাণসী পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। শকাক্ষের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম কাণিষ্কের সময়ে কুষাণসাম্রাজ্য, পূর্বে প্রাচীন চীন-সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা হইতে পশ্চিমে পারদ সাম্রাজ্যের পূর্বসীমা পর্যন্ত, এবং উত্তরে সাইবিরিয়া হইতে দক্ষিণে নর্মদাশীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাণিষ্কের সময়ে মগধ ও বঙ্গ স্বতন্ত্র ছিল, কি কুষাণসাম্রাজ্যের অন্তভুক্ত ছিল, তাহা নির্ণয় করা ছঃসাধ্য, কিন্তু ছবিক ও বাস্তুদেবের

সময়ে সম্ভবতঃ মগধ কুষাণবংশীয় সন্নাটগণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। বুদ্ধগংগার মন্দির সংস্কারকালে, মন্দিরের পশ্চাত্ত্বিত বোধিফুল-মূলের বজ্রাসনতলে কনিংহাম ছবিক্ষের একটি স্মৰণ মূড়ার ছাঁচ পাইয়াছিলেন^(১৫)। বজ্রাসন স্থাপনকালে (বোধ হয় ছবিক্ষের রাজজনকালে), উহার নিয়ে ছবিক্ষের একটি স্মৰণমূড়া রাখা হইয়াছিল কিন্তু তাহা পর্বতিকালে অপস্থিত হওয়ায়, মূড়ার প্রতিসিদ্ধিমাত্র বজ্রাসননিয়ে ছিল। এতদ্যুতীত বুদ্ধগংগায় মহাবোধিবৃক্ষের তলে, একখণ্ড বজ্রাসনের যে আচ্ছাদন আছে, তাহার স্থানে স্থানে কুষাণ অক্ষরে ধোদিতদিপি আছে^(১৬)। এই সকল প্রমাণ দেখিয়া বোধ হয় যে, মহাবোধিবিহার কুষাণ রাজবংশের অধিকার কালে পুনর্নির্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, প্রথম কাণিক পাটলিপুত্র আক্রমণ করিয়া, বুদ্ধধোষ নামক জনৈক মহাস্থবিরকে মগধ হইতে গান্ধারে লইয়া গিয়াছিলেন^(১৭)। বুদ্ধগংগার মন্দির যে কুষাণ রাজস্থকালে নির্মিত হইয়াছিল, সে সমস্কে একটি নৃতন প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১০২০ বঙ্গাব্দে প্রদত্ত বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ স্পুনার (Dr. D. B. Spooner) পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ খননকালে একটি মৃন্য মূড়া (Terracotta plaque) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই মূড়ায় মহাবোধিবিহারের প্রতিকৃতি আছে এবং কতকগুলি খরোঢ়ী অক্ষর আছে^(১৮)। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তারতে খরোঢ়ী লিপির

(১৫) Cunningham's Mahabodhi, p. 20, pl. X. II.

(১৬) Ibid, p. 58, pl. XXII. II.

(১৭) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 260.

(১৮) Annual Report of the Archaeological Survey, Eastern Circle, 1913-14, p. 71.

ব্যবহাৰ লোপ হইয়াছিল, অতএব অঙ্গমান হয় যে, কুষাণৱাজবংশেৰ
অধিকারকালে মহাবোধি মন্দিৰ নিৰ্মিত হইয়াছিল। বৃক্ষগয়ায় বজ্ঞা-
সনেৰ আচ্ছাদনেৰ প্ৰস্তুত মথুৱায় নিৰ্মিত রাজবৰ্ষ প্ৰস্তুৰেৰ
একটি বোধিসত্ত্বার্থী এক অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা এক্ষণে
কলিকাতাৰ সরকাৰী চিত্ৰশালায় আছে^{১৯}। রাজগৃহেৰ ধৰ্মসাবশেষ
যথে ধননকালে মৃত ডাঙাৰ ব্লক একটি রাজবৰ্ষ প্ৰস্তুৱনিৰ্মিত খোদিত-
লিপিযুক্ত মূর্তিৰ পাদপীঠ আবিষ্কাৰ কৰিয়াছিলেন^{২০}। এই খোদিত-
লিপিৰ অক্ষৰ কুষাণ রাজ্যকালেৰ খোদিতলিপিসমূহেৰ অক্ষৰেৰ অনুকূপ।
ডাঙাৰ স্মৃনাৰ পাটলিপুত্ৰ ধননকালে একাধিক মথুৱার রাজপ্ৰস্তুৱ-
নিৰ্মিত মূর্তিৰ ধণ আবিষ্কাৰ কৰিয়াছেন^{২১}। যথোচিত মগধ ও বঙ্গেৰ নানা
হানে কুষাণ বংশীয় রাজগণেৰ মুদ্ৰা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে
মেদিনীপুৰ জেলাৰ তমলুকে প্ৰথম কাণিঙ্কেৰ একটি তাৰমুদ্ৰা আবিষ্কৃত
হইয়াছিল^{২২}। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বগুড়া জেলায় প্ৰথম বাস্তুদেবেৰ একটি

(১৯) ইহাৰ চিত্ৰ বা বিবৰণ অচ্ছাপি একাশিত হয় নাই। বৃক্ষগয়ায় ধৰ্মসাবশেষ
ধননকালে মৃত জে, বেগলাৰ (J. D.M. Beglar) তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন;
তাহাৰ মৃত্যুৰ পৰে তৎকৰ্ত্তৃক সংগ্ৰহীত মূর্তিগুলি কলিকাতা চিত্ৰশালাৰ জৰুৰ
হইয়াছিল ; এই মূর্তিৰ অংশ সেই সময়ে পাওয়া গিয়াছিল। (কলিকাতা চিত্ৰশালাৰ
প্ৰস্তুত বিভাগেৰ সংখ্যা ৬২৮২)।

(২০) Annual Report of the Archaeological Survey of India
1905-6, p. 106.

(২১) Annual Report of the Archaeological Survey, Eastern
Circle, 1912-13. p. 60.

(২২) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882,
p. 113.

সুবর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল^(২০)। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মুরশিদাবাদ জেলায় বিভৌয় বা তৃতীয় বাস্তুদেবের একটি কন্দাকার সুবর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল; ইহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছিল^(২১) কিন্তু এখন আর ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। বিভৌয় বা তৃতীয় বাস্তুদেবের বহু সুবর্ণমুদ্রা কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে^(২২)। কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটি মুরশিদাবাদ জেলায় আবিষ্কৃত, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

বুজগ়য়ার মন্দিরের প্রাঙ্গণ ও প্রথমতল বহুকালাবধি বালুকায় আচ্ছাদিত ছিল। ১৮৮০ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীযুক্ত জে, ডি, এম্ বেগলার মহাবোধিমন্দির থনন ও সংস্কার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্মিত একটি বোধিসত্ত্ব-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল^(২৩); এই মূর্তিটি মগধের শকাধিকারের অপর নির্দশন। ইহা মথুরার রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্মিত এবং সন্তুষ্টঃ এই মূর্তি মথুরায় নির্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠার জন্য মহাবোধিতে আনীত হইয়াছিল। কাণিঙ্কের ত্রৈ রাজ্যাঙ্কে বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত বোধিসত্ত্বমূর্তি^(২৪), এবং শ্রাবণ্তীর ধৰংসা-বশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত বোধিসত্ত্ব মূর্তিদ্বয়^(২৫), প্রতিষ্ঠার জন্য মথুরা হইতে বারাণসী ও শ্রাবণ্তীতে নৌত হইয়াছিল। এই মূর্তির পাদপীঠে একটি

(২০) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র রাত্তি গোড়বাজমালা, পৃঃ ৪।

(২১) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1890, p. 162.

(২২) V. A. Smith, Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. I. pp. 87-88.

(২৩) Cunningham's Mahabodhi, pp. 7 and 21; pl. XXV.

(২৪) Epigraphia Indica, Vol. VIII, p. 175.

(২৫) Ibid, p. 180; Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1908-9, p. 135.

খোদিতলিপি আছে, আবিষ্কাৰেৰ পৱে এই খোদিতলিপিৰ অধিকাংশ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। কনিঃহায় তাহাৰ মহাবোধিগ্ৰামে এই খোদিতলিপিৰ যে চিৰ প্ৰকাশ কৱিয়াছেন^(১), পাঠোক্তাৰে তাহাই এখন একমাত্ৰ অবলম্বন। এই খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কোন অদ্বেৰ ৬৪ সম্বৎসৱে মহারাজ তুকমলেৰ রাজ্যে এই বোধিসূৰ্যুক্তি প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছিল^(২)। এই অক্ষ শকাব্দ কি শুণ্টাব্দ, তাহা স্থিৰ হয় নাই। অক্ষরতত্ত্ববিদ্ ডাক্তাৰ বুলারেৰ মতে ইহা শুণ্টাব্দ^(৩), এই মত অনেকেই সমৰ্থন কৱিয়াছেন^(৪) কিন্তু ডাক্তাৰ লুডাসেৰ মতে ইহা শকাব্দ^(৫), ডাক্তাৰ ফিউট তাহাৰ সমৰ্থক কিন্তু এই খোদিতলিপিৰ অক্ষরসমূহ সমাট সমুদ্রগুপ্তেৰ এলাহাৰাদ-প্ৰস্তিৰ অক্ষৱেৰ অনুৱৰ্পণ, সুতৰাং ইহা কোন মতেই খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীৰ খোদিতলিপি হইতে পাৱে না।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীৰ শেষভাগে বিস্তৃত কুষাণসাম্রাজ্য বহু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ খণ্ডৱাজ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে বজে বা মগধে কোন জাতীয় কোন বংশেৰ অধিকাৰ ছিল তাৰা অস্থাপি জানিতে পাৱা যায় নাই। মগধে শুণ্টৱাজ্যবংশ তথনও সমাট পদবীলাভ কৱেন নাই, শকৱাজ্যগণ তথনও উত্তৱাপথেৰ নানাস্থান অধিকাৰ কৱিয়া আছেন। এই সময়ে রাজপুতানাৰ মুকুপ্ৰদেশেৰ পুকুৱণানগৱেৰ

(১) Mahabodhi, pl. XXV.

(২) Epigraphia Indica, Vol. X, App. p. 97, no 940

(৩) Buhler's Indian palaeography (English Trans.), p. 46, note 10.

(৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1898. pt. I. p. 282, note 1 ; Indian Antiquary, 1908, p. 39.

(৫) Ibid, Vol. XXXIII, p. 40.

অধিপতি চন্দ্রবর্ষী সপ্তসিঙ্গুর মুখ ও বাহ্লীক দেশ হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত
সমস্ত আর্যাবর্ত জয় করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে বাঁকুড়া জেলার,
শুঙ্গনিয়া পর্বতগাত্রে চন্দ্রবর্ষীর যে শিলালিপি আছে, তাহা হইতে
অবগত হওয়া যায় যে, তাহার পিতার নাম সিংহবর্ষী এবং তিনি
চক্রস্থামী বা বিশ্বুর উপাসক ছিলেন ৩৪। পুরাতন দিল্লীর খৰস্বাবশেষ
মধ্যে কৃতুবমিনারের নিকটে যসজিদ কৃতুব-উল-ইসলামের অঙ্গে একটি
বৃহৎ লোহস্তম্ভ আছে। ইহার গাত্রে যে প্রাচীন খোদিতলিপি আছে,
তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, চন্দ্র নামে জনৈক রাজা বিশ্বপাদ-
গিরিতে বিশ্বুর ধ্বজ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বঙ্গে সিঙ্গুর সপ্ত মুখের
পারে ও বাহ্লীক দেশে যুক্তে জয়লাভ করিয়াছিলেন ৩৫। মহামহো-
পাদ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মালবদেশে, প্রাচীন দশপুরের (বর্তমান
মন্দশোর) খৰস্বাবশেষ মধ্যে একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়া-
ছেন। তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, চন্দ্রবর্ষীর ভাতার নাম
নরবর্ষী এবং তিনি ৪৬১ বিক্রমাব্দে (৪০৪-৫ খ্রিষ্টাব্দে) জীবিত
ছিলেন ৩৬। এই সকল গ্রন্থাগের উপর নির্ভর করিয়া, শাস্ত্রীমহাশয়
নির্ণয় করিয়াছেন যে, শুঙ্গনিয়া পর্বতলিপির চন্দ্রবর্ষী ও দিল্লীর লোহ-
স্তম্ভলিপির চন্দ্র একই ব্যক্তি; এবং দশপুর বা মন্দশোরের শিলালিপির
নরবর্ষী তাহার কনিষ্ঠ ভাতা। চন্দ্রবর্ষী সমুদ্রগুণের দিগ্নিজয় যাত্রার
অব্যবহিত পূর্বে, বঙ্গদেশ হইতে বাহ্লীকদেশ পর্যন্ত সমগ্র আর্যাবর্ত
জয় করিয়াছিলেন। এলাহাবাদের দুর্গমধ্যে, অশোকের শিলাস্তম্ভে
সমুদ্রগুণের যে প্রশংসন উৎকৌর আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়

(৩৪) প্রবাসী, ১৩২০, পৃঃ ৪৯২

(৩৫) Fleet's Corpus Inscriptionum indicarum, Vol. III, p. 141.

(৩৬) Indian Antiquary, 1913, pp. 217-19.

যে, সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্ৰবৰ্মা নামক জনৈক আৰ্য্যাবৰ্জনাজকে বিনষ্ট কৱিয়া-
ছিলেন^(১)। সমুদ্রগুপ্তেৰ প্ৰশংসনিৰ ও শুণনিয়া শিলালিপিৰ চন্দ্ৰবৰ্মা এবং
দিল্লী স্মৃতিলিপিৰ চন্দ্ৰ যে অভিন্ন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই^(২)।

(১) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, p. 7.

(২) গুৰুৰ্বে স্থিত, ভোগেল প্ৰচৃতি প্ৰস্তুতবিহুগণ অহুমান কৱিতেন যে, দিল্লীৰ
লৌহস্মৃতিলিপিৰ চন্দ্ৰ, সমুদ্রগুপ্তেৰ পুত্ৰ হিতৌয় চন্দ্ৰগুপ্ত। কিন্তু যহামহোপাধ্যায়ৰ
শৈলুক্ত হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয় প্ৰদত্ত প্ৰকাশিত হইলে শৈলুক্ত ডিল্পেট স্থিত তোহার বড়
খাণ কৱিয়াছেন—Early History of India, 3rd Edition, p. 290. Note 1.

পরিশিষ্ট (থ)

(১) হাথিগুম্ফার শিলালিপি

কলিঙ্গাধিগতি চতুর্বৎশোভন রাজা ধাৰবদেৱেৰ একধাৰি দৌৰ্য শিলালিপি, পূৰ্ব-
দেশীয় ভূবনেশ্বৰ আৰেৱ নিকটে উদয়পুৰি পৰ্বততে হাথিগুম্ফা মাস্ক একটি
গুহাৰ উপরে উৎকীৰ্ণ আছে। বহুকাল পূৰ্বে গুজৱাট মেৰীয় পতিত শ্ৰীযুক্ত
তথ্বানন্দলাল ইন্দ্ৰদী এই শিলালিপিৰ পাঠোছাৰ কৱিয়াছিলেৰ কিন্তু তাহাৰ উচ্ছৃত
পাঠে নামা সন্দেহ উপস্থিত হওয়াৱ, অৰ্গন্ত ইতিহাসবেষ্ট। ভিন্নসেৰ এ, স্থিত
মুহূৰ্দপ্ৰথম কাশীপ্ৰসাদ জায়সৰালকে উচ্ছ শিলালিপিৰ নৃতন পাঠ উক্তাৰ কৱিতে
অনুযোগ কৱিয়াছিলেন। শ্ৰীযুক্ত কাশীপ্ৰসাদ জায়সৰাল দ্বই তিনি বৎসৰ বাবৎ
চেষ্টা কৱিয়া এই শিলালিপিৰ বহু বাংশিক সংস্কাৰ কৱিয়াছেন এবং বহু নৃতন
ঐতিহাসিক তথ্য আৰিক্ষাৰ কৱিয়াছেন। তিনি তিনবাৰ এই কঠিন শিলালিপিৰ
উচ্ছৃত পাঠ মুক্তিৰ কৱিয়াছেন। তাহাৰ সৰ্বশেষেৰ পাঠ অধিকতর শুভ বলিয়া
গ্ৰহীত হইল। শ্ৰীযুক্ত কাশীপ্ৰসাদ জায়সৰাল দ্বই তিনি বাৰ দৌৰ্যকাল উদয়পুৰিতে
অবস্থান কৱিয়া এই শিলালিপিৰ যে সমষ্ট অংশ কালবৎশে কীণ হইয়াছে এবং বাহা
ছাপায় দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাৰও পাঠোছাৰ কৱিয়াছেন। এই শ্ৰমসাধা-
কৰ্মেৰ জন্য বন্ধুৰ শ্ৰীযুক্ত কাশীপ্ৰসাদ ভাৰতবাসী এবং ইতিহাসপ্ৰিয় ব্যক্তিমানেৰই
বক্তব্যাদার্হ।

এই শিলালিপি অনুসৰে রাজা ধাৰবদে চেক্রাজবৎশোভন এবং কলিঙ্গদেশৈৰ
অধিগতি ছিলেন। তাহাৰ যুদ্ধৰাজ যুদ্ধবৰাহন উপাৰি ছিল। তিনি পঞ্চাশ-
বৰ্ষ বয়ঃকুষকালে বৌবৰাজ্যে অভিবিজ্ঞ হইয়াছিলেন এবং চতুর্কৰ্ত্তব্যবৰ্ষ বয়সে
সিংহাসন-লাভ কৱিয়াছিলেন। তাহাৰ রাজ্যেৰ প্ৰথম বৰ্ষে রাজা ধাৰবদে বটিকাৰ
বিনষ্ট মগন, প্ৰাকাৰ ও গো-পুৰ সংস্কাৰ কৱিয়াছিলেন এবং পঞ্চতিংশশত সহস্
ৰু ব্যয় কৱিয়া অক্ষতিবৰ্গেৰ বনোৱালোকন কৱিয়াছিলেন। হিতীয় বৰ্ষে তিনি রাজা

শাতকর্ণিকে আহ না করিয়া পশ্চিমদেশে হয়, গজ, নদ, রথ এই চারিটি শাহমুক্ত সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা কহবেন্দো নদীপার হইয়া মুসিকনগর অবরোধ করিয়াছিল। তৃতীয় বর্ষে মৃত্যুগৌত, বাটকাতিনয় ও বাঢ় প্রভৃতি বান উপায়ে তিনি লগরোর (কলিঙ্গ নগরের) ঘনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। চতুর্থ বর্ষে তিনি ভোজকপঞ্জকে বশীভূত করিয়াছিলেন (এই স্থানে শিলালিপির অনেকগুলি কথা পড়িতে পারা যায় নাই)। পঞ্চমবর্ষে তিনি তনমস্তিয়ের পথ হইতে নন্দরাজ কর্তৃক ত্রিশতবর্ষ পূর্বে উদ্ধাটিত অগালী (কলিঙ্গ) নগর অবধি ধৰন করাইয়া ছিলেন। সপ্তম বর্ষের বিবরণ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অষ্টম বর্ষে তিনি বহু সেনা লইয়া গোবৰ্ধপি নামক পুরত (জয় করিয়া) রাজ্যে পীড়া উপহিত করিয়া ছিলেন (জয় করিয়াছিলেন অথবা লুঠন করিয়াছিলেন) এই সকল কারণে রাজা মগধবাজ অবরুদ্ধ সেনা পরিত্যাগ করিয়া মধুরায় গমন করিয়াছিলেন। নবম বর্ষের বিবরণ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। দশম বর্ষে তিনি ভারতবর্ষ জয় করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। একাদশ বর্ষে তিনি তিঙ্গ কাটনির্মিত কেতুভঞ্জের মুর্তি রথখাত্রায় বাহির করিয়াছিলেন (শ্রীমুক্ত কাশীপ্রসাদ জ্যোতিস্বালের মতামুসারে কেতুভঞ্জ ভারত-মুক্তের একজন সেনাপতি এবং মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সহকারা অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীমুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মত গ্রহণ করেন নাই।—Indian Antiquary, Vol. XLVIII, 1919, pp. 189-191.)। এই কেতুভঞ্জ অয়োদ্ধশত বর্ষ (শিলালিপির সময় হইতে) জীবিত ছিলেন। তাহার দাদশ রাজ্যাক্ষে রাজা খারবেল উত্তরাপথের রাজাদিদের মনে জ্যোতি এবং মগধবাসীদিদের মনে বিপুল ভয় জ্যোতি বহসতিষ্ঠিত (বৃহস্পতিযিত্ব) নামক মগধবাজকে তাহার পাদবন্ধন। করিতে বাধ্য করিয়া ছিলেন। অয়োদ্ধ গংক্তি হইতে সপ্তদশ গংক্তি পর্যন্ত এই শিলালিপি অয়ের অন্ত স্পষ্ট পড়া যায় না। শ্রীমুক্ত জ্যোতিস্বাল বহু পতিশ্রম করিয়া এই অংশের নানাস্থানের পাঠোকার করিয়াছেন। চতুর্দশ পংক্তিতে পাণ্ডু রাজার নাম আছে। বোড়শ পংক্তিতে মৌর্য্যকাল এবং ১৬৪ বৎসরের উল্লেখ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রসূত অনেকে এই মৌর্য্যকাল অর্ধাং মৌর্য্যাদের ১৬৪ বৎসরের অন্তর্ব সময়কে সন্ধিহাল (Journal of the

Royal Asiatic Society, 1919, pp. 395-99., Indian Antiquary, Vol. XLVII, 1918, pp. 223-24 ; Vol. XLVIII, 1919, pp. 187-91.) ।

রাজা খারবেল যখন গোরখপিরি অয় করিয়া রাজগৃহ বেষ্টন করিয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশের অবস্থা কি ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। শ্রোরথগিরি বা গোরখ-পিরির বর্তমান নাম বরাবর পাহাড়, ইহা গৱা জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত। খারবেল বাঞ্ছালাদেশ দিয়া মগধে গিয়াছিলেন কি না তাহা বলিতে পারা যায় না। ইহার পরে দশম বর্ষে তিনি যখন ভারতবর্ষ অয় করিতে বাঢ়া করিয়াছিলেন এবং দাদশ রাজ্যাঙ্কে যখন তিনি মগধরাজকে পরাজিত ও বীভূত করিয়াছিলেন তখন তিনি গৌড় ও বঙ্গদেশ অয় করিয়াছিলেন কি না তাহাও বলিতে পারা যায় না। এই সকল কারণে খারবেলের শিলালিপির অর্থাণ গ্রন্থস্থে উল্লিখিত হইল না। বাঞ্ছালাদেশের ইতিহাসে ইহার স্থান অতি উচ্চ এবং এই সময়ে গৌড় ও মগধের অন্তর্ভুক্ত ঐতিহাসিক বিবরণ রচনা প্রমাণাভাবে অসম্ভব। সম্ভবতঃ এই সময়ে গৌড়দেশ মগধরাজ্যভূক্ত ছিল এবং মগধরাজ্যের অধিপতিমূর্তির সহিত গৌড়রাজ্য কলিঙ্গরাজ্যের পদামত হইয়াছিল। খারবেলের শিলালিপির বিবরণ Journal of the Bihar and Orissa Research Society, December 1918 হইতে সংকলিত হইল।

পুরাণে মহাপদ্মনন্দ কর্তৃক ক্ষত্রিয় বিনাশ ও তাহার একরাট বা একচক্র পদবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :—

“মহানন্দিস্মৃতশচাপি শূক্রায়ঃ কলিকাংশজঃ,
উৎপৎততে মহাপদ্মঃ সর্বক্ষত্রান্তকো নৃপঃ ।
ততঃ প্রভৃতি রাজানোভবিষ্যাঃ শূক্রযোনযঃ,
একরাট স মহাপদ্ম একচক্রে ভবিষ্যতি ॥”

—মৎস্ত, বায়ু ও উর্বিয় পুরাণ।

(F. E. Pargiter's, The Purana Text of the Dynasties of the Kali, Age, P. 25.) ।

পুরাণে মৌর্য শুক্র এবং কাণ্ডায়ন বা শুক্রভূত্য রাজাগণের তালিকা দেখিতে পাওয়া

ৰাম। অক্ষয়ানন্দের পরে আভীর, পর্মভিল্ল, শক, যবন, তুষার, মুক্তি ও হৃণবংশীয় রাজপথের উল্লেখ আছে—Dynasties of the Kali. Age, pp. 45-47. ।

বাঙ্গালা ১০১৪ সালে প্রকাশিত “বাঙ্গালার পুরাণ” নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত পরেশ চন্দ্র বন্দ্যোগাধ্যায় বলিয়াছেন,—“অমৃতান ৬০০ খ্রিষ্টাব্দেই নিকটবর্তী কোন সময়ে যৌধের জাতি ডারতবর্দের পূর্বাংশ অধিকার করে (পৃঃ ১২৫) ; কিন্তু যৌধের জাতি কর্তৃক আর্য্যাবর্তের পূর্বাংশ বিজয়ের কোন বিজ্ঞান সম্ভব প্রমাণ আবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সম্পত্তি শ্রীযুক্ত সতোশচন্দ্র মিত্র প্রশ্নীত ষষ্ঠোহর খুলনার ইতিহাসে যৌধেয়মণ কর্তৃক উক্তরাপথের পূর্বাংশ বিজয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে (পৃঃ ১৬১) :

১১১৩ খ্রিষ্টাব্দের আম্রয়ারী মাসে বোৰাইয়ের পারসীজাতীয় বণিক শ্রব রাতন ভাতার বায়ে অক্ষতবিভাগের পূর্বচক্রের অধ্যক্ষ ডাঙ্গাৰ স্পুনার (Dr. D. B. Spooner) পাটলিপুত্র খনন আরম্ভ করেন। পাটনা ও বীকিপুরের যথাহিত কুবারাহার গামে তিনি একটি স্তুপ ও বহু গুরুত্বের খণ্ড আবিক্ষাৰ কৰিয়া দ্বিৰ কৰিয়া ছেন যে, এই স্থানে চন্দ্রগুপ্ত বা অপুর কোন যৌধ্যবাজা শতজন্মবিশিষ্ট একটি সভাগৃহ নির্মাণ কৰাইয়াছিলেন এবং এই গৃহ পারস্তদেশের পার্সিপোলিসু নগরের হখ্যামনীয়ীয় রাজপথ কর্তৃক নির্মিত সভাগৃহের অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল (Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern Circle, for 1912-13. pp. 55-61.)। পাটলিপুত্রের খননে কোনও উল্লেখযোগ্য শিলালিপি আবিষ্ট হয় নাই। গৱৰৎসর কুবাণবংশীয় রাজপথের ২২টি তাত্ত্বজ্ঞা আবিষ্ট হইয়াছিল (Ibid-1913-14. p. 71.)। অথবা বৎসরের খননে নিম্নলিখিত প্রাচীর মুক্তাগুলি আবিষ্ট হইয়াছিল :—

১। কৌশাদ্বী নগরীৰ প্রাচীন মুস্তা।

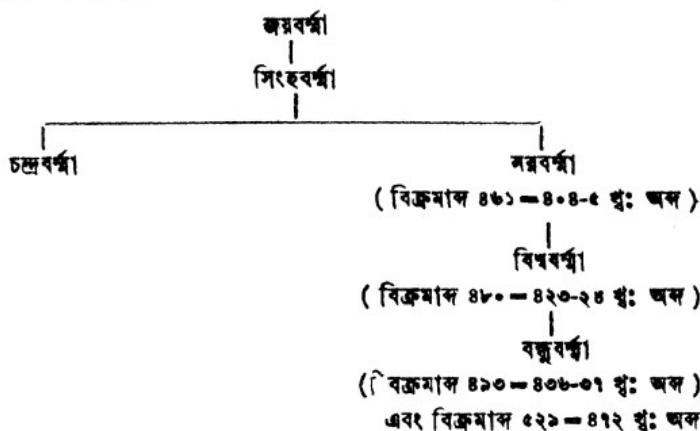
২। যিত্রবংশেৰ (শুক্রবংশ) মুস্তা, ইহাৰ মধ্যে ইন্দ্ৰমিতেৰ দ্বাইটি মুস্তা আছে।

৩। কাণিকেৰ দ্বাইটি তাত্ত্বজ্ঞা, ইহাৰ একদিকে রাজাৰ মুর্তি ও অপুরদিকে পৰমদেবতাৰ মুর্তি আছে।

পাটলিপুত্রে আবিষ্ট গুপ্তবংশজ রাজাগণেৰ মুস্তা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

(১) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern circle, 1912-13, p. 61.

মন্দিরের নবাবিকৃত শিলালিপি এবং গুণনিয়ার পর্বতলিপি হইতে চন্দ্রবর্ষা
ও সিংহবর্ষার পূর্বপুরুষগণের নাম পাওয়া গিয়াছে। মন্দিরের আবিকৃত বঙ্গ-
বর্ষার শিলালিপি এবং গজবর্ষের আবিকৃত বিশ্ববর্ষার শিলালিপি হইতে পুরুণা ও
মালবের প্রাচীন রাজবংশের নিরলিখিত বংশপত্রিকা সম্পর্ক হইয়াছে।



সম্পত্তি অধ্যাপক শ্রীমুক্তি রাধাপোবিন্দ বসাক, মহামহোপাধ্যায় শ্রীমুক্তি
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের অভিবাদ করিয়া একটি অবক্ষ প্রকাশ করিয়া-
ছেন। ইহার প্রস্তুত অধ্যাবধি প্রকাশ হয় নাই (Indian Antiquary, Vol.
XLVIII, 1919, pp. 98-101)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গুপ্তাধিকার কাল।

গুপ্তরাজবংশের অভূদয়—(প্রথম) চন্দ্রগুপ্ত—গৌপ্তাদের প্রারম্ভ—সাম্রাজ্যের স্থতৃপাত—বৰ্জিমানে আবিষ্ট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা—সমুদ্রগুপ্ত—তাহার দিগ্বিজয় ও অধ্যমেধ—এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি—ধ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—মালব ও সৌরাষ্ট্র অধিকার—সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবহৃত—চীন পরিৱাজক ফা-হিয়েন্ল—প্রথম কুমারগুপ্ত—অধ্যমেধ—নাটোরে আবিষ্ট তাত্রাসন—পুষ্যমিত্রীয় ও হুণজাতিৰ আক্ৰমণ—অৰ্দ্ধভাৱে নিঙ্কষ্ট মুদ্রার প্রচলন—সন্দগুপ্ত—হুণসমস্তা—অন্তৰ্বিজ্ঞোহ ও বহিঃশক্তিৰ আক্ৰমণ—গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধৰ্মসমূচনা—পুরগুপ্ত—সাম্রাজ্য যগৎ ও বজে সীমাবদ্ধ—নৱসিংহগুপ্ত—ধ্বিতীয় কুমারগুপ্ত—বুধগুপ্ত—ভাস্তুগুপ্ত—ততীয় চন্দ্রগুপ্ত (বাদশাদিত) —বিষ্ণুগুপ্ত (চৰ্মানিত) —মূৰশিদাবাদে বিষ্ণুগুপ্ত ও অযুগুপ্তের স্বৰ্গমুদ্রাবিক্ষাৰ।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীৰ প্রারম্ভে পাটলিপুত্ৰেৰ কে রাজা ছিলেন, তাহা অস্থাপি নিৰ্ণীত হয় নাই এবং বঙ্গ ও যগৎ কাহার অধিকার ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। অৱৰবাসী পুকুৰণা দেশেৰ অধিপতি চন্দ্ৰ-বৰ্মা যখন সিঙ্কুৱ সপ্তমুখ পার হইয়া বাহ্লীকদেশে ও বঙ্গদেশে দিগ্বিজয়-ষাটা কৰিতে সমৰ্থ হইয়াছিলেন, তখন ৰোধ হয় আৰ্য্যাৰ্বটেৰ কোন ক্ষমতাশালী নৃপতিৰ অস্তিত্ব ছিল না। চন্দ্ৰবৰ্মাৰ দিগ্বিজয়কালে যগৎ লিঙ্ঘবিৱাজবংশেৰ জামাতা, চন্দ্ৰগুপ্ত নামক জনৈক ব্যক্তি, একটি ক্ষুদ্ৰ রাজ্য স্থাপন কৰিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই গৌড় ও রাঢ় এই নূতন রাজ্যেৰ অন্তৰ্ভুক্ত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। চন্দ্ৰগুপ্তেৰ পুত্ৰ, সমুদ্রগুপ্তেৰ রাজস্বকালে, এই ক্ষুদ্ৰ রাজ্য ক্ৰমে আয়তনে বৰ্দ্ধিত হইয়া

সমগ্র উত্তরাপথব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের পিতার নাম ষটোৎকচগুপ্ত ও তাহার পিতামহের নাম শ্রীগুপ্ত ; ইহারা বোধ হয় সামান্য ভূস্বামী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত লিঙ্ঘবিরাজহৃহিতা কুমার-দেবীকে বিবাহ করিয়া ষষ্ঠ রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি সুবর্ণমুদ্রার তাহার মূর্তির পার্শ্বে রাজ্ঞী কুমারদেবীর মূর্তি অঙ্কিত করাইয়া তাহার পার্শ্বে লিঙ্ঘবিগণের নাম উৎকৌণ করাইয়া-ছিলেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের একটি মুদ্রা বর্কমান জেলার মশা গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা এক্ষণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। কনিংহাম গয়া জেলায় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের এইজাতীয় একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন^(১)।

চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর পুত্র তাহার খোদিতলিপিতে আপনাকে লিঙ্ঘবিরোহিত্ব বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন^(২)। সম্ভুগুপ্ত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব-প্রথমে আর্য্যাবর্তের অন্যান্য রাজগণের উচ্চেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন এবং কুন্দদেব, মতিল, নাগদস্ত, চন্দ্রবর্ষা, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দী, বলবর্ষা প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত-রাজগণের রাজ্য ধ্বংস করিয়া-ছিলেন। আর্য্যাবর্ত অধিকৃত হইলে আটবিক অর্থাৎ বনময় প্রদেশ-সমূহের রাজগণ তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সমগ্র উত্তরা-

(১) ব্রিটিশ মিউজিয়ম মুদ্রা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জন আলান (John Allan) অঙ্গমান করেন যে, চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর মূর্তিযুক্ত সুবর্ণ মুদ্রাগুলি সমুদ্র গুপ্ত কর্তৃক পিতামাতার অবরুদ্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল—British Museum Catalogue of Indian Coins—Gupta dynasties, p. lxv. 8.

(২) Journal of the Royal Asiatic Society. 1889. p. 63.

(৩) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. III. p. 8.

পথ বিজিত হইলে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথ জয় করিবার উদ্যোগ করিয়া-
ছিলেন। তিনি তাহার রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে যাত্রা করিয়া
মগধ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী বনময় প্রদেশের দুইজন রাজাকে পরাজিত
করিয়াছিলেন। এই দুইজনের মধ্যে প্রথম, দক্ষিণ কোশলরাজ মহেন্দ্র
ও দ্বিতীয় মহাকাস্তার বা ভৌবণ বনের অধিপতি ব্যাস্ত্ররাজ। ইহার
পরে তিনি কোরলদেশের অধিপতি মট্টরাজকে পরাজিত করিয়া
কলিঞ্চদেশের পুরাতন রাজধানী পিট্টপুর (আধুনিক পিট্টপুরম), মহেন্দ্র-
গিরি ও কোটুর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কোটুর ও পিট্টপুরের
অধিপতি স্বামীদত্ত, এরণপল্লরাজ দমন, কাঞ্চিনগরাধিপতি বিষ্ণুগোপ,
অবমুক্তরাজ নীলরাজ বেঙ্গীনগরাধিপতি হস্তিবর্ষা, পলকরাজ উগ্রসেন,
দেবরাষ্ট্রের অধিপতি কুবের এবং কৃষ্ণপুররাজ ধনঞ্জয় প্রভৃতি দক্ষিণ-
পথের রাজগণ সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। সমতট (দক্ষিণ
অথবা পূর্ববঙ্গ), ডবাক (সন্তবতঃ ঢাকা), কামরূপ, মেপাল, কর্তৃপুর
(বর্তমান কুমার্য়ান ও গড়োয়াল) প্রভৃতি সীমান্ত রাজ্যের নরপতিগণ,
এবং মালব আর্জুনায়ন, যৌধেয়, মদ্রক, আভীর, প্রার্জুন সনকানীক,
কাক, খরপরিক প্রভৃতি জাতিসমূহ তাহাকে কর প্রদান করিত^৮।
উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজিত হইলে সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিয়াছিলেন। তাহার আদেশে নির্মিত যজ্ঞীয় অশ্বের একটি প্রস্তর-
মূর্তি হিমালয় পর্বতের পাদমূলে বনময় প্রদেশে আবিস্থিত হইয়াছিল, ইহা
এক্ষণে লক্ষ্মী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে^৯। অশ্বমেধ যজ্ঞের দক্ষিণ
প্রদানের জন্য তিনি এক নৃতন প্রকারের সুবর্ণমুদ্রা মুদ্রাস্তীত করাইয়া-

(৮) Ibid, pp. 6-8.

(৯) Journal of the Royal Asiatic Society, 1893, plate facing page 148.

ছিলেন। এই সমস্ত মুদ্রার একদিকে যজ্ঞপে আবক্ষ অশ্ব ও অপরদিকে প্রধানা মহিষীর মৃত্তি অঙ্কিত আছে। সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেথের স্বৰ্ণমুদ্রা অত্যন্ত দুর্প্রাপ্য। মগধে এই জাতীয় তিনটিমাত্র মুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছে^১। গৌড় ও রাঢ় প্রদেশ যে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভূক্ত ছিল, সে ষিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সমতট যদি বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম হয়,^২ তাহা হইলে পূর্ব এবং দক্ষিণবঙ্গও গুপ্তসাম্রাজ্যের অস্তভুক্ত ছিল। মগধ ও বঙ্গের নানাস্থানে সমুদ্রগুপ্তের নানাবিধি স্বৰ্ণমুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছে; পাটনা নগরের অপরপারে মজঃফরপুর জেলার অস্তর্গত হাজীপুর গ্রামে সমুদ্রগুপ্তের তিন প্রকার স্বৰ্ণমুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছিল; প্রথম প্রকারের মুদ্রায় ধর্মৰ্বাণ হন্তে রাজ্যার মৃত্তি, দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় পরশুহন্তে রাজ্যমৃত্তি ও তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় শূল হন্তে রাজ্যমৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়^৩।

বৃক্ষ বয়সে সত্রাট সমুদ্রগুপ্ত তাহার দিঘিজয়-কাহিনী রাখকবি সাঙ্কি-

(৬) দুইটি মুদ্রা গ্রাম আবিস্কৃত হইয়াছিল, তথাদে একটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। অপরটি রঞ্জপুর সত্তপুরকল্পীর জমিদার রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুজ্ঞয় রায় চৌধুরী বাহাহুরের নিকট আছে। মগধে আবিস্কৃত তৃতীয় মুদ্রাটি কলিকাতায় শ্রীযুক্ত প্রকুল্লনাথ ঠাকুরের গৃহে আছে। মুরশিদাবাদ আজিয়গঞ্জের জমিদার রায় মণিলাল নাহার বাহাহুর ও তাহার ভাতা শ্রীযুক্ত পূরণচান্দ নাহারের নিকটে আরও দুইটি অশ্বমেথের স্বৰ্ণমুদ্রা আছে।

(৭) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী কুমিল্লায় আবিস্কৃত নর্তেশ্বর মৃত্তির খোদিত-লিপি এবং বাঘাউরা গ্রামে আবিস্কৃত বিষ্ণুমূর্তির খোদিতলিপি হইতে, সমতট বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নর্তেশ্বর মৃত্তি লহরচন্দ্র বা লড়হচন্দ্র নামক জনৈক রাজ্যকালে নির্মিত হইয়াছিল—Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. X. pp. 85-91. বাঘাউরা গ্রামে আবিস্কৃত বিষ্ণুমূর্তি পালবংশীয় প্রথম মহীপালদেবের ওয় রাজ্যালোকে অঙ্গীকৃত হইয়াছিল। চাকা রিভিউ ও সম্প্রিলনী, ১৯১৪, পৃঃ ৫০।

(৮) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1894. p. 57.

বিশ্বাসীক কুমাৰামাত্য হৱিষেণ কৰ্ত্তৃক খোক রচনা কৰাইয়া সন্মাটি অশোক কৰ্ত্তৃক প্ৰতিষ্ঠিত শিলাণ্ডিগাত্ৰে উৎকীৰ্ণ কৰাইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তেৰ পঞ্জীৰ নাম দত্তদেবী। তাহাৰ দেহাবসান হইলে দত্তদেবীৰ গৰ্ভজাত পুত্ৰ চন্দ্ৰগুপ্ত (বিতীয়) সিংহাসনে আৱোহণ কৰিয়াছিলেন।

মহারাজাধিরাজ বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত সিংহাসনে আৱোহণ কৰিয়া বিক্ৰমদিত্য উপাধি গ্ৰহণ কৰিয়াছিলেন। প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত অথবা সমুদ্রগুপ্ত কোন সময়ে সিংহাসনে আৱোহণ কৰিয়াছিলেন, তাৰা নিৰ্ণয় কৰিবাৰ উপায় অঢ়াপি আবিষ্কৃত হয় নাই। গুপ্ত রাজবংশেৰ অধিকাৰ কালে একটি নৃতন বৰ্ষ গণনা আৱস্থা হইয়াছিল, ইহাই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গৌপ্তাক নামে পৰিচিত হইয়াছিল^(১)। পণ্ডিতগণ অনুমান কৰেন যে, এই বৰ্ষগণনা প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্তেৰ রাজ্যাভিষেক কালে প্ৰবৰ্ত্তিত হইয়াছিল। ৩১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গৌপ্তাকেৰ গণনা আৱৰ্ক হইয়াছে সুতৰাং ধৰিয়া লইতে হইবে যে, ৩১৯ অথবা ৩২০ খৃষ্টাব্দে প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত সিংহাসনে আৱোহণ কৰিয়াছিলেন। প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্তেৰ সময়েৰ কোন খোদিতলিপিই অঢ়াপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সমুদ্রগুপ্তেৰ রাজ্যকালেৰ তিনখানি খোদিতলিপি অঢ়াবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাৰ মধ্যে দুইখানি শিলালিপি ও তৃতীয় খানি তাৰিখাসন। শিলালিপি দুইখানিতে তাৰিখ নাই^(২), এবং তাৰিখাসনখানি কৃটশাসন বলিয়া প্ৰমাণিত হইয়াছে^(৩)। বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তেৰ রাজ্যকালেৰ খোদিতলিপি সমূহে গৌপ্তাকেৰ বৰ্ষ গণনাহুসাৰে তাৰিখ প্ৰদত্ত হইয়াছে। মালবে উদয়গিৰি পৰ্বতেৰ একটি গুহায়

(১) Epigraphia Indica Vol. II. p. 143.

(২) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 6 ; p. 20.

(৩) Ibid, p. 256. এই তাৰিখাসনখানি সমুদ্রগুপ্তেৰ নবম রাজ্যাকে প্ৰদত্ত হইয়াছিল। ইহা গয়া জেলাৰ কোন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

সনকানীক জাতীয় জনেক সামন্তরাজ কর্তৃক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ৮২ গোপ্তাদে একটি শুহা ধনিত হইয়াছিল ১২। ঐতিহাসিক ভিস্টেট খিথ অশুমান করেন যে, এই ঘটনার পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্বে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল ১৩ ও চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ৮২ গোপ্তাদে অথবা ৪০১ খ্রিস্টাব্দে উদয়গিরির পর্বতশুহা ধনিত হইয়াছিল। ইহা হইতে অশুমান হয় যে, খ্রিস্ট ৪ৰ্থ শতাব্দীর শেষপাদে মালব গুপ্তসাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ক্ষেত্র হইয়াছিল। চতুর্দশ বর্ষ পরে ৯৬ গোপ্তাদে মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে অত্রকার্দিব নামক তাহার একজন কর্ণচারী নিত্য পঞ্জন ভিস্কু ভোজন করাইবার ও মন্দিরের রচনার প্রদীপ জালাইবার জন্য পঞ্চবিংশ দীনার (স্বৰ্গ মুদ্রা) ও কিঞ্চিত ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। প্রাচীন কাকনাদবোট অর্থাৎ বর্তমান সাক্ষিতে এই খোদিতলিপি উৎকৌর হইয়াছিল ১৪। মালবের উদয়গিরি পর্বতের পূর্বেক্ষণ শুহায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তাহার মন্ত্রী পাটলিপুত্রবাসী শাব অপর নামধেয় বৌরমেন শিবপূজার নিমিত্ত একটি শুহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন ১৫। বৌরমেন তাহার খোদিতলিপিতে বলিয়া গিয়াছেন যে, রাজা যখন পৃথিবী জয়ার্থ আগমন করিয়াছিলেন তখন তিনি তাহার সহিত এতদেশে আসিয়াছিলেন ১৬। এই তিনটি খোদিতলিপি হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-

(১২) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 25.

(১৩) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition. p. 289.

(১৪) Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, p. 31-32.

(১৫) Ibid, p. 35.

(১৬) কৃত্ত-পৃথু-অয়াথের রাজ্যেবেহ সহাগতঃ।

তত্ত্বা ভগবতশ-শঙ্কোগ্রহামেত্যকারযৎ ॥

—Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, p. 35.

কালে, ৪০১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৪৭ শতাব্দীর শেষপাদে, মালব গুপ্তসন্নাট্ক কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।

মালব অধিকারের অব্যবহিত পরে, সৌরাষ্ট্রের শকজাতীয় আচৈন ক্ষত্রপোপাধিধারী রাজবংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল। কুষাণবংশীয় সন্নাট্ক প্রথম বাস্তুদেবের রাজত্বকালে, অথবা ছবিক ও প্রথম বাস্তুদেবের রাজ্যকালের মধ্যবর্তী সময়ে, উজ্জয়নীর ক্ষত্রপ চৃষ্টনের পৌত্র কুস্ত্রদাম, অঙ্গরাজ দ্বিতীয় পুরুষায়িকে পরাজিত করিয়া, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র ও আনন্দিদেশে একটি নতুন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন^{১১}। কুস্ত্রদামের বংশধর ও স্তলাভিষিক্তগণ ৩১০ শকাব্দ (৩৮৮ খঃ অঃ) পর্যন্ত সৌরাষ্ট্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। যহাক্ষত্রপ সত্যসিংহের পুত্র ৩১০ শকাব্দে ঘনায়ে রঞ্জতমুদ্রা মুদ্রাক্ষন করিয়াছিলেন^{১২}। ৯০ গোপাব্দ হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সৌরাষ্ট্রের শকরাজগণের অনুকরণে নিজ নামে রৌপ্য মুদ্রা মুদ্রাক্ষন আরম্ভ করেন^{১৩}। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, ৩১০ শকাব্দ ও ৯০ গোপাব্দের (৩৮৮ হইতে ৪০১ খৃষ্টাব্দের) মধ্যবর্তী সময়ে মহাক্ষত্রপ কুস্ত্রসিংহের অধিকার গুপ্তসাম্রাজ্য-ভূক্ত হইয়াছিল^{১৪}। যহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনদেশীয় ভিজু ফা-হিয়েন বৌদ্ধতীর্থ দর্শন উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ছয় বৎসরকাল গুপ্তসাম্রাজ্যের সীমা মধ্যে বাস

(১১) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 291.

(১২) E. J. Rapson, British Museum Catalogue of Indian Coins ; Coins of the Andhras and Western Ksatrapas. pp. cxlix, cli 192-4.

(১৩) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. 49.

(১৪) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 292.

করিয়াছিলেন এবং পুরুষপুর, তক্ষশিলা, মধুরা, সকাণ্ঠ, কান্তকুজ্জ, কপিরবাস্ত, পাটলিপুত্র, শ্রাবণী, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, তাত্ত্বিকিত্ব প্রভৃতি প্রাচীন নগরসমূহের বিবরণ জিপিবেক করিয়া গিয়াছেন। উহার সময়ে মগধদেশের নগরগুলি উত্তরাপথের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ছিল। তিনি বৈশালী, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, গয়া প্রভৃতি প্রধান বৌদ্ধতৌর্ধ্ব-সমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। রাজধানী পাটলিপুত্র নগরের ঐর্ষ্য দর্শনে চৈনিক শ্রমণ বিশ্বিত ও মুঝ হইয়াছিলেন। গুরুভার বৃহদাকার পাষাণ-খণ্ডনির্মিত মৌর্য্য-সন্তাট অশোকের প্রাসাদ তখনও ধ্বংস হয় নাই। সেই পাষাণখণ্ডসমূহ ঘোজন ও স্থাপন তৎকালে মানবের অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর মগধবাসিগণ, অশোকের প্রাসাদ ও চৈত্যসমূহ দানবগণ কর্তৃক নির্মিত বলিয়া অশুমান করিতেন। তখন পাটলিপুত্রে হীনবান ও মহাযান সম্প্রদায়ের শত শত ভিক্ষু বৌদ্ধসভ্যারামসমূহে বাস করিতেন। মঙ্গুলী নামক ভাক্ষণজাতীয় উপাধ্যায়কে উভয় সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। পাটলিপুত্র নগরে বৎসরের দ্বিতীয় মাসের অক্টোবর দিবসে দেবগণের রথযাত্রা দেখিয়া চৌনদেশীয় শ্রমণ আশ্চর্য্যাত্মিত হইয়াছিলেন। তখন নগরে বহু চিকিৎসালয় ছিল; আতুর, ব্রোগত্রস্ত ব্যক্তিগণ অর্থব্যায় না করিয়া এই সকল স্থানে ঔষধ ও পথ্য পাইতেন। ফা-হিয়েনের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ঐতিহাসিক ভিলেন্ট শিখ আশ্চর্য্যাত্মিত হইয়াছিলেন^(১)। ফা-হিয়েনের বঙ্গদেশের প্রধান বন্দর তাত্ত্বিকিত্ব নগরে দুই বৎসরকাল বাস

(১) ভিলেন্ট শিখ বলেন যে, ৩০৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুসভ্য প্রতীচ্য অগতের প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বর্তমান ইউরোপখণ্ডের দর্ব প্রাচীন দাতব্য চিকিৎসালয় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পাইয়া নগরে স্থাপিত হইয়াছিল, ইহার নাম মেবগৃহ (Maison Dieu)—V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 296. note 2.

কৱিয়াছিলেন এবং এই স্থান হইতে অৰ্গবপোতে আৱোহণ কৱিয়া
সিংহল থাতা কৱিয়াছিলেন^(২২)। দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তেৰ পত্ৰীৰ নাম ক্রবদ্ধেৰী
বা ক্রবস্থামিনী^(২৩)। ক্রবস্থামিনীৰ গভৈৰ কুমাৰগুপ্ত ও গোবিন্দ-
গুপ্ত^(২৪) নামক দুই পুত্ৰ উৎপন্ন হইয়াছিল। কুমাৰগুপ্ত পিতাৰ মৃত্যুৰ
পৰে সিংহাসনে আৱোহণ কৱিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তেৰ রাজ্য-
কালেৰ দুইজন রাজকৰ্মচাৰীৰ নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। মালবেৰ
উদয়গিৰি পৰ্বতগুহার খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া থায় যে,
পাটলিপুত্ৰবাসী বীৱসেন অৰ্থাৎ শাব তাহার সচিব ছিলেন^(২৫)। গোৱক্ষ-
পুৰ জেলায় ভৱতি ডিহ গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছিল;
শিবলিঙ্গেৰ গাত্ৰে একটি খোদিত লিপি আছে, তাহাতে উল্লিখিত আছে
যে, বিশুপালিতভট্টেৰ পুত্ৰ কুমাৰামাত্য শিখরস্থামী সন্তান্ত দ্বিতীয়
চন্দ্ৰগুপ্তেৰ মন্ত্ৰী ছিলেন^(২৬)।

মগধ ও বঙ্গেৰ নানাস্থানে মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তেৰ মুদ্ৰা
আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাটলিপুত্ৰেৰ ধৰংসাবশেষ খননকালে ডাক্তার
স্পুনার দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তেৰ কয়েকটি তাত্ৰমুদ্ৰা আবিষ্কাৰ কৱিয়াছিলেন।
এই জাতীয় তাত্ৰমুদ্ৰা অতীব হৃষ্পাপ্য^(২৭)। ভাগলপুৰজেলায় সুলতান-
গঞ্জেৰ নিকটে একটি প্ৰাচীন বৌদ্ধস্তুপ খননকালে সৌৰাষ্ট্ৰেৰ শকজাতীয়

(২২) সমসাময়িক ভাৱত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৪-১২৪।

(২৩) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, p. 43.

(২৪) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1903-4, p. 107 pl. XLI. 14.

(২৫) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 35.

(২৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V. 1909. p. 459.

(২৭) Annual Report of the Archaeological Survey, Eastern Circle, 1912-13, p. 61.

শেষ মহাক্ষত্রপ কল্পনিংহের রজতমুদ্রার সহিত দ্বিতীয় চক্রগুপ্তের একটি
রজতমুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছিল^(২৮)। তাহার বচবিধ সুবর্ণমুদ্রাও
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মজঃফরপুর জেলায় হাজীপুর গ্রামে
দ্বিতীয় চক্রগুপ্তের বিশিধ সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই তিনি
অকারের মুদ্রায় যথাক্রমে ধনুর্কাণহস্তে রাজমূর্তি, ছত্রের নিয়ে দণ্ডয়মান
রাজমূর্তি ও সিংহহস্ত রাজমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়^(২৯)। শূলহস্তে
রাজমূর্তিযুক্ত তিনটি সুবর্ণমুদ্রা গয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায়^(৩০) দ্বিতীয়টি রঙপুর সদঃপুক্ষরিণীর
ভূস্থামী রায় শ্রীযুক্ত মত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুরের নিকট ও তৃতীয়টি
কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের নিকট বক্ষিত আছে।
পাটনানিবাসী বিধ্যাত শ্রেষ্ঠী রায় রাধাকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট ও ভাগলপুর
নিবাসী বাবু দেবীপ্রসাদের নিকট মগধে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় চক্রগুপ্তের
বচ সুবর্ণমুদ্রা আছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে হগলী জেলার অস্তর্গত ঝাহানা-
বাদ মহকুমায় মাধবপুর গ্রামে ধনুর্কাণহস্তে রাজমূর্তিযুক্ত পাঁচটি সুবর্ণ-
মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল^(৩১)। এই জাতীয় আর একটি সুবর্ণমুদ্রা
শতাধিকবর্ষ পূর্বে কলিকাতার নিকট কালীঘাটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।
তদানীন্তন শাসনকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংস তৎকালে ইহা ইংলণ্ডে প্রেরণ
করিয়াছিলেন। এই মুদ্রাটি একগে লঙ্ঘন নগরে ব্রিটিশ মিউজিয়মে

(২৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, XXI, p. 401.

(২৯) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1894, p. 57.

(৩০) Descriptive List of Sculptures & Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad, p. 20.

(৩১) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1883,
p. 122 ; 1884, p. 18.

আছে^{৩২}। যশোহর জেলায় মহম্মদপুর গ্রামে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কতকগুলি রূজতমুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছিল^{৩৩}। মগধে বা বঙ্গে অস্থাবধি মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কোন খোদিতলিপি আবিস্কৃত হয় নাই। ৯৩ হইতে ৯৬ গৌপ্তাদের মধ্যে কোন সময়ে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দেহাবসান হইয়াছিল এবং প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; প্রথম কুমারগুপ্ত রাজ্যাভিষেকের পরে মহেন্দ্র বা মহেন্দ্রাদিত্য উপাধি প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। ৯৬ গৌপ্তাদে, আধুনিক যুক্তপ্রদেশের টাটা জেলায়, বিলসড গ্রামে আবিস্কৃত একটি শিলাস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শিলাস্তম্ভের খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ক্রবশর্মা নামক একব্যক্তি প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে একটি তোরণ, একটি মন্দির ও একটি ধর্মসভা নির্মাণ করিয়াছিলেন^{৩৪}। এই ঘটনার ছুই বৎসর পরে মাতৃদাস প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তি আর একটি সত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ জেলার কর্ছনা তহশীলের অন্তর্গত গড়োয়াগ্রামে আবিস্কৃত একটি শিলালিপিতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে^{৩৫}। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে উদয়গিরিপর্বতগুহায় গোশশ্রমনামক জনৈক জৈনাচার্য ত্রয়োবিংশতিতম তৌর্থস্তৱ পার্শ্বনাথের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন^{৩৬}। ১১৩ গৌপ্তাদে মথুরানগরে আর একটি জিনমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল^{৩৭}। চারি পাঁচ বৎসর

(৩২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1884, Pt. I. p. 150, British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. lxxx.

(৩৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXI. p. 40.

(৩৪) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, p. 44.

(৩৫) Ibid p. 38.

(৩৬) Ibid, p. 258.

(৩৭) Epigraphia Indica, Vol. II, p. 210. No. X.

পূর্বে বঙ্গদেশে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত নাটোর মহকুমায় বড়ইগ্রাম থানার অধীন ধানাইদহ গ্রামে জনৈক মুসলমান কৃষক একখানি ক্ষুদ্র তাত্ত্বিক আবিষ্কার করিয়াছিল। তাহার নিকট হইতে নাটোরের ভূম্বামী মৌলবী ইবুশাদ-আলি ধী-চৌধুরী তাত্ত্বিক আবিষ্কারের সংবাদ পাইয়া উহা মৌলবী ইবুশাদ-আলির নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যে শিল্প-প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষদ বাঙালী দেশের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি দ্রব্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মৈত্রেয় মহাশয় নবাবিষ্ঠুত তাত্ত্বিক আবিষ্কারের পরিষদে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে পরিষদের অন্তর্ম সহকারী সম্পাদক পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্বেয়ামকেশ মুস্তফাঁ মহাশয় আমাকে উহার পাঠোক্তারের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের অসুস্থি অসুস্থিরে উন্নতপাঠ পরিষদ পত্রিকায় ও এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই তাত্ত্বিক আবিষ্কারের অনেক অংশ পাঠ করা যায় না এবং ইহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। যখন ইহা পরিষদে প্রেরিত হইয়াছিল তখন ইহার প্রথম ছত্রের প্রথমাংশে মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের নাম ছিল, কিন্তু এই অংশ ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় ইহার রূপকার জন্ম পরিষদের কর্তৃপক্ষগণকে বিশেষ ব্যবহৃত করিতে হইয়াছিল। আট দশ বৎসর পূর্বে মৈত্রেয় মহাশয় ইহা রাজশাহীতে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। এই খোদিতলিপিতে মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের নাম, শত্রুয়োদয় গোপ্তা (৪৩২ খৃষ্টাব্দ), শিবশর্মা ও নাগশর্মা নামক ক্ষুদ্রক-গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণদ্বয় এবং মহাখুষাপার বিষয় নামক প্রদেশের নাম উল্লিখিত আছে। বরাহমুমী নামক জনৈক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এই

তাত্ত্বাসন দ্বারা কিঞ্চিৎ ভূমি লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহা স্থলের দাম কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল ৩৮।

এই তাত্ত্বাসনখানি বর্তমান সময়ে রাজশাহীতে বরেন্দ্র অঙ্গসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এই তাত্ত্বাসনের নবোন্নত পাঠ অকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে যে বিষয়ে প্রদত্ত ভূমি অবস্থিত ছিল, তাহার নাম খাটাপার এবং ইহা স্থলের দাম কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল ৩৯। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যুক্ত প্রদেশের ইটা জেলায় ভৱতি ডিহ গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ আবিস্কৃত হইয়াছিল, এই জিন্দের পাদমূলে যে খোদিত লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে ১১৭ গৌণাব্দে (৪৩৬ খৃষ্টাব্দে) মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমার গুপ্তের প্রধান কর্মচারী পৃথিবীষণ, পৃথিবীশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন^{৪০}। ইংরাজী ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে দিনাজপুর জেলায় ফুলবাড়ী রেলস্টেশনের নিকটবর্তী দামোদরপুর গ্রামের ছৰীকুন্ডিন মণ্ডল কর্তৃক নিযুক্ত কতকগুলি লোক হরিপুর এবং খোলাকুটি পুকুর নামক ছাইটি পুঁকরিণীর মধ্য দিয়া পথ প্রস্তুতকালে পাঁচখানি তাত্ত্বলিপি আবিষ্কার করিয়াছিল। এই পাঁচখানি তাত্ত্বলিপি বর্তমান সময়ে রাজশাহীতে বরেন্দ্র অঙ্গসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এইগুলির পাঠোন্ধাৰ করিয়াছেন। এই তাত্ত্বলিপিগুলি তাত্ত্বাসন নহে অর্থাৎ চক্ৰবৰ্তী

(৩৮) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৬শ ভাগ, পৃঃ ১১২; Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, 1909, p. 460.

(৩৯) সাহিত্য, ১০২০; পৃঃ ৮২৭-২৮। এই প্রক্ষেত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ধানাইদহ তাত্ত্বাসনের মূলন পাঠ অকাশ করিয়াছেন।

(৪০) Ibid, p. 458; Epigraphia Indica, Vol. X. p. 72.

রাজা বা কোন সামন্তরাজ কর্তৃক দেবতা বা ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের পত্র নহে। এই পাঁচখানি তাত্ত্বলিপির একখানি হইতে জানা যায় যে, ১২৪ গোপ্তাক্ষে (৪৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) পরম দৈবত পরম উত্তোরক মহা-রাজাধিরাজ কুমারগুপ্তদেবের রাজ্যকালে পুণ্ডু বর্দ্ধনভূক্তিতে চিরাতদত্ত নামক উপরিক শাসনকর্তা ছিলেন। উপরিক উপাধিযুক্ত রাজ-কর্মচারীর নাম অনেক তাত্ত্বশাসনে ও শিলমোহরে পাওয়া গিয়াছে কিন্তু এই তাত্ত্বলিপি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে ঠাহারা যে কি কার্য করিতেন তাহা জানা ছিল না। এই চিরাতদত্ত কর্তৃক নিযুক্ত বেত্র-বর্ষা নামক কুমারামাত্য তথন কোটীবর্ষ বিষয়ের শাসনকর্তা ছিলেন। পুণ্ডু বর্দ্ধনভূক্তি এবং কোটীবর্ষ বিষয় ইহার পূর্বে প্রথম মহীপালদেবের বাণগচ্ছে আবিষ্কৃত তাত্ত্বশাসন হইতে পরিচিত ছিল। প্রথম মহীপাল দেবের রাজ্যকাল হইতে লক্ষণসেনদেবের রাজ্যকাল পর্যন্ত দিনাংকপুরে আবিষ্কৃত তাত্ত্বশাসনসমূহে ভূক্তি ও বিষয়ের এই নামই পাওয়া যায়। দামোদরপুরে আবিষ্কৃত তাত্ত্বলিপি দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, বরেন্দ্র-ভূমির উত্তরাংশ সার্ক সহস্র বৎসর পূর্বেও কোটীবর্ষ নামে পরিচিত ছিল এবং গঙ্গার উত্তর তৌরস্থ ভূতাগ পুণ্ডু বর্দ্ধন আধ্যায় অভিহিত ছিল। দামোদরপুরের প্রথম তাত্ত্বলিপি হইতে জানা যায় যে কপ্টিক নামক এক ব্রাহ্মণ কুমারামাত্য বেত্রবর্ষা, নগরশ্রেষ্ঠী ধৃতিপাল, সার্থবাহ বছুমিত্র, প্রথমকুলিক ধৃতিমিত্র, প্রথমকায়স্থ শাস্ত্রপাল প্রমুখ কর্ম-চারিগণকে এক কুল্যবাপমাপের “অপ্রদা প্রহত থিল” ভূমি তিন দীনার মূল্যে ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন এবং উক্ত বিক্রয়ের আদেশ এই তাত্ত্বশাসনসম্ভারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে^১। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে স্বর্গীয় পশ্চিত তগবানলাল ইন্দ্ৰজী যমুনাতীরে, এলাহাবাদ জেলায়

কৰ্ত্তনা তহশীলেৰ অস্তৰ্গত মনকুয়াৰ গ্ৰামে একটি বৃক্ষমূর্তি আবিষ্কাৰ কৱিয়াছিলেন। এই মূর্তিৰ পাদপীঠে একটি খোদিত লিপি উৎকৌণ্ড আছে, ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১২৯ গৌপ্তাদে (৪৪৮ খৃষ্টাব্দে) মহারাজাধিরাজ কুমাৰগুপ্তেৰ রাজ্য ভিক্ষু বৃক্ষমিত্ৰ কৰ্তৃক এই বৃক্ষপ্রতিমা প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছিল^(৪১)। দামোদৱপুৱেৰ আৱ একখানি তাত্ত্বিলিপি হইতে জানা যায় যে, ১২৯ গৌপ্তাদে পৱনমৈবত পৱন ভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুমাৰগুপ্তেৰ রাজ্যকালে উপৱিক চিৱাতদন্ত পুণ্ডৰ্বৰ্দ্ধনভূক্তিতে শাসনকৰ্তা ছিলেন এবং কুমাৰামাত্য বেত্ৰবৰ্ণা তৎকৰ্তৃক কোটীবৰ্ষ বিষয়েৰ শাসনকৰ্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উজ্জ-বৰ্ষে একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কুমাৰামাত্য বেত্ৰবৰ্ণা, নগৱশ্রেষ্ঠ ধৃতিপাল, সাৰ্থবাহ বৰ্দ্ধনভূক্তি, প্ৰথমকুলিক ধৃতিমিত্ৰ, প্ৰথম কায়ঘ শান্দ-পাল প্ৰমুখ কৰ্মচাৰিগণেৰ নিকট পঞ্চমহাযজ্ঞ প্ৰবৰ্তনেৰ জন্য প্ৰতি কুল্যবাপেৰ তিন দীনাৰ মূল্যে কিঞ্চিৎ ভূমি ক্ৰয় কৱিবাৰ জন্য আবেদন কৱিয়াছিল এবং তাৰ আবেদন গ্ৰাহ হইয়াছিল। তাত্ত্বিশাসন ক্ষয়েৰ জন্য ক্রীত ভূমিৰ পৱিমাণ এবং যে ভ্ৰান্তি ভূমি ক্ষয়েৰ জন্য আবেদন কৱিয়াছিল তাৰা পড়িতে পাৱা যায় নাই। দ্বিতীয় তাত্ত্বিলিপি হইতে জানিতে পাৱা যায় যে, ১২৯ গৌপ্তাদেও উপৱিক চিৱাতদন্ত পুণ্ডৰ্বৰ্দ্ধনভূক্তিৰ এবং কুমাৰামাত্য বেত্ৰবৰ্ণা কোটীবৰ্ষ বিষয়েৰ শাসনকৰ্তা ছিলেন^(৪০)। দামোদৱপুৱে আবিষ্কৃত এই দ্বিতীয় তাত্ত্বিলিপি দ্বাৱা স্পষ্ট প্ৰমাণ হইতেছে যে, পুণ্ডৰ্বৰ্দ্ধনভূক্তি অৰ্থাৎ বাঙ্গালাদেশেৰ উত্তৱভাগ গুপ্তসাম্রাজ্যেৰ অস্তৰ্ভূক্ত ছিল। পুণ্ডৰ্বৰ্দ্ধন-

(৪১) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III.
p. 46.

(৪০) Epigraphia Indica, Vol. XV. pp. 133-34.

ভূক্তি বলিতে কেবল উত্তর বঙ্গ বুঝায় না, বর্তমান সময়ে আমরা যে দেশকে পূর্ববঙ্গ বলি তাহারও ক্ষয়দণ্ড পুণ্ডু বর্জন বা পৌঙ্গু বর্জন-ভূক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। লক্ষণসেন দেবের পুত্র কেশবসেন দেবের রাজ্যকালের একখানি তাত্ত্বিকাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে অর্ধাং খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিক্রমপুর পর্যাস্ত পুণ্ডু বর্জন বা পৌঙ্গু-বর্জনভূক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল^{৪৪}।

১৩১ গোপ্তাদে (৪৫০ খ্রিস্টাব্দে) কাঁকনাদবোট (বর্তমান সাঁচি) মহাবিহারে উপাসক সন্মিক্রের ভার্যা উপাসিকা হরিস্বামিনী প্রত্যহ একটি করিয়া ভিক্ষু ভোজন করাইবার জন্য এবং প্রতিদিন হইটি প্রদীপ প্রজ্ঞালিত করিবার জন্য চতুর্দশ দীনার (সুবর্ণমূর্ত্তি) দান করিয়া-ছিলেন^{৪৫}। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের শেষভাগে গুপ্তসাম্রাজ্য পরাক্রান্ত পুঁজিত্বীয় ও হৃণজাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। পুঁজি-মিত্রীয়দিগের সহিত যুক্ত স্বাতের সেনা পরাজিত হইলে যুবরাজ-ভট্টারক সন্দগ্নপ্ত বহুকষ্টে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন^{৪৬}। মধ্য-এসিয়াবাসী হৃণজাতি এই সময়ে তাহাদিগের মুকুবাস পরিত্যাগ করিয়া প্রতীচ্যে রোমকসাম্রাজ্য ও প্রাচ্যে গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণ প্রতিনিয়ত বর্বর জাতির আক্রমণে অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৩১ হইতে ১৩৬ গোপ্তাদের (৪৫০-৪৫৫ খ্রিস্টাব্দের) মধ্যে কোন সময়ে মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যু হইয়া-

(৪৪) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New series, Vol. X. p. 103.

(৪৫) Ibid, p. 261.

(৪৬) Ibid, pp. 53-54.

ছিল^{৪১}। কুমারগুপ্তেৰ একাধিক বিবাহ ছিল এবং তাহাৰ স্বৰ্ণ মুদ্ৰাৰ রাজমুর্তিৰ সহিত দুইজন পটুমহিষীৰ মূৰ্তি দেখিতে পাওয়া যায়^{৪২}। তাহাৰ প্ৰথমা পত্ৰীৰ নাম অঢ়াপি আবিষ্কৃত হয় নাই^{৪৩}। অমুমিত হয় যে, কল্পগুপ্ত কুমারগুপ্তেৰ প্ৰথমা পত্ৰীৰ গৰ্ভজ্ঞাত। কুমারগুপ্তেৰ দ্বিতীয়া পত্ৰীৰ নাম অনন্তদেবী^{৪৪}। অনন্তদেবীৰ গৰ্ভজ্ঞাত পুত্ৰ পুৱগুপ্ত^{৪৫} কল্পগুপ্তেৰ মৃত্যুৰ পৰে সিংহাসনে আৱোহণ কৰিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তেৰ শায় প্ৰথম কুমারগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞেৰ অষ্টুষ্ঠান কৰিয়া-ছিলেন এবং যজ্ঞেৰ দক্ষিণা প্ৰদান কৰিবাৰ জন্য নৃতন প্ৰকাৰেৰ স্বৰ্ণমুদ্ৰা মুদ্ৰাক্ষন কৰিয়াছিলেন^{৪৬}। প্ৰথম কুমারগুপ্তেৰ অশ্বমেধ-যজ্ঞেৰ মুদ্ৰা সমুদ্রগুপ্তেৰ অশ্বমেধেৰ স্বৰ্ণমুদ্ৰাৰ শায়^{৪৭}। বামন উচ্চেৰ ‘কাৰ্ব্ব্যালক্ষ্মারস্থত্ৰুতি’গ্ৰন্থে প্ৰথম কুমারগুপ্তেৰ উল্লেখ আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীযুক্ত হৱপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰী সৰ্ব প্ৰথমে এই শ্ৰোক আবিষ্কাৰ কৰিয়াছিলেন^{৪৮}। ডাঃ হৰ্ণলি অমুমান কৰিয়াছিলেন যে, ইহা দ্বিতীয় চক্ৰগুপ্তেৰ অপৰ পুত্ৰেৰ নাম; কিন্তু পঙ্গিতপ্ৰবৰ কাশীনাথ পাণুৱলে

(৪১) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 308.

(৪২) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. 87 ; Jonrnal of the Royal Asiatic Society, 1889, p. 109.

(৪৩) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasities, p. I.

(৪৪) Epigraphia Indica, Vol. VIII. Appendix I, p. 10.

(৪৫) Ibid.

(৪৬) British Museum Catalogue of Indian Coins I, Gupta dynasties, p. xlili.

(৪৭) Ibid, p. 68.

(৪৮) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal Vol. I, 1905, pp. 253 ff.

পাঠক^{৪৪} ও জন আলান^{৪৫} বলেন যে, চন্দ্রপ্রকাশ শব্দ কুমারগুপ্তের বিশেষণ মাত্র। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যের শেষভাগে পুঁশিমাতীয় ও তুণ যুক্তে রাজ্যভাণ্ডার শৃঙ্খলা হইলে, সন্তাটি তাত্ত্বিকিত স্ববর্ণমুদ্রা ও তাত্রের উপরে রজতের ক্ষীণাবরণযুক্ত রোপ্যমুদ্রা প্রচলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন^{৪৬}।

মগধ ও বঙ্গের নানাস্থানে মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের স্ববর্ণ-মুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছে, এই সকল স্ববর্ণমুদ্রা পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইতে পারে :—

(১) এক পৃষ্ঠে ধনুর্ক্ষণহস্তে রাজ্যবৃত্তি ও অপর পৃষ্ঠে লক্ষ্মীমূর্তি আছে। হগলী জেলার জাহানাবাদ মহকুমার মাধবপুর গ্রামে এই জাতীয় তিনটি মুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছিল^{৪৮}। হগলী জেলার মহানাদ গ্রামে এই জাতীয় আর একটি স্ববর্ণমুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছিল, ইহা এখন কলিকাতার চিত্রশালায় আছে^{৪৯}। কনিংহাম গয়া জেলায় এই জাতীয় একটি স্ববর্ণমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এই মুদ্রাটি অতি নিকৃষ্ট স্ববর্ণে মুদ্রাক্ষিত হইয়াছিল^{৫০}। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে কালীঘাটে দ্রুই শত

(৪৪) Indian Antiquary, 1911, p. 170.

(৪৫) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. xlii, note 3.

(৪৬) Ibid, p. xcvi.

(৪৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1884, p. 152.

(৪৯) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882, p. 91 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1893, p. 116.

(৫০) Ibid, 1889, p. 97.

সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত একটি এই জাতীয় ছিল^{৬১}।

(২) এক দিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্তি, অপর দিকে পদ্মাসনা লক্ষ্মীমূর্তি আছে। এই জাতীয় মুদ্রার ছাইটি উপরিভাগ আছে :—

(ক) প্রথম উপরিভাগে রাজা অশ্বারোহণে দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছেন। এই জাতীয় মুদ্রা হগলী জেলার মাধবপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল^{৬২}।

(খ) রাজা অশ্বারোহণে বামদিকে গমন করিতেছেন। হগলী জেলার মাধবপুর গ্রামে এই জাতীয় একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল^{৬৩}। এই জাতীয় আর একটি মুদ্রা প্রাচীন তাম্রলিপি বন্দরে (মেদিনীপুর ‘জলার তমলুক নগর) আবিষ্কৃত হইয়াছিল^{৬৪}।

(৩) একদিকে রাজার মৃগযার চিত্র ও অপর দিকে সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি আছে। হগলী জেলার মাধবপুর গ্রামে এই জাতীয় একটি মাত্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল^{৬৫}।

(৪) একদিকে হস্তপৃষ্ঠে রাজমূর্তি ও অপরদিকে দেবীমূর্তি অঙ্কিত আছে। এই জাতীয় একটি মাত্র মুদ্রা হগলী জেলার মহানাদ

(৬১) এই মুদ্রাটি বিকল্প স্বর্ণের, Ariana Antiqua pl. XVIII. 23 ; Cunningham, Archaeological Survey Reports, Vol III. p. 137 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1889, p. 97.

(৬২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1884. p. 152 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1881. pp. 101-2.

(৬৩) V. A. Smith, Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I, p. 113, No. 28.

(৬৪) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882, p. 112 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1893, p. 121.

(৬৫) Journal of the Royal Asiatic Society, 1893, p. 107.

গ্রামে আবিস্কৃত হইয়াছিল । ইহা এখন কলিকাতার চিরশালায়
আছে^{৬৬} । এই জাতীয় আৱ একটিমাত্ৰ মুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছিল কিন্তু
এখন তাহা কোথায় আছে বলিতে পারা যায় না ।

(৫) একদিকে রাজা একটি ময়ূরকে আহাৰ্য প্ৰদান কৰিতেছেন
ও অপৰ দিকে ময়ূরবাহন কাঞ্চিকেয়মূর্তি অঙ্কিত আছে । বৰ্দ্ধমান
জেলার কোনও গ্রামে এই জাতীয় একটি মুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছিল ;
তাহা এক্ষণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষদেৱ চিৰশালায় আছে^{৬৭} । ঘৰ্ণাহৰ
জেলার মহানন্দপুৰ গ্রামে প্ৰথম কুমাৰগুপ্তেৱ কতকগুলি রঞ্জতমুদ্রা
আবিস্কৃত হইয়াছিল^{৬৮} ।

পুষ্কৰণাধিপতি চন্দ্ৰবৰ্মাৰ কনিষ্ঠ ভাতা নৱবৰ্মাৰ পৌত্ৰ বৰ্জনবৰ্মা
(বিক্ৰমাব্দ ৪৯৩ অৰ্থাৎ ৩৩৭ খৃষ্টাব্দ), মহাৱাজাধিৱাজ প্ৰথম কুমাৰ-
গুপ্তেৱ রাজ্যকালে মালবদেশেৱ শাসনকৰ্তা ছিলেন^{৬৯} । কুমাৰ-
গুপ্তেৱ রাজ্যকালে কুমাৰামাত্য পৃথিবীৰেণ তাহাৰ মন্ত্ৰী ছিলেন এবং
তদনন্তৰ মহাৱাজাধিকৃত অৰ্থাৎ প্ৰধান সেনাপতিৰ পদস্থাপন কৰিয়া-
ছিলেন^{৭০} ।

মহাৱাজাধিৱাজ প্ৰথম কুমাৰগুপ্তেৱ মৃত্যুৰ পৱে তাহাৰ জ্যেষ্ঠপুত্ৰ কুম-

(৬৬) Proceedings of the Asiatic Society, of Bengal, 1882, pp.
91, 104 ; Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol I, p. 115,
No. 38, and note 1.

(৬৭) Descriptive List of Sculptures and Coins in the Museum
of the Bangiya Sahitya Parishad, p. 21. No. 6.

(৬৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol XXI, p. 401.

(৬৯) Fleet's Corpus Inscriptionum, Indicarum Vol III, p. 82.

(৭০) Epigraphia Indica, Vol X. p. 72 ; Journal and proceed-
ings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V. p. 458 ; বঙ্গীয়-সাহিত্য-
পৰিষৎ পত্ৰিকা ১৬শ ভাগ, পৃঃ ১১১ ।

শুণ্প সিংহাসনে আৱোহণ কৰিয়াছিলেন। কল্পশুণ্প যৌবরাজ্যে পুষ্টমিত্রীয় ও হুণগণকে পৱাজিত কৰিয়া পিতৃরাজ্য বৰ্ক্ষা কৰিয়াছিলেন। কথিত আছে যুবরাজভট্টারক কল্পশুণ্প পিতৃকূলেৰ বিচলিতাৰ রাজলক্ষ্মী শ্রি কৰিবাৰ জন্ম রাজ্বিত্রয় ভূমিশয়্যায় অতিবাহিত কৰিয়াছিলেন। প্ৰথমবাৰ পৱাজিত হইয়া হুণগণউত্তৱাপথ আক্ৰমণে বিৱৰণ হয় নাই, প্ৰাচীন কপিশা ও গান্ধাৰ অধিকাৰ কৰিয়া হুণগণ একটি নূতন রাজ্যস্থাপন কৰিয়াছিল। হুণৰাজ তোৱমাণ পঞ্চনদ প্ৰদেশে মহীশূসক সম্প্ৰদায়েৰ বৌদ্ধচাৰ্যগণেৰ জন্ম একটি সজ্যাৱাম নিৰ্মাণ কৰাইয়াছিলেন। ৱোট সিদ্ধবৰ্দ্ধিৰ পুত্ৰ ৱোট জয়বৰ্দ্ধি কৰ্তৃক এই সজ্যাৱাম নিৰ্মিত হইয়াছিল^{১১}। অনুমান হয় যে, কল্পশুণ্পেৰ রাজ্যাভিধেককালে পঞ্চনদে হুণজাতিৰ নূতন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সৌৱাট্টে যোৰ্ধ্যবংশীয় সম্বাট চন্দ্ৰশুণ্পেৰ রাজ্যকালে গিৱিনগৱেৰ অনতিদূৰে অবস্থিত পৰ্বতোপত্যকায় প্ৰাচীৰ নিৰ্মাণ কৰিয়া সৌৱাট্টেৰ শাসনকৰ্তা বৈশুজ্ঞাতীয় পুষ্যশুণ্প সুদৰ্শন হৃদেৱ শৃষ্টি কৰিয়াছিলেন। চন্দ্ৰশুণ্পেৰ পৌত্ৰ অশোকেৰ রাজ্যকালে প্ৰাদেশিক শাসনকৰ্তা তুষাখ কৰ্তৃক এই হৃদেৱ পঘঃপ্ৰণালী নিৰ্মিত হইয়াছিল। ৭২ শকাব্দে (১৫০ খৃষ্টাব্দে) সৌৱাট্টেৰ শকজ্ঞাতীয় যহাক্ষতপ কুড়দামেৰ রাজ্যকালে প্ৰবল বটিকাৰ সুদৰ্শন হৃদেৱ পাষাণ-নিৰ্মিত প্ৰাচীৰ ধৰণ হইয়া থাব এবং কুড়দামেৰ আদেশে তাহাৰ অমাত্য স্ববিশাখ কৰ্তৃক পুনৰ্নিৰ্মিত হইয়াছিল^{১২}। ১৩৬ গৌপ্তাব্দে সুদৰ্শন হৃদেৱ পাষাণ-নিৰ্মিত প্ৰাচীৰ জলবৰ্দ্ধি ও বটিকাৰ জন্ম পুনৰাবৃ ধৰণ হইয়াছিল। এই সময়ে পৰ্বতোপত্য সৌৱাট্টেৰ শাসনকৰ্তা ছিলেন, তাহাৰ পুত্ৰ চক্ৰপালিত ১৩৭ গৌপ্তাব্দে (৪৫৬ খৃষ্টাব্দে) শতহস্ত দৌৰ্ঘ ও প্ৰায়

(১১) Epigraphia Indica, Vol. I, p. 239.

(১২) Ibid, Vol. VIII, p. 36 ff.

সপ্ততিহস্ত উচ্চ পাষাণ-নির্মিত প্রাচীরদ্বারা সুদর্শনহস্ত পুনরায় জলপূর্ণ করিয়াছিলেন। ১০৮ গৌপ্তাদে চক্রপালিত এই হৃদের তীব্রে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন^(১০)। গির্গার (গিরিনগর) পর্বতগাত্রে উৎকৌর খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৪৫৭ খৃষ্টাব্দেও সৌরাষ্ট্র স্বন্দরগুপ্তের অধিকারভূক্ত ছিল। ভাগলপুর হইতে উত্তর-পশ্চিমে চতুরিংশৎ ক্রোশ দূরে অবস্থিত কহাউ গ্রামে আবিস্তৃত শি঳াস্তম্ভলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১৪১ গৌপ্তাদে (৪৬০ খৃষ্টাব্দে) স্বন্দরগুপ্তের রাজ্যকালে, মন্ত্রনামক এক ব্যক্তি কৃত গ্রামে পঞ্চতীর্থকরের প্রস্তরযুক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন^(১১)। ১৪৬ গৌপ্তাদে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশে মহারাজাধিরাজ স্বন্দরগুপ্তের শাসনকর্ত্তা শর্বনাগের অসুযত্য-মুসারে দেববিষ্ণু নামক জনৈক ভ্রান্তগ ইন্দ্রপুর নগরে ক্ষত্রিয়-জাতীয় বণিক অচলবর্ষা ও ক্রকুষ্ঠসিংহ কর্তৃক নির্মিত স্র্যাদেবের মন্দিরে নিত্য একটি দৌপ প্রজ্ঞালিত করিবার ব্যয় নির্বাহার্থ কিঞ্চিং অর্থদান করিয়াছিলেন^(১২)। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, ৪৫৭ খৃষ্টাব্দেও অস্তরেদৌ স্বন্দরগুপ্তের অধিকারভূক্ত ছিল। এই সময় হইতে অস্তরিঙ্গোহ বা বহিঃশক্তির আক্রমণের ফলে গুপ্তবংশজ্বাত সদ্বাটিগণের ক্ষমতার হ্রাস হইতেছিল। আদেশিক শাসনকর্তাগণ সদ্বাটের নামোন্নেত্রে না করিয়াই ভূমিদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরিব্রাজকবংশীয় হস্তী ও সংক্ষেত, উচ্চকর্ণের জয়নাথ ও সর্বনাথ এবং বলভীর ধরমেন প্রভৃতি সামন্তরাজগণের তাত্রশাসন ইহার প্রমাণ। ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের পরে হুণগণ

(১০) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. III. p. 58.

(১১) Ibid, p. 67.

(১২) Ibid, p. 70.

পুনর্বার ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করে ও বাঁরবার শুশ্পসাম্রাজ্য আক্রমণ করে^{১৬}।

কোন্ সময়ে মহারাজাধিরাজ স্বদণ্ডপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা অস্থাপি নির্ণীত হয় নাই, তিনি সম্ভবতঃ চিরকুমার অবস্থায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি অভীব দুষ্প্রাপ্য স্ববর্ণমুদ্রায় রাজমূর্তির দক্ষিণ পার্শ্বে একটি রমণীমূর্তি দেখা যায়, ইহা দেখিয়া মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্বগ্ন অহুমান করিয়াছিলেন যে, স্বদণ্ডপ্ত বিবাহ করিয়াছিলেন এবং মুদ্রার রমণীমূর্তি তাহার পট্টমহাদেবীর মূর্তি। সম্প্রতি পশ্চিতপ্রবর জন্ম আলান স্থির করিয়াছেন যে, স্বদণ্ডপ্তের স্ববর্ণমুদ্রার রমণীমূর্তি শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি, তাহার পট্টমহাদেবীর মূর্তি নহে^{১৭}। স্বদণ্ডপ্তের মৃত্যুর পরে তাহার বৈমাত্রেয় ভাতা পুরণপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রথম কুমারণ্ডপ্তের মৃত্যুর পরে বোধ হয়, সিংহাসনের জন্ম উভয় ভাতা বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল; কারণ, পুরণপ্তের পৌত্র দ্বিতীয় কুমারণ্ডপ্তের রাজমুদ্রায় স্বদণ্ডপ্তের নাম নাই^{১৮}। দীর্ঘকালব্যাপী হৃণযুদ্ধে রাজকোষ শৃঙ্খ হইয়াছিল এবং মহারাজ স্বদণ্ডপ্ত অবশ্যে নিকৃষ্ট স্ববর্ণের মুদ্রা প্রচলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন^{১৯}। স্বদণ্ডপ্তের স্ববর্ণমুদ্রা অভীব দুষ্প্রাপ্য কিন্তু বঙ্গ ও বঙ্গধ্রের নামা স্থানে তাহার মুদ্রা

(১৬) Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. I. p. xci and c.

(১৭) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. xcix, ১১৬.

(১৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889, part I, p. 89.

(১৯) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. xlvi; V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 311.

আবিস্কৃত হইয়াছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার মহানাম গ্রামে স্বন্দণপ্তের আর একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছিল^(৪০)। কনিংহাম গয়া হইতে এই জাতীয় একটি সুবর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন^(৪১)। এই তিনটি মুদ্রাই ধনুর্ধানহস্তে রাজমুর্তিযুক্ত সুবর্ণমুদ্রা। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় রাজা ও রাজলক্ষ্মীযুক্ত স্বন্দণপ্তের একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছিল^(৪২)। ফরিদপুর জেলায় স্বন্দণপ্তের আর একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছিল^(৪৩)। যশোহর জেলায় মহানদপুর গ্রামে তাহার কতকগুলি রঞ্জতমুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছিল^(৪৪)।

কিরণে কিভাবে স্বন্দণপ্তের রাজ্য শেষ হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। সাত বৎসর পূর্বে, ঐতিহাসিক-সমাজের মতানুসারে, স্বন্দণপ্ত দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া, ৪৮০ খৃষ্টাব্দে অথবা ত্রিকটবর্তী কোন সময়ে মেহত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সাতবৎসরের মধ্যে অনেকগুলি শিলালিপি ও তাত্ত্বাসন আবিস্কৃত হওয়ায় এই মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৪৮ গৌপ্তাব্দে (৪৬৭-৬৮ খঃ অ.) মুদ্রিত স্বন্দণপ্তের একটি রঞ্জতমুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছে^(৪৫)। ইহার পরে স্বন্দণপ্তের রাজ্যের আর কোন নির্দশন পাওয়া যায় নাই। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে

(৪০) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882, p. 91 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1889, p. 112.

(৪১) Ibid.

(৪২) Catalogue of Coins in the Indian Museum, p. 127. no 7.

(৪৩) গৌড়রাজবালা, পৃঃ ৬।

(৪৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXI. p. 401.

(৪৫) Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. cxxxviii ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1889, p. 134.

বাৱাণসীৰ নিকটে সারনাথে তিনটি লিপিযুক্ত বৃক্ষগুৰি আবিস্কৃত হইয়াছিল, ইহাৰ মধ্যে একটিৰ পাদপীঠে যে শিলালিপি আছে, তাহা হইতে জানিতে পাৱা যায় যে, কুমাৰগুপ্ত নামক একজন রাজা ১৫৪ গৌপ্তাদে (৪৭২-৭৩ খঃ অব্দ) সিংহাসন লাভ কৱিয়াছিলেন ৮৬। শিলালিপিতে এই কুমাৰগুপ্তেৰ বৎশপৰিচয় নাই কিন্তু যুক্তপ্ৰদেশেৰ গাজীপুৰ জেলায় ভিটৱী গ্ৰামে আবিস্কৃত একটি রাজকীয় মুদ্ৰা (শিল) আবিস্কৃত হইয়াছে, ইহা হইতে জানিতে পাৱা যায় যে, কুমাৰগুপ্তেৰ পৰে তাহাৰ আতা পুৱগুপ্তেৰ পোতা কুমাৰগুপ্ত সিংহাসন লাভ কৱিয়াছিলেন ৮১। ভিটৱী গ্ৰামে আবিস্কৃত রাজকীয় মুদ্ৰাৰ কুমাৰগুপ্তই যে সারনাথে আবিস্কৃত শিলালিপিৰ কুমাৰগুপ্ত, তাহাৰ কোনও প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ আবিস্কৃত হয় নাই কিন্তু সারনাথেৰ শিলালিপিৰ কুমাৰগুপ্ত যে ভিন্ন ব্যক্তি সে বিষয়েৱও কোন প্ৰমাণ নাই সুতৰাং প্ৰমাণাভাৱে উভয় লিপিৰ কুমাৰগুপ্ত অভিন্ন বলিয়া গ্ৰাহ হইতে পাৰে। অধ্যাপক কাশীনাথ বিশ্বনাথ পাঠক প্ৰমুখ কয়েকজন পণ্ডিত এই ঘত গ্ৰহণ কৱেন নাই ৮৮। তাহাদিগেৰ মতামতেৰ জন্য পৰিশিষ্ট গ দ্রষ্টব্য।

সারনাথে আবিস্কৃত শিলালিপি হইতে প্ৰমাণ হইতেছে যে কুন্দগুপ্তেৰ রাজ্যান্ত হইতে ১৫৪ গৌপ্তাদেৰ পূৰ্বে গুপ্তরাজবৎশেৰ তিনজন সন্তান সিংহাসনাৰোহণ কৱিয়াছিলেন। কুন্দগুপ্তেৰ কনিষ্ঠ ভাতা পুৱগুপ্ত সিংহাসনাৰোহণ কৱিয়াছিলেন কাৰণ ভিটৱী গ্ৰামে আবিস্কৃত রাজকীয়

(৮৬) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1914-15, pp. 124.

(৮৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889, part I, p. 89.

(৮৮) Indian Antiquary ; Vol, XLVII, 1918, pp. 16-20.

মুদ্রায় তাহার পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার নামাঙ্কিত দুইটি স্বৰ্ণমুদ্রা আবিষ্ট হইয়াছে ৮১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতানুসারে কলঙ্গপ্ত ও পুরগুপ্ত একই ব্যক্তির^{১০} নামাঙ্কর মাত্র কিন্তু কতকগুলি স্বৰ্ণমুদ্রায় কলঙ্গপ্তের নাম এবং কতকগুলিতে একই স্থলে পুরগুপ্তের নাম থাকায় প্রমাণ হইতেছে যে কলঙ্গপ্ত ও পুরগুপ্ত ভিন্ন ব্যক্তি।

পুরগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র নরসিংহগুপ্ত সিংহসন লাভ করিয়াছিলেন। পুরগুপ্তের পঞ্জীর নাম বৎস দেবী এবং নরসিংহগুপ্ত বৎসদেবীর গর্ভজাত পুত্র^{১১}। পুরগুপ্তের কোন খোদিত লিপি অস্থাবধি আবিষ্ট হয় নাই। তাহার নামাঙ্কিত স্বৰ্ণমুদ্রা আবিষ্ট হইয়াছে কিন্তু তারতবর্দের কোনও সংগ্রহশালায় এই মুদ্রা আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইংলণ্ডে ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই জাতীয় দুইটি মুদ্রা রক্ষিত আছে। কতকগুলি স্বৰ্ণমুদ্রায় প্রকাশাদিত্য নামক একজন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় মুদ্রাগুলি কলঙ্গপ্ত ও পুরগুপ্তের মুদ্রার অনুরূপ। স্বর্গীয় ডাক্তার হর্ণলি এবং শ্রীযুক্ত অনুমান করিতেন যে এগুলি পুরগুপ্তের মুদ্রা ১২। শ্রীযুক্ত অনুমান অনুমান করেন যে পুরগুপ্ত সন্তুষ্টঃ শ্রীপ্রকাশাদিত্য ও শ্রীবিক্রমাদিত্য এই উভয় উপাধি ধারণ করেন নাই^{১৩}।

(৮১) Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. 134.

(১০) Indian Antiquary, Vol. XLVII, 1918, pp. 164-65.

(১১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889, part I, p. 89.

(১২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889, part I, pp. 93-94; Indian Antiquary, 1902, p. 263; Smith's Early History of India, 3rd Edition, p. 311.

(১৩) Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. lii.

সারনাথের শিলালিপি ও দামোদরপুরের তাত্ত্বিক আবিষ্কারের পূর্বে ভাজাৰ স্থিত প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ অশুমান করিতেন যে নৱসিংহগুপ্ত মালবরাজ ঘোধৰ্মদেবের সহিত মিলিত হইয়া উত্তরাপথে হৃণ-সাত্রাজ্য ধৰ্ম করিয়াছিলেন^(১৪)। তাহাদিগের এই বিশ্বাসের মূল চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন-থ্সং বা ইউয়ান-চোয়াংএর উক্তি। চৈনিক পরিব্রাজক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, মগধরাজ বালাদিত্য হৃণরাজ মিহিৰকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন^(১৫)। এই মগধরাজ বালাদিত্য যে পুরগুপ্তের পুত্র নৱসিংহগুপ্ত বালাদিত্য, এই মত সর্ব প্রথমে ভাজাৰ হৰ্ণলি কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল কিন্তু পরে তিনি এই মত প্রত্যাহার করিয়াছিলেন^(১৬)। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত জন আলানও এই মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই^(১৭)। সারনাথের শিলালিপি আবিস্কৃত হওয়ায় প্রমাণ হইতেছে যে এই মত একেবারে অগ্রাহ। নৱসিংহগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত যখন ১৫৪ গৌপ্তাব্দে (৪৭২-৭৩ খঃ অব্দ) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন ইহা নিশ্চয় যে তাহার পিতা নৱসিংহগুপ্ত এই তাৰিখের পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। মালবরাজ ঘোধৰ্মদেব এই সময়ের ষষ্ঠিবর্ষ পরে মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন^(১৮)। তাহার একটিমাত্র শিলালিপিতে তাৰিখ পাওয়া গিয়াছে। এই তাৰিখ বিক্রম সম্বৎসর ৫৮৯ (৫৩০ খঃ অব্দ)^(১৯) স্বতৰাং তিনি নৱসিংহগুপ্তের দেহত্যাগের ৬১ বৎসর পরে জীবিত

(১৪) Smith's ; Early History of India, 3rd Edition ; p. 320.

(১৫) Watters-on-Yuan-Chwang, Vol. I, pp. 288-89.

(১৬) Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 96 ff.

(১৭) Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. lx.

(১৮) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 152.

(১৯) Epigraphia Indica, Vol. V. App. p. 3. No. 4.

ছিলেন, অতএব তাহার নরসিংহগুপ্তের সমসাময়িক ব্যক্তি হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কোন্ সময়ে কি ভাবে নরসিংহগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। নরসিংহগুপ্তের কোন শিলালিপি বা তাত্ত্বিক অস্ত্রাবধি আবিষ্কৃত হয় বাই। ভিটরী গ্রামে আবিষ্কৃত তাহার পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের তাত্ত্বিক অস্ত্রাবধি হইতে জানিতে পারা যায় যে তাহার পঞ্জীর নাম মহালক্ষ্মী দেবী^(১)। ভারতবর্ষের নানাস্থানে নরসিংহগুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইংরাজরাজ্যের প্রথম যুগে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালে কালীঘাটে নরসিংহগুপ্তের কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল^(২)। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার রাণাখাট মহকুমায় নরসিংহগুপ্তের একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল^(৩)। বৌরভূম জেলার অন্তর্গত নারু গ্রামে আবিষ্কৃত নরসিংহ গুপ্তের একটি সুবর্ণমুদ্রা উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত মৃত্যুজ্ঞয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট আছে।

নরসিংহগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত সিংহাসননিরোহণ করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশের গাজীপুর জেলায় ভিটরী গ্রামে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের রাজকীয় মুদ্রা (শিল) আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা তাত্ত্বিকভিত্তি রজতের উপরে মুদ্রিত^(৪)। ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে

(১০০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889, part I, p. 89.

(১) Ibid, p. 202.

(২) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1886, p. 65.

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889, part I, p. 89.

কালীঘাটে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের বহু স্বৰ্গমূজ। আবিষ্কৃত হইয়াছিল^(৪)। দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত সন্তুতঃ শৈশবে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন অথবা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কারণ সারনাথে আবিষ্কৃত আর একখানি শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, ১৫৭ গৌপ্তাদে (৪৭৬খঃ অদ) ; বুধগুপ্ত নামক আর একজন রাজা গুপ্তস্বারাজ্য লাভ করিয়াছিলেন^(৫)। সারনাথের শিলালিপিদ্বয় ও দামোদরপুরের তাত্ত্বিলিপিগুলি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছিলেন যে দ্বিতীয় কুমার-গুপ্তের মৃত্যুর সহিত প্রাচীন গুপ্তরাজবংশ লুপ্ত হইয়াছিল এবং এই সময়ে অথবা ইহার কিছু পূর্বে গুপ্তস্বারাজ্য ধর্ম হইয়াছিল কিন্তু সারনাথে আবিষ্কৃত বুধগুপ্তের শিলালিপি এবং দামোদরপুরে আবিষ্কৃত দ্বৈধানি তাত্ত্বিলিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, ক্লন্দগুপ্তের পরে বুধগুপ্ত নামক একজন রাজার অধিকার গৌড়দেশ ও মধ্যদেশ হইতে মালবদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বুধগুপ্ত কে ছিলেন তাহা অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই। তাহার নাম দেখিয়া বোধ হয় যে তিনি প্রাচীন গুপ্তরাজ-বংশ সন্তুত। সারনাথের শিলালিপি ও দামোদরপুরের তাত্ত্বিলিপি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও বুধগুপ্তের অস্তিত্ব অবিদিত ছিল না, কারণ বহুপূর্বে মধ্যপ্রদেশে ইরাণ নামক স্থানে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছিল যে, ১৩৫ গৌপ্তাদে বুধগুপ্ত নামক একজন রাজা উক্ত ভূভাগের অধিপতি ছিলেন এবং তাহার অধীনে মহারাজা উপাধি-

(৪) Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, pp. 142-43.

(৫) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1914-15, pp. 124-25.

ধারী সুরশ্চিত্র নামক একজন সামন্তরাজ্য কালিন্দী ও নর্মদার মধ্যবর্তী
ভূভাগ শাসন করিতেন^(৬) । তৎখের বিষয় এই যে দামোদরপুরে
আবিস্তৃত বুধগুপ্তের রাজ্যকালের তাত্ত্বিলিপিগুলিতে যে অংশে তারিখ
ছিল তাহা ভাঙিয়া গিয়াছে, সুতরাং গৌড়দেশে কতকাল পর্যন্ত বুধ-
গুপ্তের অধিকার অঙ্কুশ ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না । সারনাথে
আবিস্তৃত শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৫৭ গৌপ্তাব্দে (৪৭৬
খঃ অন্দ) বারাণসীতে অর্ধাৎ মধ্যদেশে বুধগুপ্তের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত
হইয়াছিল । দামোদরপুরের তাত্ত্বিলিপিতে যদিও তারিখ নাই তথাপি
ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে পুণ্ডুবর্দ্ধনভূক্তি কিছুকাল বুধ-
গুপ্তের রাজ্যভূক্ত হইয়াছিল । অতএব ইহা অনুমান করা যাইতে
পারে যে, যে সময়ে মধ্যদেশ বুধগুপ্তের রাজ্যভূক্ত ছিল সেই সময়ে অথবা
তাহার অব্যবহিত পূর্বে বা পরে গৌড়দেশে ও তাহার রাজ্যভূক্ত ছিল ।
অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে এই সময়ে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের কেন্দ্র মগধও
বুধগুপ্তের অধিকারভূক্ত ছিল । ইরাণে আবিস্তৃত শিলালিপি হইতে
প্রমাণ হইতেছে যে, এই সময়ে অর্ধাৎ সারনাথে আবিস্তৃত শিলালিপির
তারিখ হইতে আটবৎসর পরে, ১৬৫ গৌপ্তাব্দে (৪৮৪-৮৫ খঃ অন্দ)
মালবদেশ ও যমুনার দক্ষিণ ভাগ, অর্ধাৎ যে ভূখণ্ড মোগলযুগে মালবস্থা
ও আগরাস্থা নামে পরিচিত ছিল^(৭), তাহা বুধগুপ্তের অধিকারভূক্ত
ছিল । মধ্যদেশের পশ্চিমভাগ বুধগুপ্তের অধিকারভূক্ত ছিল কি না
তাহা প্রমাণাভাবে বলিতে পারা যায় না । পূর্বে কথিত হইয়াছে যে,
দামোদরপুরে আবিস্তৃত বুধগুপ্তের রাজ্যকালের তাত্ত্বিলিপিগুলিতে তারিখ

(৬) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 89.

(৭) Epigraphia Indica, pp. 114-15.

(৮) Ain-i-Akbari, Vol. II, pp. 182-209

নাই, প্রুতরাং বুধগুপ্তের অধিকার মধ্যদেশে, মগধে ও গৌড়দেশে কত দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। তাহার যে সমস্ত রাজত্বমুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছে, সেগুলি ১৭৫ গোপ্তাদে (৪৯৫-৪৯৬ খঃ অক্ষ) মুদ্রিত হইয়াছিল ১। এই সমস্ত মুদ্রার তারিখ হইতে প্রমাণ হইতেছে যে মালবদেশে বুধগুপ্তের অধিকার ১৬৫ গোপ্তাদ হইতে ১৭৫ গোপ্তাদ (৪৮৪-৪৯৫ খঃ অক্ষ) পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কিরণে কি ভাবে বুধগুপ্তের রাজ্যশেষ হইয়াছিল তাহা প্রমাণাত্মক বলিতে পারা যায় না। তাহার রাজ্যকালের দ্রুইখানি শিলালিপি ও দ্রুইখানি তাত্ত্বলিপি আবিস্কৃত হইয়াছে। শিলালিপি দ্রুইখানি বারাণসীর নিকট সারনাথে আবিস্কৃত হইয়াছিল। প্রথম শিলালিপি অমুসারে অভয়মিত্র নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষু গোপ্তাদের ১৫৭ বৎসরে একটি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন ১০। দ্বিতীয় শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে উক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু ১৫৭ গোপ্তাদের বৈশাখ মাসের সপ্তমীতে ছত্র এবং পদ্মাসনের সহিত আর একটি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন ১১। তাত্ত্বলিপি দ্রুইখানি দিনাজপুর জেলায় দামোদরপুর গ্রামে আবিস্কৃত হইয়াছিল। প্রথম তাত্ত্বলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বুধগুপ্তের রাজ্যকালে উপরিক, মহারাজ ব্রহ্মদত্ত পুণ্ড্রবর্ণনভূক্তির শাসনকর্তা ছিলেন। এই সময়ে নাউক নামক একজন গ্রামীক, কতকগুলি ব্রাহ্মণ বাস করাইবার জন্য, এককুল্যবাপ পরিমাণ ভূমি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, তাহার আবেদনে পলাশবন্দক গ্রাম হইতে উক্ত ভূমি বিক্রয়ের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

(১) Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. 153.

(১০) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1914-15 p. 124.

(১১) Ibid, p. 125.

উক্ত ভূমি সম্বতঃ চঙ্গামে অবস্থিত ছিল। নাতকের নিকট হই
দীনার মূল্য পাইয়া উক্ত পরিমাণ ভূমি যাহা বায়িগ্রামের উত্তরপার্শ্বে
অবস্থিত ছিল, তাহা নাতককে প্রদত্ত হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত
রাধাগোবিন্দ বসাক অঙ্গুমান করেন যে, এই তাত্ত্বিকপি ১৬৩ গৌপ্তাদে
(৪৮১-৮২ খঃ অব্দ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল^{১২}। দায়োদরপুরে আবিস্তৃত
বুধগুপ্তের রাজ্যকালের দ্বিতীয় তাত্ত্বিকপি হইতে জানিতে পারা যায় যে,
বুধগুপ্তের রাজ্যকালে উপরিক-মহারাজ জয়দত্ত পুণ্ডৰ্বর্কনভূক্তির শাসন-
কর্ত্তা ছিলেন এবং তাহার অধীনে আয়ুক্তক সাম্রাজ্যক বা গাঙ্গক কোটিৰ্বৰ্ষ
বিষয়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময়ে নগরশ্রেষ্ঠী রিভুপাল কোকামুখ-
স্থামী এবং খেতবরাহস্থামী নামক দেবতায়ের জন্য দুইটি মন্দির ও দুইটি
কোষ্ঠিকা নির্মাণ করিবার জন্য হিমবচ্ছিখের নামক স্থানে কিঞ্চিং বাস্ত-
ভূমি ক্রয় করিবার আবেদন করিয়াছিলেন। এই আবেদনামুসারে
পুস্তপাল (শ্রেষ্ঠাদার বা মহাফেজ) বিকুণ্ঠস্ত, বিজয়নন্দী এবং হাণুনন্দী,
এই রিভুপাল পূর্বে হিমবচ্ছিখের নামক স্থানে কোকামুখস্থামী ও খেত-
বরাহস্থামী নামক দেবতায়কে একাদশ কুল্যবাপ পরিষিত ভূমি পূর্বে দান
করিয়াছেন স্থির করায়, প্রতি কুল্যবাপের তিনি দীনার মূল্য অঙ্গুমারে
কিঞ্চিং ভূমি বিক্রয় করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই আদেশ
কোন অজ্ঞাত বৎসরের ফাস্তন যাসের পঞ্চদশ দিবসে প্রদত্ত
হইয়াছিল^{১৩}। অস্তাৰধি বুধগুপ্তের কোনও স্বৰ্গমুদ্রা আবিস্তৃত হয় নাই।
প্রাচীন শপ্ত-রাজবংশের যে আকারের এবং যে ক্লপের স্বৰ্গমুদ্রা উত্তৱা-
পথের সর্বত্র আবিস্তৃত হইয়াছে, বুধগুপ্তের সে জাতীয় মুদ্রা আবিস্তৃত

(১২) Epigraphia Indica, Vol XV. pp. 135-36.

(১৩) Ibid, pp. 138-39.

না হওয়ায় অনেক ঐতিহাসিক অঙ্গুমান করিতেন যে, বুধগুপ্তের রাজ্য মালবদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল^{১৪} কিন্তু সম্পত্তি সারনাথের শিলালিপি ও দামোদরপুরের তাত্ত্বলিপিদ্বয় আবিষ্কৃত হওয়ায় স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, উত্তরাপথের পূর্বাংশ তাহার অধিকারভূক্ত ছিল। বুধগুপ্তের মাত্র এক জাতীয় রাজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় মুদ্রা প্রথম কুমারগুপ্ত ও কল্পগুপ্তের রাজ্যকালে মালব ও সৌরাষ্ট্রে প্রচলনের জন্য মুদ্রিত হইত। এই কারণে পূর্বে ঐতিহাসিকগণ বুধগুপ্তকে মালব দেশের শুপ্তবংশীয় রাজা আখ্যায় অভিহিত করিতেন। বুধগুপ্তের যে কয়টি রাজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ভারতবর্ষের কোন সংগ্ৰহশালায় বুধগুপ্তের কোন রাজতমুদ্রা রক্ষিত আছে কি না জানিতে পারা যায় নাই।

বুধগুপ্তের মৃত্যু অথবা সিংহাসনচূড়ান্তির পরে শুপ্তবংশীয় আৱ একজন রাজা সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ডাক্তার ফ্লীটের মতামুসারে ইহার নাম ভাসুগুপ্ত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক অঙ্গুমান করেন যে দামোদরপুরে আবিষ্কৃত একখানি তাত্ত্বলিপিতে মহারাজাধিরাজ শ্রীভাসুগুপ্তের নাম আছে। মধ্যপ্রদেশে ইৱাগে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে ১১১ গোপ্তাক্ষে (৫১০ খঃ অব্দ), ভাসুগুপ্ত নামক একজন রাজার অনুচর, রাজা মাধবের পুত্র গোপরাজের পত্নী পতির সহমৃত্যু হইয়াছিলেন^{১৫}। দামোদরপুরে আবিষ্কৃত পঞ্চম তাত্ত্বলিপি হইতে জানিতে পার। যাম যে ২১৪ গোপ্তাক্ষে (৫৩০-৩৪ খঃ অব্দ) পরমবৈবত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীভাসুগুপ্তদেবের রাজ্যকালে রাজপুত্র দেবভট্টারক

(১৪) Catalogue of Indian coins, Gupta dynasties p. lxii.

(১৫) Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 92-93.

(নাম অস্পষ্ট), এখন পুঁশুবর্জিনভূজির উপরিক-মহারাজ ছিলেন, তখন কোটীবর্ষ বিষয়ের বিষয়পতি স্বয়ন্ত্রদেব তৎকর্তৃক কোটীবর্ষ বিষয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অযোধ্যাবাসী অমৃতদেব নামক এক কুলপুত্র, বিষয়পতি স্বয়ন্ত্রদেব, আর্য নগরশ্রেষ্ঠী রিভুপাল, সার্থবাহ স্থাগুদস্ত, প্রথমকুলিক মতিদস্ত এবং প্রথমকায়স্ত স্বচ্ছপালকে এই দেশের বনে শগবান শ্বেতবরাহস্থামীর মন্দির সংস্কারের জন্য এবং বলি, চক্র, সজ্জ, গব্য, ধূপ, পুস্প, মধুপর্ক, দীপ প্রভৃতি উপযোগের জন্য এক কুল্যবাপ পরিষিত অপ্রদা ধিল ভূমি, তিনদীনার মূল্যে ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন; তদমুসারে উক্ত অমৃতদেবের নিকট হইতে পঞ্চদশ দীনার মূল্য গ্রহণ করিয়া, স্বচ্ছন্দপাটক এবং লবঙ্গসিকায় দ্বাইকুল্যবাপ বাস্ত্ব, সাঁচু বনাশ্রমকে এককুল্যবাপ বাস্ত্ব, পঞ্চকুল্যবাপকের উত্তরে এবং জমুনদীর পূর্বে এককুল্যবাপ এবং পুরণ বৃন্দিকহরির পাটকের পূর্বদিকে এককুল্যবাপ বাস্ত্বভূমি বিক্রয় করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই আদেশ ২১৪ গৌপ্তাক্ষে ভাজ্রমাসের পঞ্চম দিবসে প্রদত্ত বা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল^{১৬} সুতরাং ইরাণের শিলালিপি এবং দামোদরপুরের তাত্ত্বিলিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, ভারুগুপ্ত নামক একজন রাজা ১১০ গৌপ্তাক্ষ হইতে ২২৪ গৌপ্তাক্ষ পর্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার অধিকার গৌড়দেশের পুঁশুবর্জিনভূজি হইতে মালবদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারুগুপ্তের নাম দেখিয়া বোধ হয় যে তিনি গুপ্তরাজবংশজ্ঞাত। তাঁহার সহিত প্রাচীন গুপ্তসন্ত্রাটগণের কি সম্বন্ধ ছিল বা তাঁহার সহিত বুধগুপ্তের কি সম্বন্ধ ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। ইরাণে আবিস্কৃত শিলালিপি হইতে

জানিতে পারা যায় যে, ভাস্তুগুপ্তের রাজ্যকালে গোপরাজ নামক এক রাজা তাহার সহিত সন্তুতঃ মগধ হইতে মালবদেশে আসিয়াছিলেন এবং তথায় যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, ভাস্তুগুপ্ত ১৯১ গৌপ্তাদের (৫১০ খঃ অব্দ) শ্রাবণ মাসের পূর্বে যুদ্ধ-শাক্তায় মগধ হইতে মালবে আসিয়াছিলেন। যুদ্ধের ফল বলিতে পারা যায় না। সন্তুতঃ এই সময় হইতে মালবদেশ বার বার ঝুঁগগন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অবশ্যে গুপ্তসাম্রাজ্য বিচ্ছুর্ণ হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ আর দুইখানি শিলালিপি হইতে পাওয়া যায়। ইরাণে আবিষ্ট আর একখানি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বুধগুপ্তের রাজ্যকালে সুরশ্চিত্র নামক একজন রাজা যমুনা ও নর্মদার মধ্যবর্তী ভূভাগের শাসনকর্তা ছিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৬৫ গৌপ্তাদে (৪৮৪ খঃ অব্দ) ইন্দ্ৰবিষ্ণুর প্রপোত্র, বৰুণবিষ্ণুর পৌত্র, হরিবিষ্ণুর পুত্র, মহারাজ মাতৃবিষ্ণু ও তাহার কনিষ্ঠভাতা ধৃতবিষ্ণু, বিষ্ণুর ধৰ্মস্তত্ত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন^{১৭}। ইরাণে আবিষ্ট তৃতীয় শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ঝুঁগরাজ মহারাজাধিরাজ ত্রীতোরমাণের রাজ্যের প্রথমবর্ষে, ফাস্তুনমাসের দশমদিবসে ইন্দ্ৰবিষ্ণুর প্রপোত্র, বৰুণবিষ্ণুর পৌত্র, হরিবিষ্ণুর পুত্র স্বৰ্গগত মহারাজ মাতৃবিষ্ণুর অমুজ ভাতা ধৃতবিষ্ণু, ভগবান বৰাহমূর্তি অর্থাৎ নারায়ণের একটি শিলাপ্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন^{১৮}। পিতৃকুলের পরিচয় হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, ১৬৫ গৌপ্তাদের শিলালিপির মহারাজ মাতৃবিষ্ণু ও তাহার কনিষ্ঠভাতা ধৃতবিষ্ণু এবং ঝুঁগরাজ তোরমাণের রাজ্যের প্রথমবর্ষের ধৃতবিষ্ণু ও তাহার স্বৰ্গগত জ্যৈষ্ঠভাতা মহারাজ

(১৭) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 89.

(১৮) Ibid pp. 159-60.

মাতৃবিষ্ণু অভিন্ন । অতএব ইহা নিশ্চয় যে, ১৬৫ গৌপ্তাদের পরে
পঞ্চবিংশ অথবা ত্রিশবর্ষ মধ্যে মালবদেশের ঔরকিণ (বর্তমান
ইরাণ) বিষয় শুষ্ঠসাম্রাজ্যবিচ্যুত হইয়া হুণরাজ তোরমাণের রাজ্যভূক্ত
হইয়াছিল । ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, যে যুক্ত
গোপরাজ নিহত হইয়াছিলেন তাহার অব্যবহিত পরেই মালবদেশ
ভাস্তুগুপ্তের অধিকারচুক্ত হইয়াছিল । কোনু সময়ে মধ্যদেশ শুষ্ঠরাজ-
গণের হস্তবিচ্যুত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না ; তবে
দামোদরপুরে আবিস্কৃত তাত্ত্বিলিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, ভাস্তুগুপ্ত
২১৪ গৌপ্তাদ (৫৩৩ খঃ অব্দ) পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং এই সময়
পর্যন্ত গোড়দেশ তাহার অধিকারভূক্ত ছিল । ভাস্তুগুপ্তের কোন মুদ্রা
অস্থাবধি আবিস্কৃত হয় নাই ।

ভাস্তুগুপ্তের জীবিতকালে অথবা তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে
মালবরাজ যশোধর্মদেব মগধ, গোড় ও বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন ।
তাহার মন্দশোরে আবিস্কৃত ধোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যাই
যে, হিমালয় হইতে মহেন্দ্রগিরি পর্যন্ত, লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রতীর হইতে
পশ্চিমমুক্ত পর্যন্ত তাহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল । যশোধর্ম-
দেবের যে শিলালিপিতে তাহার ব্রহ্মপুত্রতীর পর্যন্ত অধিকার বিস্তারের
বর্ণনা আছে, তাহা ৮৯ বিক্রম সম্বৎসরে (৫৩২-৩৩ খঃ অব্দ) উৎকীর্ণ
হইয়াছিল । কিন্তু দামোদরপুরে আবিস্কৃত ভাস্তুগুপ্তের তাত্ত্বিলিপি হইতে
জানিতে পারা যায় যে, তিনি ২১৪ গৌপ্তাদে (৫৩৩ খঃ অব্দ) জীবিত

(১১) আলোহিত্যোপকৃত্বলবলগহনোপত্যকাদায়হেত্তা-

দাগচাপ্রিষ্ঠসামোস্ত্বহনশ্বরিণঃ পশ্চিমাদাপয়োধঃ ।

সামন্তৈর্ণত্ব বাহুবিগহনত্বদৈঃ পাদযোরানয়স্তি-

শ্চৰ্ডারস্ত্বাংশুরাজ্যব্যতিকরশবলা ভূমিভাগঃ ক্রিয়ন্তে ॥

—Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 146.

ছিলেন। মন্দশোরেৱ শিলালিপি যে সময়ে উৎকীৰ্ণ হইয়াছিল, অবগুতাহাৰ কিঞ্চিৎ পূৰ্বেই যশোধৰ্মদেৱ মহেন্দ্ৰগিৰি হইতে ব্ৰহ্মপুত্ৰতীৰ পৰ্যন্ত জয় কৱিয়াছিলেন সুতৰাং যশোধৰ্মদেবেৱ এই দিঘিজয়েৱ সময়ে ভানুগুপ্ত জীৱিত ছিলেন এবং সন্তুষ্টতাঃ তৎকৰ্ত্তক পৱাজিত হইয়াছিলেন। ভানুগুপ্তেৰ পৰে গুপ্তবংশীয় রাজগণেৱ কোন পৱিত্ৰ বা বিবৰণ কোন শিলালিপি, তাৰলিপি বা তাৰশাসনে পাওয়া যায় না।

তৃতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত, বিকুণ্ঠগুপ্ত ও জয়গুপ্ত প্ৰভৃতি রাজগণেৱ নামাঙ্কিত বহু সুবৰ্ণমুদ্ৰা মগধে ও বঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু তাহাদিগেৱ সহিত প্রাচীন-গুপ্তবংশেৰ সমস্ত নিৰ্ণয় কৱিবাৰ কোন উপায়ই অস্থাৰধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কালীঘাটে যে সমস্ত সুবৰ্ণমুদ্ৰা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দ্বাদশাদিত্য উপাধিধাৰী তৃতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ও চন্দ্ৰাদিত্য উপাধিধাৰী বিকুণ্ঠগুপ্তেৰ বহু মুদ্ৰা ছিল। কালীঘাটে আবিষ্কৃত তৃতীয় চন্দ্ৰগুপ্তেৰ তিনটি ও বিকুণ্ঠগুপ্তেৰ পঞ্চদশটি সুবৰ্ণমুদ্ৰা লণ্ডনেৱ ব্ৰিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে ২০। মুৰ্শিদাবাদ জেলাৰ অস্তৰগত রাঙ্মাটা গ্রামে বিকুণ্ঠগুপ্তেৰ একটি ও জয়গুপ্তেৰ একটি সুবৰ্ণমুদ্ৰা আবিষ্কৃত হইয়াছিল ২১।

গুপ্তরাজবংশেৰ অধিকাৰকালে উত্তৰাপথে ভাৱতীয়-শিল্প উন্নতিৰ

(২০) Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, pp. 144-6.

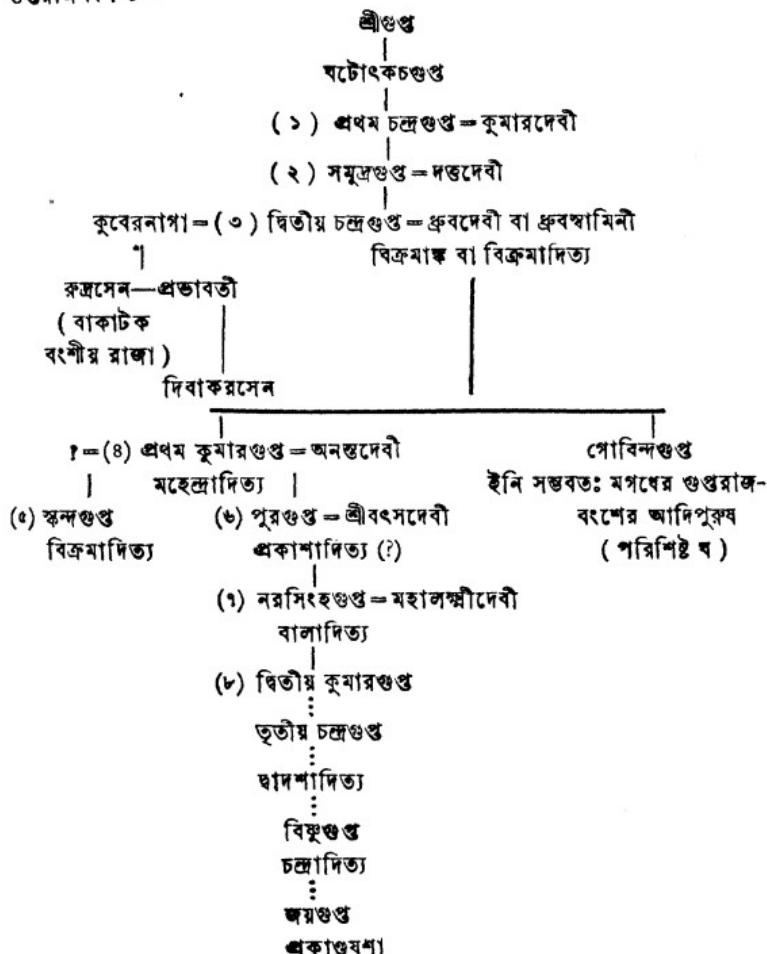
(২১) শ্ৰীমুক্ত মিথিলনাথ মাৰ-পৰ্ণীত, মুৰ্শিদাবাদেৱ ইতিহাস, ১ম সংস্কৰণ, পৃঃ ১০০। বিষ্ণুকোষমস্মাদক শ্ৰীমুক্ত মিথিলনাথ বহু তৎকালে বলিয়াছিলেন যে, এই মুদ্ৰাবৰ্ষেৱ একটি বিকুণ্ঠগুপ্তেৰ মুদ্ৰা ও বিতীয়টিতে “অয় মহারাজ” লিখিত আছে কিন্তু অকৃতপক্ষে অথবা মুদ্ৰাটি বিকুণ্ঠগুপ্তেৰ ও , বিতীয়টি “অকাগুষ্মা” উপাধিধাৰী অয়গুপ্তেৰ। অন্য আলান পৰ্ণীত Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, pp. 145. 150. ঝষ্ট্য।

চরমসীমায় উপনৌত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর যে সমস্ত নির্দশন উত্তরাপথে আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই যুগই ভারতীয়-শিল্পের চরম উন্নতির যুগ। গুপ্তাধিকারকালের বহু মন্দির, প্রাসাদ, ধাতু ও প্রস্তর-নির্মিত মূর্তি, সন্তুষ্ট ও খোদিত চিত্র (basrelief) আবিস্কৃত হইয়াছে। মধুরায় ও বারাণসীতে গুপ্তাধিকারকালের শিল্প-নির্দশন সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আবিস্কৃত হইয়াছে। বঙ্গ ও মগধে আবিস্কৃত নির্দশনসমূহের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও মূর্তিগুলির শিল্প-চারুর্য অতীব বিশ্বাস-জনক। গুপ্তাধিকারকালের একখানি প্রস্তরে খোদিত চিত্র (basrelief) ও একটি পিতল-নির্মিত বুদ্ধমূর্তির চিত্র প্রকাশিত হইল। প্রস্তরে খোদিত চিত্রটি পাটনা জেলার চগুমৌ গ্রামে আবিস্কৃত হইয়াছিল। ইহাতে “কিরাতার্জুনীয়ের” দুইটি চিত্র আছে। প্রস্তরফলকের বামার্দি অর্জুন যুক্ত পরাজিত হইয়া কিরাতকুপী মহাদেবের চরণ বন্দনা করিতেছেন ও দক্ষিণার্দি কিরাতকুপী মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া অর্জুনকে আত্মস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন, অর্জুন কৈলাসপর্বত-শিখরে আসীন হর-পার্বতীকে দর্শন করিতেছেন। একটি সন্তুষ্গাত্রে এই চিত্রটি উৎকীর্ণ আছে এবং সেই সন্তোর চারিদিকে চারিটি ফলকে (panel) কিরাতার্জুনীয়ের আধ্যাত্মিক সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত হইয়াছে। এই সন্তুষ্টি এখন কলিকাতার চিত্রশালায় আছে। বুদ্ধ-মূর্তিটি গঁয়া নগরে আবিস্কৃত হইয়াছিল। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী স্বর্গীয় রায় সুর্যনারায়ণ সিংহ বাহাহুরের কর্তৃ পুত্র ইহা বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষদে প্রদান করিয়াছেন। মূর্তির নিয়ে একখানি খোদিতলিপিযুক্ত পিতলফলক সংলগ্ন ছিল। এই খোদিতলিপি ‘ভেঙ্গুকী লিপি’ নামক বৌদ্ধ-সভ্যের গোপনীয় লিপিতে উৎকীর্ণ। কেবলুজের অধ্যাপক মৃত ভাঙ্গার

বেঙ্গল নেপালে আবিষ্ট পুধি হইতে এই লিপির বর্ণমালার মূল্য নির্কারণ করিয়াছিলেন। ধোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গ্রামক ষক্ষপালিতের শুক্র আহবমল্ল কর্তৃক এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২০ ভাগ, পৃঃ ১৫৩-৫৬)।

পরিশিষ্ট (গ)

গুপ্তরাজবংশ :—



গুপ্তবংশের সন্তানপথের অধিকাংশ খোদিতলিপি ডাক্তার ফিটের Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. নামক ঘোষ এছে একাশিত হইয়াছিল। ইহাতে নির্বিলিখিত অভ্যাবগুপ্তকীয় খোদিতলিপির উক্ত পাঠ একাশিত হইয়াছিল :—

(১) এলাহাবাদে অশোক-স্তম্ভে উৎকীর্ণ হিস্বেশ-বচিত সম্মতগুপ্তের প্রশংসণ।

- (২) ইরাণে আবিষ্কৃত সমুদ্রগুপ্তের খোদিতলিপি।
- (৩) উদয়পিরি পর্বতগুহায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের খোদিতলিপি—গৌপ্তাদ ৮২।
- (৪) মধুরায় আবিষ্কৃত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি।
- (৫) সাক্ষীতে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি—
গৌপ্তাদ ৯৩।
- (৬) উদয়পিরি গুহায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি।
- (৭) পঢ়োয়া গ্রামে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি—
গৌপ্তাদ ৮৮।
- (৮) পঢ়োয়া গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি।
- (৯) পঢ়োয়া গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি—
গৌপ্তাদ ৯৮।
- (১০) বিলসড় গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের শিলাস্তু-
লিপি—গৌপ্তাদ ৯৬।
- (১১) ঘনকুমার গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত
বৌজ্যমুর্তির খোদিতলিপি—গৌপ্তাদ ১২১।
- (১২) বিহার গ্রামে আবিষ্কৃত স্বল্পগুপ্তের রাজ্যকালের শিলাস্তুলিপি।
- (১৩) ভিটৱী গ্রামে আবিষ্কৃত স্বল্পগুপ্তের রাজ্যকালের শিলাস্তুলিপি।
- (১৪) জুনাগড়ে আবিষ্কৃত স্বল্পগুপ্তের রাজ্যকালের শিলালিপি—গৌপ্তাদ
১৩৬, ১৩৭, ১৩৮।
- (১৫) কহারূং গ্রামে আবিষ্কৃত স্বল্পগুপ্তের রাজ্যকালের শিলাস্তুলিপি—
গৌপ্তাদ ১৪১।
- (১৬) ইল্লপুর বা ইন্দোর গ্রামে আবিষ্কৃত স্বল্পগুপ্তের রাজ্যকালের তাত্রশাসন
—গৌপ্তাদ ১৪৬।
- (১৭) অন্ধশোর গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের শিলালিপি
—বিক্রমাদ ১৯৩।
- ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ডাক্তার ফ্লিটের এই প্রকাশিত হইয়াছিল ; তাহার পরে গুপ্তবংশের
সম্রাটগণের নিয়মিত খোদিতলিপিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে ;—
- (১৮) ভিটৱী গ্রামে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের রাজকীয় মুদ্রা—Journal
of the Asiatic Society of Bengal. 1889, pt. I, p. 89.
- (১৯) বৈশালীর ধৰংসাবশেবমধ্যে আবিষ্কৃত সঙ্গাট প্রথম কুমারগুপ্তের কনিষ্ঠ
আতা মহারাজ পোবিলগুপ্তের মুদ্রায় মুদ্রা—Annual Report of the Archaeolo-
gical Survey of India. 1903-4, pp. 101-22 ; Pls. XL—XLII. 89.
- (২০) ভৱতি ভিহ গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের
খোদিতলিপি—গৌপ্তাদ ১১১—J. A. S. B. Vol. V, 1909, p. 458.

- (২১) ধারাইদহে আবিহ্নত প্রথম কুমারগুপ্তের তাত্ত্বাসন—গৌপ্তাদ ১১৩—
J. A. S. B., Vol. V, 1901, p. 459. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৬শ
ভাগ, পৃঃ ১১২।
- (২২) দামোদরপুরে আবিহ্নত কুমারগুপ্তের শিলালিপি—গৌপ্তাদ ১২৪, E. I.
Vol. XV, pp. 130-31.
- (২৩) দামোদরপুরে আবিহ্নত প্রথম কুমারগুপ্তের ২য় তাত্ত্বালিপি—গৌপ্তাদ
১২৯, E. I. Vol. XV. pp. 133-34.
- (২৪) দামোদরপুরে আবিহ্নত বৃদ্ধগুপ্তদেবের রাজ্যকালের তাত্ত্বালিপি—গৌপ্তাদ
১৬০, E. I. Vol. XV. pp. 135-36.
- (২৫) দামোদরপুরে আবিহ্নত বৃদ্ধগুপ্তদেবের রাজ্যকালের দ্বিতীয় তাত্ত্বালিপি,
ইহাতে তারিখ নাই। E. I. Vol. XV. pp. 138-39.
- (২৬) দামোদরপুরে আবিহ্নত ভাস্তুগুপ্তদেবের রাজ্যকালের তাত্ত্বালিপি—
গৌপ্তাদ ১১৪, E. I. Vol. XV. pp. 142-43.
- (২৭) ভূট্টেনগ্রামে আবিহ্নত ষটোৰ্কচগুপ্তের শিলালিপি—গৌপ্তাদ ১১৬,
Indian Antiquary Vol. XLIX, 1920. pp. 114-15. এই ষটোৰ্কচগুপ্ত
সম্বতঃ প্রথম কুমারগুপ্তের পুত্ৰ।
- (২৮) পুনৰায় আবিহ্নত বাকাটক বংশের রাজ্যী প্রভাবতীগুপ্তার তাত্ত্বাসন। এই
তাত্ত্বাসন হইতে জানিতে পাওয়া যায় যে, সমুক্তগুপ্তের পৌজী এবং দ্বিতীয় চল্লগুপ্তের
কল্যাণ প্রভাবতী গুপ্তার সহিত বাকাটকগণের মহারাজ। কন্দনের বিবাহ হইয়াছিল।
প্রভাবতীগুপ্তা মহারাজ কন্দনের প্রধানা মহিয়া ছিলেন এবং তাহার পুত্ৰ
শৈদিবাকর মেন মুবরাজ পদবী লাভ করিয়াছিলেন। E. I. Vol. XV. pp. 41-42.
- (২৯) সারনাথে আবিহ্নত দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের শিলালিপি—
গৌপ্তাদ ১৫৪। Annual Report of the Archaeological Survey of India,
1914-15, p. 124.
- (৩০) সারনাথে আবিহ্নত বৃদ্ধগুপ্তের রাজ্যকালের শিলালিপি—গৌপ্তাদ ১৫৫।
Ibid. p. 125.
- ডাক্তার ফ্লিট ও অধ্যাপক বুলার গণনা করিয়া অমাঞ্চ করিয়াছেন যে, গৌপ্তাদ
১১৯ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল। সআট প্রথম চল্লগুপ্তের রাজ্যাভিষেক অথবা
গুপ্তবংশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় হইতে এই অসু গণিত হইয়া আসিতেছে।
প্রাচীন গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে গৌপ্তাদ বছকাস যাৰ্থ উক্তব্রাগণে প্রচলিত ছিল;
আসামে খুঁটীয় নবম শতাব্দীৱ প্রায়স্তুতে হর্জবৰ্ষার খোদিতলিপিতে এই অনেক
ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। নেপালে খুঁটীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে গৌপ্তাদের
ব্যবহার ছিল এবং প্রাচীন সোনাট্রে খুঁটীয় অয়োদ্ধশ শতাব্দীৰ শেষভাগেও এই
অসু ব্যবহৃত হইত।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে, প্রথম চল্লগুপ্তের পিতা ও পিতামহ সামান্য দুষ্টামী ছিলেন, কারণ গুপ্তবংশীয় সদ্বাট্টগণের খোদিতলিপিসমূহে শৈগুপ্ত বা ঘটোৎকচ গুপ্তের মহারাজাধিরাজ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় না। গুপ্ত বা শৈগুপ্তের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা অস্ত্রাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু ঘটোৎকচগুপ্তের নামাঙ্কিত একটি মুদ্রায় মুদ্রা প্রাচীন বৈশালী নগরের ধ্বংসাবশেষ খননকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল^(২২)। পঙ্কিতগণ অনুমান করেন যে, এই মুদ্রা সম্ভবগুপ্তের পিতামহ ঘটোৎকচগুপ্তের মুদ্রা রহে; কারণ, ইহাতে রাজপদজ্ঞাপক কোন উপাধি নাই^(২৩)। রুশিয়া-দেশে পেট্রোগ্রাড নগরের চিত্রশালায় ঘটোৎকচগুপ্তের নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা আছে ২৪ কিন্তু পঙ্কিতপ্রবর জন আলান অনুমান করেন যে, এই মুদ্রাটি পৰবর্তিকালের ঘটোৎকচ নামধেয়ের কোন রাজাৰ মুদ্রা^(২৪)। ইহা সম্ভবতঃ প্রথম কুমারগুপ্তের পুত্র ঘটোৎকচগুপ্তের মুদ্রা।

তৃতীয় চল্লগুপ্ত সাম্রাজ্যিত্য, বিষ্ণুগুপ্ত, চল্লাদিত্য ও জয়গুপ্ত প্রকাণ্ড্যশের সহিত প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের সম্বক্ষ অঠাপি নির্ণীত হয় নাই। শতাব্দিক বর্ষ পূর্বে কালীঘাটে তৃতীয় চল্লগুপ্তের কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এতদ্বাতাত ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে অঠাপি ইহার কোন মুদ্রা বা খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কালীঘাটে এই সময়ে বিষ্ণুগুপ্তের কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মুশিদাবাদ জেলায় রাঙ্গামাটি প্রায়ে বিষ্ণুগুপ্তের আৱ একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই স্থানে জয়গুপ্তের একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রথম জয়গুপ্তের একটি স্থান তাপ্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা এখন কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় আছে^(২৫)। মুদ্রার আবিষ্কার-স্থান দেখিয়া অনুমান হয় যে, তৃতীয় চল্লগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত ও দ্বিতীয় জয়গুপ্ত মগধ ও গৌড়দেশের অধিপতি ছিলেন। জন আলান অনুমান করেন যে, ইঁহারা কল্লগুপ্তের বংশধর কিন্তু কল্লগুপ্তের পুত্রেৰাদির অভিষ্ঠের কোন প্রমাণই অস্ত্রাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কারণে অনুমান হয় যে, ইঁহারা দ্বিতীয় কল্লগুপ্তের বংশজ্ঞাত।

(২২) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1903-04. p. 107. No. 2.

(২৩) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties. p. xvii.

(২৪) Ibid, p. 149. pl. XXIV. 3.

(২৫) Ibid, p. liv.

(২৬) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I, p. 121.

চাকা চিরশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী চাকা রিভিউ-পত্রে প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের শেষ কয়জন রাজাৰ ষে কালপঞ্জী^(১) অকাশ করিয়াছেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক^(২) দামোদরপুরে আবিহ্বত তাত্ত্বিকপিণ্ডলি প্রকাশকালে এই সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উপযুক্ত প্রমাণাভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই। চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘড়ুমদার পূর্বোক্ত লেখকদের মতের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া যে প্রকাশিত হইবার পরে এ সম্বন্ধে বাদামুবাদ নিষ্পত্যোজন।

.

(১) Dacca Review Vol. 10, pp. 56-57.

(২) Epigraphia Indica Vol. XV. pp. 118-27.

(৩) Journal and proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XVII. pp. 249-55.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

মগধের গুপ্তরাজবংশ ।

কোনু সময়ে প্রথম কুমারগুপ্তের বংশলোপ হইয়াছিল এবং গোবিন্দগুপ্তের বংশধরগণ সিংহাসনলাভ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । বিষ্ণুগুপ্ত, তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত, জয়গুপ্ত, হরিগুপ্ত প্রভৃতি রাজগণের শাসনকালে মগধ ও বঙ্গের শাসনকর্তৃগণ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন । আওরঙ্গজেবের পুত্র প্রথম শাহ-আলমের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র ও পৌত্রগণ যখন গৃহবিবাদে উন্মত্ত, তখন বিস্তৃত মোগলসাম্রাজ্যের শাসনকর্তা ও সেনাপতিগণ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা লাভ করিয়াও যেমন সুলতান বা বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন নাই, সেইরূপ প্রাচীন গুপ্তসাম্রাজ্যের শেষদশায় ভারতবর্দের বহু প্রদেশের শাসনকর্তা ও তাহাদিগের বংশধরগণ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিয়াও গুপ্তবংশীয় সত্রাট্টদত্ত উপাধি লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং রাজ্যপাদি গ্রহণ করেন নাই । কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পঞ্চতব্দ পরেও বাঙ্গালাদেশের স্থানে স্থানে “কুমারামাত্যাধিকরণ” অথবা “মণ্ডলাধিকরণ” উপাধিধারী গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজকর্মচারিগণের বংশধরগণ দেশ শাসন করিতেন । প্রাচীন গুপ্তবংশীয় সত্রাট্টগণের রাজত্বকালে “কুমারামাত্যাধিকরণ” বা “মণ্ডলাধিকরণ” উপাধিধারী তাহাদিগের পূর্বপুরুষগণ যে রাজমুদ্রা লইয়া সাম্রাজ্যের কার্য সম্পন্ন করিতেন, সাম্রাজ্যবৎসের শত শত বর্ষ পরেও তাহারা সেই মুদ্রা রাজকীয়মুদ্রাকল্পে ব্যবহার করিতেন ।

অনুমান হয় যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের জ্যোতিপুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের বংশলোপ হইলে, তাহার দ্বিতীয়পুত্র গোবিন্দগুপ্ত বা কৃষ্ণগুপ্তের বংশধর-গণ পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইহারা এই সময়ে গোড়দেশের অধিকারী ছিলেন কি না তাহা বলিতে পারা যায় না। গোবিন্দগুপ্ত বা কৃষ্ণগুপ্তের পৌত্র তৃতীয় কুমারগুপ্ত বোধ হয় এই বংশের প্রথম রাজা। তাহার কোন শিলালিপি বা তাত্ত্বিকসন্দেহ আবিস্কৃত হয় নাই কিন্তু তাহার বৃন্দপ্রপৌত্র আদিত্যসেনের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ঈশানবর্ম্মা নামক জনৈক নবপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং প্রয়াগে চিতারোহণ করিয়াছিলেন। এই ঈশানবর্ম্মা সন্তুষ্টঃ মৌখিকীবংশীয় রাজা ঈশানবর্ম্মা। ঈশানবর্ম্মার একখানি শিলালিপি বড়বাকি জেনায় হড়াহা গ্রামে আবিস্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ঈশানবর্ম্মা সমুদ্রতীর-বাসী গৌড়গণকে স্বাধিকার মধ্যে থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন^(১)। হড়াহা গ্রামের শিলালিপি ৬১১ বিক্রম সন্ধিসরে (৫৫৪ খঃ অক্ষ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল^(২) স্বতরাং ঈশানবর্ম্মার গৌড়বিজয় এবং তৃতীয় কুমারগুপ্তের সহিত তাহার যুক্ত খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় পাদে ঘটিয়াছিল। ভাসুগুপ্ত যখন ২১৪ গৌপ্তাদে (৫৩৩ খঃ অক্ষ) জীবিত ছিলেন, তখন ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তৃতীয় কুমারগুপ্ত খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদের মধ্যভাগে সিংহাসনলাভ করিয়া-ছিলেন। অতএব ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর

(১) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, p. 203.

(২) কৃষ্ণচার্তি ঘোচিত ইলভুবো পৌড়ান সমুদ্রাঞ্চল্য।

নথ্যাস্তু বর্তক্ষিতীশচরণঃ সিংহাসনবংযোজিতৌ ।—

—Epigraphia Indica, Vol. XIV, p. 117.

(৩) Ibid, p. 118.

পঞ্চম দশকে উৎসানবর্ষা পূর্বদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় কুমারগুপ্তের সহিত তাহার যুদ্ধ হইয়াছিল। কুষ্ণগুপ্ত বা গোবিন্দ-গুপ্তের বংশের যে সমস্ত শিলালিপি অস্তাবধি আবিস্কৃত হইয়াছে, তৎসমূদ্র অঙ্গে বা মগধে আবিস্কৃত হইয়াছে সুতরাং গোড়দেশ তাহাদের অধিকারভূক্ত ছিল কি না তাহা বলিতে পারা যায় না।

হড়াহা গ্রামে আবিস্কৃত শিলালিপিতে তৃতীয় কুমারগুপ্তের উল্লেখ নাই কিন্তু সমুদ্রতৌরবাসী গোড়গণের নাম উক্ত শিলালিপিতে যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে বোধ হয় যে, সে সময়ে গোড়দেশ স্বাধীন হইয়াছিল। উক্ত শিলালিপিতে গোড়গণকে “সমুদ্রাশ্রয়ান्” আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। ইহা হইতে বোধ হয় স্থচিত হইতেছে যে, গোড়গণ নৌ-বলে বলীয়ান ছিলেন। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালাদেশে ফরিদপুর জেলায় চারিখানি তাত্ত্বিলিপি আবিস্কৃত হইয়াছে, নামাকারণে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহাদিগের পাঠোকার হয় নাই। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত পার্জিটার (F. E. Pargiter) এই চারিখানি তাত্ত্বিলিপির মধ্যে তিনখানির পাঠোকারণ^(৪) করিলেও মেগলি কুত্রিম বালয়া অঙ্গুমিত হইয়াছিল^(৫), কারণ উক্ত-বর্ষ পর্যন্ত যে সমস্ত তাত্ত্বাসন আবিস্কৃত হইয়াছে, ফরিদপুরের তাত্ত্বিলিপিগুলি তাহা হইতে বিভিন্ন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর গ্রামে আবিস্কৃত পাঁচ ধানি তাত্ত্বিলিপির পাঠোকার হইলে প্রমাণ হইয়াছে যে ফরিদপুরের তাত্ত্বিলিপিগুলি কুত্রিম তাত্ত্বাসন নহে। দামোদরপুরের তাত্ত্বিলিপিগুলির ন্যায় এগুলিও ভূমি বিক্রয়ের দলিল। ফরিদপুরের চারিখানি তাত্ত্বিলিপিতে তিনজন নৃতন রাজাৰ নাম পাওয়া

(৪) Indian Antiquary, Vol. XXXIX, 1910, p. 193 ff.

(৫) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VII, pp. 284-308 ; Vol. X, pp. 425-37.

গিয়াছে । ইহাদিগের নাম ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্ৰ এবং সমাচার দেব । ইহার পূর্বে কোন শিলালিপি, তাত্ত্বিকসন বা মুদ্রায় এই তিনজন রাজাৰ নাম বা বৎসপরিচয় পাওয়া যায় নাই । সম্পত্তি ঢাকা চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী স্থির কৰিয়াছেন যে, কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত, বহপূর্বে কোন অজ্ঞাত স্থানে আবিস্কৃত, দুইটি অবিশুল্ক স্মূৰ্বৰ্ণের মুদ্রায় সমাচারদেবের নাম আছে । ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্ৰের নাম অদ্যাবধি কোন মুদ্রায় পাওয়া যায় নাই । ধর্মাদিত্যের দুইখানি তাত্ত্বিক ফরিদপুর জেলায় আবিস্কৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রথম খানি তাহার তৃতীয় রাজ্যাক্ষের বৈশাখিমাসের পঞ্চম দিবসে প্রদত্ত হইয়াছিল । এই লিপিতে তাহার “মহারাজাধিরাজ, পরমেষ্ঠৰ বা পরমভট্টারক” উপাধি ব্যবহৃত হয় নাই । এই তাত্ত্বিক হইতে জানিতে পারা যায় যে, ধর্মাদিত্যের তৃতীয় রাজ্যাক্ষে মহারাজ স্থানুন্নত গৌড়দেশের এক অংশের শাসনকর্তা ছিলেন এবং তিনি বারকমণ্ডলে জজাব নামক বিষয়পতিকে নিযুক্ত কৰিয়াছিলেন । এই সময়ে বাতভোগ নামক একজন সাধনিক, এটিত, কুলচন্দ্ৰ, গুৰুড়, বৃহচ্ছট, আলুক, অনাচার, ভাষ্ণেত্য, শুভদেব, ষোড়চন্দ্ৰ, অনিমিত্র, গুণচন্দ্ৰ, কালসথ, কুলস্বামী, দুর্ভৰ্ত, সত্যচন্দ্ৰ, অজ্জুন, বঞ্চ, কুণ্ডলিপি প্রভৃতি বিষয় মহত্তরগণকে একত্রাঙ্গণকে দান কৰিবাৰ জন্য একখণ্ড ভূমি ক্রয়াৰ্থ আবেদন কৰিয়াছিল । তাহার আবেদনাঙ্গুসারে পুস্তপাল বিনয়সেনের অবধারণে প্রতিকুল্যবাপেৰ চারদীনার মূল্যাঙ্গুসারে দ্বাদশ দীনার মূল্য গ্রহণ কৰিয়া, তিনকুল্যবাপ পরিমাণ ভূমি, বাতভোগকে প্রদান কৰা হইয়াছিল । এই ভূমি গ্রহণাটিগ্রামে অবস্থিত ছিল । এই

ঞ্চিলাটীর বর্তমান নাম ধুলট, ইহা ফরিদপুর জেলায় ফরিদপুর নগরের চৌকেজোশ উভরপশ্চিমে অবস্থিত।

ধর্মাদিত্যের দ্বিতীয় তাত্ত্বিকিতে তাৰিখ নাই। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ধর্মাদিত্যের রাজ্যকালে নব্যবকাশিকা নামক স্থানে মহাপ্রতীহার উপরিক নাগদত শাসনকর্তা ছিলেন এবং বারকমঙ্গলে গোপালস্বামী বিষয়ের শাসনকর্তা ছিলেন। এই সময়ে বাস্তুদেবস্বামী নামক একব্যক্তি, সোমস্বামী নামক এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবার জন্য, কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয়ের আবেদন করিয়াছিলেন। তাহার আবেদন গ্রাহ হইয়াছিল এবং এই তাত্ত্বিকিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। গোপচন্দের রাজ্যকালের একখানিযাত্ত তাত্ত্বিকি আবিস্কৃত হইয়াছে। ইহা তাহার রাজ্যের উনবিংশবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, উভবর্ষে নব্য-বকাশিকায় মহাপ্রতীহার কুমারামাত্য উপরিক নাগদেব শাসনকর্তা ছিলেন। এই সময়ে বারকমঙ্গলে বিনিযুক্ত বৎসপালস্বামী শাসন-কর্তা ছিলেন। বৎসপালস্বামী স্বয়ং, শুটগোমিদনস্বামী নামক এক ব্রাহ্মণকে দান করিবার জন্য, কিঞ্চিৎ ভূমিক্রয়ের আবেদন করিয়া-ছিলেন। সেই আবেদনানুসারে প্রতিকুল্যবাপের চার দীনার মূল্য অবধৃত হওয়ায়, এককুল্যবাপ ভূমি বৎসপালস্বামীকে বিক্রীত হইয়াছিল এবং তিনি উহা পুত্র পৌত্রাদিজনে ডোগ করিবার জন্য গোমিদন-স্বামীকে দান করিয়াছিলেন। এই ভূমির পূর্বদিকে ঞ্চিলাটীগ্রামের অগ্রহার অবস্থিত ছিল^১।

চতুর্থ তাত্ত্বিকাসনখালি ফরিদপুর জেলায় ধাগরাহাটগ্রামে আবিস্কৃত

(১) Ibid. pp. 199-202.

(২) Ibid. pp. 203-05.

হইয়াছিল এবং উহা এখন ঢাকার চিরশালায় ব্রহ্মিত আছে। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, মহারাজাধিরাজ শ্রীসমাচারদেবের বাজ্যকালে নব্যবকাশিকায় অস্তরঙ্গ উপরিক শ্রীজীবদত্ত শাসনকর্তা ছিলেন এবং তৎকর্তৃক নিযুক্ত বিষয়পতি পবিত্রক বারকমণ্ডলের শাসনকর্তা ছিলেন। এই সময়ে সুপ্রতীকস্থামী নামক একব্যক্তি জ্যোষ্ঠাধিকরণিক দামুক প্রমুখ বিষয়মহত্তরপথের নিকট একধণ্ড ভূমি ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিল এবং তদন্তস্থারে তিনকুল্যবাংশ পরিমাণ ভূমি তাহাকে বিক্রীত হইয়াছিল। এই তাম্রলিপির উক্ত পাঠ বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে^(১)। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত পার্জিটার (Pargetter) ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর পাঠ অধিকতর বিখ্যাসযোগ্য। সম্পত্তি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী পূর্বপ্রকাশিত দ্রষ্টব্য স্বৰ্বর্ণমূদ্রার লিপির নূতন পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। এই দ্রষ্টব্য স্বৰ্বর্ণমূদ্রা কলিকাতার সরকারী চিরশালায় ব্রহ্মিত আছে। উক্ত চিরশালার তালিকায় মৃত ডাঙ্কার শ্রিথ (Dr. V. A. Smith) এই দ্রষ্টব্য মুদ্রার পাঠোকার করিতে পারেন নাই^(২)। লেখক স্বয়ং দ্বিতীয়বার উহার পাঠোকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন^(৩)। কিন্তু ভট্টশালী মহাশয়ের পাঠই অধিকতর বিখ্যাসযোগ্য^(৪)। তাহার মতান্তস্থারে এই দ্রষ্টব্য মুদ্রাই সমাচারদেবের মুদ্রা। মুদ্রা স্বারা সমাচারদেবের অস্তিত্ব প্রমাণ

(১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VII, pp. 476-87.

(২) Ibid. Vol. VI, pp. 429-36; Dacca Review, 1920, p. 87.

(৩) Catalogue of coins in the Indian Museum, Vol. I, p. 120, uncertain No. I, p. 122; uncertain No. I; Catalogue of coins, Gupta dynasties, pp. 149-50.

(৪) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1913-14, p. 260, pl. LXIX. 33-34.

(৫) Dacca Review, 1920, pp. 47-49.

হইতেছে বটে কিন্তু ষাগরাহাটী গ্রামে আবিস্কৃত তাত্ত্বিলিপিটি কুত্রিম। ইহা দামোদরপুরে আবিস্কৃত প্রথম কুমারগুপ্ত, বুধগুপ্ত ও ভাসুগুপ্ত এবং করিদপুরে আবিস্কৃত ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের রাজ্যকালের তাত্ত্বিলিপির অনুরূপ কিন্তু ইহার লিখনকালে লেখক দুই তিনি ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দীর অক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, সমাচারদেবের মৃত্যুর অথবা রাজ্যবসানের পরে কোন ব্যক্তি প্রাচীন তাত্ত্বিলিপি ও তাত্ত্বিলিপির অক্ষর অবলম্বন করিয়া এই তাত্ত্বিলিপিখনি জাল করিয়াছিল। সমাচারদেব নামক একজন রাজা ছিলেন বটে কিন্তু তিনি ধর্মাদিত্য বা গোপচন্দ্রের পূর্বে কি পরে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন তাহা বলিতে পারা যায় না। ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচারদেবের পরে শশাক্তের অভূয়দয় পর্যন্ত গৌড়দেশ সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ অস্থাবধি আবিস্কৃত হয় নাই।

মগধে তৃতীয় কুমারগুপ্তের পরে তাঁহার পুত্র দামোদরগুপ্ত সিংহাসনলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তে হৃণবিজয়ী মৌখরীগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের স্বশিক্ষিত রণতরীশ্বরী বিপর্যস্ত করিয়া-ছিলেন ১৪। প্রাচীন গুপ্তসাম্রাজ্যের অধঃপতনের সময়ে মুখরবংশীয় রাজগণ মধ্যদেশে (যুক্তপ্রদেশে) একটি নৃতন রাজ্যস্থাপন করিয়া-ছিলেন। ইহারা অথবা মুখরবংশের অন্ত কোনও শাখা মগধদেশের দক্ষিণাংশ বিজয় করিয়াছিলেন। বর্তমান গয়াঙ্গেলার বরাবর পর্বতে মৌর্যবংশীয় নরপতি অশোক প্রিয়দর্শী ও তাঁহার পুত্র দশরথ কর্তৃক ঘনিত শুহায়, যজ্ঞবর্ষার পৌত্র, শান্দুল বর্ষার পুত্র, অনন্তবর্ষা কতক-গুলি দেবকার্য্যের অঙ্গুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রথম শিলালিপি শোমশ-খণ্ড-গুহায় উৎকৌর্গ আছে। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, অনন্ত

বশ্রা এই শুহায় এক কঢ়মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ১৫ । দ্বিতীয় শিলালিপি নাগার্জুনী পর্বতে বড়থি শুহায় উৎকর্ণ আছে এবং ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই শুহায় অনন্তবশ্রা হরপার্বতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ১৬ । তৃতীয় শিলালিপিটি গোপীকাশুহায় উৎকৌর্ণ আছে এবং ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, অনন্তবশ্রা এই শুহায় কাত্যায়নীদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সেবার জন্য একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন ১৭ । হর্ষবর্দ্ধন যখন উত্তরাপথ অধিকার করিয়াছিলেন, মৌখরীরাজ্য সেই সময়ে লোপ হইয়াছিল । শেষ মৌখরীরাজ গ্রহবশ্রা হর্ষবর্দ্ধনের ভন্নী রাজ্যশ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া-ছিলেন ১৮ এবং মালবের শুপ্তবংশীয় রাজা দেবগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন ১৯ । দামোদরগুপ্তের কন্তা মহাসেনগুপ্তার সহিত স্থায়ীভৱ (বর্তমান থানেশ্বর) রাজ আদিত্যবশ্রার বিবাহ হইয়া-ছিল ২০ । মহাসেনগুপ্তার পুত্র প্রভাকরবর্দ্ধন সর্বপ্রথমে স্থায়ীভৱ-রাজবংশে সন্তাট (মহারাজাধিরাজ) উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ২১ । দামোদরগুপ্তের পুত্র মহাসেনগুপ্ত লৌহিত্য-তৌরে (ব্রহ্মপুত্রতৌরে) কামরূপরাজ সুস্থিতবশ্রাকে পরাজিত করিয়াছিলেন ২২ ।

এই সময়ে উত্তরাপথের পূর্বাঞ্চলে নবশক্তির উন্মেষ হইয়াছিল এবং

(১৫) Ibid, pp. 222-23.

(১৬) Ibid, pp. 224-25.

(১৭) Ibid. p. 227.

(১৮) হর্ষচরিত, ৪ৰ্থ উচ্চারণ ।

(১৯) Harsa-carita of Bana, Trans, by Cowell and Thomas. p. iii. note I.

(২০) Epigraphia Indica, Vol. VIII, App, p. 12.

(২১) Ibid, Vol. I. p. 72.

(২২) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 203.

মগধ ও গৌড়বাসিগণ অষ্টশতাব্দী পরে পুনরায় উত্তরাপথে একাধিপত্য বিজ্ঞারে প্রস্তাবী হইয়াছিলেন। এই সময়ে গৌড়েশ্বর শশাক পূর্বাঞ্চলের অধিপতি। শশাককে ? তিনি কোনু বংশজ্ঞাত, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় অস্থাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। বাণভট্ট-প্রণীত হর্ষচরিত, চৈনিক-পরিভ্রান্তক ইউরান-চোয়াঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও দুইখানি খোদিতলিপি হইতে আমরা শশাক নামক গৌড়েশ্বরের অস্তিত্ব ও স্থায়ীশ্বরবাজের সহিত তাহার বিবাদের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বঙ্গ ও মগধের নানা স্থানে শশাক ও নরেন্দ্রাদিত্য নামাঙ্কিত স্মৃত্যুদ্ধা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বোক্ত খোদিতলিপিদ্বয়ের মধ্যে প্রথমখানি তাত্রাশাসন ও দ্বিতীয়খানি শিলালিপি। তাত্রাশাসনখানি যান্ত্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং এই তাত্রাশাসনদ্বারা ৩০০ গোপ্তাকে শশাকের রাজ্যকালে, সৈন্যভীত-মাধববর্ম্মা নামক জনৈক সামন্ত নরপতি এক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন ২০। শিলালিপিখানি দক্ষিণ-মগধে রোহিতাখ দুর্গাভ্যন্তরে (বর্তমান রোহতস গড়) পর্বতগাত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা শশাকের মুদ্রার ছাঁচ। যথন ইহা খোদিত হইয়াছিল, তখন শশাক স্বাধীন রাজা নহেন। এই মুদ্রার উর্কদেশে একটি উপবিষ্ট রূপের মুর্তি খোদিত আছে এবং তরিখে “শ্রীমহাসামন্ত শশাকদেবস্ত” উৎকীর্ণ আছে ২৪। শশাকের বহু স্মৃত্যুদ্ধা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রাগুলি মুগ্যান্তুসারে দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথমভাগের মুদ্রা অবিমিশ্রস্মৰণে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল ও দ্বিতীয় ভাগের মুদ্রা কিঞ্চিৎ স্মৃত্যু-মিশ্রিত রূজতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল ২৫। চীনদেশীয় শ্রমণ হিউয়েন-থমং

(২০) Epigraphia Indica, Vol. VI, pp. 144-145.

(২৪) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 284.

(২৫) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I. p. 120, nos. 2-6.

বা ইউয়ান-চোয়াং তাহার ভ্রমণবৃত্তান্তে শশাক্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—“কর্ণস্বর্বরের অধিপতি বৌদ্ধ-ধর্মের প্রবল শক্ত দুষ্টাঙ্গ শশাক্ত কর্তৃক হর্ষবর্দ্ধনের জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্কন নিহত হইয়াছিলেন। শশাক্ত গৌতম বুদ্ধের পদচিহ্নাঙ্কিত পাষাণখঙ্গ বিনাশে অসমর্প হইয়া উহা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ; কিন্তু উহা যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিল। শশাক্ত বুদ্ধগঘার বোধিবৃক্ষ ছেদন করিয়া উহা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা অশোকের বংশধর মগধব্রাজ পূর্ণবর্ষার যত্নে পুনর্জীবিত হইয়াছিল।” এতদ্ব্যতীত চীনদেশীয় শ্রমণের ভ্রমণবৃত্তান্তের নানা স্থানে শশাক্তের বৌদ্ধ বিদ্বেষ ও বৌদ্ধ নির্যাতনের কথা লিপিবদ্ধ আছে ২৬।

বাণভট্ট প্রণীত হর্ষচরিতে উল্লিখিত আছে যে, স্থাণীশ্বররাজ রাজ্য-বর্কন গ্রহ-বর্ষানিহন্তা মালবরাজকে অনায়াসে পরাজিত করিলেও গোড়াধিপ মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া, বিশাস উৎপাদন করাইয়া, তাহাকে স্বত্বনে অন্তর্হীন অবস্থায় একাকী পাইয়া, গোপনে নিহত করিয়াছেন ২৭। কথিত আছে, হর্ষবর্কন বলিয়াছিলেন যে, গোড়রাজ ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি তাত্ত্ব মহাপুরুষকে এইরূপ ভাবে হত্যা করিবে না ২৮। “সেই গোড়াধিম এই কার্য্যদ্বারা কেবল

(২৬) Watter's On—Yuan—Chwang. Vol. I. p. 343; Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. I, p. 210 ff.

(২৭) তত্ত্বাচ হেলানির্জিতমালবানীকমপি গোড়াধিপেন মিথ্যোপচারোপচিত্ত-বিশ্বাসং মুক্তশস্ত্রং একাকিনং বিশ্রকং স্বত্বন এব ভাতরং ব্যাপাদিতমঞ্চৌধীঃ।—হর্ষ-চরিতম্, ষষ্ঠ উচ্চাংস। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংক্ষেপণ—পৃঃ ১৬১।

(২৮) “অবাদীচ গোড়াধিপবর্গহায় কঙ্কালুং মহাপুরুবং.....ঈশ্বশেন সর্বলোক বিগহিতেন মৃত্যুনা শশরেদার্য্যম্”—হর্ষচরিত, পৃঃ ১৬২।

অধ্যাতি সংশয় করিয়াছে” ২১। হৰ্ষচরিতের আৱ এক স্থানে সিংহনাদ নামক মেনাপতি হৰ্ষবৰ্জনকে কহিতেছেন,—“দেব, রাজ্যবৰ্জন দুষ্ট গোড়-ভুজসের দংশনে স্বর্গে গমন করিয়াছেন” ৩০।

রাজ্যবৰ্জনের হত্যাকারী এই গোড়াধিপ কে? হিউয়েন-থ্ৰং বা ইউয়ান-চোয়াং রাজ্যবৰ্জনের হত্যা সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—“প্ৰতাকৰ-বৰ্জনের মৃত্যুৰ পৰে (হৰ্ষবৰ্জনের) জ্যেষ্ঠ ভাতা রাজ্যবৰ্জন সিংহাসনে আৱোহণ কৰিয়া সন্তাবে রাজ্য শাসন কৰিতেছিলেন। এই সময় ভাৱতেৰ পূৰ্বাংশহিত কৰ্ণস্বৰ্ণেৰ রাজা শশাক অনেক সময় তাহার মন্ত্রিগণকে বলিতেন,—‘যদি সীমান্ত প্ৰদেশেৰ রাজা ধাৰ্মিক হয়, তবে স্বৰাজ্যেৰ অকল্যাণ হয়।’ এই কথা শনিয়া, তাহারা রাজা রাজ্যবৰ্জনকে সাক্ষাৎ কৰিতে আহ্বান কৰিয়াছিলেন এবং তাহাকে নিহত কৰিয়া-ছিলেন ৩১।” চীনদেশীয় শ্ৰমণেৰ মতে রাজ্যবৰ্জনেৰ নিহতা কৰ্ণ-স্বৰ্ণেৰ রাজা—কিন্তু বাণভট্টেৰ মতে তিনি গৌড়েৰ। ইউয়ান-চোয়াং বলেন যে, তাহার নাম শশাক, কিন্তু স্বৰ্গগত ডাঃ বুলার (Dr. Hofrat Dr. Buhler) বলেন যে, হৰ্ষচরিতেৰ একখানি পুথিতে রাজ্যবৰ্জন নিহতাৰ নাম নৱেছেন্দুপ্ত লিখিত আছে ৩২। হৰ্ষচরিতেৰ ষষ্ঠ উচ্ছ্঵াসেৰ টীকাকাৰ বলিয়া গিয়াছেন যে, যিনি রাজ্যবৰ্জনকে হত্যা কৰিয়াছেন, তিনি শশাকনামা গোড়াধিপতি ৩৩। হৰ্ষচরিতেৰ আৱ এক স্থানে ভগু

(২১) “নিজগৃহ্যমং জালমার্গপ্রদীপকেন কজ্জলমিবাতিমলিনং কেবলমযশঃ সক্ষিতং গোড়াধৰেন”—Ibid.

(৩০) “দেব দেবভূয়ং পতে নৱেল্লে ছষ্টগোড়ভুজঙ্গজঞ্জাবিতে চ রাজ্যবৰ্জনে বৃত্তেহশ্চিন্ত যহুপ্রাপ্তে ধৰণীধাৰণাপ্যাধুনাহং শেষঃ”—হৰ্ষচরিত, পৃঃ ১৬১।

(৩১) Beal's Buddhist Record of the Western World, Vol. I, p. 210. শুভ ব্ৰহ্মাদ্বাদ চন্দ্ৰেৰ বজ্রাম্বাদ,—গোড়ৰাজমালা—পৃঃ ৮।

(৩২) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 70.

(৩৩) হৰ্ষচরিত—টীকা।

বলিতেছেন যে, রাজ্যবর্ক্ষন শৰ্গাবোহণ করিলে শুশ্নামা জনেক কুলপুত্র
কুশহল (কাশকুজ) অধিকার করিয়াছিলেন ৩৪। এই স্থানে কুলপুত্র
অর্থাৎ অভিজাতসম্পদায়তৃত শুশ্নামা কোন ব্যক্তি কর্তৃক কাশকুজ
অধিকারের উল্লেখ দেখিয়া পঙ্গিতপ্রবর হল অমুমান করিয়াছিলেন যে,
রাজ্যবর্ক্ষনের হত্যাকারী শুশ্নবৎসমৃত ৩৫। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে ঘোষহর
জেলার মহাদেশপুরে অঙ্গনথালি নদীর নিকটে একটি মৃত্যাগে কতকগুলি
আচীন মুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছিল। এই স্থানে দ্বিতীয় চন্দ্রশুশ্ন, প্রথম
কুমারশুশ্ন ও দ্বন্দ্বশুশ্নের কতকগুলি রঞ্জতমুদ্রার সহিত তিনটি সুবর্ণ-
মুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে একটি মুদ্রা শশাক্তের নামা-
ক্ষিত ৩৬। দ্বিতীয় মুদ্রাটি মহাসেনশুশ্নের বংশধরগণের মুদ্রা ৩৭। তৃতীয় মুদ্রাটিতে
“শ্রীনরেন্দ্র বিনত” লিখিত আছে ৩৮। কলিকাতার চিত্রশালায় মিশ্র
সুবর্ণের আর একটি মুদ্রা আছে, তাহা এই মুদ্রা হইতে আকারে বিভিন্ন ;
কিন্তু ইহাকোনু স্থানে আবিস্কৃত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দহসাধ্য ৩৯।
মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ জন আলান অমুমান করেন যে, এই মুদ্রাদ্বয়ও
শশাক্তের মুদ্রা ৪০।

(৩৪) দেবভূং গতে দেবে রাজ্যবর্ক্ষনে শুশ্নামা চ গৃহীতে কুশহলে।—
হৰ্চচিত্রিত, পৃঃ ১১১।

(৩৫) Fitz-Edward-Hall's 'Vasavadatta,' p. 52.

(৩৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXI, p. 401, pl. XII, fig. 12.

(৩৭) পরে বধাহনে ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(৩৮) Indian Museum Catalogue of coins, Vol. I, p. 122, pl. XVI, no. 13.

(৩৯) Ibid, p. 120.

(৪০) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta
dynasties, p. lxiv.

রোহিতাখ দুর্গে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শশাক্ত প্রথমে সম্পূর্ণ রাজ্ঞাপাদি গ্রহণ করেন নাই এবং দক্ষিণ-মগধ তাহার অধিকারভূক্ত ছিল। ইউয়ান-চোয়াঙের অমগ-বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি কর্ণস্মৰণের অধিপতি ছিলেন। কর্ণস্মৰণের বর্তমান নাম রাঙ্গামাটী ইহা মুঁশিদাবাদ জেলার প্রধান নগর বহরমপুরের দক্ষিণে অবস্থিত^(১)। হর্ষচরিত অঙ্গসারে শশাক্ত গৌড়াধিপতি, গৌড় বলিতে উত্তর-বঙ্গ বুঝায় ; স্বত্বাং মগধ, গৌড় ও রাঢ়দেশ শশাক্তের অধিকারভূক্ত ছিল, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। শশাক্তের অপর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত^(২)। হর্ষচরিতের একখানি পুথিতে নরেন্দ্রগুপ্ত নামের উল্লেখ আছে। এতদ্যুতীত হর্ষচরিতের চীকাকার রষ্ট উচ্ছাসের চীকায় এই কথা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্রগুপ্ত নাম দেখিলে বোধ হয় যে, তিনি গুপ্তবংশীয় নরপতি ছিলেন। গুপ্তনামধারী অভিজাতকুলজ কোন ব্যক্তি কর্তৃক রাজ্যবর্কনের মৃত্যুর পরে কান্তকুজ অধিকারের উল্লেখ দেখিয়া পূর্বোক্ত অঙ্গমান যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। তাহার যে সমস্ত মুদ্রা শশাক্ত নামে মুদ্রাফিত, তৎসমূদয়ের এক পার্শ্বে নন্দীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহাদেবের মূর্তি ও অপর পৃষ্ঠে পদ্মাসনে সমাপ্তীন লঞ্চীর মূর্তি আছে^(৩)। প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের স্বর্বর্ণমুদ্রাসমূহের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুই একটি বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও শশাক্তের মুদ্রার সহিত প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের স্বর্বর্ণমুদ্রার বিশেষ সামুদ্র্ঘ আছে। প্রথমতঃ মুদ্রার দ্বিতীয় পৃষ্ঠে কমলাত্তিকা-মূর্তি, দ্বিতীয়তঃ মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠে রাজ্ঞার নাম লিখনের পক্ষতি, গুপ্তমুদ্রার

(১) শৈয়ুক্ত নিরিলনাথ রায়-শ্রীত মুঁশিদাবাদের ইতিহাস, পৃঃ ৮৪-১০৩

(২) Indian Antiquary, Vol. VII. 1878. p. 197.

(৩) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, pp. 147-48.

সহিত শশাক্ষের মুদ্রার তুলনা করিলে এই দ্বিতীয় সামৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গুপ্তসন্তানগণ ভাগবতমতাবলম্বী অর্থাৎ বৈক্ষণেব ছিলেন; কিন্তু শশাক্ষ শৈব ছিলেন, সেই জন্যই বোধ হয়, তাহার মুদ্রায় বৃষত্বাহন মহাদেবের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ গুপ্তবংশীয় সন্তানগণের মুদ্রায় রাজাৰ নাম লিখনকালে একটি অক্ষরের নিম্নে আৱ একটি অক্ষর অঙ্কিত হইত, শশাক্ষের মুদ্রাতেও এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোৱাহৰ জেলায় মহামদপুর গ্রামে ও অজ্ঞাত স্থানে প্রাপ্ত যে দ্বিতীয় খোদিতলিপি আছে, কোন পশ্চিতের মতে তাহার প্রকৃত পাঠ নরেন্দ্ৰাদিত্য। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নরেন্দ্ৰাদিত্য শশাক্ষের “আদিত্য” নাম ছিল। সমুদ্রগুপ্ত ব্যতীত অগ্নাত্য গুপ্তরাজগণের এইরূপ আদিত্য নাম ছিল দেখিতে পাওয়া যায়^{৪৪}। যথা :—চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্ৰমাদিত্য, কুমাৰগুপ্ত মহেন্দ্ৰাদিত্য, সৰ্বগুপ্ত বিক্ৰমাদিত্য, নৱসিংহগুপ্ত বালাদিত্য, চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বাদশাদিত্য ইত্যাদি।

শশাক্ষের রাজ্য ও তাহার বংশপরিচয় সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ লিপিবন্ধ হইল, তাহা হইতে অমুমান হয় যে, তিনি যথের গুপ্তবংশজাত ছিলেন এবং যাসেনগুপ্তের পুত্র অথবা ভাতুপুত্র ছিলেন। যথের গুপ্তরাজবংশ সম্বৰতঃ সন্তান দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দগুপ্ত হইতে উৎপন্ন। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের শেষ দশায় গুপ্তবংশের কোনও ব্যক্তি মালব অধিকার কৱিয়া একটি নৃতনৱাজ্য স্থাপন কৱিয়াছিলেন। মালবের গুপ্তরাজগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীৰ প্রারম্ভ পর্যন্ত মালবে স্বীয় অধিকার অক্ষণ্য রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তবে তাহারা ঘোৰাখৰ্ষদেৰ অথবা প্ৰভাকৰবৰ্জন ও হৰ্ষবৰ্জন প্ৰভৃতি প্ৰবল রাজগণের অধীনত।

স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রভাকরবর্দ্ধন মালবরাজের কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত নামক পুত্রদ্বয়কে মালব হইতে স্থাপীয়ের আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গী নিযুক্ত করিয়াছিলেন^(৪৫)। (গ্রহবর্ণানিহস্তা মালবরাজ দেবগুপ্তের নাম ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক বংশসমূত্ত বলিয়াই, বোধ হয়, শশাঙ্ক দেবগুপ্তের সাহায্যার্থ বঙ্গ হইতে সুদূর কান্তকুজে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। প্রভাকরবর্দ্ধন মালবরাজকে যুক্তে পরাজিত করিয়াও মালবদেশ অধিকার করেন নাই, কিন্তু মালবরাজপুত্রদ্বয়কে স্থাপীয়ের লাইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পরে, উপর্যুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া, দক্ষিণে দেবগুপ্ত ও পূর্বে শশাঙ্ক প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের অতীত গৌরব উদ্ভাব করিতে কৃতসকল হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গৌড়েখর শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের, স্থাপীয়ের রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার অপর কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শশাঙ্ক সমৈলে দেবগুপ্তের সহিত মিলিত হইবার পূর্বেই মালবরাজ বোধ হয়, রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, অথবা নিহত হইয়াছিলেন^(৪৬)। ইতিপূর্বে দেবগুপ্ত কান্তকুজ অধিকার করিয়াছিলেন এবং রাজ্যবর্দ্ধনের ভগিনীগতি গ্রহবর্ণাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া রাজ্যত্বাকে কারাকুল করিয়াছিলেন।) রাজ্যত্বাকে কারাকুল করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না ; কিন্তু বিনা কারণে একজন গুপ্তবংশীয় নরপতি রমণীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইহা বিখ্যাস করিতেও অবুভি হয় না। শ্রীযুক্ত বৰ্মাপ্রসাদ চন্দ অমুমান করেন যে, শশাঙ্কের আদেশানুসারে রাজ্যত্ব কারামুক্ত হইয়াছিলেন^(৪৭)।

(৪৫) হর্ষচরিত, ৪৮ উচ্ছ্বাস, পৃঃ ১০০।

(৪৬) হর্ষচরিত, ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস, পৃঃ ১৬১।

(৪৭) গৌড়রাজবালা, পৃঃ ১০।

দেবগুণের পরাজয়ের পরে রাজ্যবর্দিনের সহিত শশাক্ষের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হর্ষবর্দিনের তাত্ত্বিকসন্দৰ্ভে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজ্যবর্দিন সত্যামুরোধে আরাতি-ভবনে গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ৪৮। হর্ষচরিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গোড়াধিপ তাহাকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করিয়াছিলেন। বাণভট্ট স্থানীয়বর্ষের রাজ্যবংশের অমুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন এবং ইউয়ান-চোয়াং হর্ষবর্দিনের নিকট হইতে নানাবিধ সাহায্য ও উপহার পাইয়াছিলেন। এতদ্যৌতীত চীনদেশীয় শ্রমণ ঘোরতর ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ছিলেন, এই জন্যই রাজ্যবর্দিনের মৃত্যু সম্বন্ধে তাহার উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। যিনি অনায়াসে মালবাধিপকে পরাজিত করিয়াছিলেন ও একাকী দুর্গম পার্কত্য-প্রদেশে দুর্দৰ্শ হৃণজ্ঞাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছিলেন, তিনি যে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় শক্ত-ভবনে গমন করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য উক্তি নহে। রাজ্যবর্দিন মালবরাজকে পরাজিত করিয়া লুঠনলক্ষ দ্রব্যাদি ভঙ্গীর সহিত স্থানীয়বর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পরই শশাক্ষ বোধ হয়, তাহাকে বহু সৈন্য লইয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং অমুমান হয় যে, যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া রাজ্যবর্দিন অবশেষে নিহত হইয়াছিলেন। রাজ্যবর্দিনের মৃত্যুর পরে শশাক্ষ কি জন্য স্থানীয়বর্ষের আক্রমণ করেন নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। রাজ্যবর্দিনের কনিষ্ঠ ভাতা হর্ষবর্দিন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি যত দিন তাহার ভাতার শক্ত-গণকে শাস্তি দিতে না পারিবেন, তত দিন তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা

(৪৮) রাজ্যানন্দ সুধি দৃষ্টবাজ্জিন ইব শ্রীদেবগুণপাদয়ঃ ।

ফুতা যেন কশাপ্রহারবিমুখাঃ সর্বে সমং সংব্যাতাঃ ॥

উৎধায় দ্বিতো বিজিত্য বস্তুধাং কৃতা প্রজানাং প্রয়ঃ

প্রাণামুক্ত বিত্তবান নৰাতিভবনে সত্যামুরোধেন যঃ ॥

—Epigraphia Indica, Vol, I, p. 72, Vol, VI, p. 210.

আহাৰ্য সামগ্ৰী তুলিয়া মুখে দিবেন না ৪১। হৰ্ষবৰ্জনেৰ রাজ্যাভিষেকেৰ সঙ্গে শশাক্তেৰ বিৰুদ্ধে বৌদ্ধধৰ্মাবলম্বিগণেৰ ষড়্যন্ত আৱল্ল হইয়াছিল। হৰ্ষবৰ্জন শশাক্তেৰ বিৰুদ্ধে যুক্ত্যাত্রাকালে কামৰূপৱাজপুত্ৰ ভাস্কৱৰ্মা কৰ্তৃক প্ৰেৰিত হংসবেগ নামক জনৈক দৃতেৰ সহিত সাক্ষাৎ কৱিয়া-ছিলেন। ভাস্কৱৰ্মা হৰ্ষেৰ সহিত সন্ধিস্থত্বে আবদ্ধ হইবাৰ জন্য বহুমূল্য উপচৌকনেৰ সহিত হংসবেগকে প্ৰেৰণ কৱিয়াছিলেন ৪০। হৰ্ষেৰ রাজ্যেৰ প্ৰাৱল্লে স্থাধীশ্বৰ-ৱাজগণেৰ এমন কোন আকৰ্ষণী শক্তি ছিল না যদ্বাৰা আকৃষ্ট হইয়া কামৰূপৱাজগণ ভাৱতেৰ অন্য প্ৰাণ্যে অবস্থিত স্থাধীশ্বৰৱাজ্যেৰ সহিত সন্ধি-বন্ধনেৰ জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই ভাস্কৱৰ্মা পৱৰ্ত্তিকালে অন্ততঃ কিয়ৎকালেৰ জন্য কৰ্মসূৰ্য নগৱ অধিকাৰ কৱিয়াছিলেন, কাৱণ, নিধানপুৱে ভাস্কৱৰ্মাৰ যে তাৰশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে, তাৰা কৰ্মসূৰ্য হইতে প্ৰদত্ত হইয়াছিল। অহুমান হয় যে, কামৰূপ-ৱাজ শশাক্ত কৰ্তৃক পৱাজিত হইয়া অবশেষে স্থাধীশ্বৰ-ৱাজেৰ নিকট সাহায্য প্ৰাৰ্থনা কৱিয়াছিলেন এবং হৰ্ষ ও ভাস্কৱৰ্মাৰ সহিত যুক্তে শশাক্ত অবশেষে পৱাজিত হইয়াছিলেন। শশাক্তেৰ যে সমস্ত সুবৰ্গমুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অপকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট উভয় জাতীয় ধাতুতে অঙ্কিত মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়েশ্বৰ বোধ হয়, দীৰ্ঘ-কাল যুক্ত কৱিয়া অবশেষে অৰ্থাত্বে বহুল পৱিয়াণে রজতমিশ্ৰিত সুবৰ্ণে যুক্তাক্ষণ আৱল্ল কৱিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৬০৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্য-বৰ্জনেৰ মৃত্যু হইয়াছিল। এই সময়ে শশাক্ত কামৰূপ ব্যতীত সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্ব-ভাৱতেৰ অধীশ্বৰ ছিলেন। ৬১৯ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যাৰ দক্ষিণ-স্থিত কোঙোদমণ্ডলে সৈন্যভীত মাধবৰ্মা নামক শশাক্তেৰ জনৈক

(৪১) Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. I, p. 213.

(৪০) হৰ্ষচৰিত, ১ম উচ্চু প।

সামন্তরাজ্যার অধিকার ছিল। ৬৩৬ হইতে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে ইউয়ান-চোয়াং কর্ণসুবর্ণে আসিয়াছিলেন ১), তাহার পূর্বেই শশাক্ষের মৃত্যু হইয়াছে এবং কর্ণসুবর্ণ তখন হর্ষের সাম্রাজ্যভূক্ত, কারণ, ইউয়ান-চোয়াং কর্ণসুবর্ণের কোন নৃতন রাজ্যার নাম উল্লেখ করেন নাই ২)। ৬১৯ হইতে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে শশাক্ষের মৃত্যু হইয়াছিল। হর্ষের সহিত যুদ্ধের শেষভাগে শশাক্ষ বোধ হয়, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট সাহায্য পাইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন দ্বিতীয় পুলকেশী কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন ৩)। ঐতিহাসিক ডিসেন্ট্রিয়াল অঙ্গুয়ান করেন যে, ৬২০ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন চালুক্যরাজ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন ৪)। অঙ্গুয়ান হয় যে, উড়িয়ায়, দক্ষিণ-কোশলে ও কলিঙ্গে হর্ষের সহিত পুলকেশীর সংঘর্ষ হইয়াছিল, কারণ, পুলকেশীর ঐহোলে প্রাপ্ত থোদিতলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হর্ষবর্দ্ধনকে পরাজিত করিবার সময়ে অথবা তাহার পরে পুলকেশীকে কলিঙ্গ ও কোশল জয় করিতে হইয়াছিল ৫)। কলিঙ্গ ও কোশল, কোঙ্গোদ দেশের পূর্বে অবস্থিত ৬)। ৫৫৬ শকাব্দ অর্থাৎ ৬০৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে দ্বিতীয়

(১) Watters' On-Yuan-Chwang, Vol. II, p. 335.

(২) Ibid, p. 191.

(৩) অপরিমিতবিভুতিভীতসামন্তসেনা
অকুটমণিমযুক্তক্ষণাত্তগামারবিদ্মঃ।
মুধি পতিতগঙ্গজ্ঞানীক্ষণীভূতসভূতো
ভগ্নবিগলিতহর্ষে বেন চাকারি হর্ষঃ ॥ ২৩ ।

—Epigraphia Indica. Vol. VI, p. 6.

(৪) V. A. Smith. Early History of India. 3rd. Edition, p. 340.

(৫) গৃহিণাং ষ স্বণ্টলৈক্রমগৃত্বা বিহিতাত্তক্ষিপ্তাল মানভজ্ঞাঃ।
অভ্যন্তু পঞ্জাতভীতিলিঙ্গঃ যদনীকেশ সকোশলাঃ কলিঙ্গাঃ ॥ ২৬ ।

—Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 6.

(৬) Watters' On-Yuan-Chwang, Vol. II, pp. 194-201.

পুলকেশী কর্তৃক হর্ষবর্দ্ধনের পরাজ যুগ্মে কলিঙ্গ ও কোশল বিজয় ঘটিয়াছিল ৪১, কিন্তু ইউয়ান-চোয়াং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তাহার চীনদেশের অত্যাগমনের অব্যবহিত পূর্বে অর্থাৎ ৬৪২ বা ৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে কুমার ভাস্কুলবর্মা তাহাকে কামরূপে আহত করিয়াছিলেন। এই সময়ে হর্ষবর্দ্ধন কোঙ্গোদমঙ্গলে যুদ্ধাভিযান শেষ করিয়া আর্য্যাবর্তে অত্যাবর্তন করিতেছিলেন ৪২ সুতরাং শশাক্তের মৃত্যুর পরে শেলোক্তব-বংশীয় সৈন্যভৌত মাধববর্মা অথবা তাহার পুত্র চালুক্যরাজের সাহায্যে হর্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন।

পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং নানাহানে শশাক্তের বৌদ্ধ-বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধতীর্থ বা বৌদ্ধাচার্যগণের প্রতি শশাক্তের অত্যাচারের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহার প্রথম কারণ এই যে, চৈনিক শ্রমণের ধর্মস্থত অত্যন্ত সক্ষীর্ণ ছিল এবং তিনি স্বধর্মিগণের প্রতি সর্বত্র অথবা পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, শশাক্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও বঙ্গে ও মগধে বহু মন্দির, বিহার, সভ্যারামাদি বিদ্যমান ছিল। ইউয়ান-চোয়াং যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হইত, বৌদ্ধধর্মের বিলোপসাধনে কৃত-সম্পদ হইয়া শশাক্ত যদি বৌদ্ধতীর্থসকলের ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে পরিব্রাজক স্বয়ং শশাক্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গোড়ে, রাঢ়ে ও মগধে সমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ সভ্যারাম ও বিহারাদি দেখিতে পাইতেন না। শশাক্ত কর্তৃক বোধিদ্রূম বিনাশ, কুশীনগরে ও পাটলিপুত্রে বৌদ্ধ-কীর্তি ধর্মস প্রভৃতি কার্য্যের বোধ হয়, অতি কোন কারণ নাই। বৌদ্ধ-ধর্মাশুরক্ত হাথীশুররাজের অনুকূলাচরণের জন্যই বোধ হয় শশাক্ত বুদ্ধগয়া,

(৪১) *Epigraphia Indica*, Vol. VI, p. 3.

(৪২) *Watters' On-Yuan-Chwang*, Vol. I, p. 349.

পাটলিপুত্র ও কৃষ্ণনগরের বৌক্ষয়াজ্ঞকগণকে শাসন করিতে বাধ্য হইয়া-
ছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র পূর্বে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন^(১)।

শশাক্ষের মৃত্যুর পরে তাহার কনিষ্ঠ ভাতা অথবা পিতৃব্যপুত্র মাধব-
গুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। শশাক্ষ যে গুপ্তবংশীয়
ছিলেন, ইহার বহু প্রমাণাভাস পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শশাক্ষ সন্তুতঃ
অগধের গুপ্তবংশজাত ছিলেন, এই অমুমান সত্য হইলে তাহার সম্বন্ধ-
নির্ণয়ে বিশেষ কোন বাধা থাকে না। মহাসেনগুপ্ত কামরূপরাজ সুস্থিত-
বর্ষার সমসাময়িক ব্যক্তি। সুস্থিতবর্ষার কনিষ্ঠপুত্র ভাস্তুরবর্ষা
শশাক্ষের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন; অতএব শশাক্ষ মহাসেনগুপ্তের
জ্যোঢ়পুত্র অথবা পুত্রস্থানীয়। মহাসেনগুপ্তের পুত্র মাধবগুপ্ত, প্রভাকর
বর্ধনের কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ব্যক্তি; শশাক্ষ, প্রভাকরবর্ধন
ও রাজ্যবর্ধনের সমসাময়িক ব্যক্তি; অতএব শশাক্ষ মাধবগুপ্তের
জ্যোঢ়স্থানীয়। এই সকল প্রমাণের ফল অমুমান মাত্র, নৃতন আবিক্ষার
না হইলে শশাক্ষের সহিত মগধের গুপ্তরাজবংশের সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হইবে
না। মাধবগুপ্তের রাজ্যকালে মগধের গুপ্তবংশীয় রাজগণ হর্ষবর্ধনের
সামন্তরূপে পরিগণিত হইতেন। নিধানপুরে আবিস্তুত ভাস্তুরবর্ষার তাত্ত্ব-
শাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত তাত্ত্বশাসন কর্তৃবর্ণবাসক হইতে
প্রদত্ত হইয়াছিল^(২)। ইহা হইতে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য অমুমান
করেন যে, কর্তৃবর্ণ তৎকালে কামরূপরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল^(৩)। ঐতি-
হাসিক ভিস্টেট্রিক্স এই উক্তির সমর্থন করিয়াছেন^(৪), কিন্তু এই
অমুমান যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, কঙ্কাবার বা বাসক শব্দে

(১) পৌড়রাজমালা, পৃঃ ১৩।

(২) Epigraphia Indica, Vol. XII, p. 73,

(৩) বিজয়া, আবাচ, ১০২০ পৃঃ ৬২।

(৪) V. A, Smith, Early History of India, 3rd. Edition. p. 356.

রাজধানী বুঝায় না। সন্তুষ্টঃ ভাস্করবর্ষা শশাঙ্কের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের সময়ে কিয়ৎকাল কর্ণসুবর্গ অধিকার করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে নিধানপুরে আবিষ্কৃত তাত্ত্বিকাসন প্রদত্ত হইয়াছিল। যুদ্ধযাত্রার সময়ে তাত্ত্বিকাসন প্রদানের আরও দুই একটি উদাহরণ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। গাহড়বালবংশীয় কাঞ্চুজুড়ার্জ গোবিন্দচন্দ্র ১২০২ বিজ্রমাদে মুলগণিতে গঙ্গাস্থান করিয়া শ্রীধর ঠকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে একথানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন^(৬০)। গোবিন্দচন্দ্র এই সময়ে নিশ্চয়ই যুদ্ধাভিযান উপলক্ষে মুলগণিতে বা যুদ্ধেরে আসিয়াছিলেন; কারণ, অঙ্গদেশ কথনও গাহড়বাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্যসেনের অকসড় গ্রামে আবিষ্কৃত খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মাধবগুপ্ত হর্ষবর্জনের বন্ধু ছিলেন^(৬১)। এই খোদিতলিপিতে মহাসেনগুপ্তের নামের পরেই মাধবগুপ্তের নাম আছে, ইহাতে শশাঙ্কের নাম নাই। ভিটরী গ্রামে আবিষ্কৃত সম্রাট দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের মুদ্রায় শ্রীগুপ্ত হইতে দ্বিতীয়কুমারগুপ্ত পর্যন্ত সমস্ত গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের নাম আছে, কেবল কন্দগুপ্তের নাম নাই^(৬২)। ইহাতে প্রথম কুমারগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র কন্দগুপ্তের নামের পরিবর্তে তাহার কনিষ্ঠভাতা পুরগুপ্তের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কন্দগুপ্তের নাম লোপের দ্বাইটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম কারণ অপত্যাভাব, দ্বিতীয় কারণ ভাতৃবিরোধ। প্রথম কারণটি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, কেহ কেহ অসুম্যান করেন যে,

(৬০) *Epigraphia Indica.* Vol. VII, p. 98.

(৬১) *Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. III. p. 204.

(৬২) *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1889, part I. p. 89.

ତୃତୀୟ ଚଞ୍ଚଗୁଣ ଦାନଶାଦିତ୍ୟ, ବିଷୁଞ୍ଚଗୁଣ ଚଞ୍ଚାଦିତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ରାଜଗଣ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ବଂଶଧର ୧୧ । ପଞ୍ଚାଙ୍ଗରେ ଅଞ୍ଚାଣ୍ଠ ତାତ୍ରଶାସନେ ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଯାଏ ଯେ, ଆତୁବିରୋଧ ନା ଥାକିଲେ ଜ୍ୟୋତି ଆତା, ଏହନ କି ଜ୍ୟୋତି ଆତାର ପୁତ୍ରେର ନାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଆତାର ତାତ୍ରଶାସନେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଆଛେ । ନିଧାନପୁରେର ଆବିଷ୍ଟ ଭାସ୍ତ୍ରବର୍ଷାର ତାତ୍ରଶାସନେ ତୀହାର ଜ୍ୟୋତି ଆତା ଶୁଦ୍ଧତିତ୍ତବର୍ଷାର, ୧୨ ମଧୁବନ ଓ ବିଶ୍ୱରୋଧ ପାଇସ୍ବଦ୍ୟେ ଆବିଷ୍ଟ ହସ୍ତବର୍କନେର ତାତ୍ରଶାସନରେ ରାଜ୍ୟବର୍କନେର ନାମୋଳେଖ ୧୩ ଏବଂ ମନହଳି ଗ୍ରାମେ ଆବିଷ୍ଟ ମନପାଲଦେବେର ତାତ୍ରଶାସନେ ତୀହାର ଜ୍ୟୋତି ଆତା କୁମାରପାଲ ଓ ଭାତୁମ୍ପତ୍ର ତୃତୀୟ ଗୋପାଲେର ନାମୋଳେଖ ଏହି ୧୪ ଅନୁମାନେର ପ୍ରମାଣସ୍ଵରୂପ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହିତେ ପାରେ ।

ଇଉନ୍‌ନ୍-ଚୋଯାଃ ବାରାଣସୀ ହିତେ ମହାସାରନଗର (ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାର ନିକଟସ୍ଥିତ ମାସାର ଗ୍ରାମ) ଏବଂ ମହାସାର ହିତେ ବୈଶାଲୀ ନଗରେ ଗମନ କରିଯାଇଲେନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜଃଫରପୁର ଜେଲାର ଦଶକ୍ରୋଷ ଦୂରବତୀ ବସାଚ ଗ୍ରାମ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଶାଲୀ ନଗରେର ଧ୍ୱନ୍ସାବଶ୍ୟ ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଯାଏ ୧୫ । ଇଉନ୍‌ନ୍-ଚୋଯାଃ ଯେ ସମୟେ ବୈଶାଲୀ ଦର୍ଶନ କରିଯାଇଲେନ, ମେ ସମୟେ ନଗର-ଧ୍ୱନ୍ସୋତ୍ସୁଖ । ବୈଶାଲୀ ନଗରେ ଯେ ହୃଦେର ତୀରେ ଏକଟି ବାନର ବୁନ୍ଦେବକେ ଏକପାତ୍ର ମଧୁ ଅର୍ପଣ କରିଯାଇଲି, ମେହି ହୃଦେର ତୀରେ, ଚୈନିକ ଅମଗ ସନ୍ତାଟ

(୬୬) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. cxxxvi.

(୬୭) Epigraphia Indica, Vol. XII, p. 73-74.

(୬୮) Epigraphia Indica, Vol. I, p. 72 ; Vol. IV, p. 210.

(୬୯) ଶ୍ରୀମୁଖ ଅକ୍ଷସକୁମାର ମୈତ୍ରେର ସଙ୍କଳିତ ଗୌଡ଼ବଳ୍ଲେଖମାଳା, ପୃଃ ୧୧୨ ।

(୭୦) Annual Report of Archaeological Survey of India, 1903-4, p. 81.

ଅଶୋକ କର୍ତ୍ତ୍ତକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକଟି ବୃଦ୍ଧ ଶିଳାସ୍ତଂତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିଯାଇଲେମ । ମେ ମଧ୍ୟେ ବୈଶାଲୀ ନଗରେ ଆକ୍ରମ, ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ତିନ ସମ୍ପଦାମ୍ଭେରଇ ମନ୍ଦିର ଓ ମଠ ଛିଲ ; କିନ୍ତୁ ଦିଗଭର ଜୈନ-ସମ୍ପଦାମ୍ଭେର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଛିଲ । ଇଉଁନ୍-ଚୋଯାଂ ଲିପିବନ୍ଦ କରିଯା ଗିଯାଛେନ, ବୈଶାଲୀ ହିତେ ଦୁଇ କ୍ରୋଷ ଦୂରେ ଏକଟି ସ୍ତୁପ ଆଛେ, ଏହି ହାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ହ ବିନୟ ଓ ଅଭିଧର୍ମପିଟକ ସଂଗ୍ରହ କରିଯାଇଛେ । ପରିଆଜକ, ବୈଶାଲୀ ହିତେ ବଞ୍ଜି-ଦେଶ ଓ ନେପାଲ ଭରଣ କରିଯା ମଧ୍ୟେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଯାଇଲେମ । ତଥନ ମଗଧଦେଶେର ଅବଶ୍ୱା ଅତି ଶୋଚନୀୟ, ନଗରମୂହ ଜନଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ପାଟଲିପୁତ୍ରନଗରୀ ଖପଦମ୍ବଳ ଅରଣ୍ୟ । ତଥନ ମଧ୍ୟେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମେର ଅପ୍ରତିହତ ପ୍ରଭାବ ; ଆକ୍ରମାଧର୍ମେର ଏକଶତ ଦେବମନ୍ଦିରର ଛିଲ ନା । ପାଟଲିପୁତ୍ର ନଗର ଗଞ୍ଜାତୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଛିଲ ଏବଂ ଇହାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷେର ପରିଧି ସମ୍ପର୍କୋଶେର ଅଧିକ । ପାଟଲିପୁତ୍ରେର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷେର ମଧ୍ୟେ ଚୀନଦେଶୀୟ ଶ୍ରମ୍ଯ ମୌର୍ୟସାମାଟିଗଣେର ପୁରାତନ ପ୍ରାସାଦ, ଅଶୋକ-ନିର୍ମିତ ଦୁଇ ତିନଟି ଶିଳା-ସ୍ତଂତ୍ର ଏବଂ ବହୁ ମନ୍ଦିର, ବିହାର, ମଜ୍ଜାରାମାଦିର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଯାଇଲେମ । ଏହି ହାନେ ତଥନ ଏକଟି ଖୋଦିତଲିପିଯୁକ୍ତ ଶିଳାସ୍ତଂତ୍ର ଓ ପାଷାଣ-ଧରେ ଅକ୍ଷିତ ଗୋତମ ବୁଦ୍ଧେର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଯାଇତ ଏବଂ ଏହି ହାନେ ଇଉଁନ୍-ଚୋଯାଂ କୁରୁଟାରାମ ବା କୁରୁଟପାଦବିହାରେର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଯାଇଲେମ । ଇଉଁନ୍-ଚୋଯାଂ ପାଟଲିପୁତ୍ର ହିତେ ଗ୍ୟା ଏବଂ ଗ୍ୟା ହିତେ ବୃକ୍ଷଗ୍ୟାଯ ଗମନ କରିଯାଇଲେନ, ଗ୍ୟା ନଗର ତଥନ ଆକ୍ରମ-ପ୍ରଧାନ ଛିଲ । ତଥନ ବୃକ୍ଷଗ୍ୟାଯ ମହାବୋଧିବିହାରେର ବହିର୍ଦେଶେ ସିଂହଲେର ଜୈନେକ ଭୂତପୂର୍ବ ଅଧିପତି-ନିର୍ମିତ ଏକଟି ବୃଦ୍ଧ ସଜ୍ଜାରାମ ଛିଲ ; ଇହାତେ ସହସ୍ରାଧିକ ମହାଧାନମତ୍ତାବୁଦ୍ଧି ଭିକ୍ଷୁ ବାସ କରିଲେନ । ତଥନ ପ୍ରତି ସଂସର ବର୍ଣ୍ଣବାସେର ଶୈଖେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେର ଭିକ୍ଷୁ ଓ ଅମଗଗନ ଏହି ହାନେ ଆସିଯା ସମ୍ପାଦକାଳ ଉସବେ ନିମିଶ ଥାକିଲେନ । ମହାବୋଧି ହିତେ ଇଉଁନ୍-ଚୋଯାଂ

গুরুপাদ পর্বতশীর্ষে (বর্তমান গুৱামা) মহাকাশ্চপের সমাধি-স্থান দর্শন ১১ করিয়া প্রাচীন মগধের ভূতপূর্ব রাজধানী রাজগৃহে গমন করিয়াছিলেন; তখন রাজগৃহ অনশ্বত্ত মরুভূমি। রাজগৃহ হইতে ইউয়ান-চোয়াং নালন্দায় গমন করিয়াছিলেন এবং সর্বসমেত সেই স্থানে দুই বৎসর কাল বাস করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখন নালন্দার সজ্ঞারামসমূহে সহশ্র সহশ্র ভিক্ষু বাস করিতেন। নানা দেশ হইতে বিদেশীয় ছাত্রগণ অধ্যয়নার্থ নালন্দায় আসিত। ইউয়ান-চোয়াংএর অবস্থানকালে সমতট দেশের রাজপুত্র মহামতি শীলভদ্র নালন্দা মহাবিহারের মহাস্থবির ছিলেন। চীনদেশীয় শ্রমণ শীলভদ্র ব্যতীত ধৰ্মপাল, চজ্ঞপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র ও জ্ঞানচন্দ্র নামধেয় নালন্দাবাসী মহাপণ্ডিতগণের নামোর্জেখ করিয়া গিয়াছেন। স্থিরমতি-প্রগীত ‘মহাযানাবত্তারকশাস্ত্র’ নামক গ্রন্থ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে চীনভাষায় অঙ্গুদিত হইয়াছিল এবং তাহার দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘মহাযানধর্মধারাবিশেষতাশাস্ত্র’ ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে চীনভাষায় অঙ্গুবাদিত হইয়াছিল ১২। জিনমিত্র বোধিসত্ত্ব, সর্বাস্তিবাদীয় সম্প্রদায়ের বিনয়পিটক সমক্ষে একথানি বহুমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নাম ‘শূলসর্বাস্তিবাদ-নিকায়-বিনয়-সংগ্রহ’ এবং পরিৱ্রাজক ই-চিঙ্ ইহা চীনভাষায় অঙ্গুবাদ করিয়াছিলেন ১০। অঙ্গদেশে চম্পা নগরে ইউয়ান-চোয়াং বহু সজ্ঞারামের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছিলেন। তিনি

(১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal
New Series, Vol. II, pp. 77-83.

(২) Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist
Tripitaka, by Bunyiu Nanjio, p. 275, No. 1253 ; p. 278, No. 1243.

(৩) Ibid, p. 249. No. 1127.

গৌড়ে পৌও বৰ্জন, পূর্বদেশে সমতট, রাঢ়ে কৰ্ণস্বৰ্গ ও স্বৰ্মে তাৰলিষ্ঠি দৰ্শন কৰিয়াছিলেন। তাহাৰ সময়ে পৌও বৰ্জনে বিংশতি বৌজসজ্যারাম ও শতাধিক দেৱমন্দিৰ ছিল। এই স্থানেও তিনি বহু দিগন্বৰ সম্প্ৰদায়-স্তুতি জৈন দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমতটে কিঞ্চিদভিক ত্ৰিংশতিটি সজ্যারাম ও শতাধিক দেৱমন্দিৰ ছিল। সমতটদেশ সমুজ্জৰ্তীৱে অবস্থিত এবং এই স্থানেও বহু দিগন্বৰ জৈন পৱিত্ৰ হইয়াছিল। সমতটেৰ পূৰ্বে শ্ৰীক্ষেত্ৰ (বৰ্ণমান প্ৰোম), কমলাক বা কামলকা (বৰ্ণমান পেণ্ড), দ্বাৰাৰাবতী (শামদেশেৰ প্ৰাচীন রাজধানী আয়ুধা বা অযোধ্যাৰ প্ৰাচীন নাম), ঘৰপতি ও ঈশানপুৰ (পূৰ্বে কাহোজ বা কাহোড়িয়া নামক পাঁচটি প্ৰদেশ ছিল। এই প্ৰদেশগুলিৰ পূৰ্বে মহাচল্পা (বৰ্ণমান কোচিন চীন ও আনাম) দক্ষিণপূৰ্বে যমনষ্টীপ বা ঘৰষ্টীপ (?) অবস্থিত ছিল। তাৰলিষ্ঠি সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে বহু দেৱমন্দিৰ ও দশটিমাত্ৰ বৌজস সজ্যারাম ছিল। কৰ্ণস্বৰ্গে দশটি) সজ্যারামে সমুত্তীয় সম্প্ৰদায়েৰ প্ৰায় দ্বিশত্ত্ব ভিত্তি বাস কৱিতেন। কৰ্ণস্বৰ্গ নগৱে পঞ্চাশটি দেৱমন্দিৰ ছিল এবং এই স্থানে নানাধৰ্মাবলম্বী লোক বাস কৱিত। ইহাৰ নিকটে রক্তমুক্তিৰ সজ্যারাম অবস্থিত ছিল ও নগৱমধ্যে অশোক-নিৰ্মিত কঘেকটি স্তুপ বা চৈত্য ছিল ১০।

শ্ৰীমতীদেবী নামী পঞ্চীৰ গৰ্ভজাত মাধবগুপ্তেৰ আদিত্যসেন নামক পুত্ৰ তাহাৰ মৃত্যুৰ পৰে মগধেৰ সিংহাসনে আৱোহণ কৱিয়াছিলেন ১১। প্ৰকৃতত্ববিদ্যুগল অহুমান কৱেন যে, ৬৪৬ অথবা ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হৰ্বৰ্জনেৰ মৃত্যু হইয়াছিল ১২। হৰ্বৰ্জনকে হত্যা কৱিয়া অৰ্জুন বা অৰ্জুনাখ

(১০) Watter's On-Yuan-Chwang, Vol. II, pp. 63-193.

(১১) Epigraphia Indica, Vol. VIII, App. p. 10.

(১২) V. A. Smith, Early History of India, 3rd. Edition, p.

নামক তাহার জনৈক অমাত্য কান্তকুজ্জের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে মাধবগুপ্ত অথবা আদিত্যসেন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। অফসড গ্রামে আদিত্যসেনের একখালি খোদিতলিপি আবিষ্ট হইয়াছিল। ইহা হইতে অবগত হওয়া ঘায়ে, আদিত্যসেন একটি বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পত্নী কোণদেবী একটি পুষ্টিরিণী খনন করাইয়াছিলেন।^{১১} এই খোদিতলিপি গৌড়বাসী শৃঙ্খলিব কর্তৃক রচিত বা উৎকীর্ণ হইয়াছিল^{১২}। হর্বর্জন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অব্দের ৬৬ সম্বৎসরে ৬৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে সালপক্ষ নামক জনৈক বলাধিকৃত (সেনাপতি) কর্তৃক একটি শৰ্দ্যাবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল^{১৩}। আদিত্যসেনের রাজ্যকালের এই খোদিতলিপিষয় বর্তমান সময়ে অনুশৃঙ্খলিত হইয়াছে। মন্দার পর্বতে আদিত্যসেনের পত্নী পরমভট্টারিকা রাজ্ঞী মহাদেবী কোণদেবী দুইটি পুষ্টিরিণী খনন করাইয়াছিলেন^{১৪}। এতস্যাতীত ঝাড়খণ্ডে (দেওঘর) বৈষ্ণনাথদেবের মূল মন্দিরের প্রাচীরে সংলগ্ন দ্বাদশ শতাব্দীর একখালি খোদিতলিপিতে আদিত্যসেন ও তৎপত্নী কোণদেবীর (কোণদেবীর) নাম আছে^{১৫}। আদিত্যসেনের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র দেবগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দেবগুপ্ত ব্যতীত আদিত্যসেনের আর এক কন্তা ছিলেন, তাহার সহিত মৌখিকবিংশীয় নরপতি ভোগবর্ষার বিবাহ হইয়াছিল^{১৬}। দেবগুপ্তের পত্নীর নাম কমলাদেবী এবং তাহার

(১১) *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol III, p. 202 5.

(১২) *Ibid*, p. 210.

(১৩) *Ibid*, p. 212.

(১৪) *Ibid*, p. 213.

(১৫) *Indian Antiquary*. Vol, IX, p. 178.

পুঁজের নাম বিজ্ঞপ্তি। বিজ্ঞপ্তের পঞ্জীয় নাম ইঙ্গাদেবী এবং ঠাহার পুঁজের নাম জীবিতগুপ্ত। এই দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের রাজ্যকালে বক্ষণিকা (বর্তমান নাম দেওবনারক) গ্রাম বরুণবাসী মন্দিরদেবতার পূজার নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। এই গ্রাম পূর্বে বালাদিত্যদেব অর্থাৎ সন্ধাট নরসিংহগুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল, তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইহা শর্করবর্দ্ধা ও অবস্তুবর্দ্ধা কর্তৃক বরুণবাসী দেবতার পূজার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল ১২। শর্করবর্দ্ধা ও অবস্তুবর্দ্ধা উভয়েই মৌখরী-বংশজাত। শর্করবর্দ্ধা মৌখরিবাজ ঈশানবর্দ্ধার পুত্র ১৩ এবং দামোদরগুপ্তের সমসাময়িক ব্যক্তি। দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের পরবর্তী গুপ্তবংশজাত অন্ত কোন নরপতির নাম অচ্ছাবধি আবিষ্ট হয় নাই। কোন সময়ে দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। অমুমান হয় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষপাদে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে মগধের গুপ্তরাজবংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশের নানাস্থানে কলগুপ্তের মুদ্রার অমুক্তপ স্থবর্গমুদ্রা আবিষ্ট হইয়াছে। যশোহর জেলায় মহামদপুর গ্রামে এই জাতীয় একটি মুদ্রা আবিষ্ট হইয়াছিল ১৪। ঢাকার নিকটে আর একটি মুদ্রা আবিষ্ট হইয়াছিল ১৫। ফরিদপুরে কোটালিপাড় গ্রামে ঝটেক কুবকের নিকটে এই জাতীয় আর একটি মুদ্রা আছে ১৬। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কোটালিপাড় গ্রামে এই জাতীয় আর তিনটি মুদ্রা আবিষ্ট হইয়াছিল। বগুড়া জেলায়

(১২) *Corpus Inscriptiōnum Indicarum*, Vol. III, pp. 225-26.

(১৩) *Ibid*, p. 220.

(১৪) *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1852, p. 401, pl. xii, 10.

(১৫) *Ibid*, New Series, Vol. VI, p. 141.

(১৬) *Ibid*, p. 141.

আবিষ্কৃত এই জাতীয় একটি মুদ্রা রঙপুর সভপুরিণীর অস্ততম ভূম্য-ধিকারী রায় শ্রীযুক্ত মহুজ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুরের নিকটে আছে ১১। লগনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই জাতীয় তিনটি মুদ্রা আছে ১২; কিন্তু তাহা কোন কোন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। স্বর্গীয় পশ্চিম উইলসন (H. H. Wilson) এই জাতীয় আর একটি মুদ্রার চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন ১৩। শিক্ষাবিভাগের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্টন প্রথমে অহুমান করিয়াছিলেন যে, এই মুদ্রাগুলি ক্ষন্ড-গুপ্তের মুদ্রা ১৪। কিন্তু তিনি পরে স্বীকার করিয়াছেন যে মুদ্রাগুলি পরবর্তীকালের মুদ্রা ১৫। মুদ্রাতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত জন আলানের অতারুসারে এই মুদ্রাগুলি বঙ্গদেশের প্রচলিত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মুদ্রা ১৬। সম্ভবতঃ শশাক্তের মৃত্যুর পর মাধবগুপ্ত ও তাঁহার বংশধরগণ এই জাতীয় মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন।

এই জাতীয় অনেকগুলি মুদ্রার সংক্ষান সম্পত্তি ঢাকা চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী সংগ্রহ করিয়া ঢাকা রিভিউ-পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

১। কোটালিপাড় থানার অর্কেক্রোশ পুরো অবস্থিত কঙ্গেখা নামক

(১) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1913-14, p. 258., pl. LXIX. 29-30.

(২) British Museum Catalogue of Indian coins, Gupta dynasties, pp. cvii, 154 ; pl. xxiv. 17-19.

(৩) Ariana Antiqua, pl. xviii, 20.

(৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. VI, p. 143.

(৫) Ibid, note 1.

(৬) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. cvii.

স্থানে আবিষ্ট একটি স্বর্গমুদ্রা, ইহা তারাসী নিবাসী শ্রীযুক্ত মদন-মোহন লাহা কর্তৃক ঢাকা চিত্রশালায় উপহার প্রদত্ত হইয়াছে।

২। ঢাকা জেলায় সাভার গ্রামে আবিষ্ট আর একটি মুদ্রা, ইহা সাভারের নিকটবর্তী পুরান ভাটপাড়ায় আবিষ্ট হইয়াছিল।

৩। পুরান ভাটপাড়ায় আবিষ্ট এই জাতীয় আর একটি স্বর্গ মুদ্রা।

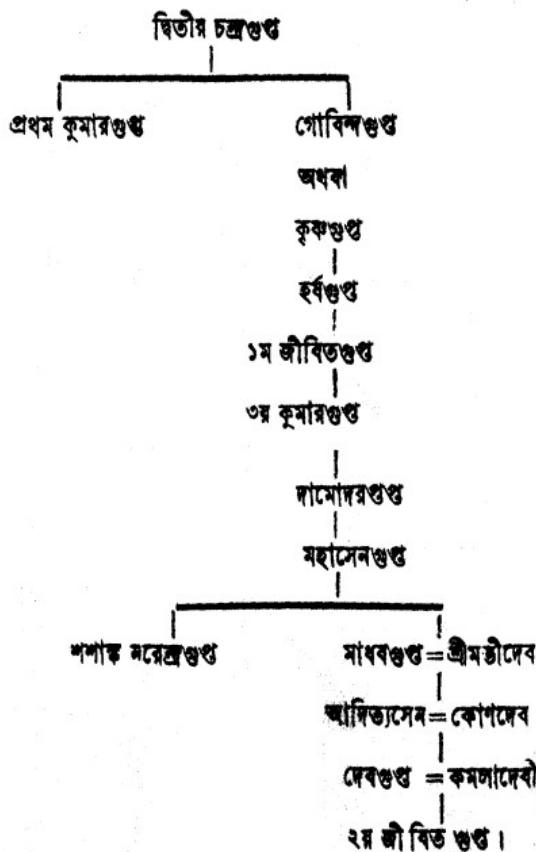
৪। সাভারের নিকট কাটাগঙ্গার দক্ষিণ পূর্বে রাজাসনে আবিষ্ট এই জাতীয় আর একটি স্বর্গ মুদ্রা।

৫। সাভারে আবিষ্ট এই জাতীয় আর একটি স্বর্গ মুদ্রা, ইহা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বস্ত্র নিকটে আছে।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতামুসারে এই জাতীয় মুদ্রায়, অন্ততঃ এই জাতীয় কতকগুলি মুদ্রায় “শ্রীসুধাঙ্গাদিত্য” লিখিত আছে, কিন্তু তাহার এ অঙ্গমান সম্পূর্ণ অস্তুলক ১০।

পরিশিষ্ট (ষ)

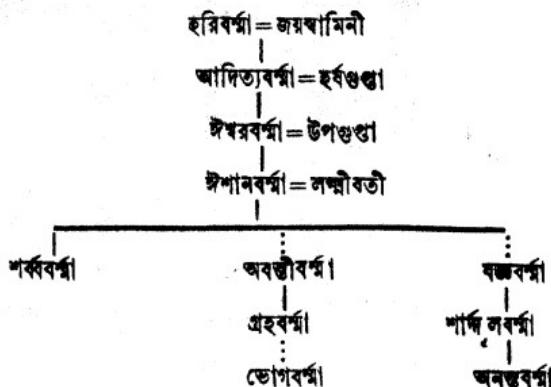
বিতোয় গুপ্তরাজবংশ (অফসড় ও মেওবরনাৰ্কেৱ খোদিত লিপি হইতে) :-



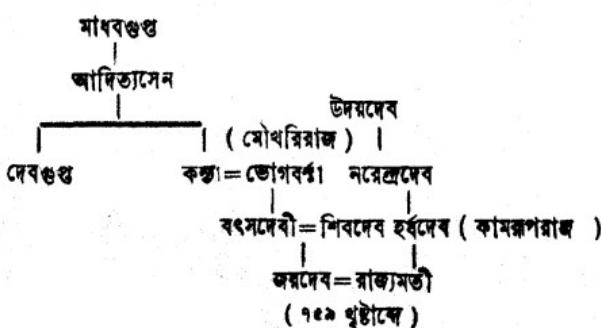
১২০৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তাই ইক বৈলালীৰ অংসোবশেৱ বৰবকালে একটি শৃংগৰ শৃঙ্গাৰিকাৰ কৰিয়াছিলেন। এই শৃঙ্গা হইতে আবগত হওৱা থাৰ বে, বিতোয় চক্ৰগুপ্তেৰ

ପଞ୍ଚୀ ପ୍ରଦୟାମିନୀର ଗୋବିଲକୁଣ୍ଡ ନାମକ ଆର ଏକଟି ପୁତ୍ର ହିଲ । ଡାଙ୍ଗାର ତୁଳ ଅଶ୍ଵମାନ କରେମ ବେ, ଏହି ଗୋବିଲକୁଣ୍ଡ ଓ ମନ୍ଦିରର ଶୁଦ୍ଧିରାଜବଂଶେର ଆଦିପୁରୁଷ କୃକୁଣ୍ଡ ଏକଇ ବ୍ୟକ୍ତି ।

ମୌଖିକ ରାଜବଂଶ :—



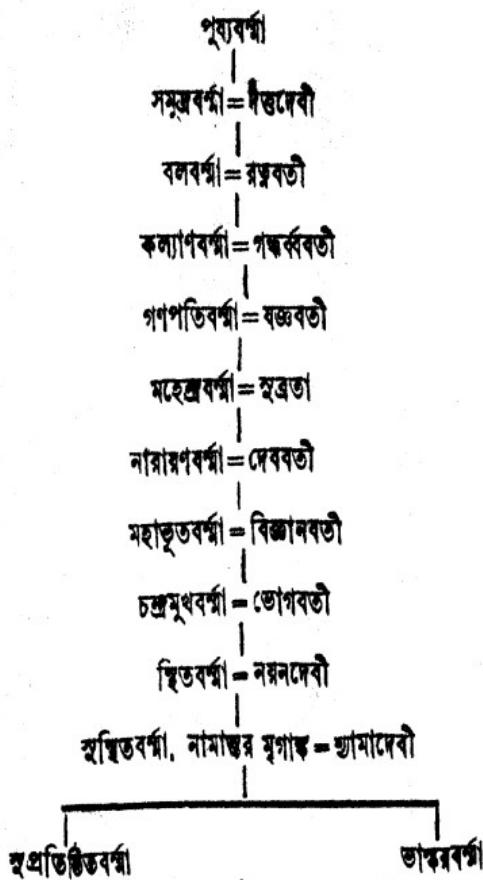
ଆଦିତ୍ୟସେନେ ଦୌହିତୀ ବନ୍ଦମେଦୀର ସହିତ ନେପାଳେର ଶିଳ୍ପବିଭାଗର ଶିବଦେବର ବିବାହ ହେଲାଛି । ଶିବଦେବର ପୁତ୍ର ଜୟମେଦୀର ସହିତ କାମରାଗରାଜ ହରଦେବର କଞ୍ଚା ରାଜମତୀର ବିବାହ ହେଲାଛି ।



পঞ্চম পরিচেষ্ট।

১২৩

নিখানপুরে আবিষ্ট কামৰূপীয় ভাস্তুরবর্ণার তাৰিশাসনে ভগৱত্বংশীয় মাজগণের
বৎস পরিচয় পাওৱা গিয়াছে :—



১৯১৫ খ্রষ্টাব্দের বার্ষ মাসে শুক্র অন্দেশের বড়বাকী জেলার হকার্ডারে একখণ্ডি
শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা মৌখ্যরীবলৈর ঈশানবর্ণার রাজ্যকালে ৬১১ বিজ্ঞানে
উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই শিলালিপিতে হরিবর্ণা, তৎপুত্র আদিত্যবর্ণা, তৎপুত্র ঈশ্বরবর্ণা,
তৎপুত্র ঈশানবর্ণা এবং তৎপুত্র শূর্যবর্ণার উল্লেখ আছে। এই শিলালিপির অবোধশ
স্তোক হইতে জানিতে পারা যাব যে, ঈশানবর্ণা অক্ষ, শূলিক এবং সমুজ্জ্বলীরবাসী
গোড়গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।^{১)}

বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথমভাগের অথব সংক্ষরণের ১৫ পৃষ্ঠার উল্লিখিত সমতটের
পূর্বদিকে অবস্থিত শ্রীক্ষেত্র, কামলকা বা কমলাক, দ্বারাবতী, মহাচল্পা, ঈশানপুর
ও বৰবৰ্ষ এই ছয়টি অন্দেশের বর্তমান অবস্থান সবকে মহামহোপাধ্যায়ার শ্রীবৃক্ষ পদ্মনাথ
ভট্টাচার্য বিজ্ঞাবিলোচন মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকার একটি অবক্ষ প্রকাশ
করিয়াছেন^{২)}। এই অবক্ষে লেখক বাঙ্গালার ইতিহাসে এই ছয়টি মেশের বর্ণেগুলু
অবস্থান নির্ণয় হয় নাই ইহাই অমান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিজ্ঞাবিলোচন মহাশয়
তাহার বাঙ্গালা অবক্ষ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বিলাতের Royal Asiatic Society
পত্রিকার বিভাগীয়ার মুক্তিত করিয়াছেন^{৩)}। ইংরাজী অবক্ষে বাঙ্গালার ইতিহাসের
উল্লেখ নাই তবে উভয় অবক্ষের মাঝ একই: “সমতটের পূর্বে” “To the East of
Samatata”。 এই অবক্ষে বিজ্ঞাবিলোচন মহাশয় অমান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে
শ্রীক্ষেত্র বর্তমান কুমিল্লা, ঈশানপুর পথিপুর রাজ্যে অবস্থিত, বিজুপুর এবং মহাচল্পা
অন্দেশে ভাস্মোবগরের দিকটে অবস্থিত সম্পৰ্কাগো। বিজ্ঞাবিলোচন মহাশয়ের ইংরাজী
অবক্ষ প্রকাশিত হইবার পরে ফরাসী প্রফুল্লবিদ লুই ফিনো (Louis Finot) স্ট

অমান করিয়াছেন যে, মহামহোপাধ্যায়ার শ্রীবৃক্ষ পদ্মনাথ বিজ্ঞাবিলোচন মহাশয়ের এ সবক্ষে
নৃত্ব কথা কিছুই বলিতে পারেন নাই (In conclusion, I am bound to say
that the paper of Mr. P. B. V. leaves the question unchanged, and
that the identifications previously accepted are just as firmly estab-

(১) Epigraphia India, Vol. XIV, pp. 110-20.

(২) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা ১৯৩ ভাগ, পৃঃ ১-১৮।

(৩) Journal of the Royal Asiatic Society 1920, pp. 1-19.

lished as ever) : । শ্রীবুক্ত কিমো এসাম করিয়াছেন বে, যথামহোগাধ্যায় শ্রীবুক্ত পদ্মরাধ ভট্টাচার্য বিজ্ঞাবিলোক মহাশয় মাত্র শব্দসামৃদ্ধের উপর নির্ভর করিয়া এবং গত অর্জনশালীর সধ্যে ফরাসী অঙ্গত্ববিলক্ষণ এই সকল ঘেশের অবস্থান স্বরকে বে সম্মত উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা না পড়িয়াই নৃত্য করিয়া অবস্থাম বির্তু কার্যে ভূতি হইয়াছিলেন : —

It may be seen at once that Mr. P. B. V. has taken no notice whatever of the laws of phonetic correspondence which rule the transcription of Indian words into Chinese, and that he allows himself to be guided in his parallels by the vaguest analogies of sound. Such a process takes us back to sixty years ago, before Stanislas Julien had published his *Methode pour deciffer et transcrire les noms sanscrits qui se rencontrent dans les livres chinois* (Paris 1861). Still less does he take into account the improvements which Julien's method has received at the hands of such scholars as Professors Sylvain Levi and Paul Pelliot. It is quite unnecessary to insist on the fact—evident to any informed reader—that the above equivalents do not conform in any way to the present conditions of philology and are phonetically untenable.

From an historical point of view the innovation does not look more successful. Generally speaking, a theory which pretends to overthrow an admitted one is based either on the discovery of new evidence or on a new interpretation of the older one. But, as to Mr. P. B. V.'s theory, we suspect that it has no other foundation than an insufficient knowledge of existing documents. It would be long and unnecessary task to discuss its arguments

(s) Ibid. p. 452

(*) Ibid. pp. 449-52.

in detail ; we should be obliged to refer to several elementary principles of method and to some notorious facts with which the distinguished Professor does not seem thoroughly conversant. A few observations will show to what extent the ground of this bold fabric is unsafe *.



(*) Ibid, pp. 448-49.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অরাজকতা

শৈশবংশীয় নৃপতি কর্তৃক পৌগুদেশ বিজয়—কামলাপের হর্ষদেব কর্তৃক গোড় বিজয়—কাস্ত্রকুজরাজ বশোবৰ্ষার মগধবিজয়—জলিতাদিত্য^(১) ও শশোবৰ্ষা—গোড়ের বধের উপাধ্যান—অস্ত্রাণি—অস্ত্র—অস্ত্রের ঐতিহাসিকতা—আহিল্য ও অস্ত্র—কুলশাস্ত্রের প্রমাণ—গুর্জরজাতি—আটাই সাহিত্য ও খোদিতলিপিতে গুর্জরজাতিটি উল্লেখ—গুর্জর ও অতীহারের একত্ব—ভিলমালের গুর্জরঅতীহার বৎশ—বৎসরাজ—বাট্টকুটুরাজবৎশ—দন্তিহুর্ণ—ক্রবধারাবৰ্ষ—উত্তরাপথ বিজয়—বৎসরাজের পরাজয়—ইন্দ্রাযুধ ও চক্রাযুধ—ক্রবধারাবৰ্ষের রিখিজয়—গোড়বঙ্গে অরাজকতা—রাজা বিরোচন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ও অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মগধের পুনৰ্বংশীয় রাজগণের অধিপতনের সময়ে উত্তরাপথের পূর্বভাগ বার বার ভারতের ভিল ভিল দেশের রাজগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। মধ্যপ্রদেশে রঘোলিগ্রামে আবিষ্ট শৈল-বংশোন্তুর ছিতীয় জয়বৰ্জন নামক নৃপতির তাত্ত্বাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ছিতীয় জয়বৰ্জনের পিতামহের জ্যোষ্ঠ ভাতী পৌগুদেশের নৃপতিকে নিহত করিয়া সমস্ত পৌগুদেশ অধিকার করিয়াছিলেন।^(১) এই তাত্ত্বাসনের অক্ষর দেখিয়া অহুমান হয় যে, ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম

(১) তেবাস্তুর্জিতবৈরি-বিবারণ-গচ্ছঃ পৌগুদেশঃ ক্ষাপতিঃ
হইবেকো বিবরং ভদ্রে সকলঃ জগ্রাহ শৌর্যাবিত্তঃ।

শতাব্দীর শেষ পাদে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অতএব অহুমান হয় যে, অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় বা চতুর্থ পাদে, পৌত্ৰাজ শৈলবংশীয় দ্বিতীয় জয়বৰ্জনের জ্যোষ্ঠ পিতামহ কর্তৃক নিঃহত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বৰ্মাপ্রসাদ চন্দ অহুমান করেন যে শৈলবংশ ও কোশলদেশের শৈলোন্তবংশ অভিয়, কিন্তু শব্দগত সামুদ্র্য ব্যতীত এই অহুমানের পক্ষে অন্য কোনও প্রমাণ নাই। দ্বিতীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কামৱপুরাজ হর্ষদেব গৌড়, ওড়, কলিঙ্গ ও কোশলদেশের অধিপতি ছিলেন। নেপালের লিছৰীবংশীয় নৱপতি শিবদেব, সঙ্গীট আদিত্যসেনের দোহিত্রী ও মৌখিৱিৱাঙ্গ ভোগবৰ্ষার দুহিতা বৎসদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবদেব ও বৎসদেবীর পুত্র জয়দেব ভগদত্ববংশজাত কামৱপুরাজ শ্রীহর্ষদেবের কন্তা রাজ্যমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নেপালে পশ্চপতিনাথ মন্দিরের পশ্চিম তোরণের পাশ্চে^১ সংলঘ জয়দেবের খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায়, যে ১৫০ শ্রীহর্ষদে (৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে) এই খোদিতলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই খোদিতলিপি হইতে জয়দেবের বংশপরিচয় ও তাহার শুশ্রেণীর বংশের বিবরণ জানিতে পারা যায়। জয়দেবের খোদিতলিপিতে, হর্ষদেব গৌড়, ওড়, কলিঙ্গ ও কোশলপতি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন; অতএব ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে গৌড়দেশে হর্ষদেব কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল^২। হর্ষদেব কামৱপুরাজ বলিয়া খোদিতলিপিতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নাই, তবে তাহার কন্তা রাজ্যমতীর “ভগদত্বরাজকুলজ্ঞ” উপাধি দেখিয়া বোধ হয় যে, হর্ষদেব কামৱপাধিপতি ছিলেন। গৌড়দেশ হর্ষদেব কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল, অথবা তাহার পুরোহিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। অহুমান হয় যে, দ্বিতীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে গৌড়,

ওড়, কলিঙ্গ ও কোশল কামরূপ-বাঞ্জগণের হস্তগত হইয়াছিল। এই সময়ে কান্তকুজ্জরাজ যশোবর্ষা সমগ্র উত্তরাপথ অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার সভাকবি বাকপতিরাজ বিরচিত “গউডবহো” নামক প্রাক্ততামায় রচিত কাব্যে যশোবর্ষার দিইজন্ম-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে^৩। “গউডবহো” কাব্যে দেখিতে পাওয়া যাব যে, যশোবর্ষা ধখন বিজ্যপূর্বত অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন তাহার ভৱে মগধনাথ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু মগধনাথের সামস্তগণ পলায়ন করিতে সম্ভত হন নাই। তাহারা যশোবর্ষার সহিত যুক্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। যুক্তাস্তে যশোবর্ষা পলায়নপুর মগধনাথকে নিহত করিয়া সমুজ্জীবিত বঙ্গরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। অসংখ্য হস্তীর অধিপতি বঙ্গেশ্বর পরাজিত হইয়া যশোবর্ষার অধীনতা শীকার করিয়াছিলেন। যশোবর্ষা যে মগধেশ্বর ও বঙ্গেশ্বরকে পরাজিত করিয়া ছিলেন “গউডবহো” কাব্যে তাহাদিগের নাম পাওয়া যায় না। যশোবর্ষাদেব কর্তৃক পরাজিত মগধনাথ ও গুগুবংশীয় রাজা বিতীয় জীবিত-গুপ্ত একই ব্যক্তি^৪। এই সময়ে বঙ্গদেশ যে কোনু রাজাৰ অধিকারভূক্ত ছিল, তাহা অস্তাপি নির্ণীত হয় নাই। যশোবর্ষা নামধারী কান্তকুজ্জের যে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ১৩১ খ্রিষ্টাব্দে যশোবর্ষা চীন-স্বাটোরে নিকট এক মূত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন, চীন দেশের ইতিহাসে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত শাবান (Edouard Chavannes) ও লেডি

(৩) শকর পাত্রমজ পশ্চিত সম্পাদিত, বাকপতিরাজ পরীক্ষা, গউডবহো, মোক
৩৪৫-৪১৭।

(৪) গৌড়রাজবালা, পৃঃ ১৫।

(Sylvain Levi) ହିର କରିଯାଛେନ ଯେ, ସଶୋବର୍ଦ୍ଧୀ ୧୩୪ ହିତେ ୧୪୧ ଖୂଟାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟର ମଧ୍ୟେ ଚୀନ ଦେଶେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରେରଣ କରିଯାଇଲେ^(୧) । କାଶ୍ମୀର ରାଜୁ, ଲଜିତାଦିତ୍ୟ ମୁକ୍ତାପିଡ଼ ସଶୋବର୍ଦ୍ଧାକେ ପରାଜିତ କରିଯା ଅବଶେଷେ ତାହାକେ ସିଂହାସନଚୂତ କରିଯାଇଲେ^(୨) । ସଶୋବର୍ଦ୍ଧୀ ମଗଧ-ଦେଶେ ସଶୋବର୍ଦ୍ଧପୂର ନାମକ ଏକଟି ନଗର ହାପନ କରିଯାଇଲେ; ପାଲବଂଶୀୟ ସଞ୍ଚାର୍ଟ ଦେବପାଲଦେବେର ଖୋଦିତଲିପିତେ ସଶୋବର୍ଦ୍ଧପୂରର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବେ ପାଞ୍ଚା ଧାର^(୩) । ସଶୋବର୍ଦ୍ଧୀ ପରାଜିତ ହିଲେ, ଗୌଡ଼ମଙ୍ଗଳର ଅଧିପତି, ଲଜିତାଦିତ୍ୟକେ କତକଗୁଲି ହଣ୍ଡି ଉପହାର ଦିଆ ତାହାର ସଞ୍ଚୋବିଧାନ କରିଯାଇଲେ । ତାହାର ପରେ କାଶ୍ମୀର-ରାଜେର ଆଦେଶେ ଗୌଡ଼ପତିକେ ବୋଧ ହୁଏ କାଶ୍ମୀରେ ଯାଇତେ ହିଲୁଛିଲ । ଲଜିତାଦିତ୍ୟ ସ୍ଵନିର୍ଦ୍ଧିତ ପରିହାସପୂର (ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମପୋର) ନାମକ ନଗରେ^(୪) ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ “ପରିହାସକେଶବ” ନାମକ ଦେବତାକେ ମଧ୍ୟ ରାଖିଯା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଯାଇଲେ ଯେ, ତିନି ତାହାର ଅତିଥିର ଅଜ୍ଞେ ହନ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେନ ନା । କିନ୍ତୁ ଲଜିତାଦିତ୍ ତ୍ରିଘାୟୀ ନାମକ ହାନେ ଅତିଥି ହତ୍ୟା କରିଯା ସ୍ଵପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରିଯାଇଲେ । ଗୌଡ଼ପତିର ଭୃତ୍ୟଗମ ପ୍ରତିଶୋଧ ଲାଇବାର ଜନ୍ମ ସାରଦାଦେବୀର ମନ୍ଦିରେ ତୀର୍ଥ-ବାଜାର ଛଲେ କାଶ୍ମୀରଦେଶେ ପ୍ରବେଶ କରିଯା “ପରିହାସକେଶବରେ” ମନ୍ଦିର ଅବରୋଧ କରିଯାଇଲ । ଲଜିତାଦିତ୍ ତଥନ କାଶ୍ମୀରେ ଛିଲେନ ନା । ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତପହିତିକାଳେ ଗୌଡ଼ଗମକେ ମନ୍ଦିର-ପ୍ରବେଶେ ଉତ୍ତତ ଦେଖିଯା ମନ୍ଦିରେ

(୧) Journal Asiatique, 1895, p. 353.

(୨) Stein's Chronicles of the Kings of Kashmir, Introduction, p. 89.

(୩) Indian Antiquary, Vol. XVII, p. 811.

(୪) Chronicles of the Kings of Kashmir, Vol. II, Note F, pp. 300-303.

পুরোহিতগণ দ্বারা করিয়া দিলেন, গৌড়বাসিগণ তখন রাজত-নির্ণিত রামস্থামীর শূর্ণিকে পরিহাসকেশবের শূর্ণিভ্রমে চূর্ণ করিতেছিল। ইতিমধ্যে শ্রীনগর হইতে সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু গৌড়ীয় বীরগণ সেদিকে দৃঢ়পাত না করিয়া শূর্ণিখণ্ডে ব্যাপৃত রহিল এবং একে একে সকলেই নিহত হইল। কহলনদীর সমভূমি (খষ্টীয় স্বামৃশ শতাব্দীতে) রামস্থামীর মন্দির শূল্ক ছিল এবং কাশ্মীরদেশ গৌড়বীরগণের ঘণে পরিপূর্ণ ছিল। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, কহলনদীর কর্তৃক লিপিবদ্ধ গৌড়ীয়গণের বীরত্বকাহিনী অমূলক মনে করেন না, এবং বলেন যে প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনেই কহলন এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন।^৯ কিন্তু কহলন কর্তৃক লিপিবদ্ধ লিলিতাদিত্যের দক্ষিণাপথ বিজয়কাহিনী কিঞ্চিৎ পরিমাণে কল্পনাপ্রস্তুত বলিয়া মনে করিতে তিনি কোন বিধাবোধ করেন নাই^{১০}। একই গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত, একই গ্রন্থে একই বিষয়ে, অন্ত প্রমাণাভাবে এক অংশ অমূলক ও দ্বিতীয় অংশ সত্যকল্পে গ্রহণ করা ইতিহাস-রচনার বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী নহে। রাজতরঙ্গিনীর অমূলবাদকর্তা সার অরেল ষ্টাইন (Sir Aurel Stein), লিলিতাদিত্য কর্তৃক কাশ্মীর বিজয় ব্যতীত, কহলন-বর্ণিত অন্ত কোন ঘটনা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন^{১১}; এবং ইহাই বোধ হয় প্রকৃত ইতিহাস।

(৯) গৌড়বাজারলা, পৃঃ ১৭।

(১০) গৌড়বাজারলা, পৃঃ ১৬।

(১১) After Yasovarman's defeat Kalhana makes Lalitaditya start on a march of triumphal conquest round the whole of India, which is manifestly legendary.—Stein's Chronicles of the Kings of Kashmir, Vol. I, p. 90.

କଳନମିଆ ଜିଲ୍ଲାଦିତ୍ୟର ପୌତ୍ର ଜୟାପୀଡ଼ କର୍ତ୍ତକ କାନ୍ତକୁଞ୍ଜରାଜ ବଜ୍ରାଯୁଧର ପରାଜ୍ୟ-କାହିନୀ ଲିପିବକ୍ଷ କରିଯାଛେ । ଜୟାପୀଡ଼ ବା ବିନ୍ୟା-ଦିତ୍ୟ ସିଂହାସନେ ଆରୋହଣ କରିଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ମେନାଦଳ ଲଇଯା ଦିଶିଜୟେ ସହିର୍ଗତ ହଇଯାଇଲେନ । କିନ୍ତୁ ତିନି କାଶୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାମାତ୍ର ତୀହାର ଶ୍ଵାଳକ ଜଙ୍ଗ ବଲପୂର୍ବକ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରେନ । ଜୟାପୀଡ଼ର ମୈତ୍ରୀଗଣ ତୀହାକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିତେ ଆରଣ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅବଶେଷେ ତିନି ସାମନ୍ତରାଜଗଣକେ ବିଦ୍ୟା ଦିଯା, ମାନ୍ୟ ମେନା ଲଇଯା ପ୍ରୟାଗେ ଗମନ କରେନ । କଥିତ ଆଛେ ଯେ, ଜୟାପୀଡ଼ ପ୍ରୟାଗ ହିତେ ଛାବେଶେ ପୌତ୍ର-ବର୍ଜନ ନଗରେ ଗମନ କରିଯାଇଲେନ । ପୌତ୍ର-ବର୍ଜନ ତଥନ ଗୋଡ଼ରାଜେର ଅଧିକାରହୃଦ୍ର ଏବଂ ଜୟନ୍ତ ନାମକ ସାମନ୍ତରାଜେର ଶାସନାଧୀନ ଛିଲ । ଜୟାପୀଡ଼, ପୌତ୍ର-ବର୍ଜନ ନଗରେ କମଳା ନାମୀ ଏକ ନର୍ତ୍ତକୀର ମୃହେ ଆଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଲେନ ଏବଂ ଏକଟି ସିଂହ ବଧ କରିଯା ଆଶ୍ରମକାଶ କରିତେ ବାଧ୍ୟ ହଇଯାଇଲେନ । ପୌତ୍ର-ବର୍ଜନରାଜ ଜୟନ୍ତ ତୀହାର କନ୍ତା କଲାଣୀଦେବୀକେ ଜୟାପୀଡ଼ର ହଣ୍ଡେ ସମର୍ପଣ କରିଯାଇଲେନ । ଜୟାପୀଡ଼ ପାଂଚଜନ ଗୋଡ଼ଦେଶୀୟ ନରପତିକେ ପରାଜିତ କରିଯା, ଜୟନ୍ତକେ ଗୋଡ଼ଦେଶେ ସାରିବୋଯ ନରପତିପଦେ ଉତ୍ତିତ କରିଯାଇଲେନ । ଅଛାବଧି କୋନ ସମ୍ମାନିକ ଲିପିତେ, ଅଥବା ଏହେ ଗୋଡ଼େଖର ଜୟନ୍ତେର ନାମ ଆବିକୃତ ହେବାଇ; ଲୁତରାଂ କଳନମିଆ-ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜୟାପୀଡ଼ କାହିନୀର ମୂଳେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ଆଛେ ବଲିଯା ବୋଧ ହେ ନା । ଲୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିତ୍ସବିବ ସାର୍. ଅରେଲ ଷ୍ଟେଇନ୍ (Sir Aurel Stein) ଜୟାପୀଡ଼ର ଗୋଡ଼-ବିଜୟ କାହିନୀ ଇତିହାସରୂପ ବଲିଯା ଦୌକାର କରିତେ ପ୍ରସ୍ତତ ନହେନ । ତୀହାର ମତେ ଜୟାପୀଡ଼ ରାଜ୍ୟଚୂର୍ଣ୍ଣ ହଇଯା ଗୋଡ଼ଦେଶେ ଗିଯାଇଲେନ, କିନ୍ତୁ ତୀହାର ଗୋଡ଼ବିଜୟ-କାହିନୀ କାଳନିକ ୧ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ତିଲେଟ

স্বিথ (Vincent A. Smith) বলেন যে, জয়াপীড়ের গৌড়দেশ-গমনের কথা সম্পূর্ণরূপে কল্পনাপ্রস্তুত^(১)। গৌড়রাজমালা-প্রণেতা কহলমের উক্তি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন^(২)। কেবল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও ৭ব্যোমকেশ মুন্ডকী জয়াপীড় ও জয়স্তের কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনারূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে ৭ব্যোমকেশ মুন্ডকী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিযদে “আদিশূর ও অযন্ত” নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন^(৩)। ইহাতে তিনি গৌড়াধিপ আদিশূর ও গৌড়রাজ জয়স্তের একত্র প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি কোন পত্রিকায় অথবা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। মুন্ডকী মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে, ইহা “বিখ্বেৰে” জন্ম লিখিত হইয়াছিল। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছিলেন :—

tain the exact elements of historic truth underlying Kalhana's romantic story.....The King's wanderings during his exile seem to have taken him to Bengal, and to have subsequently been embellished by popular imagination.—Chronicles of the Kings of Kashmir, Vol. I, p. 94.

(১৩) But the romantic tale of his visit incognito in the capital of Paundravardhana in Bengal, the modern Rajshahi District, then the seat of Government, of a King named Jayanta, unknown to sober history, seems to be purely imaginary.—V. A. Smith, Early History of India, 3rd. edition, pp. 375-376.

(১৪) “ষষ্ঠির বা সমসাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে জয়স্তের বামোজেখ মৃষ্ট হয়, ততদিন ইহাত্ত ও বৃক্ত ঐতিহাসিক ধ্যাতি, কিন্তু জয়াপীড়ের অজ্ঞাতবাস উপস্থাসের উপনায়ক মাত্র, তাহা বলা কঠিন।”—গৌড়রাজমালা, পৃঃ ১৮।

(১৫) শ্রীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ষষ্ঠিগ়, — কার্যবিবরণ, পৃঃ ১০।

“କୁଳାଚାର୍ୟ ଅଛେ ଆଦିଶୂର ‘ପଞ୍ଚଶୌଭ୍ରାଧିପ’ ଏହି ମହୋତ୍ତ୍ମ ଉପାଧିତେ ବିଭୂଷିତ ହିଁଯାଇଲେ । ଧର୍ମପାଲେର ପରେ ଏଥାନେ ଜୟନ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଆରା କୋନାଓ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାକେ ଐନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନେ ଅଲଭ୍ତ ଦେଖି ନା । ଇତ୍ୟାଦି କାରଣେ ସହଜେଇ ଲୋଧ ହିଁତେହେ, ଗୋଡ଼ାଧିପ ଜୟନ୍ତ ଜାମାତା କର୍ତ୍ତ୍ଵ ପଞ୍ଚ-ଗୋଡ଼ର ଅଧିଶ୍ଵର ହିଁଲେ ‘ଆଦିଶୂର’ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରେନ ।”^{୧୬}

ମହାରାଜ ଆଦିଶୂର ବନ୍ଦଦେଶେ କାନ୍ତକୁଳ ହିଁତେ ପଞ୍ଚଜନ ସାମ୍ରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆନନ୍ଦନ କରିଯାଇଲେନ ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୫୫୪ ଶକାବେ ବନ୍ଦଦେଶେ ଆଗମନ କରିଯାଇଲେନ ; କୁଳଶାସ୍ତ୍ରେ ଏହି ପ୍ରମାଣେର ବଲେ ମହାରାଜ ଆଦିଶୂରକେ ଧର୍ମ-ପାଲେର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ ମନେ କରିଯା ବନ୍ଦ ମହାଶୟ ପୂର୍ବୋତ୍ତ ସିକାନ୍ତେ ଉପନୀତ ହିଁଯାଇଲେନ । ବନ୍ଦେର ଜାତୀୟ ଇତିହାସେର ଅଳ୍ପ ଏକ ଥାନେ ବନ୍ଦ ମହାଶୟ ଆଦିଶୂର ଓ ଜୟନ୍ତେର ଏକଥି ସମ୍ମନ କୁଳଶାସ୍ତ୍ରୋତ୍ସ୍ତ ଏକଟି ପ୍ରମାଣେର ଉତ୍ସ୍ରେଖ କରିଯାଇନ । ବ୍ରାହ୍ମଣଭାଙ୍ଗା ନିବାସୀ ୮ବଂଶୀ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଘଟକେର ସଂଗୃହୀତ କୁଳପଞ୍ଜିକାଯ ତିନି ନିସ୍ତରିତ ପ୍ରୋକ୍ତି ଆବିକାର କରିଯାଇଲେନ :—

ଭୂରେଣ ଚ ରାଜ୍ଞାପି ଶ୍ରୀଜୟନ୍ତସ୍ତତେନ ।

ନାମାପି ଦେଶଭେଦେଷ୍ଟ ରାତ୍ରି-ବାରେନ୍ଦ୍ର-ମାତଶତୀ ।

ଏହି ପ୍ରୋକ୍ତର ଟିକାଯ ବନ୍ଦ ମହାଶୟ ଲିଖିଯାଇଛେ :—

“ଆଦିଶୂର ସ୍ତତେନ ଚ—ଏଇନ୍ଦ୍ର ପାଠାନ୍ତର ଲକ୍ଷିତ ହୟ ।”^{୧୭}

୮ବଂଶୀ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ସଂଗୃହୀତ କୁଳପଞ୍ଜିକାଯ ପ୍ରାପ୍ତ ପୂର୍ବୋତ୍ତ ପ୍ରୋକ୍ତ ଏବଂ ତାହାର ପାଠାନ୍ତର ଅବଳମ୍ବନ କରିଯା ବନ୍ଦ ମହାଶୟ ଓ ବଜଭାଷାର ଅଞ୍ଚାନ୍ତ ବହ ଲେଖକ, ଆଦିଶୂର ଓ ଜୟନ୍ତ ଏକହି ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଲେନ, ଇହା ଲିପିବନ୍ଦ

(୧୬) ବନ୍ଦେର ଜାତୀୟ ଇତିହାସ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ପ୍ରଥମ ଅଂଶ, ପୃଃ ୧୦୧ ।

(୧୭) ଗୋଡ଼ରାଜବାଳୀ ପୃଃ ୧୧୪, ପାଇଁକା ୨ ।

করিয়া গিয়াছেন। “গৌড়রাজমালা”-র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ আদিশূর ও জয়ত্বের একজু সম্বন্ধে সর্বপ্রথমে সন্মেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

“জয়স্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলে ১১০০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। আর ৮বংশীবিজ্ঞারত্ন ঘটক উনবিংশ শতাব্দীর লোক। বৎশীবিজ্ঞারত্ন কোন মূল গ্রন্থ হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই মূলগ্রন্থ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল, এবং উহার ঐতিহাসিক মূল্যই বা কত, ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক বিচার না করিয়া, এতবড় একটা কথা স্বীকার করা যায় না ।^{১৮}”

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের উক্তির প্রত্যুক্তির স্বরূপ বস্তুজ মহাশয় অন্য একস্থানে লিখিয়াছেন :—

“রাটীয় কুলপঞ্জিকা হইতে একটি বিশেষ কথা জানিতে পারি, শ্রীজয়স্তপুত্র রাজা ভূশূর বিভির স্থানের নামামুসারে রাটীয়, বারেঙ্গ ও সাতশতী এই শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন^{১৯}।”

“আক্ষণভাঙ্গা নিবাসী বৎশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক মহাশয় সংগৃহীত বহু সংখ্যক কুলগ্রন্থের কথা রাটীয় শ্রেণীর আক্ষণ ঘটক ও কুলীন আক্ষণ মাঝেই অবগত আছেন। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে অর্ধাৎ ২৮ বর্ষ পূর্বে ‘গোক্তে আক্ষণ’ রচয়িতা ৩মহিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বহু কুলগ্রন্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহার গ্রন্থে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নাম পাইয়াই আজ পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হইল আমরা আক্ষণভাঙ্গায় উক্ত ঘটক মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তৎকালে তাহার বৃক্ষাকঙ্কা আমাদিগকে তাহার সংগৃহীত কুলগ্রন্থ দেখিতে দিয়াছিলেন,—

(১৮) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ১৯, পাঠটাকা।

(১৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজত্বকাণ্ড, (কারহ কাণ্ডের প্রথমাংশ), পৃঃ ১৮।

ଏକପ ବହସଂଖ୍ୟକ କୁଳଗ୍ରହ ଆମି ଆର କୋଥାଓ ଦେଖି ନାହିଁ । ବୃକ୍ଷା ସନ୍ଦେଶର ଧନେର ଜ୍ଞାନ ସେଣ୍ଟଲି ରଙ୍ଗା କରିତେଛିଲେନ, ମୂଳ ଗ୍ରହଙ୍ଗଲି କୁଳଗ୍ରହଙ୍ଗଲି ଗୃହେର ବାହିର କରିବାର କାହାର ଶକ୍ତି ଛିଲ ନା । ବହକଟେ କରେକଥାନି କୁଳଗ୍ରହ ସ୍ଵର୍ଗରେ ନକଳ କରିଯା ଆନିଯାଛି । ମୂଳ ଗ୍ରହଙ୍ଗଲି ସେଇ ଗୃହେଇ ରକ୍ଷିତ ଆଛେ । ତଥାଥେ ‘ରାତ୍ରିଯ କୁଳମଙ୍ଗଳ’ ନାମକ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶତ ସର୍ବେର ହତ୍ତଲିଖିତ ପୁଁଥିତେ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହଇଯାଛେ :—

“ଭୃଗୁରେଣ ଚ ରାଜ୍ଞାପି ଶ୍ରୀଜୟମୁହୁତେନ ଚ ।

ନାମାପି ଦେଶଭେଦେଷ୍ଟ ରାତ୍ରି-ବାରେନ୍ଦ୍ର-ସାତଶ୍ତୀ ॥”

ଏତଭିନ୍ନ ଉକ୍ତ ଘଟକ ମହାଶୟର ସଂଗୃହୀତ ‘ରାତ୍ରିଯ କୁଳପଙ୍ଜୀ’ ନାମକ ଏକଥାନି ପୁଁଥିତେ ‘ଭୃଗୁରେଣ ଚ ରାଜ୍ଞାପି ଆଦିଶ୍ରୀ ମୁହୁତେନ ଚ’ ଏଇକପ ପାଠ ଦେଖିଯାଛି, ଇହାଇ ପାଠାନ୍ତର ବଲିଯା ଗ୍ରହ କରିଯାଛି ।^{୧୦}

ବହୁଜ ମହାଶୟର ପୂର୍ବୋହିତ ଉକ୍ତି ହିତେ ପ୍ରମାଣିତ ହିତେଛେ ଯେ, ୩ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷ୍ଣାରଙ୍ଗ ଘଟକ ସଂଗୃହୀତ “ରାତ୍ରିଯ କୁଳମଙ୍ଗଳ” ନାମକ ଗ୍ରହେ ଜୟନ୍ତେର ସହିତ ଶୁରୁବଂଶେର ସହଜଜାପକ ଶ୍ଲୋକଟି ବହୁଜ ମହାଶୟ ଦେଖିତେ ପାଇଯାଛିଲେନ । ଶ୍ଲୋକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣେର ପାଠାନ୍ତର ୩ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷ୍ଣାରଙ୍ଗେର ଗୃହେ “ରାତ୍ରିଯ କୁଳପଙ୍ଜୀ” ନାମକ ଅପର ଏକଥାନି କୁଳଗ୍ରହେ ଆବିଷ୍ଟ ହଇଯାଛି ।

ମୃଦୁତି ବରେନ୍ଦ୍ର-ଅହସଙ୍କାନ-ସମିତିର ମହକାରୀ ପୁତ୍ରକ-ରଙ୍କକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁରନ୍ଦର କାବ୍ୟତୀର୍ଥ ମହାଶୟ, ଅହସଙ୍କାନ-ସମିତିର କର୍ତ୍ତପକ୍ଷଗମେର ଆଦେଶ ବ୍ରାହ୍ମଣଭାଙ୍ଗାଯ ଗମନ କରିଯାଛିଲେନ । ତିନି ୩ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷ୍ଣାରଙ୍ଗେର ପୌତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଣିମୋହନ ଘଟକେର ସାହାଯ୍ୟେ, ବିଷ୍ଣାରଙ୍ଗ ଘଟକେର ଗୃହେ ତିନ “ବାଣିଲ”

(୨୦) ବଜେର ରାତ୍ରିଯ ଇତିହାସ, - (ରାଜତକାଳ, କାରହକାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମାଶ)
ପୃଃ ୧୯-୧୦୦ ପାଇଁଟାକ ।

কুলশাস্ত্রগত পরীক্ষা করিয়াছেন। বরেঙ্গ-অহসভান-সমিতির সম্পাদক কর্তৃক লিপিবন্ধ মন্তব্য পাঠ করিলে বোধ হয় যে, কাব্যতীর্থ মহাশয় বৎসীবদন বিষ্ণারভের গৃহে “রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী” নামক কোন গ্রন্থ দেখিতে পান নাই। তিনি ঐস্থানে যিন্তেকুন্ত “রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী” নামক কুলগ্রন্থ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানির পঞ্জসংখ্যা ৪৩০, ইহা জীর্ণ ও কীটাঙ্ক; তত্ত্বের কোনও ঐতিহাসিক কথা এই গ্রন্থে নাই^{১১}। শ্রীযুক্ত পুরন্দর কাব্যতীর্থ মহাশয় বিষ্ণারভ ঘটকের গৃহে ক্রবানন্দ যিন্তে প্রণীত দুইখানি “মহাবংশাবলী” দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহার একখানি গ্রন্থের মধ্যে “কুলদোষ” নামক একখানি বৃত্তন কুল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমাঞ্চসাম চন্দ অহমান করেন যে, এই “কুলদোষ” গ্রন্থই শ্রীযুক্ত নগেজ্জনাথ বস্তু প্রণীত “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” ব্রাহ্মণকাণ্ডে বৎসী বিষ্ণারভ সংগৃহীত “কুলপঞ্জীকা” বা “কুলকারিকা,” এবং রাজ্যকাণ্ডে “রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী” নামে অভিহিত ; কারণ :—

(১) “আঙ্গণকাণ্ডের” ১১৭ পৃষ্ঠার পাঠটীকায় বিষ্ণারভ সংগৃহীত কুলপঞ্জীকা হইতে উক্তকুল হইয়াছে—

ক্ষিতিশুরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরশ্চ স্মতেন চ।

ক্ষিয়স্তে গাঞ্জিসংজ্ঞানি তেষাঃ স্থানবিনির্ণয়াৎ ॥

“কুলদোষ” গ্রন্থের ২থ পত্রে এই বচন, বানান ভূল ছাড়িয়া দিলে, অবিকল দৃষ্ট হয়।

(২) এই গ্রন্থে বস্তু মহাশয়ের উল্লিখিত সপ্তশতী ২৮ গাঞ্জিয়াও নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

(১) মাসবী, মাঘ ১৩২১। উপরিলিখিত বৃত্তান্ত শ্রীযুক্ত রমাঞ্চসাম চন্দ লিখিত ‘আদিশূর’ নামক পুস্তক হইতে সংকলিত হইল।

(৩) "বক্তের জাতীয় ইতিহাস" ভাস্কর্যকাণ্ডে নিম্নলিখিত শ্ল�কসমূহ
১৮৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উন্নত হইয়াছে :—

কামরূপে মহাশীঠে সর্বসিদ্ধি প্রদানকে ।
তত্ত্বগত্বা প্রযত্নেন দেবীৰ বিশারদঃ ॥
বিষবেদেন্দুশাকে চ যেনে মার্ত্তগুমাগতে ।
ক্রিযতে বাক্যসিদ্ধিৰ্বা রাঢ়ী বিজ্ঞ বুলোপরি ॥

এই শ্লোকসমূহ "কুলদোষ" গ্রহে ৩ (খ) পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) ভাস্কর্যকাণ্ডে ১৮৭ পৃষ্ঠায় তত্ত্বায় পাদটীকায় উন্নত গ্রন্থানন্দ মিশ্রের
সময়জ্ঞাপক শ্লোকটিও "কুলদোষের" ৩ (খ) পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) বহুজ মহাশয় "বক্তের জাতীয় ইতিহাস" রাজস্বকাণ্ডে শূর-
বংশের সপ্ত নরপতির নাম-সম্বলিত যে শ্লোক উন্নত করিয়াছেন, তাহাও
"কুলদোষে"র তত্ত্বায় পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়।

"কুলদোষ" গ্রহে আদিশূরের কালজ্ঞাপক ও বক্তে সাগ্নিক ভাস্কর্য-
আগমনের কালজ্ঞাপক শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই শ্লোকের
পরিবর্তে ২ (ক) পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায় :—

ক্ষত্রিয় বংশে সমৃৎপঞ্জো মাধবো কুলসম্ভবঃ ।

বসু ধৰ্মাষ্টকে শাকে মৃপ (বো) ত্বু (ভু) চাদিশূরকঃ ॥

যথন ৮বংশীবিজ্ঞারস্ত ঘটকের গৃহে "কুলঘৰী" নামক গ্রহ খুঁজিয়া
পাওয়া যাই, তখন ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ হইতে
পারে এবং এই গ্রহ হইতে উন্নত বচন প্রমাণরূপে গ্রাহ হইতে পারে
না। বিষ্ণুর ঘটকের গৃহে "কুলপঞ্জী" নামক একখানি গ্রহ আছে,
কিন্তু তাহাতে "আদিশূর স্বতেন চ" এই পাঠাস্তর অথবা কোন ঐতি-
হাসিক কথা নাই। "কুলদোষ" নামক নৃতন গ্রহে অনেক ঐতিহাসিক

কথা আছে, কিন্তু তাহাতে আদিশূর ও অবস্ত্রের কোনই প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অজগ্রে আদিশূর ও অবস্ত্র যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। বস্তুজ্ঞ মহাশয় “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” রাজন্তৃকাণ্ডে কর্কট-বংশের অভ্যন্তরকাল হইতে কাশীরের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ, এই সমস্কে (ভাস্তার) ভিসেন্ট, এ, স্মিথ (Vincent A. Smith) ও সার অরেল ষ্টাইনের (Sir Aurel Stein) মত উল্লেখ করিয়া জয়াপীড়ের কাহিনীকে ঐতিহাসিক ঘটনাকৃপে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন^(১)। কিন্তু কর্কট-বংশের অভ্যন্তরকাল হইতে কাশীরের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলেও সার অরেল ষ্টাইন ও ভিসেন্ট স্মিথ যে, জয়াপীড় কাহিনী স্পষ্টাক্ষরে কাল্পনিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পূর্বে দলিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্বে গৌড়ে, মগধে বা বঙ্গে শূরবংশীয় রাজগণের অস্তিত্ব সমস্কে কোনই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অস্তাৰধি আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত মণেজ্জনাথ বস্থ “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” রাজন্তৃকাণ্ডে শূরবংশীয় কতকগুলি রাজাৰ নাম সংগ্ৰহ করিয়াছেন। তাহার মতে ইহারা খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দী পৰ্যন্ত রাজত্ব কৰিয়াছিলেন। যথাস্থানে এই সকল উক্তিৰ ঐতিহাসিক প্রমাণ আলোচিত হইবে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সমগ্র পঞ্চনদ ও রাজপুতানা শুঙ্গীর নামক পরাক্রান্ত জাতিৰ অধিকারভূক্ত হইয়াছিল। পশ্চিমগণ অহুমান কৰেন যে, হুণ জাতিৰ ভারত-আক্ৰমণেৰ অব্যবহিত পৱে শুঙ্গৰগণ মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতেৰ উত্তৰ-পশ্চিমসীমাবন্ধেৰ পাৰ্ক্কত্যপথে আৰ্য্যাবৰ্ত্তে প্ৰবেশ

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্তৃকাণ্ড, পৃঃ ১৮, পাদটীকা ১১।

কৱিয়াছিলেন, এবং তাহাৰা হৃষিগণেৰ স্থায় মধ্য-এশিয়াৰ মুকুবাসী যায়াবৰ জাতি বিশেষ ১০। বাণভট্ট-প্রণীত “হৰ্ষচরিতে” সৰ্বপ্রথমে গুৰ্জৰ জাতিৰ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, হৰ্ষবৰ্জনেৰ পিতা অভাকৰবৰ্জন বা অতাপশীল, হৃষি হৰিণেৰ কেশবী, সিঙ্গুৱাজেৰ জৰ, গুৰ্জৰগণেৰ নিন্দাহৰ, গাঙ্কাৱ রাজকুপী গঙ্গহস্তীৰ কুটপাকল (সংক্রামক ব্যাধি বিশেষ), লাটদেশীয় দস্ত্যাগণেৰ দস্ত্য এবং মালব-বিজয়লক্ষ্মীৰ পৰঙ ছিলেন ১০। হৰ্ষবৰ্জনেৰ প্রতিদৰ্শী দক্ষিণাপথৱাজ চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশীৰ একধানি শিলালিপি বোৰাই প্ৰদেশে বিজাপুৰ জেলায়, ঐহোলী গ্ৰামে মেণ্ট নামক মন্দিৰে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপিতে উক্ত আছে যে, পুলকেশীৰ বিক্ৰমে বশীভৃত হইয়া লাট, মালব ও গুৰ্জৰগণ সচচৰিত হইয়াছিল ১০। ৬৪১ ব। ৬৪২ খৃষ্টাব্দে চৈনিক পৱিত্ৰাজক ইউয়ান-চোয়াং তৎকালেৰ গুৰ্জৰ-ৱাজ্যেৰ বিবৰণ জিপিবদ্ধ কৱিয়া

(২৪) Convincing, if not absolutely conclusive proof can also be given that the Gurjaras, originally, were an Asiatic hordes of nomads, who forced their way into India along with or soon after the White Huns in either the 5th or 6th Century.—The Gurjaras of Rajputana and Kanauj,—Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 54.

(২৫) তেওঁ চৈবসুৎপত্তমানেষু ক্রমেৰোৎপাদি হৃষিৰিণকেসৱী সিঙ্গুৱাজোজৰ গুৰ্জৰপ্রজাগৱঃ গাঙ্কাৱাধিপগুৰুষকুটপাকলঃ লাটপাটবপাটচৰঃ মালবলক্ষ্মীতাপৱন্তঃ অতাপশীল ইতি প্ৰথিতাপৱনাম। অভাকৰবৰ্জনোৰামৱাজাধিয়াজঃ।—হৰ্ষচৰিত, ৪৭ উচ্চ দিন (দুইহৰচল্ল বিষ্ণুসাংগ্ৰহ সম্পাদিত) পৃঃ ১২। Cowell & Thomas, Bana's Harsacarita, p. 101.

অতাপোপনতা বস্ত লাটমালবগুৰ্জৰাঃ।

সংগৱন্তমামৃতচৰ্যা বৰ্যা ইষাত্তম্।

—Indian Antiquary Vol. VIII, p. 242.

গিয়াছেন। কু-চে-লো বা গুর্জর-রাজ্য বলভীরাজ্যের উত্তরে চারি শত
ক্ষেত্র দূরে অবস্থিত এবং ইহার পরিধি সহশ্র ক্ষেত্রের অধিক। ইহার
রাজধানীর নাম পি-লো-মো-লো বা ভিলমাল এবং এই দেশের রাজা
ক্ষত্রিয়জাতীয় ২৭। ভিলমাল বা ভিলমাল রাজপুতানার আবু পর্বতের পঞ্চ-
বিংশ ক্ষেত্র উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ২৮। মান্ত্রখনের রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজ-
গণের খোদিত লিপিসমূহে গুর্জরগণের সহিত বহু যুক্তের উল্লেখ আছে।
খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে উত্তরাপথের শিলালিপিসমূহে প্রতীহার
নামধেয় পরাক্রান্ত রাজবংশের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।
পরলোকগত A. M. T. Jackson ও শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকুম্হ ভাণ্ডার-
কর সর্বপ্রথমে প্রমাণ করেন যে, রাষ্ট্রকূটরাজগণের শিলালিপিসমূহের
গুর্জর নব-নারীগণ ও উত্তরাপথের প্রতীহার-বংশীয় রাজগণ অভিন্ন ২৯।
প্রতীহার-বংশীয় রাজগণের শিলালিপি ও তাত্ত্বাসনসমূহ হইতে প্রমাণ
হইয়াছে যে, তাহারা ভিলমাল হইতে ধীরে ধীরে সমস্ত উত্তরাপথে
অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে গুর্জর-রাজধানী
ভিলমাল হইতে কান্তকুলে ঘানান্তরিত হইয়াছিল। এক সময়ে গুর্জর-
সাম্রাজ্য পূর্বে গৌড় দেশ হইতে পশ্চিমে সিঙ্গুলীর পর্যন্ত এবং উত্তরে
হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্দদাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।) গুর্জর-
বংশীয় প্রতীহার-রাজগণ, মান্ত্রখনের রাষ্ট্রকূটরাজগণ, গৌড়-বঙ্গের
পালরাজগণ, অহোবাৰ চন্দেলরাজগণ ও কান্তকুল-রাজগণের সহিত

(২৭) Watters's On-Yuan-Chwang, Vol. II, p. 249.

(২৮) Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 55.

(২৯) Epigraphic notes and questions, iii. Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXI, pp. 405-12; "Gurjaras," Ibid, pp. 413-33.

বহু সক্ষি-বিশ্বাসে লিখ হইয়াছিলেন। প্রতীহার-বংশের একখানি খোদিতলিপি হইতে আনিতে পারা যায় যে, প্রতীহারগণ গুরুজন আতির একটি শাখা। এই শিলালিপি রাজপুতানার আলোয়াৰ রাজ্যে অবস্থিত রাজোৰ বা রাজোৱগড়েৰ দক্ষিণস্থিত পারনগরেৰ ক্ষঁসাৰবশেষ-বধ্যে আবিষ্ট হইয়াছিল। এই শিলালিপিৰ দ্বাৰা প্রতীহার-বংশীয় বিজয়পালদেৱেৰ মথনদেৱ নামক জনৈক সামষ্ট একখানি গ্ৰাম দান কৰিয়াছিলেন^{১৮}।

ধৃষ্টীয় বৰ্ষ শতাব্দীৰ শেষভাগে গুজরাটে বৰ্তমান ভৱোচেৱ (প্ৰাচীন তৃষ্ণকচ বা ভুক্তকচ) নিকটে একটি কুসু গুজর-ৱাজ্য প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নন্দোৱ (বৰ্তমান নন্দোত্ত, ইহা রাজপিপলা-ৱাজ্যেৰ রাজধানী) এই রাজ্যেৰ রাজধানী ছিল। ভৱোচেৱ গুজর-বংশীয় রাজগণ তাহাদিগেৰ খোদিত লিপিসমূহে রাজোপাধি ব্যবহাৰ কৰেন নাই। উপক্ষিত ভগবান্লাল ইন্দ্ৰজী ষথন ভৱোচেৱ গুজর-বংশেৰ ইতিহাস লিপিবক্ত কৰিয়াছিলেন, তথনও উত্তৱাপথেৰ গুজর-প্রতীহার সাম্রাজ্যেৰ ইতিহাস উচ্চাৱ হয় নাই। সেইজন্তুই ভগবান্লাল ভৱোচেৱ গুজর-ৱাজগণেৰ আমিনিৰ্ণয় কৰিতে পাৱেন নাই^{১৯}। ভৱমাল ও কাঞ্জুৰেৰ গুজর-প্রতীহার-সাম্রাজ্যেৰ মূল ইতিহাস উকাাৰ হইলে নিৰ্ণীত হইয়াছে যে, ভৱোচেৱ গুজর-ৱাজগণ প্রতীহার-বংশীয় সন্নাট-গণেৰ সামষ্ট বা কৰদ বৃপ্তি ছিলেন। ভৱোচেৱ গুজর-বংশেৰ প্ৰথম রাজা প্ৰথম দক্ষ ধৃষ্টীয় বৰ্ষ শতাব্দীৰ শেষপাদে এবং বৰ্ষ নৱপতি তৃতীয় অয়ভট ধৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীৰ দ্বিতীয় পাদে বিষ্মান ছিলেন।

(১৮) ব্ৰহ্মবদেৰোমহারাজাদিগাম গুজৰতপ্রতীহারাদরঃ ।—Epigraphia India, Vol. III, p. 266.

(১৯) Bombay Gazetteer, Vol. I, pt. L, p. 113.

ভিজ্ঞমাল ও কান্তকুজের রাজবংশের আদিয় নরপতিগণের নাম অভাবধি
আবিষ্কৃত হয় নাই। পঞ্জিতগণ অহুমান করেন যে, ভিজ্ঞমালের প্রথম
নাগভট ভরোচের তৃতীয় অয়ভটের স্থায়ী। গোয়ালিয়র বা গোপাজির
গিরিশীর্ঘে একটি প্রাচীন মন্দিরের খৎসাবশেষমধ্যে আবিষ্কৃত প্রতীহার-
বংশীয় সন্ত্রাট, প্রথম ভোজদেবের একখানি শিলালিপি হইতে প্রথম
নাগভটের পরিচয় অবগত হওয়া যায়। এই খোদিত লিপি হইতে
জানিতে পারা যায় যে, নাগভট স্র্যবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং প্রতীহারকুল-
জাত^১। তিনি কোন সময়ে প্রেছবাহিনী পরাজিত করিয়াছিলেন^২।
১১২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে মোয়াবিয়ার বংশজাত
খলিফা অল-ওয়ালিদের আদেশে মুসলমানগণ সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষে
আসিয়াছিলেন। সিঙ্গুরাজ ডাহির পরাজিত ও নিহত হইলে সিঙ্গুদেশ
মহম্মদ-বিন-কাশিম কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল^৩। প্রথম নাগভট বোধ

(৩২) আজ্ঞারামকলাত্তপার্জ্য বিজ্ঞাপ দেবেন দৈত্যবিষ। জ্যোতির্বৰ্জমহুজ্বিমে শুণ-
বতি ক্ষেত্রে যদুপ্তং প্রা [।] শ্রেণঃ কল্পবপুষ্টসন্মস্মযন্তোৰামতক্ষাপরে মধিক্ষুকুকুশ-
মূলপৃথবঃ স্নাপালকক্ষমাঃ ॥ ২ ॥ তেবাং বৎশে শুজ্ঞাপ্ত ক্রমবিহিতপদে ধারি বজ্জ্য-
ঘোর রামঃ পৌলত্ত্বাহিন্দ্রঃ ক্ষতবিহিতসমিক্ষক চক্রে পলাশঃ মাঘাত্তামুজোনৌ
মৰবমামুনো মেদনামস্ত সংখ্যে সৌমিত্রিপুরুষঃ প্রতিহরণবিধেৰঃ প্রতীহার আসীৎ ॥৩॥
—Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1903-4, p.
280, verse 2 and 3.

(৩৩) তত্ত্বশে প্রতিহারকেতুকৃতি বৈজ্ঞান্যকাম্পদে
দেবো বাগভটঃ পুরাতননেন্দ্ৰিয়ীকৃত্বাকৃতঃ ।

বেৰাসো স্বকৃতপ্রাপ্তিবচনজ্ঞাপিণাকোহীহীঃ
সূলামকু রহুত্তেতিক্ষিয়োৰ্বিক্ষুর্বিক্ষুতে ॥৪॥

—Ibid.

(৩৪) Sir H. Elliot's History of India, Vol. I, Note B, p. 495.

হয়, মুসলমানগণকে পরাজিত করিয়া গুর্জরচন্দ্রের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। নাগভটের পরে তাহার আতুশ্চ ককুষ বা কক্ষ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ককুষ বা কক্ষক সংজ্ঞে কোন কথাই অস্তাবধি জানিতে পারা যায় নাই এবং তাহার পিতার নাম পর্যন্ত অস্তাত রহিয়াছে। ককুষের পরে তাহার ভাতা দেবরাজ বা দেবশক্তি ভিলমালের সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। দেবশক্তি সংজ্ঞে এই মাত্র জানিতে পারা গিয়াছে যে, তিনি বিশুভক্ত (পরম বৈষ্ণব) ছিলেন এবং তাহার পিতৃর নাম ভূঘোষণাদেবী। দেবশক্তির পুত্র বৎসরাজ তাহার পরে ভিলমাল-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বৎসরাজই গুর্জর-প্রতীহার-রাজগণের মধ্যে উত্তরাপথ-আক্রমণে অগ্রণী হইয়া-ছিলেন। হর্ষবর্জনের মৃত্যুর পরে বোধ হয়, তাহার মাতুল-পুত্র ভগ্নির বংশ কান্যকুজ্জের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বৎসরাজ বলপূর্বক ভগ্নি-বংশজাত কোন কান্যকুজ্জরাজের নাম অস্তাবধি আবিষ্ট হয় নাই। বৎসরাজ ৭০৫ শকাব্দে (অর্থাৎ ৭৮৩ খ্রি অব্দ) জীবিত ছিলেন। জৈন হরিবংশ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ৭০৫ শকাব্দে ইন্দ্রায়ু উত্তরদিক, কঙ্কের পুত্র শ্রীবজ্রত দক্ষিণদিক, অবস্থারাজ পূর্বদিক এবং বৎসরাজ পশ্চিমদিক শাসন করিতেছিলেন এবং

(৩০) ধ্যা (তাদৃ) ভগ্নিকুলার্দেৱকটকরিপ্রাকারহুৰ্জ্জতো

বঃ সামাজ্যসমিজ্ঞকান্তু কসমা সংখ্যে হঠাতঃগুহীৎ।

এবং ক্ষতিগ্রস্তবেষ্য ত বশোক্তব্যান্তুর প্রোক্তহ-

রিক্তকেঃ কুলস্মৃতঃ হচ্ছরিতেক্তে স্বৰ্বমার্কিত। । । ।

এই সময়ে বীর জয়বরাহ শৌধিদিগের রাজ্যের অধিকারী ছিলেন^{৩০}। কাঞ্চকুজ্জ অব করিয়াই বৎসরাজ ক্ষাণ্ঠ হন নাই। তিনি ভিন্নমাল হইতে আর্য্যাবর্তের পূর্বপ্রান্তে আসিয়া অনায়াসে গৌড়দেশ জয় করিয়া শৱদিন্দুধবল গৌড়ীয় রাজ্যচ্ছত্রবয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুর্জর-রাজ্যের গোড়-বিজয় অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। মাঞ্চাখেতের রাষ্ট্রকূট-বৎশজ শ্রবণধারাবর্ষ কর্তৃক পরাজিত হইয়া তাহাকে অবিলম্বে মুক্তিমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ভিন্নমাল বা কাঞ্চকুজ্জের গুর্জর প্রতীহারবৎশ, গোড়ের পালরাজবৎশ এবং মাঞ্চাখেতের রাষ্ট্রকূট-বৎশ খুষ্টায় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে উত্তরাপথের রঞ্জমফে রাষ্ট্রীয় নাটোর প্রধান নায়ক এবং ইহাদিগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের ইতিহাস।

স্বর্গীয় পশ্চিম ভগবান্লাল ইন্দ্রজী অহুমান করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রকূটগণ দাক্ষিণাত্যুরাসী অনার্য জাতি। তাহার মতান্ত্বসারে এই জাতির প্রাচীন নাম ‘রট’। বহু খোদিত লিপিতে রটগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে দাক্ষিণাত্যে রটগণ ‘রেজি’ নামে পরিচিত। চারণগণের কাব্যে কাঞ্চকুজ্জ ও মাড়ওয়ারের রাঠোরগণের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। রাঠোরগণের বৎশাবলীতে তাহাদিগকে রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বৎশধরকল্পে বর্ণিত করা হইয়াছে। কিন্তু সূর্যবৎশের চারণগণ রাঠোরগণকে হিরণ্যকশিপুর বৎশধর বলিয়া থাকে^{৩১}। বিখ্যাত

(৩০) শাকেববক্তুর সপ্তহ বিশং পক্ষেজ্জৰেষ্টুরাঃ

পাতীজ্ঞাযুধারি কৃকৃণজে শীবজ্ঞে দক্ষিণাব্ৰঃ।

সূর্যঃ ইসকৰতিকৃত্বতি সূপে বৎসাদিঃ রাজেহপুরাঃ

শোর্বঃ(রা) গামধিমঙ্গলে দাঃ জহ্যুতে বীরে বরাহেহৰতি।

—Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 253.

(৩১) If the name Ratta was strange, it might be pronounced

প্ৰস্তুতৰিং সাৱ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডাৰকৰেৱ যতানুসাৱে রাষ্ট্ৰকৃটগণ
ৱট উপাধিধাৰী ক্ষত্ৰিয়-বংশজ্ঞাত। ইহাৱাই মহাৱাট্ৰেৱ প্রাচীন অধিবাসী
এবং ইহাদিগেৱ নামানুসাৱে মহাৱাট্ৰদেশেৱ নামকৰণ হইয়াছে।
মৌৰ্য্যবংশীয় সম্রাট্ অশোকেৱ সময়েও ৱট বা রাষ্ট্ৰকৃটগণ মহাৱাট্ৰ দেশেৱ
অধিবাসী ছিল। রাষ্ট্ৰকৃট-ৱাঙ্গণেৱ তাৰিখাসনসমূহে তাহাৱা আপনা-
দিগকে ঘৃতবংশজ্ঞাত বলিয়া পৱিত্ৰ দিয়াছেন^(৩)। দাক্ষিণাত্যে ইন্দুৱা
পৰ্বত-গুহায় দশাৰতাৱ-মূর্তিৰ নিয়ে মাঙ্গলখেতেৱ রাষ্ট্ৰকৃট-ৱাঙ্গবংশেৱ
প্ৰতিষ্ঠাতা দস্তিবৰ্ষাৰ নাম পাওয়া গিয়াছে। ইনি সন্তুতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম
শতাব্দীৰ দ্বিতীয় পাদে বিশ্বান ছিলেন^(৪)। ইহাৰ পূৰ্বেও দাক্ষিণাত্যে
ৱাষ্ট্ৰকৃটগণেৱ অধিকাৰ ছিল; কাৰণ, চালুক্যৱাৰজ প্ৰথম জয়সিংহ
কুক্ষেৱ পুত্ৰ ইন্দ্ৰ নামক অষ্টশত হত্তীৰ অধিপতি ৱাষ্ট্ৰকৃটৱাৰজকে পৰাজিত

Ratta, Ratha or Raddi. This last form almost coincides with the modern Kanarese caste-name Reddi, which, so far as information goes, would place the Rashtrakutas among the tribes of pre-sanskrit southern origin.....the Bardic accounts of the origin of the Rathods of Kanaug, and Marwar vary greatly.....the Rathod genealogies trace their origin to Kusa son of Rama of the solar race. The Bards of solar race hold them to be descendants of Hiranya Kasipu by a demon or Daitya mother.—Bombay Gazetteer, Vol. I. part I, pp. 119-20.

(৩) The Rashtrakutas are represented to have belonged to the race of Yadu.....The Rashtrakuta family was in all likelihood the main branch of the race of Kshatriyas, named Ratthas, who gave their name to the country of Maharashtra, and were found in it even in the times of Asoka, the Maurya.—Bhandarkar's Early History of the Dekkan, 2nd edition, p. 62.

(৪) Bombay Gazetteer, Vol. I. part I, p. 120.

করিয়াছিলেন^(১)। মান্যখেতের রাষ্ট্রকূট-রাজবংশের অভ্যন্তরকাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাহারা চালুক্যবংশীয় তৈলপ্রকৃতি কর্তৃক ৭১২ খ্রিস্টাব্দে রাজাচ্যুত হইয়াছিলেন^(২)। দক্ষিণার পৌত্র প্রথম গোবিন্দের পুত্রের নাম প্রথম কর্ক। তাহার পৌত্র দক্ষিণগ বা বিতীয় দক্ষিণৰ্ষা বাদামী বা বাতাপীগুরের চালুক্য-রাজগণকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণাপথে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বোধহীন প্রদেশে সমনগড় নামক স্থানে আবিষ্কৃত তাত্ত্বাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উত্তরাপথের শ্রীহর্ষকে যে কর্ণাটকদেশীয় সেনা পরাজিত করিয়াছিল, দক্ষিণগ বা দক্ষিণৰ্ষা তাহাদিগকে পরাজিত করেন^(৩)। দক্ষিণগ অগুর্বক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে, তাহার খুন্দতাত প্রথম কুক্ষ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইনি ৭০৫ শকাব্দে (৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে) দক্ষিণাপথ-রাজকুম্ভে জৈন হরিবংশ পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছেন। অতএব ৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে শুজ্জুর-প্রতীহার-বংশীয় বৎসরাজ, কাঞ্চুজরাজ ইজ্জায়ু ও রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কুক্ষ জীবিত ছিলেন। বৎসরাজ প্রথম কুক্ষের মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন; কারণ, তিনি কাঞ্চুজ এবং গোড়-বঙ্গ অধিকার করিলে, প্রথম কুক্ষের বিতীয় পুত্র শ্রবধারাবর্ষ তাহাকে পরাজিত করিয়া দুর্গম মরণভূমিতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। শ্রবধারাবর্ষের পুত্র তৃতীয়

(১) Ibid.

(২) Bhandarkar's Early History of the Dekkan, 2nd edition, p. 76.

(৩) কাকীখকেয়লদরাধিপচোলপাংড্যাই হৰ্বজ্ঞটবিজেদবিধানবক্তঃ।

কঠ টিকং বলমন্তবজেবৰবৈয়ৰ্ত্ত'তৈঃ কিঙ্গিরপি বং সহসা জিমার।

—Samangad grant of Dantidurga—Indian Antiquary, Vol. XI. p. 112.

গোবিন্দ প্রকৃতর্থের বহু তাত্ত্বিকসমন্বয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার পিতা শ্রীবধুরাজ অনায়াস-স্বীকৃতা গৌড়রাজ-লক্ষ্মীর অধিকারে উপর্যুক্ত বৎসরাজকে দুর্গম যুক্তপ্রদেশের কেন্দ্রে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া তাহার নিকট হইতে তাহার দিগন্তবিস্তৃত ষণ্ঠি ও গৌড়ীয় শ্রদ্ধিমূল্পাদ-ধ্বল রাজচ্ছত্রস্থ হৃষণ করিয়াছিলেন^(৪০)। বৎসরাজ বোধ হয়, গৌড় ও বঙ্গ, এই উভয় প্রদেশই অধিকার করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক প্রদেশের রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট শ্রবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ কর্তৃক পরাজিত হইলে, গোবিন্দের ভাতুল্পত্তি কর্ক শুর্জের-রাষ্ট্রের হারে অর্গলস্বরূপ হইয়া তাহাকে তাহার অধিকার-মধ্যে আবক্ষ রাখিয়াছিলেন। বরোদায় আবিষ্ট কর্করাজের তাত্ত্বিকসমন্বয়ে কথিত আছে যে, শুর্জেরপতি গৌড়-বঙ্গেশ্বরকে পরাজিত করিয়া মালব-রাজকে আক্রমণ করিলে, তাহার স্বামীর (অর্ধাৎ তৃতীয় গোবিন্দের) আদেশানুসারে কর্করাজ শুর্জেশ্বরকে তাহার স্বীয় অধিকারের সীমামধ্যে অবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এইস্থানে গৌড় ও বঙ্গের একত্র উজ্জেব দেখিয়া অভ্যন্তর হয় যে, বৎসরাজ কর্তৃক জিত প্রেতচ্ছত্রস্থের একটি গোড়ের রাজচ্ছত্র, অপরটি বঙ্গদেশের^(৪১)।

(৪০) হেলার্বীকৃতগোড়রাজ্যকমলামন্ত্য প্রবেশাচ্চিরা-

ন র্যাগ় মকমধ্যস্থপ্রতিষ্ঠলৈ যোঁ বৎসরাজং বস্তেঃ।

গৌড়ীয়ং শ্রদ্ধিমূল্পাদধ্বলং ছৰহং বেহং।

তস্মারাজত ত্যথ্যশোণি কহুতাং প্রাপ্তে হিতং তৎকণাং।

—Wani grant—Indian Antiquary, Vol. XI, p. 157;
Radhanpur grant—Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 243.

(৪১) গোড়েজ্যবঙ্গপতির্জনশুর্জেশ্বরবিগৰ্হস্থাপ চ বস্ত।

বীরা ভূজ বিহিতস্থানবরক্ষণার্থং বারী তথাকলাপি রাজ্যকলাপি তুঁকে।

—Baroda grant of Karkaraja—Indian Antiquary,
Vol. XII, p. 160.

বৎসরাজ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদে বিচ্ছান ছিলেন। ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ কুকুরাজ জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পুত্র ক্রব-ধারাবর্ষ তখনও সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। অতএব ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পরে কোন সময়ে উভরাপথ-বিজেতা মহারাজ বৎসরাজ রাষ্ট্রকূট-গণের সহিত যুক্ত পরাজিত হইয়া মঙ্গদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন। বৎসরাজ কর্তৃক ভগিনি-বংশের অধিকার লোপ এবং কান্তকুজ্জ অধিকার, ক্রব কর্তৃক তাঁহার পরাজয়ের পূর্বে ঘটিয়াছিল। ক্রব ৭০৫ হইতে ৭১৬ শকাব্দের (৭৮৩-৭১৪ খৃষ্টাব্দ) মধ্যে রাষ্ট্রকূট-সিংহাসনের অধিকার পাইয়াছিলেন। ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইজ্জাযুধ উভরদিকের (সম্ভবতঃ কান্তকুজ্জের) রাজা ছিলেন। ইজ্জাযুধ গুর্জর-প্রতীহার-রাজগণের অমৃগৃহ-ভিথারী ছিলেন এবং গৌড়েশ্বর ধর্মপালদেব কর্তৃক তিনি রাজ্যচ্যুত হইলে, বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট তাঁহার স্বপক্ষে ধর্মপালের বিকল্পে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। পরে যথাস্থানে ধর্মপালদেবের সহিত দ্বিতীয় নাগভটের যুক্তের বিবরণের মধ্যে ইজ্জাযুধের পরিচয় প্রদত্ত হইবে। গুর্জর-প্রতীহার-বংশের অমৃগৃহীত ইজ্জাযুধ যখন ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কান্তকুজ্জের সিংহাসনে আসীন ছিলেন, তখন বৎসরাজ কর্তৃক ভগিনি-বংশের অধিকার লোপ নিশ্চয়ই ঐ সময়ের পূর্বে ঘটিয়াছিল। এই প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বৎসরাজ কর্তৃক ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে গৌড়বক বিজিত হইয়াছিল। প্রথম কুকুরাজের দ্বিতীয় পুত্র রাষ্ট্রকূট-বংশীয় প্রথম সন্তান ক্রবধারাবর্ষ ৭০৫ শকাব্দ হইতে ৭১৬ শকাব্দের মধ্যে ক্রিয়কাল মান্তব্যেতের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। অতএব এই একাদশ বর্ষের মধ্যে গুর্জররাজ বৎসরাজ তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ক্রবধারাবর্ষের রাজ্যকাল হইতে রাষ্ট্রকূট-সাম্রাজ্যের উন্নতির সময় আরুক হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জ্ঞেষ্ঠ ভাতা দ্বিতীয়

ગોવિન્દકે સિંહાસનચૂઠ કરિયા રાષ્ટ્રકૂટ-રાજ્યેર અધિકાર લાભ કરિયા-
છિલેન^{૪૪} । તિનિ દક્ષિણાપદે ગઢવંશીય રાજગણકે પરાજિત કરિયા
કાઢી નગરેર અધિપતિ પણ્બ-વંશીય રાજાકે પરાજિત કરિયાછિલેન^{૪૫} ।
કથિત આછે યે, ક્રબ કોશલ દેશેર રાજચૂઠઅધિકાર કરિયાછિલેન^{૪૬} ।
દેઉલિ ગ્રામે આબિસ્તુત તૃતીય કુષ્ણેર તાત્ત્વિકાસને દેખિતે પાણી યાય
યે, ક્રબધારાવર્ષેર તિનાટ ખેતચૂઠ છિલ^{૪૭} । ક્રબધારાવર્ષ વંસરાજકે
પરાજિત કરિયા, મર્કભૂમિતે પલાયન કરિતે વાધ્ય કરિયા, સ્વયં અધિક દિન

(૪૪) જો) ટોલ્યાબજાતયાપ્યમાલાયા સમેતોપિ સঃ
যোক্তৃবৰ্ষમઞ્ચાહિશુતો মোহাৰো ন কচিঃ ।
কর্মাধিতদৰમઞ્ચાહિશુতો যজ্ঞাত্মানাধিকঃ
দানঃ বীক্ষ্য হৃলজিতা ইব দিশাঃ প্রাপ্তে হিতা। দিগঃ গজাঃ । ৫

Radhanpur grant of Govinda III—Epigraphia
Indica, Vol. VI, p. 243.

(૪૫) અશૈમ' જાતુ વિજિતઃ ઉત્ત્રશક્તિસારાદ્જાત્તુતલદ્વનન્ત સરાનમાનঃ ।
દેબેહ બજ્જુબલોক્ય ચિરાર ગંગঃ সুৰম্ দ্বিত્ત્રિહିତેব કળઃ প্রદাতঃ । ৬
একজ্ঞানবলেন বারিবিধিনাপ্যগুজ কুখ্য। ঘনঃ
নিন્દિટસિક્ષિટોભઃત્તે বিহৃত্যাহাতিકીસેন চ ।
শাতકાનુ মৰ্যাদারিনિર રસૂચ: প্রাপ্যাবત্তাং পળবাং
তচিত্ত: মલેশમগ্যসુદিৰং য স্পৃষ্টবান্ ন কচিঃ । ৭

—Radhanpur Grant of Govinda III ; Epigraphia Indica . Vol. VI.
p. 243.

(૪૬) Bhandarkar's Early History of the Dekkan, p. 65.

(૪૭) ખેતચૂઠ પ્રતિશાસનદ્વિદ્વોદોરાજે: કલિદાર કાણ્યાৎ ।

તત: કૃતાયાતિશાયેતતનો રાજે: અશ્વભૂરભગવાદા: । ૧૧

—Daoli Plates of Krishna III, Epigraphia Indica Vol. V. p. 193.

উত্তরাপথে অবস্থান করেন নাই। তিনি বোধ হয়, দিখিজয় শেষ করিয়া রাজধানী মাঞ্চখেতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন এবং উত্তরাপথের নরপতিগণ পুনর্বার স্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিদেশীয় রাজগণ কর্তৃক বারংবার আক্রান্ত হইয়া গৌড়ীয় অঙ্গাবলী অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এতদ্যতীত মগধের শুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পরে কোন রাজা বোধ হয়, গৌড়-মগধ বঙ্গে স্বীয় অধিকার দৃঢ়ভিত্তির উপরে স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্থামিগণ সতত যুদ্ধ-বিশ্রেষ্ণে লিপ্ত থাকিতেন। ফলে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তরাপথের প্রাচ্যখণ্ডে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। অরাজকতার প্রাচীন নাম “মাংশ-ন্যায়।” খালিমগুরে আবিষ্কৃত ধর্মপালদেবের তাত্ত্বাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রকৃতিপুঞ্জ মাংশগুষ্ঠায় দূর করিবার জন্য বপ্যট নামক রণকুশল বাজির পুত্র গোপালদেবকে রাজা নির্বাচিত করিয়াছিল। গোপাল-দেব পালবংশের প্রথম রাজা এবং তাহার রাজ্যকাল হইতেই গৌড়, মগধ ও বঙ্গের পাল-সাম্রাজ্যের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে।

পরিশিষ্ট (ঙ)

কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণ

গত তিনি বৎসর বাবৎ ‘প্রবাসী’ ‘মানসী’ প্রভৃতি মাসিকগতে “আজিশ্বৰ” ও “কুলশাস্ত্র” “তোজবর্ণীর তাৰ্ত্তুশাসন” “দম্ভুজমৰ্দনদেব ও মহেন্দ্ৰদেব,” “কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতাৰ দৃষ্টান্ত” প্রভৃতি প্রবক্ষে বঙ্গদেশীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণের অসারতা প্রতিপন্থ কৱিতে চেষ্টা কৱিয়াছি। শ্রীযুক্ত বঙ্গেন্দ্ৰনাথ বহু প্ৰযুক্তি ঐতিহাসিক-গণ বহুবিন বাবৎ বাঙ্গালাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিৰ কুলশাস্ত্র-সমূহ সংগ্ৰহ কৱিয়া তাৰা হইতে ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্ৰহ কৱিয়া আসিতেছেন এবং সুধীগণেৰ নিকটে সেই সকল প্রমাণ ক্ৰমসত্ত্বাপে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। গত তিনি বৎসরেৰ মধ্যে ছুইখানি তাৰ্ত্তুশাসন এবং কতকগুলি পাঠীৰ মুজা আবিষ্কৃত হওয়ায় কুলশাস্ত্র-সমূহেৰ ঐতিহাসিক প্রমাণেৰ অসারতা প্রতিপন্থ হইয়াছে। নিম্নলিখিত তাৰ্ত্তুশাসন ও পাঠীৰ মুজা আবিষ্কৃত হওয়ায় কুলশাস্ত্রেৰ ঐতিহাসিক প্রমাণেৰ সত্যতা স্বত্বে আমাৰ সন্দেহ জন্মে :—

(১) দম্ভুজমৰ্দনদেব ও মহেন্দ্ৰদেবেৰ রঞ্জত মুজা। মালদহে উত্তৰবঙ্গ সাহিত্য-সম্প্রদানেৰ চতুৰ্থ অধিবেশনে বৰ্গগত রাখণেচন্ত্ৰ’ শেষ ছাইটি রঞ্জত মুজা প্ৰদৰ্শন কৱিয়াছিলেৰ। এই মুজা ছাইটি পাতুলার আঙিনা মসজিদেৰ উত্তৰ-পূৰ্বাংশে নূলাধিক ছুই ক্ষেপ মধ্যে জৈনক সঁওতাম-কৃষক কৰ্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই কৃষক তাৰা পুৱাতন মালদহেৰ জৈনক মোকানদারেৰ বিকট বিক্ৰম কৱিয়াছিল। মালদহেৰ “গোড়ান্ত” গামক সাংস্কৃতিক পত্ৰেৰ কাৰ্য্যালয়ক শ্রীযুক্ত কৃকচন্দ্ৰ আগৱণগালা মুজা ছাইটি মোকানদারেৰ বিকট হইতে সংগ্ৰহ কৱিয়া ৰাখণেচন্ত্ৰ শেষকে অৰাব কৱিয়া ছিলেৰ। শেষ মহাশয় রঞ্জপুৰ সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিকায় এই ছাইটি মুজাৰ বিবৃণ

প্রকাশ করিয়াছিলেন (রঞ্জপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩ম ভাগ, পৃঃ ৭০-৭৪)। এই মুস্তাবদ পাওয়াগর বামক হাবে মুক্তিরিত ও অথব মুস্তাটি শ্রীমহেন্দ্রদেবের এবং ছিতৌর মুস্তাটি দমুজমর্দনদেবের বামক রিতিত। ইতিপূর্বে দমুজমর্দন বা মহেন্দ্রদেবের কোন মুস্তা আবিষ্ট হয় নাই। উভয় মুস্তাতেই শকাব্দের ভাবিত্ব ছিল, কিন্তু মুস্তা-সময়ের পার্শ্ব কাটিয়া বাওয়ার রাজবংশের কালনির্ণয় হয় নাই।

কিছুকাল পূর্বে খুলুম জেলার বাহুদেবপুর প্রায়নিবাসী জয়ৈক মুসলমান কবর-খননকালে একটি রঞ্জতমুস্তা আবিকার করিয়াছিল। সে এ মুস্তাটি উক্ত প্রায়নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমাথ রায়কে দিয়াছিল। খুলুম দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই মুস্তাটি সংগ্ৰহ কৰিয়া আনিয়া আমাকে দেখাইয়াছিলেন। এই মুস্তাটি দমুজমর্দনদেবের এবং ইহা ১৩৩১ শকাব্দে মুক্তির হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র ও আমি মুস্তার পাঠোকার কৰিয়া উহা চল্লবীপে মুক্তিরিত হইয় করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্পত্তি পূর্ববক্ষে দমুজমর্দনদেবের বহু রঞ্জতমুস্তা আবিষ্ট হওয়ার সেই সতের পরিষ্কৃতদের আবশ্যক হইয়াছে। বাহুদেবপুরে দমুজমর্দনদেবের মুস্তা আবিষ্ট হইলে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, বাহুদেবপুরের মুস্তা ও পাওয়ার নিকটে আবিষ্ট মুস্তা একই রাজাৰ এবং দমুজমর্দনদেবের প্রকৃত ভাবিত্ব ১৩৩১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দ। বাহুদেবপুরের মুস্তার সহিত ৭ৱাব্দেশচন্দ্র শেষ কর্তৃক প্রদলিত পাওয়াৰ আবিষ্ট দমুজমর্দনদেবের মুস্তার চিহ্নের তুলনা কৰিয়া অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র এবং আমি হিৱ করিয়াছিলাম যে, পাওয়াগর ও চল্লবীপে উভয় টকশালের মুস্তাই দমুজমর্দনদেবের কর্তৃক ১৩৩১ শকাব্দে মুক্তির হইয়াছিল। দমুজমর্দনদেবের প্রকৃত কাল নির্ণয় হইলে চল্লবীপের কায়ত রাজবংশের ইতিহাসের কিছু পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত বনগেন্দ্রমাথ বহু এসিয়াটিক সোসাইটিৰ পত্ৰিকার বাজাজীৰ সেৱ রাজবংশ সম্বন্ধে একটি অৰূপ প্রকাশ কৰিয়াছিলেন। এই অৰূপে তিথি বলিয়াছেন যে, কেশবসেনেৰ পৱে সদাসেন বামক একজন রাজা অষ্টাদশ বৰ্ষকাল রাজত্ব কৰিয়াছিলেন এবং সদাসেনেৰ পৱে মোজা বামক একজন রাজা শিংহাসনে আৱোহণ কৰিয়াছিলেন, এই কথা আৰুল-কজুলেৰ ‘আইন-ই-আকবৰী’ প্রক্ৰিয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। হৱিমিত্র ঘটক-প্ৰণীত কাৰিকাৰ লোকামাথৰ বামক জয়ৈক পৱাহৰণ রাজাৰ নাম দেখিতে পাওয়া যাব।

এই দনোজামাধবই যে আই-ই-আকবৰীতে শৌলা নামে উল্লিখিত হইয়াছে, সে বিধয়ে কোমই সম্ভেহ নাই। এডু মিৰ্শ, হৱিমিৰ্শ, প্ৰবান্দল মিৰ্শ, মহেৰ অচ্ছতি প্ৰসিঙ্ক কুলশাস্ত্ৰকাৰগণেৰ কাৱিকাসমূহে এবং ইবিলপুৰেৰ পাঞ্চাঙ্গ বৈদিক কুলচাৰ্য্য-গণেৰ অছসমূহে বেথিতে পাওয়া থার যে, দনোজামাধব বজু কাৰহ ও আলাগগণেৰ কোলোক্ষণ্যখা সংক্ষাৱ কৱিয়াছিলেন। এই সকল কুলচাৰ্য্যগণেৰ কোন কোন এছে দনোজামাধবদেবেৰ নাম কিঞ্চিৎ পৰিবৰ্ত্তিত হইয়া দনুজমাধবদেৱ অথবা দনুজমৰ্দিবদেৱ আকাৰ ধাৰণ কৱিয়াছে।

"Some of these Karikas give the name of Danouja-Madhava-Deva slightly altered, such as Danuja-Madhava-Deva. Danuja-Marddana-Deva."—Chronology of the Sena Kings of Bengal.—Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896. Pt. I. p. 32.

কোম কোম কুলঘৰে দনোজামাধব দনুজমৰ্দিবদেৱে উল্লিখিত হইয়াছেন বলিয়া শ্ৰীযুক্ত নগেন্দ্ৰনাথ বহু লক্ষণসেৱেৰ পোতা দনোজামাধব ও চৰৱীপ-ৱাজবংশেৰ প্ৰতিষ্ঠাতা অভিন্ন সিঙ্কাণ্ড কৱিয়াছিলেন। মালদহ জেলাৰ ও খুলনা জেলাৰ দনুজমৰ্দিব-দেবেৰ রজতমুঝা আবিষ্কৃত হওয়াৰ প্ৰমাণ হইল যে, দনোজামাধব ও দনুজমৰ্দিব তিনি ভিন্ন বাস্তি; কাৰণ, দনোজামাধব ১২৮০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীৰ সন্দ্বৰ্ত্তন বলৰবেৰে সহিত সাক্ষাৎ কৱিয়াছিলেন (Elliot's Muhammadan Historians of India,

III. p. 116.)। যিনি ১২৮০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, তিনি কখনই ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত ধাৰেন না। দনুজমৰ্দিবদেবেৰ মুজা আবিষ্কৃত হওয়াৰ প্ৰমাণ হইয়াছে যে, এডু মিৰ্শ, হৱিমিৰ্শ, প্ৰবান্দল ও মহেৰ অচ্ছতি প্ৰসিঙ্ক কুলশাস্ত্ৰকাৰগণেৰ কাৱিকাশলি সম্পূৰ্ণভাৱে বিবাসবোগ্য রহে, কাৰণ, তাঁহাৰা দনোজমাধবেৰ পৰিৱৰ্ত্তে দনুজমৰ্দিবদেৱ নাম কোন কোন হানে ব্যবহাৰ কৱিয়াছেন।

দনুজমৰ্দিব ও মহেৰদেবেৰ মুজা-আবিষ্কাৰবাৰ্তা অচাৰিত হইবাৰ অৱিহিন পৱে মৈমনসিংহ জেলাৰ পুড়া পামে বটুভট্ট-ৱচিত একখালি আটীন কুলঘৰ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গ্ৰহথালি খুটীৰ সন্দৰ্ভ শতাব্ৰীতে লিখিত, কিন্তু ইহাৰ অক্ষয় বালুশ বা জৰোপশ শতাব্দীৰ জ্ঞান। অক্ষয় দেবিয়া সম্ভেহ উপহৃত হওয়াৰ এবং মহেৰদেবেৰ মুজা বকারেৰ অব্যৱহিত পৱে উক্ত এছেৰ বিবৰণ আকাৰিত হওয়াৰ আমাৰ সম্ভেহ

হইয়াছিল যে, উক্ত কুলগ্রহ অকৃতিম নহে। উক্ত গ্রহের অবাধিকারী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হৰপ্রসাদ শাস্ত্রী দ্বারা মূল পুঁথি পরীক্ষা কৰাইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আজীবন প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ ও পাঠ্যকার করিতেছেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার মত পৃথিবীর সর্বত্ত্ব আদৃত ও সম্মতিপূর্ণ হইয়া থাকে। তিনি যথন মূল পুঁথি পরীক্ষা করিয়া উহা অকৃতিম বলিয়াছেন, তখন তৎসম্বন্ধে আমার কোন কথাই বলা উচিত নহে। কিন্তু মূল গ্রহ অকৃতিম হইলেও গত তিনি বৎসর মধ্যে আবিষ্কৃত কৃতকগুলি প্রাচীন মূজার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বটুভট্টের “দেববৎশ” নামক কুলগ্রহের প্রতিহাসিক অংশ বিবাদবোগ্য নহে। দম্ভজর্মণি ও মহেন্দ্ৰদেবের রজতমুজা আবিষ্কারের পরে “দেববৎশের” বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্ৰবাথ বহু “দেববৎশ” অবলম্বন করিয়া তাঁহার “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের” রাঁচের দেববৎশের যে বিবরণ সংকলন করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, “দম্ভজারিদেবের সহিত গোড়াধিপ লক্ষণসেনের সৌহৃদ্য ও সম্পর্ক ছিল। যথন লক্ষণসেন মুসলমান কৰ্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাঢ় পরিত্যাগ করেন, তখন দম্ভজারিও তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। তৎপুত্র হরিদেব পাঞ্চনগরে গিয়া বাস করেন। হরিদেবের পুত্র নারায়ণদেব এবং নারায়ণদেবের দ্বই পুত্র—পুরুষ ও পুরুজিৎ। পুরুজিতের পুত্র আদিত্য, আদিত্যের দ্বই পুত্র—বেনেন্দ্ৰ ও ক্ষিতীন্দ্ৰ। রঞ্চজির প্রসাদে দেবেন্দ্ৰি পাঞ্চনগরের অধিপতি হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্ৰদেবের পুত্রসে মহেন্দ্ৰদেব অঞ্চলগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদিগকে দূরীভূত করিয়া এবং কংকনকুল নিহত করিয়া পাঞ্চনগরের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহাশাস্ত্র মহাবীর দম্ভজর্মণিদেব গোড়ৱার্জ্য পরিত্যাগ করিয়া শার্দীয়া পুত্রসহ শুক্র আদেশে মুজুকুলে চন্দ্ৰবীপে আসিয়া রাজধানী করেন, (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজস্বকাণ্ড, পৃঃ ৩৬৬-৩৬৭)। স্বৰ্গীয় রাধেশচন্দ্ৰ শৈঠ কৰ্তৃক প্রকাশিত মহেন্দ্ৰদেবের মুজাৰ চিৰ দেখিয়া আমি অহুমান কৰিয়াছিলাম যে, উক্ত মুজা ১৩৩৬ শকাব্দ। অর্থাৎ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে মুজাকৃত হইয়াছিল। ঢাকা-বিভাগের স্কুল-সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন (H. E. Stapleton) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিদেব বৃক্ষিক খুলো জেলায় আবিষ্কৃত দম্ভজর্মণিদেবের মুজাদৰ্শন করিতে আসিয়া আমাকে মহেন্দ্ৰদেবের অনেক-গুলি রজতমুজা দেখাইয়াছিলেন। এই সমস্ত মুজা ১৩৪০-১৩৪৯ শকাব্দের (১৪১৮-১৪২৭ খৃষ্টাব্দের) অন্যে কোন সময়ে মুজাকৃত হইয়াছিল। কাৰণ, এই সকল মুজাৰ সহচৰেৰ

ছানে ১, শতাব্দের ছানে ৩, দশাব্দের ছানে ৪ অবিষ্ট আছে। আর সকল মুদ্রাতেই একাব্দের ছান কাঠিনা পিলাইছে। ইতিপূর্বে পাঞ্চালীর আবিষ্ট মহেশ্বরদেবের মুদ্রায় “শকাব্দ। ১৩৩” পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু মহেশ্বরদেবের নবাবিষ্ট মুদ্রাসমূহ মেধিয়া প্রষ্ট বুকা থাইতেছে বে, পাঞ্চালীর মুদ্রার তারিখের অকৃত পাঠোকার হয় নাই। প্রাথেশচন্দ্র শেষ বে মুদ্রার টির অকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এখন কোথায় আছে, বলিতে পারা যায় না। মুল মুদ্রা পরীক্ষা না করিয়া পাঠোকার সম্ভবে কোন মত অকাশ করা উচিত নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দমুজমর্দনদেবের বে মুদ্রা রক্ষিত আছে, তাহাতে প্রষ্ট শকাব্দ। ১৩৩ লিখিত আছে। শ্রীযুক্ত টেপলটন মহেশ্বরদেবের বে সমস্ত মুদ্রা সংগ্ৰহ করিয়াছেন, তাহার তারিখের পাঠোকার সম্ভবে তিনি এবং আমি একমত হইয়াছি। এই সকল মুদ্রা বে ১৪১৮ হইতে ১৪২৭ পুষ্টাকমণ্ডে মুদ্রাবিত্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই সকল নবাবিষ্ট পাঠোকার মুদ্রার প্রমাণ হইতে প্রষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, মহেশ্বরদেব দমুজমর্দনের পূর্ববর্তী, পূর্ববর্তী নহেন; ইতোঃ মহেশ্বরদেবের সহিত যদি দমুজমর্দনদেবের কোন সম্ভব থাকে, তাহা হইলেও তিনি দমুজমর্দনদেবের পিতা হইতে পারেন না। বটুভট্টের “দেববৎশে” মহেশ্বরদেব দমুজমর্দনের পিতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক প্রমাণের বলে মহেশ্বরদেব, দমুজমর্দনের পুত্র অথবা উত্তরাধিকারী বা স্থানান্তরিত হইতে পারেন। সুতরাং বটুভট্টের “দেববৎশে”র ঐতিহাসিক অংশগুলি বিজ্ঞানসম্মত প্রাণীতে রচিত ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে বো।

(২) তোজবৰ্ষদেবের তাত্ত্বিকসম্বন্ধে—এই তাত্ত্বিকসম্বন্ধে ১৯১২ পুষ্টাকে ঢাকা জেলার বেলাবো আমে আবিষ্ট হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বলিনীকান্ত ভট্টশালী, শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ বসাক ও আমি তিনি তিনি সময়ে এই তাত্ত্বিকসম্বন্ধের পাঠ উচ্চার করিয়াছি। উক্ত পাঠে ছাই একটি নাম ব্যক্তিত বিশেব কোন মতভেদ নাই। তোজবৰ্ষার পিতার নাম শামলবর্জ্জন। বঙ্গদেশীয় পাঞ্চাত্য বৈদিকগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা রাজা শামলবর্জ্জন রাজত্বকালে শাকুণ-সত্র নামক বস্ত সম্পর্ক কর্ণীবতী নগর হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তোজবৰ্ষার তাত্ত্বিকসম্বন্ধ আবিষ্ট হইবার বহু পূর্বে শ্রীযুক্ত মণ্ডেশ্বরনাথ বহু “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” বিভাগ তাগে পাঞ্চাত্য বৈদিক-গণের কূলশাস্ত্র হইতে শামলবর্জ্জন রিমিলিখিত পরিচয় সংগ্ৰহ করিয়াছিলেন:—

(ক) চক্ৰবৎশে ত্ৰিবিকুল নামে এক সৱুগতি জনপ্ৰচণ্ড কৰিব। * * *

ইনি বিজয়সেন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। * * অমল্লুর রাজা বিজয়সেন তাহার মাজতী মাঝী গুণবতী মহিযীর গর্তে মৃত্যু ও আমল নামক দ্রুইটি পুরুষ উৎপাদন করেন। * * * শ্রীমান् শামলবর্জী অপ্রজ মন্তব্যকে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া ব্যরং দিবিজয় করিতে মনোধোগী হইলেন। * * * দেশবিদেশবাসী বহসংখ্যক অবজ্ঞাপাণ্ডিত মরপতি তাহার তীব্র পরাক্রমে পরামৃত হইলে তিনি ব্যদেশে প্রত্যাগত হইয়া গোড়ার্থগত বিজয়পুরের উপাঞ্জতাগে খীর বাসার্ধ একটি পুরী নির্মাণ করিলেন।—রামসেব বিজ্ঞানুষ্ঠিতের বৈদিক কূলগঞ্জী।

(খ) মহারাজ পুরুষর্জন ত্রিবিক্রম কাশিপুরীনদীপে বাস করিতেন * * * মহাপাল ত্রিবিক্রম দেই হাবে অবস্থান করিয়া তাহার মহিযী মাজতীর গর্তে বিজয়সেন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। * * * বিজয়সেনের পঁচীর নাম ছিল বিলোলা। * * এই বিলোলার গর্তে রাজা বিজয়সেন দ্রুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। পুত্রবরের ঘণ্টে একজনের মাম মন্তব্যী ও অপরজনের মাম শামলবর্জী। * * শামলবর্জী গোড়বিদেশবাসী শক্রগণকে জয় করিবার জন্য এখানে সমাপ্ত হন। এইহানে আসিয়া তাহার বজ্রবশীর প্রধান শক্রকে জয় করিয়া অভিধৰ্ষণ শামলবর্জী রাজা হইয়াছিলেন।—ইহুরুত্ত বৈদিক কূলগঞ্জী।

(গ) গুরুর পূর্বে বেদনার পশ্চিমে লবণসমুদ্রের উভয়ে ও বরেন্দ্রের দক্ষিণে বৰ্ধমান শামলবর্জী সেববংশীয় নৃপতির আশ্রয়ে করমজগতে রাজ্য শাসন করিতেন।—সামল্লুদ্ধের বৈদিক-কূলগঞ্জী।

এত্যাতীত বস্তুজ মহাশয় অপর একথাবি অঙ্গাতমায়া কূলগঞ্জে শামলবর্জীর একথাবি তাজশাসনের কিম্বাঙ্গের প্রতিলিপি আবিভাব করিয়া দিলেন;—

“হই শক্ত বৎসরের হস্তলিখিত অপর বৈদিক কূলগঞ্জকার শামলবর্জীর তাজশাসনের অঙ্গলিপি বেরপ গৃহীত হইয়াছে আবরা লিয়ে তাহাই উক্ত করিলাম,—এই উক্ত পাঠ ও সেববংশীয় বিজয়পুর তাজশাসনের পাঠ, উভয়ে মিলাইয়া দেখিলে সহজেই সকলে জানিতে পারিবেন যে, উভয়ই বেদ এক হাতে চালা।”

ইহ খলু বিজয়পুরনিরাসি-কটকপতে: ঐশ্বর্যত: অমলকাবারাং দ্বষ্টি

সমস্ত-সুপ্রশংস্যপেতসততবিরাজমানাখপতিগজপতিমুপতিয়াজ্জ্বাধি-পতি
বর্ষবংশকুলকমলপ্রকাশভাস্করমোমবংশপ্রদীপপ্রতিপন্থকর্ণগাঙ্গেয় শরণাগত
বঙ্গপঞ্জৱ-পরমেশ্বর-পরমভট্টারকপরমসৌর-মহারাজাধিরাজ অরিরাজ
বৃষভশক্ত-গৌড়েশ্বর শামলবর্ষ-দেবপাদবিজয়নঃ

—বঙ্গের আতীর ইতিহাস, আঙ্গকাণ্ড, বিভাগ ভাগ, পৃঃ ২২।

পূর্বোক্ত এছের আর একহাতে বহু মহাশয় বলিয়াছেন,—“তিনি (শামলবর্ষা)
সেনবংশীয় বৃপ্তির আগ্রে করমক্ষেত্রে রাজ্য পাসন করিতেন। কিন্তু সেই সেনবংশীয়
অধীরের নাম পাশ্চাত্য কুলগ্রহে স্পষ্ট পাওয়া যায় না। এথিকে শামলবর্ষা কোন
কুলগ্রহে ‘শুরাবর’ আৰার কোন কোন কুলগ্রহে ‘সেনাবর’ বলিয়াই বর্ণিত।”

—বঙ্গের আতীর ইতিহাস, আঙ্গকাণ্ড, বিভাগ ভাগ, পৃঃ ১৯।

পূর্বোক্ত প্রমাণসমূহের উপর নির্ভর করিয়া, বেলাবো তাত্ত্বাসন আবিষ্কৃত হইবার
পূর্বে, শ্রীযুক্ত মন্দেশ্বরাধ বহু হিঁর করিয়াছিলেন যে, শামলবর্ষা সেনবংশীয় হেষজ্জসনের
পোতা, বিজয়সনের কনিষ্ঠ পুত্র ও বজ্জনসনের কনিষ্ঠ ভাতা। তোজবর্ষার বেলাবো
তাত্ত্বাসন আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণ হইল যে, বহুজ মহাশয়ের পূর্বোক্ত সিঙ্কান্ত অসার
এবং যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই সকল সিঙ্কান্ত হইয়াছিলেন,
সেই কুলশাস্ত্রের সিঙ্কান্তগুলি মিথ্যা করিকৰনা, তাহা প্রমাণক্ষেপ গণ্য হইতে পারে
না। তোজবর্ষার তাত্ত্বাসন হইতে অবগত হওয়া যাই যে, শামলবর্ষা সেনবংশীয়
বহেন, তিনি বহুবংশজাত, তাহার পিতার নাম বিজয়সন অথবা তাহার মাতার
নাম বিলোলা নহে। তুঃখের বিষয় এই যে, বেলাবো তাত্ত্বাসন আবিষ্কৃত হইবার
পরেও শ্রীযুক্ত মন্দেশ্বরাধ বহু “তাত্ত্ববর্ষ” পত্রিকার “কুলগ্রহের ঐতিহাসিকতা ও
তোজের নবাবিষ্কৃত তাত্ত্বাসন” নামে একটি অবস্থা লিখিয়া কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক
প্রমাণের মৰ্যাদা রক্ত করিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অবস্থা বহুজ মহাশয়
বলিয়াছেন যে, পূর্বে তিনি কুলশাস্ত্রের যে সমস্ত পুঁথি পাইয়াছিলেন, তাহা আমে পরিপূর্ণ,
“সাত বকলে আসল খাতা হইয়াছিল।” সম্মতি তিনি টালানিবাসী ৮শুক্রচরণ
বিছাসাগর মহাশয়ের বাটি হইতে একখালি তালপাত্রে লিখিয়ে আচীন পুঁথি পাইয়াছেন।
ইহা ঈশ্বরকৃত বৈদিক-কুলগতিকা। “তাত্ত্ববর্ষ” পত্রিকার বহুজ মহাশয় এই নতুন

पुढी हइते शामलबर्धीर वे नूत्रन परिचय संग्रह करियाहेन ताहा अठीव आकर्ष्य ।
१३११ बजारे बहुज महाश्र ईश्वर बैदिककृत कूलगञ्जिका हइते शामलबर्धीर वे
वंश-परिचय संग्रह करियाहिलेन, ताहार सहित १३२० बजारे ईश्वर बैदिकेर
कूलगञ्जिका हइते बहुज महाश्र कर्तृक संग्रहीत शामलबर्धीर विठीव वंश-परिचय
तुलित होया उचित ;—

शामलबर्धीर अथव वंश-परिचय ;—

त्रिविक्रम महाराज सेववंश-समृद्धवः ।
आसी॑ गरमधर्मज्ञः काशीपुरसमीपतः ॥
वर्णरेखा नवी थज वर्णद्वयमरी शुभा ।
वर्गज्ञासलिलैः पृता सज्जोक्तजनतारिणी ॥
असौ तत्र वहीपालो मालत्यां नामतः त्रिरां ।
आकृजां अनवायास नारा विजयसेवकं ॥
आसी॑ स एव-राजा । च तत्र पूर्ण्यां महामतिः ।
पञ्ची तत्त्व विलोका । च पूर्णचक्रसमद्युतिः ॥
त्रियां तत्त्वां हि पूर्जो वो मङ्गशामलबर्धको ।
स एव अनवायास क्षेत्रीवक्तव्यावृत्तो ।
मङ्गस्त्रैत्रेर अधितः शामलोहत्र समागतिः ।
जेतुः शक्रगणान् सर्वान् गोडुदेश-निवासिनः ॥
विजित्य रिपुशार्दूलं बज्रदेश निवासिनः ।
वाजासी॑ गरमधर्मज्ञो नारा शामलबर्धकः ॥

—वज्रेर जातीय इतिहास, आक्षणकाण, विठीव भाग, पृ॒ १४, पादाटका २ ।

शामलबर्धीर विठीव वंश-परिचय ।

त्रिविक्रम महाराज शूरवंश-समृद्धवः ।
आसी॑ गरम धर्मज्ञो देशे काशीसमीपतः ।
वर्णरेखा-पूर्नी थज वर्णद्वयमरी शुभा ।
वर्गज्ञासलिलैः पृता सज्जोक्तजनतारिणी ।

ଅମୋ ତତ୍ତ୍ଵ ଯହିପାଲୋ ମାଲତ୍ୟାଂ ନାମତଃ ଶ୍ରିୟାଂ ।
 ଆଶ୍ରଙ୍ଗ ଜନରାମାସ ନାମା * କର୍ଣ୍ମସେନକ ॥
 ଆସୀଏ ସ ଏବ ରାଜା ୩ ତତ୍ତ୍ଵ ପୂର୍ଣ୍ଣାଂ ମହାମତିଃ ।
 କଞ୍ଚା ତତ୍ତ୍ଵ ବିଲୋଳାଚ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରମହାତିଃ ॥
 ଶ୍ରିୟାଂ ତତ୍ତ୍ଵାଂ ହି ହୋ ପୁତ୍ରୋ ମଜ୍ଜ-ଆମଲବର୍ଷକେ ।
 ସା ଏବ ଜନରାମାସ କ୍ଷୋଳୀ-ରକକରା ବୁଝୋ ॥
 ମଜ୍ଜନ୍ତ୍ରୈବ ପ୍ରଥିତଃ ଆମଲୋହତ ମମାଗତଃ ।
 ଜେତୁଁ ଶତ୍ରୁଗଣାନ୍ ସର୍ବାନ୍ ଗୋଡ଼ଦେଶନିବାସିନଃ ॥
 ବିଜିତ୍ୟ ରିପୁଶାର୍ଦ୍ଦୁଙ୍ ବଞ୍ଚଦେଶନିବାସିନଃ ।
 ରାଜାସୀଏ ପରମର୍ଥର୍ଜ୍ଞୋ ନାରୀ ଶାମଲବର୍ଷକଃ ॥
 ଜିଜ୍ଞାସା ସର୍ବମହିପତିଃ ତ୍ରୁଟିବଳୈଃ ପକ୍ଷାନ୍ତତୁଳୋଁ ବଳୀ ।
 ଶ୍ରୀମଦ୍ବିତ୍ରମପୁରନାମନଗରେ ରାଜାଭବିଷ୍ଣୁଚିତଂ ॥

—ଭାରତବର୍ଷ, ୧୯ ବର୍ଷ, ପୃଃ ୩୧ ।

ତୁଳନା କରିଲେ ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଥାଏ ଯେ, ଈଥର ବୈଦିକେର କୁଳପଞ୍ଜିକାର ଦ୍ଵିତୀୟ ପୁର୍ଥିତେ “କାଶୀପୁର” ହାନେ “ଦେଶେ କାଳୀ,” “ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣରେଥା ନଦୀ,” ହାନେ “ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣରେଥା ପୁରୀ,” “ବିଜୟ-ସେନକ,” ହାନେ “କର୍ଣ୍ମସେନକ,” “ପଞ୍ଚା ତତ୍ତ୍ଵ ବିଲୋଳା” ହାନେ “କଞ୍ଚା ତତ୍ତ୍ଵ ବିଲୋଳ,” “ଶ୍ରିୟାଂ” ହାନେ “ଶ୍ରିୟାଂ” ପରିବର୍ତ୍ତି ହଇଯାଛେ । ଏଇ ସକଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମେତ ଦ୍ଵିତୀୟ ପୁର୍ଥିଥାନି ବେଳାବୋ ତାତ୍ରାସନ ଆବିକ୍ଷାରେ ଅର୍ଦ୍ଦିନ ପରେଇ ବନ୍ଧୁ ମହାଶ୍ରେଷ୍ଠ ହତ୍ତଗତ ହଇଯାଇଛି । ବେଳାବୋ ତାତ୍ରାସନ ଶାମଲବର୍ଷାର ମାତାମହ ଚେଦିରାଜ କର୍ମହେବେର ନାମ ଆଛେ, ମୁତରାଂ ଉଚ୍ଚ ତାତ୍ରାସନ ଆବିକ୍ଷାରେ ପରେ ଈଥର ବୈଦିକକୃତ ଦ୍ଵିତୀୟ ପୁର୍ଥି ଆବିକ୍ଷାର ହୁଏଥାର ସନ୍ଦେହ ହିଁତେହେ ଯେ, କୋନ ହୁଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛାପୁର୍ବକ କତକଣ୍ଠି କୁଳଶାନ୍ତ ରଚନା କରିଯା ବାରଂବାର ବନ୍ଧୁ ମହାଶ୍ରେଷ୍ଠକେ ପ୍ରତାରିତ କରିଯାଛେ । ଅର୍ଦ୍ଦିନ ପୂର୍ବେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାକୀ ମହାଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଗିଯାଛେନ ଯେ, ସନ୍ଧ୍ୟାକରନନ୍ଦୀ-ରଚିତ “ରାମଚରିତ” ଏକାଶିତ ହଇବାର ପରେଇ ତାହାର ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣେର ମାମାବଳୀ ଆବିଷ୍ଟ ହିଁଲ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପୂର୍ବେ କେହ ସନ୍ଧ୍ୟାକରନନ୍ଦୀର ବଂଶ-ପରିଚୟ ଦିତେ ପାରିଲେନ ନା, ହିଁହ ଅଭ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ୍ୟର ବିଷୟ ।

(୩) ବିଜାର୍ଥେନେର ତାତ୍ରାସନ—କେବେ ବନ୍ଦେ ପୂର୍ବେ ଅନୈକ ଭାରତୀକ ଆମାର

বিকটে বিজয়সেনের একধানি নৃত্য তাত্ত্বিকাসন আবিয়াছিলেন, ইহা বজ্রালসেনের শিষ্টা বিজয়সেনের ৩১ বা ৩৬ বার্ষিক প্রদর্শ হইয়াছিল। এই তাত্ত্বিকাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বজ্রালসেনের মাতা বিলাসদেবী শূরবংশের কন্ত। এবং বজ্রালসেন স্বয়ং শূরবংশের দোহিতা। আবিশ্বুর সন্ধকে কুলগ্রহের যে সমস্ত বচন অস্ত্বাবধি আবিকৃত হইয়াছে, তাহা পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সেবরাজগণ আবিশ্বুরের দোহিতা-বংশজাত—

- (ক) জাতো বজ্রালসেনো শুণিগণগণিতস্তস্ত দোহিতবংশে
- (খ) আবিশ্বুর কুলে জাতো পুরুষাং সপ্তমাং পরম।
- কন্তকা হৃষ্ণুরী সার্কী নামা শ্রীঃ শ্রীরিব শুভ।
- (গ) আসৌৎ পৌড়ে মহারাজ আবিশ্বুঃ প্রতাপবান্।
- তৰাঙ্গজ-কুলে জাতো বজ্রালাখো মহৈপতিঃ।
- (ঘ) যতো জগত্রাজজয়ীশবর্য ঐশ্বর্যশৌর্যাঞ্জবীর্যাঞ্জাজী।
অপূর্বৰ্ত্তন্তৰবদেবদেবেবেদেশ শশাঙ্কস্তরযন্তু শাকে।
- জাতো বিজয়সেনো শুণিগণগণিতস্তস্ত দোহিতবংশে।
- পুণ্যাঞ্জা দ্বেশশুঙ্গে ধরণীপতিগণ্যঃ পূজ্যমানপ্রধানঃ।

বিজয়সেনের তাত্ত্বিকাসনে থখন দেখিতে পাইতেছি যে, বজ্রালসেন স্বয়ং শূরবংশের দোহিতা ছিলেন, তথন—

- (ক) তিনি কখনই আবিশ্বুরের দোহিতা-বংশজাত হইতে পারেন না।
- (খ) তাহার মাতার নাম শ্রী নহে, কিন্তু তাহার মাতা বিলাসদেবীই শূরবংশের কন্ত।
পূর্বোক্ত প্রমাণমূসারে সাধারণতঃ কুলশাস্ত্রের প্রমাণগুলি অস্তা বলিয়া বোধ হয়। অনুমান হয় যে, প্রাচীন জনপ্রবাদ সইয়া কুলশাস্ত্র প্রচিত হইয়াছিল। শ্বামজ-বর্ষার সমরে বজ্জে বৈদিক ত্রাজ্ঞগণ আগমন করিয়াছিলেন। দমুজ্জমৰ্দিলদেব চতুর্ভূগ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আবিশ্বুর সময়ে বজ্জে রাজায় ও বারেন্দ্র ত্রাজ্ঞগণ আগমন করিয়াছিলেন। এই সকল জনপ্রবাদ ব্যতীত কুলশাস্ত্রে প্রাচীনকালে বংশপ্ররূপরা ও বিবাহ-সৰক ব্যতীত অস্ত কোন বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বর্তমান সময়ে কুলশাস্ত্রসমূহে রাশি রাশি ঐতিহাসিক ঘটনার উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নৃত্য ঐতিহাসিক আবিকারের আলোকে তৎসমূদ্রে “প্রক্ষিপ্ত” প্রমাণ হইতেছে। এইক্ষত প্রস্তুত কুলশাস্ত্রকৃত কোন বচন প্রমাণবরূপ গৃহীত হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাল-বংশের অভ্যন্তর।

পালবংশের পরিচয়—সক্ষ্যাকরনলোর রামরচিত—হরিভদ্রের অষ্টসাহ্নিকা প্রজা-
পারমিতাটিকা—বৈষ্ণবের তাত্ত্বিকাসন—অবরামের ধর্মবজ্র—পালবাজগণের কারহৃষি—
মাত্স্যার—রাজনির্বাচন সমক্ষে তাত্ত্বিকাসনের উপাধ্যান—পালবাজগণের পিতৃ-
তৃষ্ণি বরেন্নী—প্রথম গোপালদেব—বেদদেবী—গোপালদেবের রাজ্যকাল—ধর্মপাল—
ধর্মপালের রাজ্যকাল—তৃতীয় গোবিন্দের রাজ্যকাল—কাঞ্চকুজ্জরাজ ইঙ্গায়ুদের
পরাজয়—চক্রায়ুধকে কাঞ্চকুজ্জের সিংহাসন-প্রদান—বিতীয় বাগভটের সহিত যুক্ত—
ধর্মপালের পরাজয়—বাহককধবল—তৃতীয় গোবিন্দের উত্তরাগধার্তিবান—ধর্মপাল ও
চক্রায়ুধের তৃতীয় গোবিন্দের নিকটে সাহার্য-প্রার্থনা—রাজাদেবী—গরবল—ত্রিভুবন-
পাল—বৃক্ষগঠনার শি঳ালিপি—ধাতিমপুরের তাত্ত্বিকাসন—স্বর্ণরেখ—হরিচরিত কাব্য।

বারবার পরাক্রান্ত বিদেশীয় রাজগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়-
বঙ্গ-মগধের অধিবাসিগণ একজন রাজা নির্বাচন করিয়াছিল।
তিনি তদেশীয় লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ
করিয়া গিয়াছেন যে, তৎকালে উড়িষ্যায়, বঙ্গ এবং পূর্বদেশের অন্য
স্থানে প্রদেশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য নিজ নিজ অধিকারে
রাজা হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সমগ্র দেশে কোন রাজা ছিলেন না।
দেশের যথন এইরূপ অবস্থা, তখন প্রজাপুঁজি প্রবলের অত্যাচারে

(1) In Odivisa, in Bengal and the other five provinces of the East, each Kshatriya, Brahman and merchant, constituted himself a king of his surroundings, but there was no king ruling the country.—Indian Antiquary, Vol. IV. pp. 365-6.

গীড়িত হইয়া অরাজকতা দূর করিবার জন্য রাজনির্বাচন করিয়াছিল। প্রজাবন্ধ যাহাকে গোড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসন স্বেচ্ছায় প্রদান করিয়াছিল, তাহার নাম গোপালদেব। তাহার পিতা যুক্ত-বিজ্ঞা-বিশারদ ছিলেন^১, এবং তাহার পিতামহ দয়িতবিষ্ণু সর্ববিজ্ঞাবৎ ছিলেন^২। দয়িতবিষ্ণুর পিতৃ-পিতামহের কোন সক্ষান্ত অষ্টাবধি আবিষ্ট হয় নাই। পালরাজবংশের যতগুলি শিলালিপি বা তাত্ত্বাসন অষ্টাবধি আবিষ্ট হইয়াছে, তবখ্যে যাত্র খালিমপুরে আবিষ্ট ধর্মপালদেবের তাত্ত্বাসনে বপ্যট ও দয়িতবিষ্ণুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দয়িতবিষ্ণুর বংশপরিচয় অদ্যাবধি কোন তাত্ত্বাসনে বা শিলালিপিতে আবিষ্ট হয় নাই। তাহার বংশধরগণ অন্যন সার্ক চারিশত বৎসর গোড়-মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহাদিগের বহু তাত্ত্বাসন ও শিলালিপি আবিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু পাল-রাজবংশের কোন খোদিত-লিপিতেই তাহাদিগের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই। সম্ভ্যাকরনলৌ-বিরচিত “রামচরিতে” এবং ঘনরামের “ধর্মজলে” পালরাজগণের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এতব্যতীত কুমারপালের সেনাপতি কামরূপরাজ বৈষ্ণবদেবের কর্মোলী তাত্ত্বাসনে পালরাজগণের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। “রামচরিত” খণ্ডীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে লিখিত হইয়াছিল এবং বৈষ্ণবদেবের তাত্ত্বাসনও ঐ সময়ে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রদত্ত হইয়াছিল।

(২) আসীমাসাগরাচুর্বীঃ শুর্বাণিঃ কৌশিতিঃ কৃতী ।

মণ্ডন্ত্বশুতারাতিঃ জায়ঃ শীবপ্যটত্ততঃ ।

—ধর্মপালদেবের খালিমপুরের তাত্ত্বাসন ; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১-১২।

(৩) ত্রিয়ঃ ইব হৃতগার সম্বো বারিরাশিঃ শশধর ইব তাসো বিষ্মাহৃতুরস্যাঃ ।

প্রকৃতিরবনিগারাঃ সম্ভতেজন্মত্তমারা অজনি দয়িতবিষ্ণুঃ সর্ববিজ্ঞাবদাতঃ ।

—ধর্মপালদেবের খালিমপুরের তাত্ত্বাসন ; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১।

ঘনরামেৰ ধৰ্মজল ইহার বহু পৱে রচিত হইয়াছিল। গোপালদেবেৰ পুত্ৰ ধৰ্মপালদেবেৰ রাজত্বকালে হরিভদ্ৰ ‘অষ্টমাহশ্রিকা প্ৰজ্ঞাপাৰমিতাৰ’ টীকায় বলিয়া গিয়াছেন যে, ধৰ্মপাল “রাজভটাদিবংশপতিত”। হরিভদ্ৰ ধৰ্মপালদেবেৰ সমসাময়িক ব্যক্তি; স্বতুৱাঃ তাহার উক্তি সম্ভ্যাকৰনন্দীৰ রামচৰিত, ঘনরামেৰ ধৰ্মজল ও বৈগুদেবেৰ ক্ষমোলী তাৎক্ষণ্যসন্তাপেক্ষা অধিকতৰ প্ৰামাণিক হওয়া উচিত। শ্ৰীযুক্ত নগেন্দ্ৰনাথ বস্ত্ৰ মতানুসাৰে ধৰ্মপাল বলেৰ খড়গবংশীয় রাজা দেবখড়গেৰ পুত্ৰ রাজব্ৰাজভট্টেৰ বংশজাত। বস্ত্ৰ মহাশয় বলিয়াছেন,—“এই কঢ়াটি

(৪) বঙ্গেৰ আতীয় ইতিহাস, রাজস্বকাণ্ড, পৃঃ ১৪৭। হরিভদ্ৰেৰ ‘অষ্টমাহশ্রিকা প্ৰজ্ঞাপাৰমিতা-টীকাৰ’ ধৰ্মপালদেৱ সন্ধকে ‘রাজভটবংশপতিত’ শব্দটি আছে, এই সংবাদ শ্ৰীযুক্ত নগেন্দ্ৰনাথ বস্ত্ৰ মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীযুক্ত হৱপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীৰ বিকট পাইয়াছিলেন। বেগালে কাঠমুৰু বগৱে ‘বৌৰ লাইভেৰী’ বামক এছাগাৰে হৱিভদ্ৰ-বিৱচিত ‘অষ্টমাহশ্রিকা প্ৰজ্ঞাপাৰমিতা-টীকাৰ’ একথাবি প্ৰাচীৰ পুথি আছে, পুথিধাৰি তালগত্তে লিখিত এবং মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীযুক্ত হৱপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰী মহাশয়েৰ মতানুসাৰে পুথিধাৰিৰ বৰস সাত আট শত বৎসৰ হইবে। এই গ্ৰন্থেৰ সাতিংশ অধ্যায়েৰ শেষে মিছলিধিত ক্ৰোকটি লিখিত আছে ;—

ৱাঙ্গে রাজভটাদিবংশপতিত শ্ৰীধৰ্মপালত্ব বৈ

তস্ত্বালোকবিধায়ী বিৱচিতা সৎপঞ্জিকেৰং সৱা ॥

এই গ্ৰন্থেৰ পুশ্পিকা হইতে অবগত হওয়া বাবে যে, টীকাটি হৱিভদ্ৰ-বিৱচিত, —

অভিসম্বৰালক্ষণাবলোকেজাষ্টমাহশ্রিকা প্ৰজ্ঞাপাৰমিতা ব্যাখ্যা সমাপ্তা। কৃতিৱিঃ আচাৰ্যহৱিভদ্ৰপাদানাঃ ।

মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীযুক্ত হৱপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰী অনুমান কৰেন যে, ‘রাজভটাদিবংশপতিত’ শব্দে রাজভট অভূতিৰ সহিত পাশবংশেৰ অতি দূৰ-সম্পর্ক সূচিত হৈ। কিন্তু ইহার অৰ্থে গোপাল বা ধৰ্মপালকে রাজভটেৰ বংশধৰ বলা বাইতে পাৰে না। মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীযুক্ত হৱপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰী রামচৰিত সম্পাদনকালে বলিয়াছেন যে, পালয়াজগণ সন্তুত: রাজভটেৰ কোৱ সেনাপতিৰ বংশজাত; Dharmapala is described by Haribhadra as belonging to the family of a military officer of the same king.—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III., p. 6.

প্রমাণ দ্বারা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, গোপাল ও ধর্মপাল প্রথমতঃ গৌড়বাসী ছিলেন না, মূলতঃ বঙ্গবাসী ছিলেন এবং বঙ্গের রাজ্যটের বৎশে উত্তৃত হইয়াছিলেন^(১)।” চীনদেশীয় পরিভ্রান্তক সেঙ্গ-চি ৬৫০ হইতে ৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রাজ্যটকে সমতুর বা বঙ্গের সিংহাসনে দেখিয়াছিলেন। চীন-পরিভ্রান্তক ই-চিং ৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তাত্ত্বিক নগরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি তাহার অমণ-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তৎপূর্বে সেঙ্গ-চি নামক তাহার একজন স্বদেশবাসী জনপথে সমতুরে আগমন করিয়াছিলেন^(২)। বহুজ মহাশয় হিসেবে করিয়াছেন যে, খঙ্গবৎশীয় দেবখঙ্গের পুত্র রাজরাজভট্ট এবং চীন-পরিভ্রান্তক-বর্ণিত সমতুরাজ রাজ্যট একই ব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে বহুজ মহাশয় বলিয়াছেন, “কেহ কেহ এই রাজ্যটের পিতার তাত্ত্বিকানন্তির আলোচনা করিয়া তাহাকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক বলিতে চান। কিন্তু অক্ষর দেখিয়া ইহার কাল-নির্ণয় সমীচীন হয় নাই^(৩)।” দেবখঙ্গের কাল-নির্ণয়-প্রসঙ্গে যথাস্থানে অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণের মূল্য আলোচিত হইবে। এইস্থানে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণসম্মানে দেবখঙ্গ ধর্মপালদেবের পূর্ববর্তী নহেন, স্মৃতিরাং দেবখঙ্গের পুত্র রাজ্যট বা রাজরাজভট্ট কখনই ধর্মপাল-দেবের পিতা গোপালদেবের পূর্বপুরুষ হইতে পারেন না। দেবখঙ্গের পুত্র রাজরাজভট্ট কখনই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ব্যক্তি হইতে পারেন

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজস্বকাণ্ড, পৃঃ ১৪৭।

(২) Jyan Tak-kusu's I-tsing, ঐমুক্ত বনগ্রন্থস্থ বহু কর্তৃক ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’, রাজস্বকাণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত; বহুজ মহাশয় পাদটীকায় প্রাক্ত প্রমাণ করেন নাই।

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজস্বকাণ্ড, পৃঃ ১৪৭, পাদটীকা ১।

না, স্বতরাং সেজ-চি-বর্ণিত রাজভট স্বতন্ত্র ব্যক্তি। হরিভদ্রের অষ্ট-সাহস্রিকাপ্রজাপারমিতার টীকার ‘রাজভটাদিবংশপতিত’ শব্দের যে ‘রাজভটের বংশপ্রসূত’ অর্থ হইবে, ইহার কিছু নিশ্চয়তা নাই। ‘রাজভট-বংশপতিত’ শব্দে রাজভৃত্যবংশোন্তব বুঝাইলেও বুঝাইতে পারে। গোপালদেব যদি সমতট বা বল্লের বিখ্যাত রাজবংশপ্রসূত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের এবং বংশধরগণের প্রশংসিত-রচয়িত্বগণ উচ্চ-কর্তৃ বহু শব্দাড়ুরের সহিত পালবংশের পূর্ব-গৌরব কীর্তন করিতেন। ভারতের ইতিহাসে একপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বাতাপীগুরের চালুক্য-বংশের সাম্রাজ্য ৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে রাষ্ট্রকৃতরাজ দস্তিদুর্গ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল^(৮)। দস্তিদুর্গ হইতে দ্বিতীয় কর্কের রাজ্যকাল পর্যন্ত চালুক্য-রাজগণ সামাজিক সামন্তে পরিণত হইয়াছিলেন, কিন্তু কল্যাণের চালুক্য-বংশীয় দ্বিতীয় তৈল পিতৃরাজ্যোন্তর করিয়াছিলেন^(৯)। কৌটেম গ্রামে আবিষ্কৃত তাঁহার বংশধর পঞ্চম বিজ্ঞমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের তাত্ত্বশাসনে প্রাচীন চালুক্য-বংশের স্বনীর্দ্ধ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে^(১০)। ধর্মপাল, দেবপাল প্রভৃতি পালবংশীয় সদ্বাট্টগণের তাত্ত্বশাসনসমূহে দেবখড়কাদির উল্লেখের অভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, খড়গবংশের সহিত পালবংশের কোনই সম্পর্ক ছিল না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, “শ্রিয় ইব স্বতগায়া: সম্বৰো বারিরাশিঃ”^(১১) এবং “ঝাঘা পতিরাতামৌ মুক্তারং সম্মুক্তিরিব”^(১২) প্রভৃতি শ্লোকে পালবংশের সিদ্ধ হইতে

(৮) Bhandarkar's Early History of the Dekkan, p. 62.

(৯) Ibid, p. 79.

(১০) কৌটেম আমে আবিষ্কৃত চালুক্যরাজ পঞ্চম বিজ্ঞমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের তাত্ত্বশাসন।—Indian Antiquary, Vol. XVI, 21.

(১১) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১।

(১২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৭।

উৎপত্তির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। পালবংশের তাত্ত্বিকাসন-সমূহ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুদিত হইয়াছে; মৈত্রেয় মহাশয়-কৃত পূর্বোক্ত শ্লোবস্থয়ের অনুবাদে পালবংশের সমূজ্জ্বল হইতে উৎপত্তি সম্বক্ষে কোন কথাই নাই। প্রথম শ্লোকাংশটি খালিম-পুরে আবিষ্টুত ধর্মপালদেবের তাত্ত্বিকাসনের বিতীয় শ্লোকের অংশ। ইহার বঙ্গভাষাদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চন্দ্র ও লক্ষ্মীর উৎপত্তিস্থান সমূজ্জ্বের সহিত পাল-বংশের বীজি পুরুষ দয়িতব্যস্থুর তুলনা করা হইয়াছে।^{১০} বিতীয় শ্লোকাংশটি মুহূরে আবিষ্টুত দেবপালদেবের তাত্ত্বিকাসনের একাদশ শ্লোক। মৈত্রেয় মহাশয়ের অনুবাদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবপালদেবের মাতা বশা দেবীর সহিত মুক্তাপ্রসবকারী সমূজ্জ্ব-জাত শৃঙ্খল তুলনা করা হইয়াছে^{১১}; স্বতরাং এইস্থানে অর্থাৎ গোপাল ও ধর্মপালের ঘটনার পরে পালবংশের উৎপত্তি সম্বক্ষে কোন কথাই থাকিতে পারে না।

সংক্ষাকৰনমৌর রামচরিতে সিঙ্গু বা সমূজ্জ্ব হইতে ধর্মপালের উৎপত্তির উল্লেখ আছে। রামচরিতের শ্লোকগুলি ব্যাখ্যাচক, এইজন্য রাম-চরিতের যে অংশের টাকা আছে, তাহাতে রামপক্ষে এবং অপর পক্ষে উভয় প্রকারের ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে,—

শ্রিয়মুদ্রাদ্বিতলস্তীয়গলং কমলানামিনঃ স বস্তুতাঃ ।

কুস্তালোকাহরণং মহাক্ষয়ে ষৎ বিধুবিশতি ॥

— রাম-চরিত, প্রথম পরিচ্ছেদ, ৩য় শ্লোক ।

টাকাকার সমূজ্জ্ব পক্ষে ইহার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—

“সমূজ্জ্বপক্ষে । কমলানামিনঃ পতিঃ সমূজ্জঃ শ্রিযঃ বঃ তহুতাঃ ইত এব

(১০) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৮ ।

(১১) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৩ ।

লক্ষ্মীপ্রাতুর্তাবাঃ উগ্নিতলক্ষ্মীকঃ । মহাক্ষয়ে মহাপ্রজ্ঞে লোকাহরণঃ
কৃষ্ণ লোকান্ত কুক্ষো নিক্ষিপ্য যং সমুদ্রং বিধু বর্ষস্থিদেবো বিশতি ॥৩॥

ইহার পরের শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই সমুদ্রের বৎশে
রাজা ধর্মপাল জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন ;—

“তৎকুলদীপো বৃপতিরভু [২] ধর্মো ধামবানিবেক্ষ্য কৃঃ ।

যশাক্রিং তীর্ণাগ্রাবনো রুরাজাপি কৌত্তিরবদ্ধাতা ॥

—রামচরিত, প্রথম পরিচ্ছেদ, ৪৭ শ্লোক ।

অগ্নজ্ঞ সমুদ্রকুলদীপো ধর্মঃ ধর্মনামা ধর্মপাল ইতি যাৰু । বৃপতি-
রভু । একদেশেন সমুদ্রায়ঃ, যথা ভূমিসেন ইতি : ধামবান-
তেজস্মী ইব যথা ইক্ষ্যাকৃঃ কট্টুষ্ঠী উৎপৰবতে, তথা যজ্ঞ গ্রাবনোঃ
শিলানোকা, অর্কিং তীর্ণা সমুদ্রপ্রাসাদাদস্তরীক্ষমিব তীর্ণবতী রুরাজ,
অপি শৰ্বাঃ কৌত্তিরপি সমুদ্রং তীর্ণা রুরাজ ॥৪॥”

ঘনরামের ধর্মজ্ঞলে সমুদ্র হইতে পালরাজবৎশের উৎপত্তির কিঞ্চিং
আভাষ দেখিতে পাওয়া যায় । ধর্মপালদেবের পুত্র দেবপালদেবের মুদ্রের
আবিষ্কৃত তাত্ত্বিকাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্মপালের পঞ্চীর নাম
বন্ধাদেবী ॥^{১৫}; কিন্তু ঘনরামের ধর্মজ্ঞলামুসারে তাঁহার পঞ্চীর নাম
বন্ধভা ॥^{১৬} । ঘনরামের ধর্মজ্ঞলামুসারে ধর্মপাল অপুত্রক । নর্কাসিতা
বন্ধভার গর্তে সমুদ্রের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, ঘনরাম গ্রহ-
মধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই ॥^{১৭} । ঘনরামের ধর্মজ্ঞলের এই

(১৫) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol .III, p. 20.

(১৬) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৩ ।

(১৭) ঘনরামের ধর্মজ্ঞল, পৃঃ ১১০ ।

(১৮) ঘনরামের ধর্মজ্ঞল, ‘কাঙ র যাজা পাল’—

ধার্মিক ধর্মজ্ঞলে ধর্মপাল রাজা ।

প্রিয়পুত্র আর পালে পৃথিবীর অঙ্গা ॥

কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য নহে, কারণ পালরাজগণের তাৰিখাসন-সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবপাল ধৰ্মপালের পুত্ৰ । এতদ্ব্যতীত ত্রিভুবনপাল নামক ধৰ্মপালের আৱ এক পুত্ৰ ছিল^(১) ।

ঘনরামের ধৰ্মকলে সমুদ্রের শুরসে ধৰ্মপালের পত্নী বল্লভাদেবীর গর্তে অজ্ঞাতনামা পুত্ৰের উৎপত্তি কাহিনী দেখিয়া বোধ হয় যে, ঘনরাম কৃত্তক ধৰ্মকল-চচনকালে সমুদ্রকুলে পালরাজগণের উৎপত্তি সমৰ্জ্জে বিকৃত অনুক্ষণ্ঠি বা প্রবাদ প্রচলিত ছিল । সংক্ষ্যাকরনলী-বিৱচিত রাম-চরিতে সমুদ্রকুলে ধৰ্মপালের উৎপত্তিৰ কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে কেবল ঘনরামের উপরে বিশ্বাস কৰিয়া পালবংশের উৎপত্তি-বৰ্ণনা বিজ্ঞান-সম্মত হইত না ; কিন্তু থৃষ্ণীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থে এবং অন্যন সম্পৃশ্যত বৰ্ণের পুরাতন পুথিতে যথন এই কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন সমুদ্রকুলে পালরাজগণের উৎপত্তি সমৰ্জ্জে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না । পূৰ্বে কথিত হইয়াছে যে, রামপালদেবের পুত্ৰ কুমারপালদেবের মন্ত্রী ও সেনাপতি কামরূপরাজ বৈষ্ণবদেবের তাৰিখাসনে স্থৰ্যবংশে পালরাজগণের উৎপত্তি-কথা দেখিতে পাওয়া যায়^(২) ।

অপুত্রক মহারাজ অধিলে প্রকাশ ।

বিশেষ ভ্রান্তিপ বিজ্ঞু বৈষ্ণবেৰ দাস ॥

পূৰ্বাপুর পাটে রাজা ঐ গৌড় পূৰী ।

ধৰ্মশীলা রাণী তাৱ ভ(ব)জ্ঞতা হস্তৰী ॥

বৰবাসে তথন আছিল সেই সতী ।

তাৱ সঙ্গে সমুজ্জ সঞ্জোগ কৈল রতি ॥

গৌড়পতি তোমাৰ জনম নিলা হার ।

(১৯) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ২৬ ।

(২০) এতজ দক্ষিণদ্যুম্নে বংশে যিহিৰুত্ত জাতবান পুর্বঃ ।

বিগ্রহপালোনৃগতিঃ সর্বাকারাঙ্গি সংসিদ্ধঃ ॥

—বৈষ্ণবদেবেৰ কমোলি তাৰিখাসন, ২৩ গ্রোক,—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৮ ।

বৈষ্ণবের প্রশংসিকার বোধ হয় পালরাজগণের পূর্বপরিচয় সম্বন্ধে
অবগত ছিলেন না, এবং হয়ত পালরাজগণের সমুদ্রকুলে উৎপত্তির কথা
কখনও তাহার ঝিলগোচর হয় নাই। সঙ্ক্ষাকরনন্দী গোড়বাসী এবং
পালরাজগণের বেনতোগী কর্মচারীর পুত্র, স্বতরাং পালরাজবংশের
প্রকৃত পরিচয় তাহারই জানা সম্ভব। বৈষ্ণবের তাত্ত্বিকাননে পাল-
রাজগণের সূর্যবংশে উৎপত্তির বিবরণ নিঃসন্দেহ বৈষ্ণবের প্রশংসি-
রচয়িতা মনোরথের অজ্ঞতার ফল। বৈষ্ণবের তাত্ত্বিকানন ও সঙ্ক্ষাকর-
নন্দীর “রামচরিত” প্রায় তুল্য কালের রচনা। সমসাময়িক রচনায়
এইরূপ মতভৈরব নিশ্চয়ই একজন রচয়িতার অজ্ঞতা অথবা অমের ফল।
এইস্থানে সঙ্ক্ষাকরনন্দীর সহিত মনোরথের তুল্যা করিয়া সঙ্ক্ষাকর-
নন্দীকে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কারণ তিনি
পৌঁছ বৰ্দ্ধনপুরের অধিবাসী ছিলেন এবং তাহার পিতৃগুরুষগণ পাল-
সাম্রাজ্যে উচ্চ রাজপদের অধিকারী ছিলেন। আকবরের স্বৰূপ ইতিহাস-
বেত্তা আবুল-ফজলের উক্তির উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কেহ
কেহ গোড়-বঙ্গ-মগধের পালরাজগণকে কায়ছ অনুমান করিয়া বিষয়
অমে পতিত হইয়াছেন^{১)}। আবুল-ফজলের উক্তি, বিশেষতঃ প্রাচীন
ইতিহাস সমষ্টে, অতি সাবধানে গ্রহণ করা উচিত। তিনি আকবরের
সমসাময়িক ব্যক্তি, কিন্তু তৎসম্মতেও আকবরের সমষ্টে তাহার সমষ্ট

(১) শ্রীযুক্ত মগেন্তনাথ বসু মহাশয় তাহার “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস”,
রাজশাকাতে এই সিদ্ধান্তে উপরীত হইয়াছেন,—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজশ-
কাণ্ড, পৃঃ ১১।

উক্তিগুলি প্রকৃত ইতিহাসরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। তিনি
পালবংশীয় দশজন রাজার নাম করিয়াছেন, কিন্তু তত্ত্বাধ্যে দেবপাল ও
রাজ্যপাল ব্যতীত অপর কাহারও নাম পালরাজগণের খোদিতলিপি-
মালায় দেখিতে পাওয়া যায় না^(২)।

দয়িতব্যস্থুর পৌত্র, রঘুনাতিকুশল বপ্যটের পুত্র গোপাল, অজাবৃদ্ধ-
কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া গৌড়-মগধের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।
ইনি ইতিহাসে প্রথম গোপালদেব নামে বিখ্যাত। গোপালদেবের
পুত্র ধর্মপালদেবের খালিমপুরে আবিষ্ট তাত্ত্বাসনে দেখিতে পাওয়া
যায় যে, “মাংস্তন্ত্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রকৃতিগুরু ধাহাকে
রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করাইয়াছিল, পূর্ণিমা রজনীর জ্যোৎস্নারাশির
অতিমাত্র ধৰলতাই ধাহার স্থায়ী যশোরাশির অচুকরণ করিতে পারিত,
নরপাল-কুলচূড়াগণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট হইতে
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন^(৩)।” ‘মাংস্তন্ত্যায়’ বলিতে অরাজকতা বুঝায়।
মৌর্যবংশীয় প্রথম সত্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য বা চাণক্য তাহার
“অর্থশাস্ত্র” নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে মাংস্তন্ত্যায়ের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান
করিয়াছেন :—

(২২) Col. H. S. Jarrett's Translation of the Ain-i-Akbari,
(Bibliotheca Indica), Vol. II, p. 145.

(২৩) মাংস্তন্ত্যায়পোহিতুং প্রকৃতিভিল্ল্যাঃ করং প্রাহিতঃ

গোপাল ইতি ক্ষতীশ-শিরসাং চূড়ামণিষ্ঠৎস্ততঃ।

যত্নামুক্রিততে সন্তান-যশোরাশিরশামাশে

খেতিগ্রা দুরি পৌর্ণিমা-রজনী জ্যোৎস্নাতিভারজিয়া। ॥৫॥

—ধর্মপালের খালিমপুরের তাত্ত্বাসন,—গোড়লেখমালা, পৃঃ ১২।

“অপ্রণীতো হি মাংস্তন্ত্যায়মুক্তাবয়তি বলীয়ানবলঃ হি গ্ৰসতে দণ্ড-ধৰাভাৰে, তেন গুপ্তঃ প্ৰভৰতীতি^{১৪} ।”

“ষথন দণ্ড (রাজশক্তি) অপ্রণীত থাকে তখন মাংস্তন্যাদ্বেৰ প্ৰভাৱ হয়, উপযুক্ত দণ্ডধৰেৰ অভাৱে প্ৰবল দুৰ্বলকে গ্ৰাস কৰিয়া থাকে। সেই কাৰণেই গুপ্তগণেৰ প্ৰভাৱেৰ উৎপত্তি হইয়াছে।” গুপ্ত শব্দেৰ অৰ্থ লইয়া মতভেদ আছে; কেহ বলেন গুপ্ত অৰ্থে প্ৰচল, কাহাৱও মতে ইহাৰ অৰ্থ বক্ষিত অৰ্থাৎ সহায়-সম্পৰ্ক, কেহ কেহ বলেন গুপ্ত শব্দে চৰ্জনশপ্তেৰ নাম কৰা হইয়াছে। অৰ্থশাৰ্দেৰ প্ৰমাণেৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীযুক্ত হৰপ্ৰসাদ শান্তী বলিয়াছেন, “মাংস্তন্ত্যায়মপোহিতুঃ” শব্দেৰ অৰ্থ “অন্তরাজ্যভুক্ত হইবাৰ আশকা দূৰ কৰিবাৰ জন্য, অথবা মৎস্তেৰ ভায় (অপৰ মৎস্তেৰ) উদৱগ্রস্ত হইবাৰ ভয় দূৰ কৰিবাৰ জন্য^{১৫} ।” পণ্ডিতপ্ৰবৰ শ্ৰীযুক্ত কাশীপ্ৰসাদ জয়সওয়াল অহুমান কৰেন যে, মহুসংহিতাৰ সপ্তম অধ্যায়ে ‘মাংস্তন্ত্যায়েৰ’ প্ৰচল উজ্জেব আছে^{১৬} । উদাসীন ব্ৰহ্মনাথ বৰ্ষা-বিৱচিত. “লৌকিক ভায় সংগ্ৰহ” নামক গ্ৰন্থে ‘মাংস্তন্ত্যায়েৰ’ পূৰ্ববৎ ব্যাখ্যাই প্ৰদত্ত হইয়াছে^{১৭} । স্বৰ্গগত অধ্যাপক

(২৪) কোটিলোৰ অৰ্থশাৰ্দ্র—১৪, শামশাৰীৰ সংস্কৰণ, পৃঃ ১ ।

(২৫) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, p. 3.

শ্ৰীযুক্ত অক্ষয়কুমাৰ মৈত্ৰোৱ, শান্তী মহাশয়েৰ বাখ্যা সম্বন্ধে বিজ্ঞপ কৰিয়া লিখিয়াছেন, ‘মাংস্তন্ত্যায়েৰ’ ব্যাখ্যা কৰিতে গিৱা, “ৱামচৱিতৰে” কুমিকাৰ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবৰ শ্ৰীযুক্ত হৰপ্ৰসাদ শান্তী, এম-এ, লিখিয়াছেন—“to escape from being absorbed into another kingdom or to avoid being swallowed up like a fish”—গোড়লেখমালা, পৃঃ ১১, পাদটাৰক ।

(২৬) যদি ন প্ৰয়োজন দণ্ডঃ দণ্ডেৰত্তিৰিতঃ ।

শূলে মৎস্তানিবাপক্যন् দুৰ্বলান্ বলবত্তৰাঃ ।

—মহুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, ২০ মোৰ ।

(২৭) “প্ৰবল-নিৰ্বল-বিৱোধে সবলেৰ নিৰ্বল-বাধবিবক্ষাৰাঃ তু মাংস্তন্ত্যায়বত্তাৰঃ ।

বোঠলিঙ্ক, ‘মাংস্তন্যায়’ সম্বন্ধে তাহার “ভারতবর্ষীয় ভাষা” নামক গ্রন্থে
একটি শ্লোক উল্লেখ করিয়াছিলেন^(১)।

মগধের গুপ্তরাজবংশীয় সদ্বাট্ দ্বিতীয় জীবিতগুণের মৃত্যুর পরে,
গোড়-মগধ-বঙ্গে যে ‘মাংস্তন্যায়’ বা অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, সে
বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কান্তকুজরাজ যশোবর্ণা, কামরূপপতি
হর্ষদেব, গুর্জরেশ্বর বৎসরাজ ও রাষ্ট্রকুট-বংশীয় সদ্বাট্ খুবধারাবর্ষ কর্তৃক
আক্রান্ত হইয়া গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ অবশেষে একজন রাজা নির্বাচন করিতে
বাধ্য হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসকার লামা তারানাথ গোপাল-
দেবের রাজ্যলাভের অব্যবহিত পূর্বে গোড়বঙ্গের অবস্থা সম্বন্ধে একটি
কাহিনী লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন; “গুত্তিদিন এক একজন রাজা
নির্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব রাজার পক্ষী রাজ্ঞিতে তাঁহাদিগকে
সংহার করিতেন। কিছুদিন পরে গোপালদেব রাজপদ লাভ করিয়া,
রাজ্ঞীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়া-
ছিলেন^(২)।” তারানাথের ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য নহে, কিন্তু ধর্মপালদেবের
তাত্ত্বিকনৈ যথন গোপালদেবের নির্বাচনের কথা আছে, তখন তাঁহার

অবং আয়ঃ ইতিহাস-পুরাণাদিষ্য দৃঢ়তে, যথাহি বাণিষ্ঠে প্রকাশাদ্যানে তৎসমাধিঃ
প্রস্তুত্যোবক্তৃত্য—

এতাবতাধ কালেন তত্ত্বসাত্তল-মণ্ডলঃ।

বৃত্তবারাজকং তৌঙ্গং মাংস্তন্যার-কন্দর্শিতম্।

যথা—প্রবলা মৎস্তা নির্বিলাঃ ত্বান্নাশয়ভিস্মেতি শ্রায়ার্থঃ।”

—গোড়বঙ্গমালা, পৃঃ ১৯, পাদটীকা।

(১) “পুরাণপ্রাচীনতরা জগতো তিন্নবর্ত্তনঃ।

মণ্ডলাবে পরিধবসী মাংস্যো শ্রায়ঃ অবর্ততে॥”

—Bohtlingk's Indische Sprüche, second part.

(২) Indian Antiquary, Vol. IV, p. 366.

উক্তিৰ এই অংশমাত্ৰ গ্ৰহণ কৰা যাইতে পাৰে যে, গোপালদেৱেৰ পূৰ্বে
ভৃত্যুৰ্ব রাজপঞ্জীৰ অত্যাচাৰে দেশে অৱাঞ্জকতা উপস্থিত হইয়াছিল।
তাৰানাথ লিপিবন্ধ কৰিয়া গিয়াছেন যে, গোপালদেৱ প্ৰথমে বঙ্গদেশেৰ
রাজ্য এবং পৱে মগধৱাজ্য লাভ কৰিয়াছিলেন। সম্ভ্যাকৰনন্দীৰ
ৱামচৰিতে এবং বৈষ্ণবদেৱেৰ কৰ্মলী তাৰাশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়
যে, ৱামপাল ভীমনামক কৈবৰ্ত্তৱাজকে পৱাঞ্জিত ও নিহত কৰিয়া
পিতৃভূমি বৰেজ্জী উক্তাৰ কৰিয়াছিলেন। সম্ভ্যাকৰনন্দীৰ ৱামচৰিতে
ছইষ্টানে ৱামপালেৰ পিতৃভূমিৰ কথা আছে :—

- ১। মাংসভূজোচৈদৰ্শকেন জনকভূদ্যনোপধিৰতিনা।
দিব্যাহ্বনেন সীতা বাসালঃকৃতিৰ (ৱা)হারি কাঞ্চাঞ্চ ॥^(১)
- ২। ইতি কৃত্ত্বাজ্ঞামাগত্য চিতাঃ(তাতা)ভূমিং স জানকীঃ নিজভল্লে।
অক্ষাঞ্চকৱঃ প্ৰথিতাভিজ্ঞেচকথগ্নিথস্তথাভূতাঃ দশঃ ॥

প্ৰথম খোকে ৱামপালপক্ষে টীকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই
পিতৃভূমি বৰেজ্জী বা বৰেজ্জুভূমি^(২)। বৈষ্ণবদেৱ তাৰাশাসনেও কথিত
হইয়াছে যে, “ৱামচৰ্জু যেমন অৰ্ণব লজ্জন কৰিয়া, ৱাৰণ বধাস্তে জনক-
নন্দিনী লাভ কৰিয়াছিলেন ; ৱামপালদেৱও [যথাৰ্ব] দেইকুপ যুক্তার্গৰ
সমুভূৰ্ণ হইয়া, ভীম নামক ক্ষৌগীনায়কেৱ বধসাধন কৰিয়া, জনকভূমি
[বৰেজ্জী] লাভে, ত্ৰিজগতে [শ্ৰীৱামচৰ্জুৰ স্থান] আস্থাপঃ বিস্তৃত

(১) ৱামচৰিত, ১ম পৰিচ্ছেদ, ৩৮ মোৰ—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, p. 31. বিতীয় মোৰটি ৱামচৰিতেৰ প্ৰথম
পৰিচ্ছেদেৰ পৰাপৰতম মোৰ—Ibid. p. 34.

(২) Ibid.

করিয়াছিলেন”^{৩২} । শ্রোকস্বয় ও রাষ্ট্রচরিতের টিকার উপরে নির্ভর করিয়া গোপালদেবের পূর্বনিবাস সমস্তে তারানাথের উক্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে ।

গোপালদেব সিঃহাসনে আরোহণ করিয়া সর্বপ্রথমে বোধ হয় আত্মক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন । বারংবার বিদেশীয় রাজগণকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়-মগধ-বঙ্গ নিশ্চয়ই অত্যস্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল । কিছু-দিন প্রজাবৃন্দকে অরাজকতা ও বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করাই বোধ হয় প্রথমে গোপালদেবের রাজ্যকালের প্রধান কর্তব্য হইয়াছিল । গোপালদেবের রাজ্যকালের কোন ঘটনার বিবরণই অস্থাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই ; এখনও পর্যস্ত তাঁহার কোন শিলালিপি, তাত্ত্বশাসন অথবা প্রাচীন মুদ্রা ভারতবর্ষের কোন স্থানেই আবিষ্কৃত হয় নাই । তাঁহার পৌত্র দেবপালদেবের মুদ্রের আবিষ্কৃত তাত্ত্বশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, “তাঁহার অসংখ্য সেনাদল যুক্তার্থ প্রচলিত হইলে, সেনাপদাদ্যা-তাথিত ধূলিপটলে পরিব্যাপ্ত হইয়া, গগনমণ্ডল দীর্ঘকালের জন্য বিহৃতমগনের বিচরণোপযোগী পদপ্রচারক্ষম অবস্থা প্রাপ্ত হইত বলিয়া প্রতিভাত হইত । তিনি সমুদ্র পর্যস্ত ধরণীমণ্ডল জম্ব করিবার পর, আর যুক্তোষ্ঠমের প্রয়োজন নাই বলিয়া, মদমত রণকুঞ্জরগণকে বক্ষন হইতে মুক্তিদান করিলে, তাহারা স্বাধীনভাবে বনগমন করিয়া

(৩২) তস্যোর্জন্য-পৌরুষস্য দৃপতেঃ শৈয়াহপালোহতবৎ পুত্রঃ পালকুলাক্ষি-
শীতকিরণঃ সাম্রাজ্য বিধাতিভাক্ ।
তেনে যেন অগ্রসে জনকতু-সাভাতু যথাবচ্ছশঃ ক্ষোণী-নৱক-ভৌম-রাবণ-
বধাচ্ছার্বোজ্জ্বল-বনাং ।
—বৈষ্ণবের কমোলী তাত্ত্বশাসন, ৪ৰ্থ মোক—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৯, ১৩৮ ।

আনন্দাঞ্জপূর্ণলোচনে বক্ষুগণকে পুনৰায় দৰ্শন কৰিয়াছিল^{৩০}। “সমুদ্র পৰ্যন্ত অয়েৱ” অৰ্থ বোধ হয় যে, তিনি দক্ষিণ রাঢ় এবং ‘ব’দ্বীপেৰ শেষ সীমা পৰ্যন্ত স্বীয় অধিকাৰ বিস্তাৰ কৰিয়াছিলেন। ধৰ্মপালদেৱেৰ খালিমপুৰে আবিস্কৃত তাৰিশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গোপাল-দেৱেৰ পঞ্চীৰ নাম “দেন্দদেবী”^{৩১}। স্বগীয় অধ্যাপক কিলহৰ্ণেৰ মতানুসারে ‘দেন্দদেবী’ ভদ্ৰ নামক রাজাৰ কল্পা ; কিন্তু শ্ৰীযুক্ত অক্ষয়কুমাৰ মৈত্ৰেয় বলিয়াছেন, “অধ্যাপক কিলহৰ্ণ ‘দেন্দদেবীকে’ ভদ্ৰ নামক এক রাজাৰ কল্পা বলিয়া নিৰ্দেশ কৰিয়াছিলেন, তিনি তাহাৰ কোনৰূপ প্ৰমাণেৰ উল্লেখ কৰেন নাই। এক্ষণে কোন ঐতিহাসিক তথ্য প্ৰকটিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, এখনে কেবল পৌৱাণিক আধ্যায়িকাই স্ফূচিত হইয়াছে”^{৩২}।” গোপালদেৱেৰ বৃক্ষ-প্ৰপোত্ৰ নাৱায়ণপালদেৱেৰ এবং তাহাৰ বৎশধৰগণেৰ তাৰিশাসনে গোপালদেৱেৰ নিয়লিখিত পৱিত্ৰ পাওয়া যায় :—“যিনি কাৰণ্যৱত্তপ্রমুদিতহৃদয়ে মৈত্ৰীকে প্ৰিয়তমাৰূপে ধাৰণ কৰিয়াছিলেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞান-তৰঙ্গীৰ স্ববিমল সলিলধাৰায়

(৩৩) বিজিত্য যেনাজলধৰেসুকুৱাঃ বিমোচিতামোথ-পৱিগ্ৰহা ইতি ।

সবচ্ছয়ুৱাপ্ত-বিলোচনান্ত পুনৰ্বনেৰু বৰ্ক ন দদৃ [শ] মৰ্তজাঃ ॥

চলৎস্বনস্তেয়ু বলেয়ু যস্য বিষ্টুৱারা নিচিং রঞ্জোত্তিঃ ।

গোপ্তচাৰ-ক্ষমমুক্তীকৃৎ বিহুৱানান্ত হৃচিৰং বৰ্তুব ।

—মেৰগোপালদেৱেৰ মুজ্জেৰ তাৰিশাসন, ৩৩ ও ৪৭ মোৰ্ক ; গোড়লেখমালা, পৃঃ ৩৫-৩৬, ৪১-৪২।

(৩৪) শীতাংশোৱিৰ রোহিণী হতকুজঃ স্বাহেৰ তেজোমিথেঃ

সৰ্বাগীৰ শিবস্য শুহুকগতে তত্ত্বেৰ ভদ্ৰাঞ্জা ।

গোলোমীৰ পুৱলৰস্য দলিতা শ্ৰীদেন্দদেবীত্যতৃৎ

দেৰী তস্য বিলোচনভূৰৱিপোলশ্চীৱিৰ জ্ঞাপতেঃ ॥

—ধৰ্মপালেৰ খালিমপুৰ তাৰিশাসন, ৩ম মোৰ্ক ; গোড়লেখমালা, পৃঃ ১২।

(৩৫) গোড়লেখমালা, পৃঃ ২০, পাদটীকা ।

অজ্ঞান-পক্ষ প্রকালিত করিয়াছিলেন, যিনি কামক অরির পরাক্রম-সঙ্গত আক্রমণ পরাভূত করিয়া, শাস্তী শাস্তিলাভ করিয়াছিলেন; সেই শ্রীমান् দশবল লোকনাথের জয় হটক; এবং যিনি কঙ্গারস্তোষাস্তিত বক্ষে প্রজ্ঞাবর্গের মিত্রতা ধারণ করিয়া সম্যক্ত-সম্মোধ-প্রদায়িনী জ্ঞান-তরঙ্গীর স্ববিমল সলিলধারায় লোক-সমাজের অজ্ঞান-পক্ষ প্রকালিত করিয়া, দুর্বলের প্রতি অভ্যাচারপরায়ণ স্বেচ্ছাচারী কামকারিগণের আক্রমণ পরাভূত করিয়া রাজ্যমধ্যে চিরশাস্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান্ গোপালদেব নামক অপর রাজাধিরাজ লোকনাথেরও জয় হটক^(৩০)।^(১) গোপালদেবের একমাত্র পুত্রের নাম আবিষ্ট হইয়াছে, ইনি ইতিহাস-বিশ্রাম ধর্মপালদেব। গোপালদেবের মৃত্যুকাল অথবা রাজ্যকাল-নির্ণয়ের কোন উপায়ই অভ্যাবধি আবিষ্কার হয় নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উভিসেট শ্রিথ অহুমান করেন যে, গোপালদেব ৭৩০ হইতে ৭৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ৮০০ খ্রিস্টাব্দে তাহার দেহাবসান হইয়াছিল^(৩১)। বেশ সময়ে গৌড়মগধবাসী রাষ্ট্রকূট, গুর্জর প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজগণের আক্রমণে দীর্ঘ, সে সময়ে গোপালদেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। গোপালদেব পালবংশের প্রথম রাজা। গুর্জরেশ্বর বিতীয় মাগভট ও রাষ্ট্রকূটরাজ এবং ধারাবর্ষের ভীষণ আক্রমণ সহ করিতে

(৩০) শৈতাং কাঙ্গয়রহ-প্রসুতিতহসয়ঃ প্রেরসীঃ সন্ধানঃ

সম্যক্ত-সম্মোধবিস্তুসরিষমলজলকালিতাজ্ঞাবগৃহঃ।

জিষ্ঠা যঃ কামকারি-অভ্যন্তরিত শাস্তীঃ প্রাপ শাস্তিঃ

স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোহস্তুচ গোপালদেবঃ।

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৬, ২২, ১২৩, ১৪৮।

(৩১) V. A. Smith, Early History of India, 3rd edition, pp. 397-98.

হইলে নব-প্রতিষ্ঠিত পালবংশের অধিকার বোধ হয় গোপালদেবের সম্বন্ধেই শেষ হইত। তাহা হইলে গোপালদেবের পুত্র ধৰ্মপাল কখনই সমগ্র আর্য্যাবর্ত জয় করিয়া চক্ৰবৃক্ষকে কাঞ্চকুজের সিংহাসন প্রদান করিতে পারিতেন না। শঙ্কুদীর্ঘ নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অধীনস্থগণ কখনই এক পুরুষের মধ্যে মহারাজ রাজচক্ৰবৰ্ণী পদলাভ করিতে পারিতেন না। এই কারণে অহুমান হয় যে, বিদেশীয় রাজগণের আকুমণ শেষ হইলে গোপালদেব গৌড়-ঘৰ্গু-বংশের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন^(৩); শুঙ্খরাজ বৎসরাজ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন বটে, কিন্তু তখন বোধ হয় তিনি ক্রম ধারাবৰ্ত কর্তৃক পরাজিত হইয়া মৃত্যুবিত্তে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন। অহুমান হয়, গোপালদেব ৭৮৫—৭৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তারানাথ বলিয়াছেন যে, গোপালদেব পঁয়তালিশ বৎসরকালু রাজত্ব করিয়াছিলেন^(৪) এবং ডিলেট শ্রিধ এই উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন^(৫)। রণবীভুশল না হইলে অত্যাচার-পীড়িত গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ কখনই গোপালদেবকে নৱপতি পদে বরণ করিত না। এই কারণে অহুমান হয় যে, গোপালদেব প্রৌঢ় বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্পকাল রাজ্য শাসন করিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। গোপালদেব ৭২০—৭২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৩) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 47.

(৪) Indian Antiquary, Vol. IV. p. 366.

(৫) V. A. Smith, Early History of India, 3rd. edition, p. 378.

ডিলেট শ্রিধ অহুমান করেন যে, গোপালদেবের নিকট হইতেই শুঙ্খরাজ বৎসরাজ গৌড়বংশের বেত রাজহস্তয় অপহরণ করিয়া লইয়া সিংহাসনে। বলা বাহ্য, ইহা সত্য হইলে ধৰ্মপাল কখনই উত্তৰাপ্য বিজয় করিয়া চক্ৰবৃক্ষকে কাঞ্চকুজের সিংহাসন প্রদান করিতে পারিতেন না।

গোপালদেবের মৃত্যুর পরে দেন্দদেবীর গর্জাত তাহার পুত্র ধর্মপাল-
দেব গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। পালরাজগণের মধ্যে
ধর্মপালের আবির্ভাবকালই সর্বপ্রথমে নির্ণীত হইয়াছিল এবং ধর্মপাল-
দেবই উত্তরাপথে পালবংশের অধিকারের প্রথম স্থাপয়িতা। খৃষ্টীয় অষ্টম-
শতাব্দীর শেষভাগে এবং নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়ের ধর্মপাল-
দেবই উত্তরাপথের ইতিহাসে প্রধান নামক। গোপালদেবের সম্মুখে
গৌড়-মগধের প্রজাবৃন্দ বোধ হয় ক্ষিত্রকাল শাস্তিভোগ করিয়াছিল ;
সেইজন্তু ধর্মপাল রাজ্যাভিযক্তের অবাবহিত পরে উত্তরাপথ-ভঙ্গের
আশা মনে স্থান দিতে পারিয়াছিলেন।) ধর্মপালের কাল-নির্ণয় সমষ্টে
অতি অল্পদিন পূর্বেও বহু ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। প্রস্তুত
বিভাগের স্থাপয়িতা বিখ্যাত প্রস্তুতবিংশ সার আলেকজাঞ্চার কনিংহাম
স্থির করিয়াছিলেন যে, ধর্মপাল ৮৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া-
ছিলেন^(১)। কাষে নগরে আবিষ্কৃত, রাষ্ট্রকূটবংশীয় তৃতীয় গোবিন্দের
তাত্রশাসন প্রকাশকালে শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ তাঙ্গারকর স্থির করিয়া-
ছিলেন যে, ধর্মপালদেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন^(২)।
ধর্মপালের কাল-নির্ণয় সমষ্টে রাজেন্দ্রলাল, কনিংহাম, হর্ণলি, ভাগারকর
এভূতি ভিন্ন ভিন্ন পত্রিগণের মত এখন অসার প্রতিপন্থ হইয়াছে।
কতকগুলি নৃতন খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়া গৌড়ের ধর্মপালদেবের
প্রকৃত কাল-নির্ণয় সম্ভব হইয়াছে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিক ঐতিহাসিক
ভিসেন্ট স্মিথ স্বীকার করিয়াছেন যে, ধর্মপালদেব খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে

(১) Sir Alexander Cunningham's Archaeological Survey Report,
Vol. XV, p. 150.

(২) Epigraphia Indica, Vol. VII, p. 33.

ଜୀବିତ ଛିଲେନ ୪୩ । ୧୯୦୯ ଖୂଟାକେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବଦତ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଣ୍ଡାରକର ଶ୍ରୀକାର କରିତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାହେନ ସେ, ଧର୍ମପାଳ, ଗୁର୍ଜର-ପ୍ରତୀହାରରାଜ ଦ୍ଵିତୀୟ ନାଗଭଟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟରାଜ ତୃତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ସମସାମୟିକ ସ୍ୱକ୍ଷି ଛିଲେନ ୪୪ ।

ଶ୍ରୀଗୀଯ ଭାଙ୍ଗାର କୀଲହର୍ଣ୍ଣ ୧୮୯୧ ଖୂଟାକେ, ଭାଗଲପୁରେ ଆବିସ୍କୃତ ନାରାୟଣ-ପାଳଦେବେର ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନେର ଏକଟି ଶ୍ଲୋକ ସହିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛିଲେନ । ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ହିଁତେ ଅବଗତ ହେଉଥା ଯାଏ ସେ, ଧର୍ମପାଳ ଇଞ୍ଚରାଜ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ-ଗଣକେ ଜୟ କରିଯା କାନ୍ତକୁଞ୍ଜେର ରାଜଲଙ୍ଘୀ ଲାଭ କରିଯାଇଲେନ ଏବଂ ତାହା ଚକ୍ରଯୁଧକେ ଅଦାନ କରିଯାଇଲେନ ୪୫ । ତେବେଳେ ଡା: କୀଲହର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଯା-ଛିଲେନ, “ଏହି ଚକ୍ରଯୁଧ କେ ?” ୪୬ ବହୁକାଳ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସହିତର ଖୁଜିଯି ପାଓଯା ଯାଏ ନାହିଁ । ଜୈନ ହରିବଂଶ ପୁରାଣେ ଏକଟି ଶ୍ଲୋକେ ଇଞ୍ଚାଯୁଧ ନାମକ ଉତ୍ସର ଦିକେର ଅଧିପତିର ନାମ ପାଓଯା ଗିଯାଇଛି ୪୭ । ପଣ୍ଡିତଗଣ ଅହୁମାନ କରିତେନ ସେ, ଭାଗଲପୁର ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନେର ‘ଇଞ୍ଚରାଜ’ ଓ ‘ଇଞ୍ଚାଯୁଧ’ ଏକଇ

(୪୩) Early History of India, 3rd edition, p. 398.

(୪୪) Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 26. Note 4.

(୪୫) ଜିନ୍ଦେଶ୍ଵରାଜ-ପ୍ରଭୃତୀନାତୀନ୍ଦ୍ରପାର୍ଜିତ ସେନ ମହୋଦୟାରୀଃ ।

ଦଙ୍ତ ପୁରଃ ସା ବଲିନାର୍ଥରୁତେ ଚକ୍ରଯୁଧାନନ୍ତି ବାମନାୟ ।

—ଭାଗଲପୁରେ ଆବିସ୍କୃତ ନାରାୟଣପାଳେର ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନ, ୩୫ ଶ୍ଲୋକ, ପୌଜୁଲେଖମାଳା, ପୃଃ ୧୧ ।

ଶ୍ରୀଗୀଯ ରାଜା ରାଜେଶ୍ଵରାଳ ମିତ୍ର ଏହି ଶ୍ଲୋକେର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶାବ୍ଦୀ ବଲିନାର୍ଥରୁତେ ହାନେ ବଲିନାର୍ଥ-ପିତ୍ରେ ପାଠ କରିଯାଇଲେନ । ତଥମୁନାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେଶ୍ଵରାଥ ବନ୍ଦ ଅନ୍ତାବଧି ଚକ୍ରଯୁଧକେ ଇଞ୍ଚାଯୁଧରେ ପିତ୍ର ବଲିଯା ଲିପିବର୍କ କରିତେହେନ । (ସମେତ ଜାତୀୟ ଇତିହାସ, ରାଜଶକ୍ତି ପୃଃ ୧୫୩) ।

(୪୬) Indian Antiquary, Vol. XX, pp. 187-88.

(୪୭) ଶାକେଷବନ୍ତେଯୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିଶିଂ ଶକ୍ତୋତ୍ତରେୟୁତରାଃ ।

ପାତୀଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ବର୍ଣ୍ଣଭୂତି ଶ୍ରୀବାର୍ଣ୍ଣାରୀଃ ।

ପୂର୍ବାଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ବର୍ଣ୍ଣଭୂତି ଶ୍ରୀବାର୍ଣ୍ଣାରୀଃ ।

ଶ୍ରୀବାର୍ଣ୍ଣାରୀଃ ।

—Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 253.

ব্যক্তি। অর্ক শতাব্দীর মধ্যে একখানি শিলালিপি ও একখানি তাত্ত্বিক আবিষ্টত হইয়া ধর্মপাল ও চক্রাযুধের সম্বন্ধ এবং কালনির্ণয়ের পথ প্রশ্ন করিয়াছে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের নবেষ্বর মাসে গোয়ালিয়র নগরের প্রাস্তে সাগরতাল নামক স্থানে কতকগুলি আচীন ধ্বংসাবশেষ-খননকালে একখানি শিলালিপি আবিষ্টত হইয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে পঙ্গিত শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ কর্তৃক গোয়ালিয়র নগরের চিত্রশালায় রক্ষিত কতকগুলি শিলালিপি পরীক্ষা করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি গোয়ালিয়রের চিত্রশালায় এই শিলালিপি দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই শিলালিপির একখানি প্রতিলিপি ডাঃ হৰ্ণলি ডাঃ কীলহৰ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ডাঃ হৰ্ণলি প্রদত্ত অস্পষ্ট প্রতিলিপি হইতে, ডাঃ কীলহৰ্ণ গোয়ালিয়র শিলালিপির আংশিক পাঠোন্ধার করিয়া, প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইহাতে গুরুরপ্রতীহার বংশীয় বৎসরাজের পুত্র বিতীয় নাগভট কর্তৃক চক্রাযুধ নামক এক রাজা পরাজিত হইয়াছিলেন^৪। এই সময়ে পঙ্গিত শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী এই শিলালিপির সম্পূর্ণ উক্ত পাঠ ও প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাগরতালের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রতীহার বংশে নাগভট নামক এক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কর্তৃক এবং দেবরাজ নামক তাঁহার ভ্রাতুপুত্রবয় তাঁহার পরে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। দেবরাজের পুত্র বৎসরাজ প্রতীহার-রাজ্যের অধিকার লাভ করিয়া ভঙ্গির বংশের সাম্রাজ্য লোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিতীয় নাগভট অক্ষ, সিঙ্গ, বিদর্ত ও কলিঙ্গদেশের রাজগণকে পরাজিত

(৪) Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologische-historische Klasse, 1905, p. 301.

করিয়াছিলেন। অপরের আশ্রয়গ্রহণের জন্য ঠাহার নীচভাব প্রকাশ হইয়াছিল, তিতীয় নামগত সেই চক্রাযুধকে এবং বহু হস্ত্যখরথের অধিপতি বঙ্গপতিকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি আনন্দ, মালব, কিরাত, তুরস্ক, বৎস এবং মৎস্যদেশের রাজগণের গিরিহুর্গ-সমূহ অধিকার করিয়া-ছিলেন^(৩)। গোয়ালিয়র শিলালিপির চক্রাযুধ যে ভাগলপুর তাত্ত্বাসনের চক্রাযুধ, সে বিষয়ে পশ্চিমগণের কোন সন্দেহই রহিল না। ইতিমধ্যে আর একখানি তাত্ত্বাসন আবিষ্ট হওয়ায় ভাগলপুর তাত্ত্বাসনের চক্রাযুধ ও গোয়ালিয়র শিলালিপির চক্রাযুধের একত্র সম্বন্ধে বিশাস অধিকতর দৃঢ় হইল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, বরদা রাজ্যের চিত্রালায় রক্ষিত রাষ্ট্রকূটবংশীয় তৃতীয় ইন্দ্রের দ্রষ্টব্যানি তাত্ত্বাসনের পাঠোকারকালে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ঠাহার জ্যেষ্ঠ ভাতা অধ্যাপক শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের নিকটে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র, প্রথম অমোঘবর্ষের একখানি অপ্রকাশিত তাত্ত্বাসন রক্ষিত আছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ যখন দিখিয়ম উপলক্ষে হিমালয় পর্বতে গমন করিয়াছিলেন, তখন ধৰ্ম ও চক্রাযুধ নামক রাজস্ব ঠাহার নিকটে গিয়াছিলেন^(৪)। অধ্যাপক শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এই তাত্ত্বাসনের কিম্বদংশের পাঠোকার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ নামগত নামক একজন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং ধৰ্মপাল ও চক্রাযুধ স্বয়ং আসিয়া ঠাহার নিকটে নতশির হইয়াছিলেন^(৫)। ভাগল-

(৩) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1908-4, pp. 280-81.

(৪) Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 26, Note 4.

(৫) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. Vol. XXII. p. 118.

পুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাত্ত্বাসন, সাগরতালের শিলালিপি ও
প্রথম অমোঘবর্দের তাত্ত্বাসন হইতে প্রয়াণ হইতেছে যে, গৌড়েখর
ধর্মপাল, কাঞ্জকুজপতি চক্রায়ুধ, গুর্জর-প্রতীহার বংশের বিতীয় নাগ-
ভট ও দাক্ষিণাত্যরাজ তৃতীয় গোবিন্দ সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। বিতীয়
নাগভটের একধানি শিলালিপি যোধপুর-রাজ্যের ‘বিলাডা’ জিলায় ‘বুচকলা’
গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৮৭২
বিক্রমাব্দের চৈত্র মাসের শুক্লাপক্ষমৌলীতে মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক
পরমেশ্বর শ্রীনাগভটদেবের রাজ্যে ‘রাজ্যবৃক্ষক’ গ্রামে রাজ্যী জ্যাবলী
কর্তৃক একটি দেবগৃহ নির্মিত হইয়াছিল ১। এই নাগভট যে বিতীয়
নাগভট সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, কারণ বুচকলা লিপিতে উক্ত
হইয়াছে যে, নাগভট মহারাজাধিরাজ বৎসরাজদেবের উত্তরাধিকারী ২।
বাট্টকৃট তৃতীয় গোবিন্দ খ্রীব ধারাবর্দের পুত্র। তিনি ৭১৬ শক-
ব্দের (৭৯৪ খৃষ্টাব্দের) পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কারণ
উক্ত বর্ষে তিনি দাক্ষিণাত্যস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরী হইতে গোদাবরী নদীতে
স্থান করিয়া বৈশাখ মাসের অমাৰস্তা তিথিতে সূর্যগ্রহণোপলক্ষে কয়েক-
জন ব্রাহ্মণকে একধানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন ৩। ইহার দশ বৎসর
পরে গোবিন্দ কাঞ্জিরাজ পল্লব-বংশীয় দস্তিগকে পরাজিত করিয়া রাজ্য
সংগ্রহের জন্ম তুচ্ছভূতাতীরে রামেশ্বরতীর্থে গমন করিয়াছিলেন এবং
সেই সময় শিবধারী নামক একজন “গোৱৰ” বা পুরোহিতকে একধানি
গ্রাম দান করিয়াছিলেন ৪। ৭৩০ শকাব্দে (৮০৮ খৃষ্টাব্দে) গোবিন্দ

(১) *Epigraphia Indica*, Vol. IX. pp. 199-200.(২) *Ibid*, p. 200.(৩) *Ibid*, Vol III. p. 105.(৪) *Indian Antiquary*, Vol. XI. p. 126.

ନାସିକ ପ୍ରଦେଶେର ଏକଥାନି ଗ୍ରାମ ବୈଶାଖ ମାସେ ଚଞ୍ଚଗ୍ରହଣୋପଳକେ ଏକ ଆକ୍ଷଣକେ ଦାନ କରିଯାଛିଲେନ । ଏହି ତାତ୍ରଶାସନ ହିତେ ଜାନିତେ ପାରା ଯାଏ ଯେ, ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ କୋନ ରାଜ୍ଞୀ ତୃତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ କର୍ତ୍ତ୍ଵକ କାରାକ୍ରମ ହିୟାଛିଲେନ । କାରାମୁକ୍ତ ହିୟା ତିନି ପୁନରାୟ ବିଦ୍ରୋହୀ ହିୟାଛିଲେନ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ କର୍ତ୍ତ୍ଵକ ପରାଜିତ ହିୟାଛିଲେନ । ମାଲବରାଜ ଗୋବିନ୍ଦେର ଆଶ୍ରମ ଗ୍ରହ କରିଯାଛିଲେନ । ତିନି ବିଷ୍ଣୁପର୍କରେ କଟକନିବେଶ କରିଯାଛେ ଶୁନିଯା ମାରଖର ନାମକ ଜୈନେକ ରାଜ୍ଞୀ ତାହାର ଶରଗାଗତ ହିୟାଛିଲେନ । ଇହାର ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁଳଭଦ୍ରାତୀରେ ଗମନ କରିଯା ପଞ୍ଚବଗଣକେ ପରାଜିତ କରିଯାଛିଲେନ^(୫୩) । ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟସରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାସେ ଅମାବଶ୍ୟାମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣୋପଳକେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୟୁରଥତୀ ନାମକ ହୃଦାନ ହିତେ ଜୈନେକ ଆକ୍ଷଣକେ ଏକଥାନି ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିଯାଛିଲେନ । ଏହି ତାତ୍ରଶାସନ ହିତେ ଅବଗତ ହେୟା ଯାଏ ଯେ, ଶୁର୍ଜରରାଜ, ଗୋବିନ୍ଦକେ ଧର୍ମବ୍ୟାନ-ହତ୍ୟା ଅଗସର ହିତେ ଦେଖିଯା, ଡମେ ରଗମ୍ବଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ପଳାଯନ କରିଯାଛିଲେନ ଏବଂ ବେଙ୍ଗୀରାଜ ଦୂତମୁଖେ ଗୋବିନ୍ଦେର ତୁଳଭଦ୍ରାତୀରେ ଆଗମନବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରିଯା ତାହାର ଜ୍ଞନ ଉଚ୍ଚ ବାହାଲୀ-ପରିବେଷିତ ଶିବିର ରଚନା କରିଯାଛିଲେନ^(୫୪) । ୭୩୫ ଶକାବ୍ଦେ ତୃତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦେର ସାମନ୍ତ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ଚାକିରାଜ, ଅର୍କକୀତି ନାମକ ଜୈନେକ ଜୈନମୁନିକେ ଏକଥାନି ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିଯାଛିଲେନ^(୫୫) । ଉଚ୍ଚ ବର୍ଦ୍ଧର ପୌଷ ମାସେର ଶୁକ୍ଳ ସତ୍ୟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀବିତ ଛିଲେନ, କାରଣ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଦିବସେ ତାହାର ଆତୁଶ୍ଚତ୍ର ସୌରାଷ୍ଟ୍ରେର ସାମନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦରାଜେର ସେନାନୀୟକ, ମହାସାମନ୍ତ ବୁକ୍ଷବରସ ଏକଥାନି ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିଯାଛିଲେନ ।

(୫୩) Ibid, pp. 861-62.

(୫୪) Epigraphia Indica, Vol. VI, pp. 150-57.

(୫୫) Ibid, Vol. IV. p. 333

১৩৬ শকাব্দে তৃতীয় গোবিন্দের দেহাত্ত হইয়াছিল ; কারণ, ১৩৬ শকাব্দ (৮১৫ খৃষ্টাব্দ) তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষের রাজ্যের প্রথম বৎসর। বোধাই প্রদেশে ধারবাড় জেলায় সিঙ্গুর গ্রামে আবিস্থিত একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৭৮৮ শকাব্দ অমোঘবর্ষের রাজ্যের বিপক্ষাশত্রু বর্ষ গণিত হইত^(১)। স্বতরাং ইহা প্রমাণ হইতেছে যে, ৭৯৪ হইতে ৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তৃতীয় গোবিন্দ জীবিত ছিলেন। অতএব ধর্মপাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদে জীবিত ছিলেন এবং ৮১৪ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্বে ইঙ্গায়ুধকে পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধকে মহোদয় বা কান্তকুজ্জের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন এবং গুর্জরবংশীয় বিতীয় নাগভট কর্তৃক পরাজিত হইয়া দিয়িজয়ী তৃতীয় গোবিন্দের আশ্রম প্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা সত্ত্বেও কেহ কেহ অমুমান করিয়া থাকেন যে, ধর্মপাল ৮১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া-ছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন,—“অনেকে মনে করেন যে, ৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ বৎসর পূর্বে, তৃতীয় গোবিন্দ পরলোকগমন করিয়া-ছিলেন এবং অমোঘবর্ষ পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহার রাজত্ব সন্দীর্ঘ ৬১ বৎসরকাল স্থায়ী হওয়ার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাহার রাজ্যাভিষেক-কাল আরও পিছাইয়া ধরিয়া, ৬১ বৎসরেরও অধিক কালব্যাপী রাজত্ব কল্পনা অসম্ভত”^(২)। যিনি বলিয়াছেন যে, প্রথম অমোঘবর্ষ ৮১৭ হইতে ৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি প্রত্বিষ্ঠাবিদ্গমের শ্রেষ্ঠ ; তাহার নাম ডাঃ ফ্রাঞ্জ কীলহৰ্ণ (Dr. Franz Kielhorn)। তিনি কখনও উপযুক্ত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না পাইলে কোন

(১) Ibid, Vol. VII, pp. 104-5.

(২) গোড়রাজমালা, পৃঃ ২৩।

কথা শির্পিবক্ত করিতেন না। সিরুর ও নীলগঙ্গ^(১) এই দুইটি স্থানের দুইখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৭৮৭ শকাব্দে (৮৬৬ খ্রঃ অঃ) প্রথম অমোঘবর্ষের ১২ রাজ্যাক পতিত হইয়াছিল। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, ৭৩৬ শকাব্দে (৮১৪-১৫ খ্রঃ অঃ) প্রথম অমোঘবর্ষ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ভাঃ কীলহর্ষ শকাব্দের অতীতবর্ষ ও প্রচলিত বর্ষ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, ৮১৭ খৃষ্টাব্দের পরে প্রথম অমোঘবর্ষের প্রথম রাজ্যাক পতিত হইতে পারে না; কিন্তু তাহার পূর্বে দুই বৎসরের মধ্যে অর্ধাং ৮১৫ অথবা ৮১৬ খৃষ্টাব্দে পতিত হইতে পারে^(২)। স্বতরাঃ তাহার অহুমান বা তারিখ-নির্কারণ অসম্ভব, বলা শ্রায়সম্ভব কার্য হয় নাই। তোরধেডে গ্রামে আবিষ্কৃত ততীয় গোবিন্দের তাত্ত্বিকাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি ৮১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জীবিত ছিলেন^(৩)। সিরুর ও নীলগঙ্গের শিলালিপিদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ততীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ ৮১৫ হইতে ৮১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; ইহা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অহুমান করিয়াছেন যে, ধৰ্মপালদেব ৮১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন^(৪)। স্বতরাঃ গৌড়রাজ্যমালায় ধৰ্মপালদেবের সিংহাসনারোহণকাল সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ততীয় গোবিন্দের তাত্ত্বিকাসনসমূহ পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ৭৩০ শকাব্দের আবণ মাসের অমাবস্যার পূর্বে তৎকর্তৃক

(১) *Epigraphia Indica*, Vol. IV. p. 210.

(২) *Ibid*, Vol. VIII. Appendix II., p. 3.

(৩) *Ibid*, Vol. III., p. 54; Vol. VII. Appendix, p. 12, No. 67.

(৪) গৌড়রাজ্যমালা, পৃঃ ২৪।

গুর্জর-প্রতীহার-বংশীয় বিতীয় নাগভট পরাজিত হইয়াছিলেন। রাধন-পুরে আবিষ্ট তৃতীয় গোবিন্দের তাত্ত্বাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৭৩০ শকাব্দের আবণের অমাবস্যার (২৭শে জুলাই, ৮০৮ খ্রিস্টাব্দ) পূর্বে তৎকর্তৃক গুর্জর-বংশীয় কোন রাজা পরাজিত হইয়াছিলেন^১। অধ্যাপক শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাগুরকরের নিকটে প্রথম অমোঘবর্দের যে অপ্রাপ্তি তাত্ত্বাসনখানি ছিল, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ কর্তৃক পরাজিত গুর্জর-রাজের নাম ‘নাগভট’^২। অতএব ইহা স্থির যে, গুর্জর-প্রতীহার-বংশীয় বিতীয় নাগভট ৮০৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে তৃতীয় গোবিন্দ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। প্রথম অমোঘ-বর্দের এই অপ্রাপ্তি তাত্ত্বাসন হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ যখন দিঘিয় উপলক্ষে হিমালয় গমন করিয়াছিলেন, তখন ধৰ্ম ও চক্রাযুধ নামক নরপতিদ্বয় স্বেচ্ছায় তাহার নিকট আসিয়া নতশীর্ষ হইয়াছিলেন^৩। ভাগলপুরে আবিষ্ট নারায়ণপালের তাত্ত্বাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ধৰ্মপালদেব ইন্দ্রাযুধ নামক কোন রাজার নিকট

(১) সংধারাণু শিলীযুথাঃ স্বসময়াঃ বাগাসনস্যোপরি

আপঃ বর্ক্তিবৎ ধূজীববিত্বৎ পদ্মাভিবৃক্ষাহিতঃ।

সরক্ষ অমুদীক্ষ বৎ শরদতৃঃ পর্জ্যাত্মবন্ধুর্জরো

নষ্টঃ কাপি ত্রাস্তথা ন সমরঃ স্বপ্নেপি পশ্চেন্তথা। ১৫।

—Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 244.

(২) স নাগভটচক্রাঞ্চন্দ্রপত্রযোর্যেৎ (?) রঞ্জে

স্বহার্যমগহার্য ধৈর্যাবিকলানথোঝ সরন্।

যশোর্জনপরো বৃপান বজ্রি শালিসস্তাবিব

পুনঃ পুনরতিতিপৎ স্বপদ এব চান্দানপি। ১২।

—Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXII, part LXI, p. 118.

(৩) হিমবৎপর্মতবির্জনাস্তু-তুরাগঃ শীতঃ গাত্রজৈ

র্জিতঃ মজন্তু তুরীকেবি শুশিতঃ তুমোপি উৎকলদে।

হইতে কান্তকুজ গ্ৰহণ কৱিয়া, চক্ৰাযুধ নামক অপৰ একজন রাজাৰে
প্ৰদান কৱিয়াছিলেন^(৬৮)। অতএব প্ৰথম অমোঘবৰ্দেৱ অপ্ৰকাশিত তাৰ-
শাসনেৱ ধৰ্ম ও চক্ৰাযুধ, গোড়েখৰ ধৰ্মপালদেৱ ও কান্তকুজৱাৰ চক্ৰাযুধ
অভিয়। পূৰ্বে লিখিত হইয়াছে, অমোঘবৰ্দেৱ অপ্ৰকাশিত তাৰশাসনহইতে
অবগত হওয়া যায় যে, তৎকৰ্ত্তৃক গুৰুজ-প্ৰতীহাৰ-বংশীয় জনেক রাজা পৰা-
জিত হইয়াছিলেন এবং সেই রাজাৰ বিতীয় নাগভট। সাগৰতালে আবিষ্কৃত
বিতীয় নাগভটেৱ পৃত্ৰ প্ৰথম ভোজদেৱেৱ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া
যায় যে, নাগভট 'পৰাঞ্চয়কৃত শুটনীচভাৰ' চক্ৰাযুধ নামক একজন
রাজাৰে পৰাজিত কৱিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশেৱ নৱপতিকেও পৰাঞ্চ
কৱিয়াছিলেন^(৬৯)। তৃতীয় গোবিন্দ ষথন দিঘিজয় উপলক্ষে হিমালয়ে
আসিয়াছিলেন, তখন ধৰ্মপাল ও চক্ৰাযুধ কি কাৱণে স্বেচ্ছায় তাহাৰ
সমীপে গমন কৱিয়া নতশীৰ্ষ হইয়াছিলেন, তাহা বিবেচ্য। প্ৰথম
অমোঘবৰ্দেৱ অপ্ৰকাশিত তাৰশাসন হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে,
তৃতীয় গোবিন্দ কৰ্ত্তৃক বিতীয় নাগভট পৰাজিত হইলে, ধৰ্ম ও চক্ৰাযুধ
গোবিন্দেৱ আশ্রয় গ্ৰহণ কৱিয়াছিলেন। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্ৰমাণ
হইতেছে যে, বিতীয় নাগভট কৰ্ত্তৃক পৰাজিত হইয়া, উপায়ান্তৰ না দেখিয়া,

স্বরমেৰোপনতৌ ৫ বস্য মহতস্তৌ ধৰ্মচক্ৰাযুধে

হিমবান् কীর্তিস্বরূপতামুপগতস্তৎ কীর্তিনারায়ণঃ ॥২৩॥

—Ibid.

(৬৮) জিহ্বেজৱাজ অভূতীনৱাতীশুপাজিৰ্তা যেন মহোদয়ৈঃ।

দক্ষা পুনঃ সা বলিনাৰ্থয়িতে চক্ৰাযুধৱান্তি-বামনাৰ ॥৩॥

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯।

(৬৯) অ্যাস্পন্দন স্থৰ্কৃতস্য সমুক্তিমিছুৰ্যঃ ক্ষত্ৰিয়-বিষিদ্ধ-বলি-প্ৰবলঃ।

জিহ্বা পৰাঞ্চয়কৃত-কৃটীচভাৰঃ চক্ৰাযুধঃ বিষয়ব্রত-বপুৰ্ব্যবাৰঃ ॥ ৩ ॥

Annual Report, Archaeological Survey, 1903-4, p. 281.

গৌড়েখর ধৰ্মপাল ও কান্তকুজ্জরাজ চক্রাযুধ, গুর্জর-বিজয়ী তৃতীয় গোবিন্দের শরণাগত হইয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দের পিতা শ্রবণ ধারাবৰ্ধ ইতিপূর্বে দ্বিতীয় নাগভটের পিতা বৎসরাজকে পরাজিত করিয়া গৌড়রাষ্ট্র গুর্জর-কবলমুক্ত করিয়াছিলেন এবং বৎসরাজকে মরণভূমিতে তাড়িত করিয়াছিলেন। অমুমান হয় যে, দ্বিতীয় নাগভট কর্তৃক পরাজিত হইয়া ধৰ্মপাল ও চক্রাযুধ দক্ষিণাপথেখর তৃতীয় গোবিন্দের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহাদেরই আহ্বানে গোবিন্দ উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়া নাগভটকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ধৰ্মপাল ইন্দ্ৰৱাজ্ঞের নিকট হইতে বলপূর্বক কান্তকুজ্জ গ্ৰহণ করিয়া তাহা চক্রাযুধকে প্ৰদান করিয়াছিলেন, এইজন্তুই প্ৰথম ভোজদেবেৰ সাগৰতল শিলালিপিতে চক্রাযুধকে ‘পৰাশ্ৰমকুল-সূচনীচতৰ্বাব’ বিশেষণে অভিহিত কৰা হইয়াছে। সুতৰাং নাগভট কর্তৃক পরাজিত হইবাৰ পূৰ্বে, চক্রাযুধ ধৰ্মপালেৰ সাহায্যে কান্তকুজ্জ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্ৰাযুধেৰ সিংহাসন চক্রাযুধকে প্ৰদান কৰিবাৰ পূৰ্বে ধৰ্মপাল গৌড়েৰ সিংহাসনে আৱোহণ কৰিয়াছিলেন। ৮০৮ খৃষ্টাব্দেৰ পূৰ্বে তৃতীয় গোবিন্দ, দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত কৰিয়াছিলেন; তৎপূৰ্বে দ্বিতীয় নাগভট চক্রাযুধকে পরাজিত কৰিয়াছিলেন, তৎপূৰ্বে ধৰ্মপাল ইন্দ্ৰাযুধকে পরাজিত কৰিয়া চক্রাযুধকে কান্তকুজ্জেৰ সিংহাসন প্ৰদান কৰিয়াছিলেন এবং তাহারও পূৰ্বে ধৰ্মপাল গৌড়েৰ সিংহাসনে আৱোহণ কৰিয়াছিলেন; সুতৰাং ৭৯০ হইতে ৭৯৫ খৃষ্টাব্দেৰ মধ্যে ধৰ্মপালেৰ অভিষেক-কালনিৰ্ণয় অন্ত্যায় হয় নাই। শ্ৰীমুক্তি ব্ৰহ্মাণ্ডসাম চন্দ্ৰ আৱ একটি উপায়ে ধৰ্মপালদেবেৰ অভিষেক-কাল নিৰ্বাচন কৰিবাৰ চেষ্টা কৰিয়াছেন। দ্বিতীয় নাগভটেৰ পৌত্ৰ ভোজদেবেৰ পুত্ৰ মহেন্দ্ৰপাল বা মহেন্দ্ৰাযুধেৰ রাজ্যকালে বলবৰ্ষা এবং তাহার পুত্ৰ অবনীবৰ্ষা, দুইখানি তাৰশাসন ধাৰা দুইখানি গ্ৰাম দান

କରିଯାଇଲେନ । ଏହି ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନରୁ ବୋଷାଇ ପ୍ରଦେଶେ କାଟିଆବାଡ଼େର ଅନ୍ତଗତ ଉନାନଗରେ ଆବିଷ୍ଟ ହଇଯାଇଲ । ପ୍ରଥମ ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନଥାନି ବଲବର୍ଷାର ; ଇହା ହିତେ ଅବଗତ ହେଉଥାଯାଏ ସେ, ବଲବର୍ଷା ୫୧୪ ବଲଭୀ-ସହ୍ସରେ ଅର୍ଧାୟ ଗୌପ୍ତାବେ (୮୯୩ ଖୃଷ୍ଟାବେ) ଜୀବିତ ଛିଲେନ । ବିତୀଯ ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନଥାନି ବଲବର୍ଷାର ପୁତ୍ର ବିତୀଯ ଅବନୀବର୍ଷା କର୍ତ୍ତ୍ବ ପ୍ରଦତ୍ତ ହଇଯାଇଲ । ଇହା ୨୫୬ ବିକ୍ରମ-ସହ୍ସରେ (୮୯୯ ଖୃଷ୍ଟାବେ) ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ହଇଯାଇଲ । ଏହି ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନେ ବଲବର୍ଷାର ପିତାମହ ବାହକଧବଳ ସହକେ କଥିତ ହଇଯାଇଥିଲେ, ତିନି ଧର୍ମ ନାମକ ଜନୈକ ନରପତିକେ ଘୁକ୍ଷେ ପରାଜିତ କରିଯାଇଲେନ^{୧୦}, ଏହି ରାଜାଧିରାଜ ପରମେଶ୍ୱରକେ ଜୟ କରିଯାଇଲେନ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଟଦେଶୀୟ ସେନାସମୂହ ଛାତ୍ରଭଦ୍ର କରିଯାଇଲେନ । ଇହା ହିତେ ସର୍ବୀୟ ଡାଙ୍କାର କୌଲହର୍ଣ୍ଣ ଅହୁମାନ କରିଯାଇଲେନ ସେ, ବଲବର୍ଷା ସଥନ ୮୯୩ ଖୃଷ୍ଟାବେ ଜୀବିତ ଛିଲେନ, ତଥନ ତାହାର ପିତାମହ ବାହକଧବଳ ତୁନିଶ୍ୟଇ ଥୁଟୀୟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗେ ବିଦ୍ୟମାନ ଛିଲେନ^{୧୧} । ତଥନାର ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଗୁଣୀର ନିକଟ ଧର୍ମପାଲେର କାଳ-ନିର୍ମୟେର ସଂବାଦ ପ୍ରଚାରିତ ହେ ନାହିଁ, କେହି ଅନ୍ତରେ ସର୍ବଗତ ଡାଙ୍କାର କୌଲହର୍ଣ୍ଣ ବଲବର୍ଷାର ପିତାମହ ବାହକଧବଳକେ ଥୁଟୀୟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗେର ଲୋକ ବଲିଯାଇଲେନ । ଡାଙ୍କାର କୌଲହର୍ଣ୍ଣର ଉତ୍କଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଯା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମ୍ଯାପ୍ରସାଦ ଚନ୍ଦ ଅହୁମାନ କରିଯାଇଛେ ସେ, ଧର୍ମପାଲ ପ୍ରଥମ ଭୋଜଦେବ ଓ ବାହକଧବଳେର ସମସାମୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି^{୧୨} । ବଲବର୍ଷା ମହେଶ୍ୱରପାଲେର ରାଜସ୍ଥର ପ୍ରାଯାଙ୍କ ଜୀବିତ ଛିଲେନ, କିନ୍ତୁ ମହେଶ୍ୱ-

(୧୦) ଅଜନି ତଡୋହପି ଶ୍ରୀମାଂ ବାହକଧବଳୋ ମହାମୁତ୍ତାବୋ ସଃ ।

ଧର୍ମବ୍ୟାପି ବିଭାଗ ରଖୋଦ୍ୟତୋ ବିନଶାତ୍ ଧର୍ମ । ୧୧

Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 7.

(୧୧) Ibid, p. 3.

(୧୨) ଶ୍ରୀକୃତାବଦ୍ୟାଳା, ପୃଃ ୨୭ ।

পালের রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল ;
কারণ, ৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে তাহার পুত্র দ্বিতীয় অবনীবর্ষা পিতৃসিংহাসনে
আরুচি ছিলেন। স্বতরাং বলবর্ষা মহেন্দ্রপালের রাজ্যাভিষেককালে বৃক্ষ
হইয়াছিলেন, ইহা অসুমান করা স্থায়সঙ্গত। অতএব বলবর্ষাকে ভোজ-
দেবের সমসাময়িক ব্যক্তি বলা উচিত এবং তদনুসারে বলবর্ষার পিতামহ
বাহুক্ষবলকে প্রথম ভোজদেবের পিতামহ দ্বিতীয় নাগভটের সমসাময়িক
ব্যক্তি বলা উচিত।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধৰ্মপালদেব সর্বপ্রথমে কান্তকুজ্জ আক্রমণ
করিয়া উহা অধিকার করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রায়ুধের পরিবর্তে
চক্রায়ুধকে কান্তকুজ্জের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার
খালিমপুরে আবিষ্ট তাত্ত্বাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, “তিনি
মনোহর জ্ঞান-বিকাশে (ইঙ্গিত মাত্রে) ভোজ, মৎস্ত, মন্ত্র, কুকু, যছ,
ষবন, অবস্থা, গঙ্গার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে
প্রগতি-পরায়ণ-চঞ্চলাবন্ত-মন্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্তন করাইতে
করাইতে, স্বষ্টিচিত্ত পাঞ্চালবৃক্ষ কর্তৃক মন্তকেপরি আজ্ঞাভিষেকের
স্বর্ণকলস উদ্ভৃত করাইয়া কান্তকুজ্জকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন ১০।”
কান্তকুজ্জ নগর পাঞ্চালদেশে অবস্থিত ১১। পূর্বোক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্ট
বুঝিতে পারা যায় যে, ভোজ, মৎস্ত, কুকু, যছ, যবনাদি দেশসমূহের

- (১৩) ভোজেন্দ্রস্যঃ সমষ্টেঃ কুকু-যছ-যবনাবস্থি-গুরার-কীরৈ-
তৃ-গৈব্যালোগমৌলি-অগতি-পরিপতেঃ সাধু-সঙ্গীর্যমাণঃ।
হ্যাদ-গুরালয়জ্ঞান্ত-কমকম-বাভিষেকোব্যুজ্ঞা।
মন্ত: শীকন্তকুজ্জস্মলগত-চলিত-ক্রলতা-জন্ম যেন । ১২।

— পৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৩।

- (১৪) Epigraphia Indica, Vol. IV. p. 246.

রাজগণ কাশ্মুভুজের অভিষেককালে বাধ্য হইয়া সাধুবাদ করিয়া-
ছিলেন অর্থাৎ তাহারা ধর্মপালদেব কর্তৃক পরাজিত হইয়া ইন্দ্-
রাজের পরিষ্কারে চক্রাযুধকে কাশ্মুভুজের অধিপতি বলিয়া স্বীকার
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তোজদেশ ও মৎস্যদেশ বর্তমান রাজ-
পুতানার অংশবিশেষের নাম। কুক ও যদু বর্তমান পঞ্চাবের প্রাচীন
নাম। গঙ্গার ও যবন সিন্ধু নদের উভয় পারস্থিত প্রদেশসময়ের নাম।
কীর বর্তমান কাজড়া বা জালায়ুধী প্রদেশের নাম^(১) এবং অবস্থা বা
উজ্জয়নী মালবদেশের রাজধানী। স্বতরাং চক্রাযুধকে ইন্দ্রাযুধের
সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য ধর্মপালদেবকে যে পঞ্চনদ, রাজপুতানা
ও মালবের রাজগণকে পরাজিত করিতে হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই
সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পরে উত্তরাপথে গুর্জরগণের যেরূপ
বিস্তৃত প্রভাবের নির্দেশন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে অহুমান
হয় যে, ধর্মপাল কর্তৃক পরাজিত কুক, যদু, যবনাদি দেশের রাজগণ গুর্জর-
জাতীয় ছিলেন। এই সময়ে ভিল্লমালের অধিপতিগণ গুর্জরবাজ-
চক্রের মণ্ডেশ্বর ছিলেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুর্জর-বাজের সহিত
গৌড়েশ্বরের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় বোধ হয়, তিনি তাহার বিকলে
যুক্তবাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর ধর্মপাল গুর্জরবাজ
জ্বতীয় নাগভট কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন^(২)। সাগরতালের শিল-
লিপিতে প্রথমে চক্রাযুধের ও পরে বঙ্গেশ্বরের পরাজয়ের উল্লেখ আছে।

(১) Baijnath Inscription of Lakshmanachandra of Kiragrama,
Epigraphia Indica, Vol. I, p. 104.

(২) হুরুরবৈরব্যবারণবাজিবারয়ালৌকিসংষ্টিতবোৱাকার।

নির্ভীজ্ঞ বঙ্গপতিমাবিৰহুবিবৰাম্বাদিব অিজগদেকবিকাশকোঝ: ১০

—Annual Report, Archaeological Survey of India, 1903-4, p. 281.

অশুমান হয়, চক্রায়ুধ নাগভট কর্তৃক পরাজিত হইলে ধর্মপাল তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও পরাজিত হইয়াছিলেন। ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ বোধ হয়, বারবার নাগভট কর্তৃক পরাজিত হইয়া অবশেষে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নাগভটের পিতা বৎসরাজ যখন পঞ্চনদ হইতে গৌড় পর্যন্ত সমস্ত উত্তরাপথ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন তৃতীয় গোবিন্দের পিতা শ্রবণ ধারাবর্ষই তাহাকে মঞ্চভূমিতে তাড়িত করিয়া উত্তরাপথ-রাজগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। সেইজন্তই বোধ হয়, ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ গুর্জরগণের বিরুদ্ধে শ্রবণের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নাগভট তৃতীয় গোবিন্দের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দ যখন সমস্ত উত্তরাপথ বিজয় করিয়া হিমালয়-পর্বতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন কুতজ্জ গৌড়ের ও কান্ত-কুজ্জরাজ নতুনীর্বে তাহার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। ইহার পরে বোধ হয়, কোন কারণে গোবিন্দের সহিত ধর্মপালের বিবাদ হইয়াছিল। কারণ, গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোघবর্ধের সিঙ্গর ও নৌলগ্নের শি঳া-লিপিবয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গোবিন্দ গৌড়গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন^(১)। নাগভট গোবিন্দ কর্তৃক পরাজিত হইয়া তাহার পিতা বৎসরাজের শ্রায় মঞ্চভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুর্জরগণকে বারবার উত্তরাপথ-আক্রমণে উচ্চত দেখিয়া তৃতীয় গোবিন্দ তাহার আতুশুত্র কঙ্ককে গুর্জর-রাজ্যের কন্দ দ্বারের অগল-

(১) কেরল-মালব-গোড়ান् সমুজ্জরামচিত্রকূটগিরিহর্ষহান।

বজ্জা কাঞ্চিশাবধি স কীর্তিনামায়ণো জাতঃ।

—Epigraphia Indica, Vol. VI, pp. 102-3

স্বরূপ শুঙ্গরাটের সামন্ত-পদে স্থাপন করিয়াছিলেন^(৭)। তৃতীয় গোবিন্দ কর্তৃক পরাজিত হইয়া শুঙ্গর-রাজগণ কিছুকাল শাস্তভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নাগভট আর কখনও উত্তরাপথে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না এবং তাঁহার পুত্র রামভদ্র কখনও আর্য্যাবর্ত-অধিকারের উত্তম করেন নাই।

তৃতীয় গোবিন্দ দক্ষিণাপথে প্রত্যাবর্তন করিলে চক্রায়ুধ বোধ হয়, ধর্মপালের সামন্তরূপে কাশ্মুজ-রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং ধর্ম-পাল আজীবন সমগ্র উত্তরাপথের মণ্ডলেশ্বর-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুক্তেরে আবিস্তৃত দেবপালদেবের তাত্ত্বাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, “দিথিজ্ঞয়প্রবৃত্ত মেই নরপতির (ধর্মপালের) তৃত্যবর্গ কেন্দ্রাতীর্থে ষথাবিধি জলক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে, তথা গোকৰ্ণ প্রভৃতি তীর্থেও ধর্ম্যকর্ষের অর্হষ্ঠান করিয়াছিলেন^(৮)।” কেন্দ্রার হিমালয়-পর্বতমালার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত এবং গোকৰ্ণ বোঝাই প্রদেশে অবস্থিত^(৯); স্বতরাং এতদ্বারা ধর্মপালদেবের দিথিজ্ঞয়ের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা নির্দিষ্ট হইতে পারে। ধর্মপালের কনিষ্ঠ ভাতা বাক্পাল “জ্যোষ্ঠ ভাতার শাসনে অবস্থিত থাকিয়া, একচ্ছ

(৭) “গৌড়েশ্ব-বঙ্গপতি-মির্জার-দুবিহন্দ-সহশুঙ্গরেরদিগ্গজতাঃ চ যস্য।

নীতা ভুজং বিহতমালবরকশার্থং দ্বারী তথাক্ষমপি রাজ্যফলানি ভুঙ্গে।”

—Indian Antiquary, Vol. XII, p. 160, ll, 39-40.

(৮) কেন্দ্রারে বিধিনোপযুক্তপদানং গঙ্গাসমেভাযুধৈ

গোকৰ্ণদিয়ু চাপ্যমুষ্টিত্বতাঃ তীর্থে ধর্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ।

তৃত্যানাং স্বথমের বস্য সকলামুক্ত্য ছাঁটানিম্বান্-

লোকান্ সাধরতোমুহুজ্ঞবিতা সিঙ্গিঃ পরত্বাপ্যতৃৎ।

—গৌড়লেখবালা, পৃঃ ৩৬।

(৯) Indian Antiquary, Vol. XXI, p. 25.

শাসন-সংস্থিত দশমিক শক-পতাকানীশ্বর করিয়াছিলেন^(১) ।^(২) ধর্মপাল-দেব রাষ্ট্রকূটবংশীয় পরবলের কন্তা রঞ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন^(৩) । মধ্যভারতে পথারি নামক স্থানে পরবলের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পরবলের পিতার নাম কক্ষরাজ এবং তাহার পিতামহের নাম জেঙ্গ । জেঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভাতা সহস্র সহস্র কর্ণট-সৈন্তকে পরাজিত করিয়া লাট বা গুজরাট দেশ অধিকার করিয়াছিলেন । কক্ষরাজ নাগাবলোক নামক জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন । এই খোদিতলিপি পরবলের রাজ্যকালে, ৮১৭ বিক্রমাব্দে (৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হইয়াছিল^(৪) । ধর্মপাল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং পরবল নবম শতাব্দীর তৃতীয় পাদেও জীবিত ছিলেন । ইহা দেখিয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অহুমান করিয়াছেন যে, ধর্মপাল “সন্ত্বতঃ প্রৌঢ়াবস্থায় রঞ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন^(৫) । ৮১৩ বিক্রমাব্দে (৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) নাগাবলোক জীবিত ছিলেন । কারণ, উক্ত বর্ষে চাহমান-(চোহান) বংশীয় জনৈক মহাসামন্তাধিপতি কর্তৃক শ্রীনাগাবলোকের প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে সম্পাদিত একখানি তাত্ত্বিকানন, আজমীর চিত্রশালার অধ্যক্ষ রায় বাহাহুর পঞ্জিত

(১) রামদ্যোব গৃহীত-সত্যতপসন্তস্তামুরপো স্তুষ্টেঃ

সোমিজ্জেরামগারি তুল্য-মহিমা বাক্পালমায়মুজঃ ।

বঃ শ্রীমান্নয়-বিক্রমেক-বসতিত্র্যত্বঃ হিতঃ শাসনে

শুস্তাঃ শক-পতাকানীভিরকরোদেকাত্পত্রা দিশঃ ॥৪।

— ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণগালের তাত্ত্বিকানন ; গোড়লেখমালা, পৃঃ ৫।

(২) গোড়লেখমালা, পৃঃ ৩৬।

(৩) Epigraphia Indica, Vol. IX p. 256.

(৪) গোড়লেখমালা, পৃঃ ২৪।

গৌরীশ্বর হীরাটান ওরা কর্তৃক ক্রিংকাল পূর্বে আবিষ্ট হইয়াছে^(১)। স্বর্গীয় ডাঙ্কার কীলহর্ণ অমুমান করেন যে, এই নাগাবলোকই পরবলের পিতা কক্রাজ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। স্বতরাং ইহা অবশ্য-স্বীকার্য যে, কক্রাজ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষাঞ্চলে জীবিত ছিলেন। কক্রাজের পুত্র পরবল যখন নবম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে জীবিত ছিলেন, তখন ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কক্রাজ ও পরবল দীর্ঘায় পুরুষ ছিলেন। স্বতরাং ধর্মপালদেবের যৌবনে পরবল-চুহিতা রঘাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়াই অধিক সম্ভব। পরবল যখন অতিবৃক্ষ এবং ধর্মপালদেব যখন বহু পূর্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তখনই বোধ হয়, পথারির শিলাস্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পরবল-চুহিতা রঘাদেবীর সহিত ধর্মপালদেবের বিবাহ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এক অস্তুত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, “রাষ্ট্রকূট-সন্ধাট্ ও঱ গোবিন্দ অমৃজ ইন্দ্ররাজকে লাটের আধিপত্য প্রদান করেন। কক্রাজ সেই ইন্দ্ররাজের পুত্র, স্বতরাং রঘাদেবী হইতেছেন রাষ্ট্রকূট-সন্ধাট্ ও঱ গোবিন্দের আতুস্মৃত্তের পৌত্রী, অর্থাৎ— রাষ্ট্রকূট-সন্ধাটের ৪ৰ্থ পুরুষ অধিস্তন। এনিকে ধর্মপাল ও঱ গোবিন্দের সমসাময়িক। একপ স্থলে তাঁহার সহিত কক্রাজের পৌত্রীর বিবাহ কখনই সম্ভবপ্র নহে। ডাঙ্কার ফ্লিট পরবল ও঱ গোবিন্দেরই একটি নামাস্তর পাইয়াছেন। তাঁহার মতে এই তৃতীয় গোবিন্দই রঘাদেবীর পিতা, স্বতরাং ধর্মপালের শক্তির^(২)।” এই মতই সমীচীন। তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ ভাতা ইন্দ্ররাজকে লাটের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন

(১) Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 241.

(২) বঙ্গের আতীয় ইতিহাস, রাজস্বকাণ্ড, পৃঃ ১১৫, পাদটীকা, ৩।

বটে, কিন্তু পরবলের পিতা কক্ষরাজ গোবিন্দের আতুঙ্গুত্ব নহে। ইন্দ্ৰ-
রাজের পুত্র কক্ষরাজ ও পরবলের পিতা কক্ষরাজকে অভিন্ন মনে কৱিয়া
আচ্যুতিমাহার্ণ বিষম অমে পতিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ পথারি-শিলা-
স্তুতি-লিপি অহুমানে পরবলের পিতামহের নাম শ্রেজ্জ ; কিন্তু গোবিন্দের
আতুঙ্গুত্ব কক্ষের পিতার নাম ইন্দ্ৰরাজ ; দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্ৰরাজের পুত্র কক্ষ
১৩৪ হইতে ১৪৩ খ্রিস্ট (৮১২-৮২১ খঃ অঃ) পৰ্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।
কিন্তু পরবলের পিতা কক্ষরাজ নাগাৰলোকের সমসাময়িক এবং নাগাৰলোক
খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীৰ মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। পরবল ষদি এব ধাৰা-
বৰ্ধেৰ কনিষ্ঠ পুত্র ইন্দ্ৰরাজেৰ বৎশস্ত্বাত হইতেন, তাহা হইলে তাহার
পথারি-লিপিতে নিচয়ই কুষ্ঠরাজ এব প্রভৃতি রাষ্ট্ৰকূটবৎশীয় সন্দাইগণেৰ
শুণকীৰ্তন দেখিতে পাওয়া যাইত। বস্তু মহাশয় বলিয়াছেন যে,
“ডাঙুৱ ফিট্ পৰবল ৩ৱ গোবিন্দেৱ একটি বিৰুদ্ধ পাইয়াছেন।”
অস্তাৰধি কোন স্থানে পৰবল নামটি তৃতীয় গোবিন্দেৰ বিৰুদ্ধকৰণে
ব্যবহৃত হয় নাই। পথারি-শিলাস্তুতি-লিপিৰ পাঠোকার হইবাৰ পূৰ্বে
প্ৰত্যত্যবিদ্গং অহুমান কৱিতেন যে, “পৰবল” রাষ্ট্ৰকূট-বৎশীয় তৃতীয়
গোবিন্দ অথবা প্রথম অমোঘবৰ্ধেৰ নামাস্তুৰ মাৰ্জ”।

ধৰ্মপালদেবেৰ দুই পুঁজেৰ নাম অস্তাৰধি অবিস্কৃত হইয়াছে।
তাহার ৩২শ রাজ্যাক্ষে একখানি তাৰিখাসন সম্পাদিত হইয়াছিল, ইহা

(৮৭) As the name Parabala could not be traced in any subsequent inscription, scholars conjectured that it was a biruda of one of the Rashtrakutas of Malkhed, perhaps of Govindaraja III. or Amoghavarsa I., according to the notions which they had formed regarding the time of Dharmap-

ଗୋଡ଼େର ନିକଟେ ଖାଲିମପୁର ଗ୍ରାମେ ଆବିଷ୍ଟ ହିନ୍ଦାଚେ । ଇହା ହିତେ ଅବଗତ ହେଉଥାଏ ସେ, ତୀହାର ଜୈର୍ଯ୍ୟ ପୁର୍ବେର ନାମ ଜିଭୁବନପାଳ^(୧) । ଯୁବରାଜ ଜିଭୁବନପାଳଦେବ ଧର୍ମପାଲେର ରାଜ୍ୟକାଳେଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖେ ପତିତ ହିନ୍ଦାଚିଲେନ । କାରଣ, କର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଠ ଦେବପାଲଦେବ ପିତାର ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ଗୋଡ଼-ବଙ୍ଗେର ସିଂହାସନେ ଆରୋହଣ କରିଯାଛିଲେନ । ଏହିଅତ୍ତହି ଖାଲିମପୁରେର ତାତ୍ରାସନ ବ୍ୟକ୍ତିତ ପାଳ-ରାଜ୍ୟବଂଶେର ଅଞ୍ଚଳ କୋନ ତାତ୍ରାସନେ ଜିଭୁବନପାଲେର ଉଲ୍ଲେଖ ପାଓଯା ଥାଏ ନା । ଧର୍ମପାଲଦେବେର ୨୬ଶ ରାଜ୍ୟକେ ଭାସ୍ତର ଉଜ୍ଜଳେର ପୁତ୍ର, କେଶବ ନାମକ ଏକବ୍ୟକ୍ତି ଯହାବୋଧିତେ ତିନ ସହ୍ୟ (୩୦୦୦) ଦ୍ରମ୍ଭ ଅର୍ଧ-ରୌପ୍ୟ ମୂଳ୍ୟ ବ୍ୟସ କରିଯା ଏକଟି ପୁକ୍ଷରିଣୀ ଧନନ କରାଇଯାଛିଲେନ ଏବଂ ଏକଟି ଚତୁର୍ଦ୍ଦୁର୍ଧୁ ମହାଦେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଛିଲେନ^(୨) । ତୀହାର ୩୨ଶ ରାଜ୍ୟକେ ଧର୍ମପାଲଦେବ ବ୍ୟାକ୍ରତ୍ତିମଣ୍ଡଳେ, ମହାତ୍ମାପ୍ରକାଶବିଷୟେ ଅବଶ୍ଵିତ କ୍ରୋଙ୍କଳ, ଯାତାସାମ୍ବଳୀ ଓ ପାଲିତକ ନାମକ ଗ୍ରାମ୍ୟଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ମବିକାମଣ୍ଡଳେ ସ୍ଥାଲୀକ୍ଟବିଷୟେ ଗୋପିନାଥୀଗ୍ରାମ ମହାସାମଜ୍ଞାଧିପତି ନାରାୟଣବର୍ଣ୍ଣାର ପ୍ରାର୍ଥନା-କ୍ରମେ, ନାରାୟଣବର୍ଣ୍ଣା କର୍ତ୍ତ୍ତକ ଶୁଦ୍ଧଶଳୀତେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭଗବାନ୍ ନନ୍ଦନାରାୟଣେର ଏବଂ ତୀହାର ସେବକ ଲାଟଦେଶୀୟ ଆକ୍ଷଣଗଣେର ବ୍ୟବହାରାର୍ଥ ଦାନ କରିଯାଛିଲେନ । ସୟାଂ ଯୁବରାଜ ଜିଭୁବନପାଲଦେବ ଏହି ତାତ୍ରାସନେର ଦୃଢ଼ତକ^(୩) । ଏହି ତାତ୍ରାସନବାନି ମାଲଦହେର ଭୂତପୂର୍ବ ମ୍ୟାଜିଟ୍ରେଟ୍ ଓ ଉମେଶ-ଚନ୍ଦ୍ର ବଟବ୍ୟାଳ କ୍ରମେ କରିଯା ଆନିଯାଛିଲେନ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟକୁମାର ମୈତ୍ରେସ ମହାଶୟ ବଲିଯାଇଛନ୍ ଯେ, ଇହା କଲିକାତାର ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟି କର୍ତ୍ତକ ରଙ୍କିତ ହିତେଛେ^(୪) । କିନ୍ତୁ ଇହା ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟିତେ ବା ଅପରା

(୧) ଗୋଡ଼ଲେଖମାଳା, ପୃଃ ୧୬ ।

(୨) ଗୋଡ଼ଲେଖମାଳା, ପୃଃ ୩୧-୩୨ ।

(୩) ଗୋଡ଼ଲେଖମାଳା, ପୃଃ ୧୬ ।

(୪) ଗୋଡ଼ଲେଖମାଳା, ପୃଃ ୧୧ ।

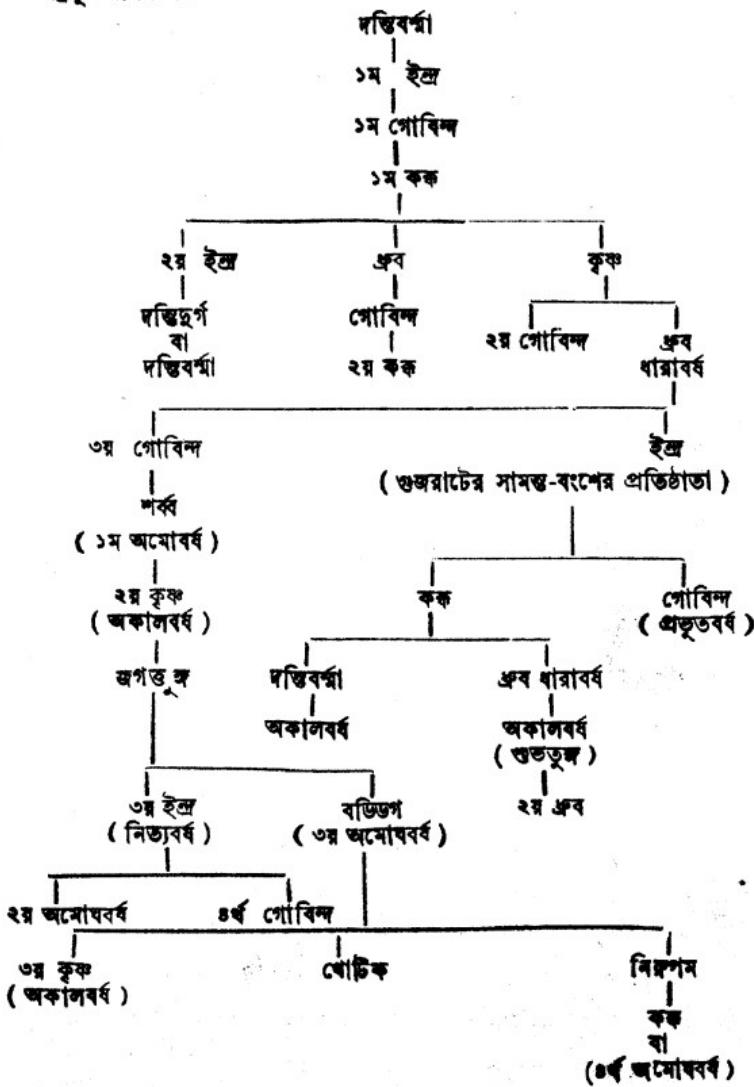
কোন চিজগালায় রক্ষিত নাই। শ্রীযুক্ত রহমান্সাদ চন্দ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, ইহা রাজশাহীতে বরেন্দ্র অঙ্গসজ্জান-সমিতির চির-শালায় রক্ষিত আছে। থালিমপুরের তাত্ত্বাসন ধর্মপালদেবের ৩২শ রাজ্যাক্ষে সম্পাদিত হইয়াছিল। তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারানাথ বলেন যে, ধর্মপাল চৌষট্টি (৬৪) বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া-ছিলেন^(১)। তারানাথ পালবংশের প্রথম নরপতিঙ্গেরই সমষ্টি নির্ণয় করিতে পারেন নাই, স্বতরাং তাহার জনক্ষতি-অবলম্বনে লিখিত ইতিহাসের কথা, সমর্থক অপর প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত ঐতিহাসিক প্রমাণকূপে গৃহীত হইতে পারে না। অহুমান হয়, ধর্মপালদেব পঞ্চত্রিংশবৰ্ষকাল গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ধর্মপালদেবের রাজ্যকালে স্বর্ণরেখ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে বরেন্দ্রভূমির করণ নামক একখানি গ্রাম শাসনস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বর্ণরেখের উত্তরপুরুষ চতুর্ভুজ হরিচরিত নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হরিচরিত কাব্যের একখানি পুঁথি নেপালে নেপাল-রাজের গ্রহাগ্রামে আবিষ্কার করিয়াছেন, এই গ্রন্থের পুঁপিকায় স্বর্ণরেখের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে^(২)।

(১) Pag-samjon Zang, p. 111.

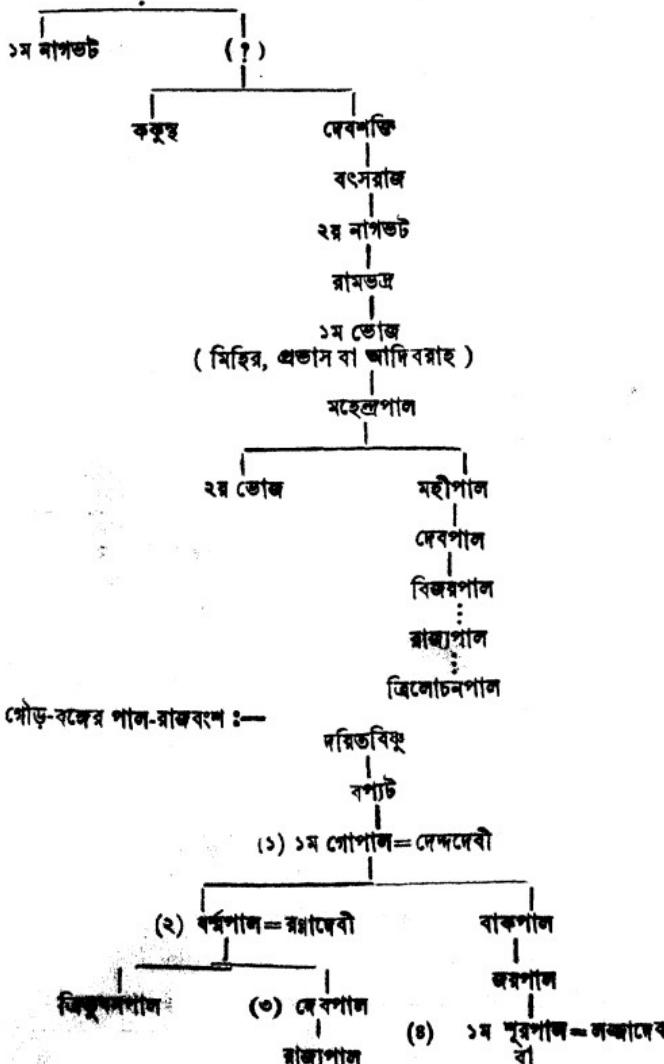
(২) “এ বোস্তমোহন্ত্যবলঃ শুণ্ডৈকপুঁথিঃ শ্রীমান্ করণ ইতি বন্দ্যতমো বরেন্দ্র্যাম্।
যত শ্রতি-স্বতি-পুরাণ-পদ-এবীগাঃ সচ্ছান্তকাব্যবিপুণঃ আ বসন্ত বিঅঃ।
কীর্ণঃ প্রজাপতিশুণ্ডঃ পরিপূর্ণকামঃ শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি দ্বিপ্রবর্ণোভ্যতীর্ণঃ।
তং প্রামঞ্চপদবীরণঃ সমগ্র জগ্নাহ শাসনবরং দৃশ্যধর্মপালাঃ।”

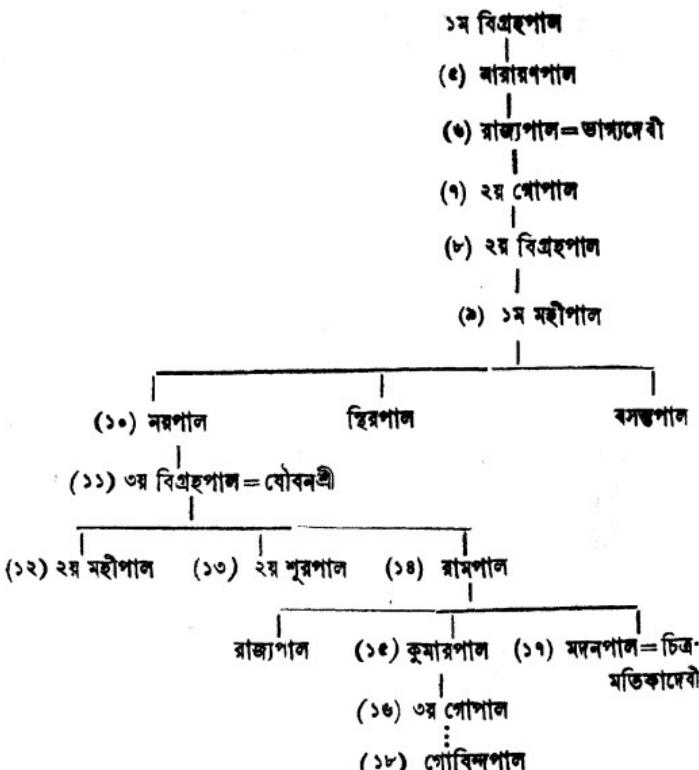
পরিশীলন (চ)

ରାଷ୍ଟ୍ରକୃତ-ରାଜସଂଖ୍ୟା ।—



তিলমাল ও কাঞ্জকুড়ের শুর্জন-পটোহার-বংশ :—
পটোহার





বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত কতকগুলি কুলশাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া থাই বে, ধৰ্মপাল ভট্টমারায়ের পুত্র আবিগাঞ্জি ওৰাকে গঞ্জাতৌৰে ধামসাৰ বাসক একখালি আম দান কৰিয়াছিলেন।

রাজা শ্রীধৰ্মপালঃ দ্বৰ্বলমুখীতীরদেশে বিধাতুঃ

মাহাদিগাঞ্জিবিপ্রঃ শুণ্যুত্তুলয়ঃ ভট্টমারায়ণত্ত্বঃ

যজ্ঞাত্মে দক্ষিণার্থঃ সকলকরজ্ঞত্বে রামসাৰাত্তিখানঃ

আম তৈষে বিচিত্রঃ দ্বৰ্বলমুখীঃ প্রাপ্তব্য পুণ্যকীর্তনঃ।

—বঙ্গেৰ আতোৱ ইতিহাস, (ভাবস্তুকাত), পৃঃ ১৫৬, পাইজৰা ৪১।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গুর্জর-রাষ্ট্রকূট-সন্দৰ্ভ

দেবপালদেব—বিষ্ণুপর্ক্ষতে ও হিমালয়ে যুক্ত—প্রথম অমোহবর্ধ—রাষ্ট্রদের পরাজয়—উৎকল ও কামৰূপজয়—অহংকার—দেবপালের তাৰশাসন—নারায়ণের ছল্লোগ-পৰিশিষ্টপ্রকাশ—বীরদেব—দৰ্জপাণি—সোমেশ্বৰ—কেদারমিশ্র—তোজদেব—গুর্জরগণ কৰ্তৃক কান্তকুড় অধিকার—বিগ্রহপালের সম্বৰ্কনীর্ণ—গুর্জরগণ কৰ্তৃক পালসামাজ্য আক্রমণ—নারায়ণপাল—তোজদেব কৰ্তৃক মগধ অধিকার—কক—মুদাগিরির যুক্ত—গুণজ্ঞাধিদেব—উচ্চগুরুর সূর্তি—নারায়ণপালের তাৰশাসন—ভট্টগুৱবিমিশ্র—রাজা-পাল—ভাগ্যদেবী—মহেন্দ্রপাল—ছিতৌয় তোজদেব—ছিতৌয় তৃক—মহীপাল—তৃতীয় ইল্লে—উত্তরাপথাভিষিক্ত—ছিতৌয় গোপাল—চন্দেলবংশীয় যশোবৰ্ষা কৰ্তৃক গোড়াক্রমণ—কাষোজজাতি কৰ্তৃক গোড়া অধিকার—গোড়ীয় ভাস্তৱ শিখ।

ধৰ্মপালদেব স্বর্গারোহণ কৰিলে তাহার ছিতৌয় পুত্র দেবপালদেব সিংহাসনে আরোহণ কৰিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ কৰ্তৃক পরাজিত হইয়া গুর্জরগণ বহুদিন উত্তরাপথ আক্রমণ কৰিতে ভৱসা করে নাই। বিষ্ণুপর্ক্ষতের কোন স্থানে বোধ হয়, দেবপালদেবের সহিত রাষ্ট্রকূট অথবা গুর্জর-রাজগণের যুক্ত হইয়াছিল। কারণ, মুক্তেরে আবিষ্ট দেবপালের তাৰশাসনে এবং ভট্টগুৱবিমিশ্রের শিলালিপি তাহার বিষ্ণুপর্ক্ষতে গমনের উল্লেখ আছে। মুক্তেরে আবিষ্ট দেবপালদেবের তাৰশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, “অপর নৃপতিমুক্তের গৰ্বধৰ্মকাৰক সেই রাজাৰ দিখিজয়প্রসক্তে বণকুঠুৰগণ অমণ কৰিতে কৰিতে বিষ্ণু-গিরিতে উপনীত হইয়া আনন্দাঞ্জ-প্ৰবাহপ্রাবিত বন্ধুগণকে পুনৰায় দৰ্শন কৰিয়াছিল এবং যুৰুক অৰ্থগণও কাষোজ দেশে উপনীত হইয়া দীৰ্ঘ

ବାଙ୍ଗାଲାର ଇତିହାସ ।

କାଳେର ପର ସ୍ଵକୀୟ ହର୍ଷସଂକ୍ରମିତ ହେବାରବ-ମିଶ୍ରିତ ହେବାରବକାରୀ ପ୍ରିୟତମା-
ବୁନ୍ଦେର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଯାଛିଲୁ ।” ଦିନାଜପୁରେ ଡଟ୍ଟଗୁରୁବମିଶ୍ରେର ତ୍ୱରିତିଲିପି
ହିତେ ଅବଗତ ହେଁଥା ଯାଏ, “ସେଇ ଦର୍ତ୍ତପାଣିର ନୀତିକୌଶଳେ ଶ୍ରୀଦେବପାଳ
ନୃପତି ମତଙ୍କଜମଦାଭିସିଙ୍ଗଶିଳାସଂହିତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରେବା ନଦୀର ଜନକ ହିତେ ମହେଶ-
ଲଙ୍ଗାଟଶୋଭି ଇନ୍ଦ୍ରକିରଣଖେତାୟମାନ ଗୌରୀଜୀନକ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶୁର୍ଯ୍ୟୋଦୟାନ୍ତ-
କାଳେ ଅକ୍ଷଣ୍ଵାଗରଙ୍ଗିତ ଝଙ୍ଗିରାଶିର ଆଧାର ପୂର୍ବମୁଦ୍ର ଏବଂ ପଚିମମୁଦ୍ର
(ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ) ସମଗ୍ର ଭୂତାଗ କରିପଦ କରିତେ ସମର୍ଥ ହେଁଯାଛିଲେନ୍ ।” ଶ୍ରୀବ-
ମିଶ୍ରେର ତ୍ୱରିତି ଆରଓ ଅବଗତ ହେଁଥା ଯାଏ ସେ, ଦେବପାଳ ତୀହାର
ମଞ୍ଜୀ କେଦାରମିଶ୍ରେର ବୁଦ୍ଧିବଲେର ଉପାସନା କରିଯା ଉତ୍କଳକୁଳ ଉତ୍କଳିତ
କରିଯା, ହୃଣଗର୍ବ ସର୍ବକୁତ କରିଯା ଏବଂ ଦ୍ରବିଡ଼େଶର ଓ ଗୁର୍ଜିରନାଥେର ଦର୍ପ
ଚାର୍ଣ୍ଣକୁତ କରିଯା ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମର୍ମେଖାଭରଣା ବନ୍ଧକରା ଉପଭୋଗ
କରିତେ ସମର୍ଥ ହେଁଯାଛିଲେନ୍ । ମୁହଁବେର ତାତ୍ତ୍ଵାସନ ଏବଂ ବାଦାଲେର
ଶିଳାସ୍ତ୍ରଲିପି, ଏଇ ଉତ୍ସ ଖୋଦିତଲିପିତେଇ ଦେବପାଳଦେବେର ବିକ୍ଷ୍ୟପର୍ବତେ

- (୧) ଆୟୁଷ୍ଟିବିଜୟକୁତେ କରିତି [: ସା] ସେବ ବିକ୍ଷାଟୀ-
ମୁଦ୍ରାମଫିଦାନବାଲ୍ପରମ୍ପରମୋ ଦୃଷ୍ଟି: ପୂର୍ବର୍କବାଃ ।
କାହୋଜେମୁ ଚ ସତ ବାଜି ସ୍ଵଭିତ୍ତର ତାତ୍ତ୍ଵାଜୋଜାଳେ ।
ହେବାମିଶ୍ରିତହାରିହେତିରବାଃ କାନ୍ତାଳିଙ୍କ ବୀକ୍ଷିତାଃ ।
ମୁହଁବେର ଆବିକୃତ ଦେବପାଳଦେବେର ତାତ୍ତ୍ଵାସନ ; ଗୋଡ଼ଲେଖମାଳା, ପୃଃ ୬୭ ।
- (୨) ଆରେବାଜଳକାନ୍ତକର୍ମମଦିଷ୍ଟ ହ୍ୟାଲିଚାସହତେ-
ରାଶୋରିପିତୁରୀଶରେଲୁକିଟିଣେ: ପୁଷ୍ଟଃସିତିରୋ ଶିରେ: ।
ମାର୍ତ୍ତଶାନ୍ତମ:ମାହୟାତ୍ମନଜଳାଦାବାରିରାଶିଶରାଦ ।
ମୌତ୍ୟ ସତ ତୁବ୍ରଂ ଚକାର କରନ୍ତି ଶ୍ରୀଦେବପାଳୀ ମୃଗଃ ।
—ଡଟ୍ଟଗୁରୁବମିଶ୍ରେର ତ୍ୱରିତି ; ଗୋଡ଼ଲେଖମାଳା, ପୃଃ ୭୨ ।
- (୩) ଉତ୍କଳିତାକୁଳନ୍ତ ହତ-ହୃଣଗର୍ବଂ ସର୍ବକୁତକ୍ରମିତୁର୍ବର୍ଜିର ଦୀର୍ଘଦର୍ପ ।
ତୁମୀଠୀଶରିମନାଭରଣ୍ଯଭୋତ୍ତେଜ ଗୋଡ଼େବରତିରମୁପାତ୍ତଧିର: ସରୀରାଃ ।”
—ଡଟ୍ଟଗୁରୁବମିଶ୍ରେର ତ୍ୱରିତି ; ଗୋଡ଼ଲେଖମାଳା, ପୃଃ ୭୪ ।

গমনের কথা আছে । বাদালের সন্তানিপিতে দেবপাল কর্তৃক গুর্জরনাথ ও দ্রবিড়েশ্বরের মর্পচূর্ণের উল্লেখ আছে । বিষ্ণুপর্বত গুর্জর-রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বসীমায় ও দ্রবিড় বা রাষ্ট্রকূট-রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমায় অবস্থিত, স্বতরাং সম্ভবতঃ বিষ্ণুপর্বতেরই কোন উপত্যকায় দ্রবিড়নাথ ও গুর্জরেশ্বর পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় । রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবি-দের পুত্র শর্ব বা প্রথম অমোঘবর্ষ ষষ্ঠি বর্ষের অধিকাল মাস্তুলেতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, স্বতরাং ইহাই সম্ভব যে, তিনি দেবপালদেবের সমসাময়িক এবং তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন । অমোঘবর্ষের দুই-খানি শিলালিপিতে তাহার সহিত গৌড়েশ্বরের যুক্তের উল্লেখ আছে । সিরুর ও নীলগঙ্গে আবিষ্ট শিলালিপিদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মালব ও বেঙ্গীর অধিপতিগণ প্রথম অমোঘবর্ষের অর্চনা করিয়াছিলেন^(১) । অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ তখন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল না এবং বঙ্গে স্বতন্ত্র রাজ্য ধাকিলেও অঙ্গ ও মগধ পালরাজবংশের অধিকারকালে কথনই স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নাই ; স্বতরাং “বঙ্গাঙ্গমগধ” পদবারা গোড়াজ্যই বুঝাইতেছে ।

এই সমস্ত খোদিতলিপি হইতে দেবপালদেবের রাজ্যকালের নিম্নলিখিত ইতিহাস অবগত হওয়া যায় । দেবপালদেব যুক্তাভিযানের সময়ে বিষ্ণুপর্বতে গমন করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ এইস্থানে তাহার সহিত দক্ষিণাপথেশ্বর প্রথম অমোঘবর্ষের যুক্ত হইয়াছিল, এই যুক্তে উভয় পক্ষই জয় ঘোষণা

(১) অর্নন্তিমকূটখন্তিতচরণস্ম সকলভুবংবন্ধ শশৈর্যঃ ।

বঙ্গাঙ্গমগধ-মালব-বেঙ্গীশ্বরচিত্তোহিশ্বয়ধনঃ ।

—নীলগঙ্গ ও সিরুরের শিলালিপি; Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 103; Indian Antiquary, Vol. XII, p. 218.

করিয়াছিলেন^(৪)। যুক্তাভিযানকালে দেবপাল সম্মত হিমালয় পর্বতে গমন করিয়াছিলেন এবং কাষোজ জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দেবপালের মুক্তেরের ও নালন্দার তাত্ত্বাসনের ১৩শ শ্লোকের প্রথম চরণে বিজ্ঞপর্বতের নাম, তৃতীয় চরণে কাষোজ জাতির নাম আছে; কিন্তু ভট্টগুরুবিমিশ্রের স্মৃতিপিতে পঞ্চম শ্লোকের প্রথম চরণে বিজ্ঞপর্বতের নাম ও তৃতীয় চরণে হিমালয় পর্বতের নাম আছে। এই শ্লোকসমূহ দেবপালদেবের বিজয়-ধারার উত্তর ও দক্ষিণসীমা-নির্দেশক। স্বতরাং ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, দেবপাল উত্তরে হিমালয় পর্বতে কাষোজ জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ভট্টগুরুবিমিশ্রের স্মৃতিপিতে ১৩শ শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দেবপালদেব উৎকলগণকে, হৃষ্গণকে এবং দ্রবিড়েশ্বর ও গুর্জরনাথকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দ্রবিড়েশ্বর বলিতে দক্ষিণাপথেশ্বর রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রথম অমোঘবর্ষকে বুঝাইতেছে। গুর্জরনাথ শব্দে তৃতীয় নাগভটের পুত্র রামভদ্রদেবকে বুঝাইতেছে। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তৃতীয় নাগভট ধর্মপালদেবের সমসাময়িক; স্বতরাং ধর্মপালের পুত্র তৃতীয় নাগভটের পুত্রের সমসাময়িক হওয়াই

(৪) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন,—“এম অমোঘবর্ষের নৌলখণ্ডলিপির ১১শ শ্লোকে একুশ পরিচয় (বঙ্গাজ মগধ যালব বেঙী রাজগণ কর্তৃক অতিশয়ব্ধবল বা ১ম অমোঘবর্ষের অর্চনা) থাকার কেহ কেহ মনে করেন, অমোঘবর্ষের নিকট দেবপাল পরাজয় থাকার করেন। কিন্তু উপরে দিখিয়াছি, অধ্যম অমোঘবর্ষ দেবপালের মাতুল ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভাগিদের কর্তৃক মাতুলের অর্চনা আভাবিক, ইহা ধর্মতাত্ত্বিক নহে।”

—(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজক্ষকাণ, পৃঃ ১৫৮, পাঠটীকা ৪৭)।

বঙ্গ বাহল্য, ১৩. অমোঘবর্ষের সহিত দেবপালদেবের সম্ভক্তাগুরু কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণই অস্তায়িত আবিষ্কৃত হয় নাই। পূর্বে দেবপালের মাতুল-বংশের পরিচয় অস্ত হইয়াছে। অধ্যম অমোঘবর্ষ দেবপালের মাতুল ছিলেন, এই কথা বহুজন মানসের কর্মাণ্ডল, প্রমাণাভাবে ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে পৃষ্ঠাত হইল না।

সম্ভব। বিতীয় নাগভটের পুত্র রামভদ্র বোধ হয়, দেবপালদের কর্তৃক
পরাজিত হইয়াছিলেন; কারণ, তাহার পুত্র প্রথম ভোজদেবের সাগরতাল-
শিলালিপিতে তৎকর্তৃক গৌড় বা অপর কোন দেশের রাজার পরাজয়ের
উল্লেখ নাই^১। দেবপালের রাজ্যকালে তাহার খুন্দতাত-পুত্র জয়পাল
উৎকলরাজকে স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন^২।
ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাত্ত্বাস্মনের এই উক্তির দ্বারা
গুরবমিশ্রের স্তুতিলিপির উক্তি সমর্থিত হইতেছে। নারায়ণপালের তাত্ত্ব-
শাসন হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, জয়পাল প্রাগ্জ্যোতিষপুরের
অধীশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন^৩। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অম্বিকান

- (১) তত্ত্বজ্ঞা রামনামা প্রবর্তনীবলক্ষণস্তুতুৎপ্রবক্তৈ-
রাবধ-নথাহিনীনাং প্রসঙ্গমধিপতৌমুক্ততত্ত্ব-রসক্ষান्।
পাপাচারাস্তরায়প্রয়ধনকৃচিঃ সন্ততঃ কৌতুকাদৈ-
জ্ঞাতা ধৰ্মস্ত তৈলৈসমস্মুচ্ছচরিতে: পুর্ববন্ধিক্রিতাস্মে। ১২
অনস্তসাধনাবৈলপ্রতাপাক্রান্তদিঘৃথঃ।
উপাদৈসমস্পদাঃ ধার্মী যঃ সত্ত্বাদুম্পাস্তত। ১৩
অধিক্রিবিবিযুক্তানাং সম্পদাঃ জন্ম কেবলঃ।
যত্কাতৃৎ কৃতিঃ শ্রীত্যৈ নাঞ্জেছাবিনিযোগতঃ। ১৪

—সাগরতালের শিলালিপি, Annual Report of the Archaeological Survey
of India, 1903-4, p. 281.

- (১) তত্ত্বজ্ঞপেন্দ্রচরিতের্জগতীঃ পুরানঃ
পুত্রো বক্তুব বিজয়ী জয়পালনামা।
ধৰ্মবিদ্যাঃ শশবিভাতা যুধি দেবপালে
যঃ পূর্বজ্ঞে জুবনরাজ্য-হৃথাক্ষণেবৈ। ১৫
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৭।
- (২) বর্ণন্ম ভাতুর্জ দেশাদ্যবতি পরিতঃ প্রহিতে জেতুমাশাঃ
সৌম্যজ্ঞাতৈব দুর্বারিজপুরমজহাতুৎকলানামবৈশঃ।
আসাক্রক্তে চিরায় প্রগঘি-পরিযুক্তো বিভৃচেন যুর্জ।
রাজা। প্রাগ্জ্যোতিষাপামুপশমিতসবিদ্যমকধাঃ বত্ত চাজাঃ। ১৬
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৮।

এম. ‘ডাঃ কে. কৌ ঘৰ প্ৰলোক অয়মাল-বীৱাৰহ সম্বৰতঃ এই সময়ে গোড়াজ্ঞোত্তীৰের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন’^(১)। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গোড় দেশ কাষোজ জাতি কৰ্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, দিনাজপুৰে বাণগড় নামক স্থানে কাষোজ-বংশজাত জনেক গোড়পতিৰ উল্লেখ আছে^(২)। দেবপালদেবেৰ রাজ্যকালে কাষোজগণ বোধ হয়, হিমালয় হইতে অবতৰণ কৱিয়া গোড়দেশ অধিকাৰ কৱিবাৰ চেষ্টা কৱিয়াছিল এবং সেই সময়ে দেবপাল বোধ হয়, তাহাদিগকে পৰাজিত কৱিয়াছিলেন। মুঞ্জেৰে আবিস্কৃত তাৰ্তশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবপাল “একদিকে হিমালয়, অপৰ দিকে শ্ৰীরামচন্দ্ৰের কৌৰ্তিচিহ্ন সেতুবন্ধ, একদিকে বৰুণ-নিকেতন, অপৰ দিকে লক্ষ্মীৰ জমনিকেতন [ক্ষীরোদ সমুদ্ৰ,]—এই চতুঃসীমাৰচ্ছৱ সমগ্ৰ ভূমগুল নিঃস্পত্নভাবে উপভোগ কৱিয়াছেন”^(৩)। অঞ্চল বৰ্ধি দেবপালেৰ রাজত্বকালেৰ একখানি শিলালিপি ও দুইখানি তাৰ্তশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে। প্ৰথম তাৰ্তশাসনখানি মুদ্গাগিৰি অৰ্থাৎ মুঞ্জেৰ হইতে দেবপালেৰ ৩৩ রাজ্যাক্ষে সম্পাদিত হইয়াছিল। এতদ্বাৰা শ্ৰীনগৱৰভূতিৰ (অৰ্থাৎ পটলিপুত্ৰেৱ) ক্ৰিমলা বিষয়াস্তঃপাতী মেষিকা গ্ৰাম ভট্ট বিশ্ববাতেৰ পৌত্ৰ ভট্ট বৰাহবাৰেৰ পুত্ৰ ভট্টপ্ৰবৰ শ্ৰীবীহেকৱাত মিশ্ৰকে প্ৰদত্ত হইয়াছিল। দেবপালেৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ রাজ্যপাল এই তাৰ্তশাসনেৰ দৃতক^(৪)। দ্বিতীয় তাৰ্তশাসনখানি পাটনা জিলায় অবস্থিত বড়গাঁও গ্ৰামে নালন্দা বা নালন্দাৰ খৰস্বত্বশেষ-খননকালে আবিস্কৃত হইয়াছিল। প্ৰত্ৰ বিভাগেৰ মধ্যচক্রেৰ অধ্যক্ষ বকুবৰ পঞ্জিত শ্ৰীযুক্ত হীৱানন্দ শাস্ত্ৰী ইহাৰ

(১) গোড়াজ্ঞমালা, পৃঃ ২৯।

(২) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. VII, p. 619.

(৩) গোড়াজ্ঞমালা, পৃঃ ৪৪। এই শ্ৰোক মৰ্যাদিত নালন্দাৰ তাৰ্তশাসনেও আছে।

(৪) গোড়াজ্ঞমালা, পৃঃ ৩৮-৪০।

পাঠ উক্তার করিয়াছেন। এই তাত্ত্বিকানন্দানিও মুক্তগিরি-সমাবাসিত
জয়স্কৃতাবাবু হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহা দেবপালদেবের ৩৮
জ্যাকে সম্পাদিত হইয়াছিল। এতবারা দেবপালদেব শ্রীবালপুত্রজ্ঞের
অর্থাৎ পাটলীপুত্রজ্ঞের বা Division-এর) রাজগৃহবিষয়ের
বর্তমান রাজগির বিষয়ের) অন্তঃপাতী অজপুরনয়প্রতিবক্ষ নম্বি-
বনাক ও মনিবাধক গ্রাম, পিলিপ্রিকানয়প্রতিবক্ষ নয়িকাগ্রাম, অচলায়-
তনপ্রতিবক্ষ হস্তি গ্রাম এবং গয়াবিষয়ের অন্তঃপাতী কুমুদস্তুতীধী-
প্রতিবক্ষ পালামবগ্রাম, স্বৰ্বণ্ডীপ বা যবদ্বীপের রাজা শ্রীবালপুত্রদেব
কর্তৃক অহুরুক্ত হইয়া তঙ্গির্ণিত নালন্দাবিহীন বিহারে প্রতিষ্ঠিত ভগবান
বৃক্ষ ভট্টারকের সেবার জন্য এবং আর্য ভিক্ষু-সভ্যের বলি, চৰ, সজ্জ,
চীবর, পিণ্ড, শয়ন, আসন এবং ঔষধার্থে; ধৰ্মবর্ত্তের (ধৰ্মগ্রহের)
লেখনের জন্য ও বিহার ভগ্ন হইলে তাহার সংস্কারের জন্য প্রদান করিয়া-
ছিলেন। ব্যাপ্তিটা মণ্ডলাধিপতি শ্রীবলবর্ষা এই তাত্ত্বিকানন্দের দৃতক
এবং ইহা দেবপালদেবের রাজ্যের আটত্রিশ বর্ষের কার্তিক মাসের
একবিংশ দিবসে সম্পাদিত হইয়াছিল। তাত্ত্বিকানন্দের শেষে স্বৰ্বণ্ডীপ
বা যবদ্বীপের অধিপতি শ্রীবালপুত্রদেবের বৎশ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।
ইনি শৈলেন্দ্র-বৎশসম্মূল যবভূমি বা যবদ্বীপের অধিপতি শ্রীবীর নাম
রাজাৰ বৎশসম্মূল। বালপুত্রদেব নালন্দা নামক বৌদ্ধতীর্থের খ্যাতি
অবণ করিয়া তথায় বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং নালন্দা
পালবৎশীয় সদ্বার্ত দেবপালদেবের রাজ্যভূক্ত থাকায় দৃত প্রেরণ করিয়া
দেবপালদেবকে বৃক্ষস্তুতির পূজা ও বিহারে সমাগত বৌদ্ধ-ভিক্ষুসভ্যের
অশন-বসন ও চিকিৎসার ব্যয়নির্বাহের জন্য পূর্বোক্ত গ্রামপঞ্চ দান
করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের বা স্বৰ্বণ্ডীপের রাজা
বালপুত্রদেবের অনুরোধে দেবপালদেব কর্তৃক এই গ্রামপঞ্চ দেবতা

স্বৰূপ বৌদ্ধবিহারে প্ৰদত্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই পঞ্চগ্রামের মূল বালপুত্ৰদেৱ কৰ্ত্তৃক গৌড়ৱাজ দেবপালদেৱকে প্ৰদত্ত হইয়াছিল, কাৰণ দানধৰ্ম্মানুসারে মূল্য প্ৰদত্ত না হইলে বালপুত্ৰদেৱেৱ মন্দিৰ-প্ৰতিষ্ঠা সম্পূৰ্ণ হয় না^{১০}। দেবপালদেৱেৱ খুঁজতাত-পুত্ৰ অম্বপাল সম্ভবতঃ তাহার পিতা বাকপালদেৱেৱ শ্রান্ককালে শ্রান্কেৱ মহাদান উমাপতি নামক জনৈক আঙ্গণকে দান কৰিয়াছিলেন। উমাপতিৰ উত্তৱপুৰুষ নাৱায়ণ তদ্বচিত ছন্দোগপৰিশিষ্টপ্ৰকাশ নামক গ্ৰন্থে এই কথা লিপিবক্ত কৱিয়া গিয়াছেন^{১১}।

(১৩) প্ৰফুল্লবিভাগেৱ সৰ্বাধ্যক্ষ (Director-General of Archaeology in India) সেৱ জন মাৰ্শলেৱ (Sir John Marshall) অনুমতি অনুসৰে আমাৰ অনুৱোধে বহুবৰ পত্ৰিত শ্ৰীযুক্ত হীৱানন্দ শাস্ত্ৰী এই তাৰিখানন্দেৱ উক্ত পাঠ ক্যাষিত বিশ্ববিশ্বালৱ হইতে প্ৰকাশিত ভাৱতবৰ্যৰ ইতিহাসেৱ বিতীয় ভাগ (Cambridge History of India, Voll. I) সকলেৱেৱ জন্ম আমাকে প্ৰদান কৱিয়াছিলেন। এই বৰাবিকৃত তাৰিখানন্দেৱ পাঠ অস্তাপি প্ৰকাশিত হয় নাই। পত্ৰিত হীৱানন্দ শাস্ত্ৰী ইহাৰ পাঠ Epigraphia Indica পত্ৰে প্ৰকাশ কৱিবেন। শাস্ত্ৰী মহাশৰেৱ সোজন্তে এই নবাবিকৃত তাৰিখানন্দেৱ সাৱাংশ এই গ্ৰন্থেৱ জন্ম সন্তুলিত হইল। এতদ্বৰ্তীত দেবপাল-দেৱেৱ রাজ্যকালে প্ৰতিষ্ঠিত একটি শৃঙ্খি নালন্দাৰ আবিকৃত হইয়াছে। কিন্তু খোদিত লিপিৰ পাঠ অস্তাপি প্ৰকাশিত হয় নাই।—Annual Report of the Archaeological Survey of India, Central Circle, 1920-21, pp. 37-38.

(১৪) তস্মাজ্জুবিত্সসক্রিতুমিৰলঃ লিবোপশিয়াজ্বৈ-

বিৰ্বল্লোলিকৃতুমাপতিগ্ৰিতি প্ৰভাকৰঢ্বাৰণীঃ।

জ্ঞাপালাজ্জৱপালতঃ স হি মহাজ্ঞাঙং প্ৰভৃতং মহা-
দানং চাৰ্বিগণার্থাজ্জৱলঃ প্ৰত্যগ্রহীৎ পৃথ্বৰ্বন্ন।

—ছন্দোগপৰিশিষ্ট-প্ৰকাশ ; Eggeling's Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the India Office Library. White Hall, London, part I, pp. 92-93.

দেবপালদেবের একটিমাত্র পুঁত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার নাম রাজ্যপাল এবং ইনি পিতার রাজ্যকালে বৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন^{১০} । রাজ্যপাল বোধ হয়, দেবপালের জীবনকালেই মত্ত্য-মুখে পতিত হইয়াছিলেন । কারণ, দেবপালের পরে জয়পালের পুত্র প্রথম বিশ্বপাল বা প্রথম শূরপাল গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । দেবপালদেবের রাজ্যকালে নগরহার নগরের (বর্তমান নাম নিৎৱাহার, ইহা আফগানিস্তানের আমীরের রাজ্যে খাইবার গিরি-সদ্বৰ্তের অন্তিমদুরে অবস্থিত) অধিবাসী ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেব যগত্ত্বে আসিয়া ঘোৰাবৰ্ষপুরে দুইটি চৈত্য ও একটি বজ্রাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । বীরদেব থে বজ্রাসন নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার একখণ্ড প্রস্তর পাটনা জেলার অস্তর্গত ঘোৰাৰ্বাবা গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া, বৌদ্ধ-মতের অনুরাগী হইয়া অধ্যয়নার্থ কণিক-বিহারে গমন করিয়াছিলেন^{১১} । কণিকবিহার প্রাচীন পুৰুষপুর

(১০) শ্রেণোবিধামুক্তয় [ব]ংশ-বিশুক্তিভাজঃ

রাজাকরোবিধিগতাঞ্চুণঃ কুণজঃ ।

আচ্ছামুকুপচরিতঃ হিরোবৰোজঃ ।

শ্রীরাজাগালমিহ মৃতকমারূপুরঃ ।

—গৌড়গুজবালা, পৃঃ ৪০ ।

(১১) বেদানধীতা সকলান् হৃতশাশ্রিচিন্তঃ

শ্রীমৎকবিক্ষমুপম্য মহাবিহারম্ ।

আচার্যবর্দ্যামধ স প্রশম-প্রশস্তঃ

সর্বজ্ঞশাস্তিমুক্ত্য তপস্তচার । ৬

—গৌড়গুজবালা, পৃঃ ৪১।

(বৰ্জমান পেশাবৰ) নগৱে অবস্থিত ছিলঁ^১। বীরদেব কণিকবিহারে
সর্বজ্ঞশাস্তি নামক জনৈক বৌদ্ধচার্যের নিকট দীক্ষা গ্ৰহণ কৱিয়া
তীর্থযাত্রা উপলক্ষে মগধে আসিয়াছিলেন^২। তিনি মহাবোধি দৰ্শন
কৱিয়া ঘৰোৰৰ্ধপুৰ (বৰ্জমান নাম ঘোষৱাবা) বিহারে আগমন কৱিলে
দেবপালদেব তাহাকে পূজা কৱিয়াছিলেন^৩। দেবপাল তাহাকে
নালন্ডা মহাবিহারেৰ সভ্যস্থবিৰ নিযুক্ত কৱিয়াছিলেন^৪। নালন্ডায়
অবস্থানকালে বীরদেব ইন্দ্ৰলিঙ্গা পৰ্বতে^৫ দুইটি চৈত্য নিৰ্মাণ কৱাইয়া-

(১১) পরিজ্ঞানক ইউয়ান-চোয়াং পুরুষপুরু নগরের উপকণ্ঠে কণিকের মহাবিহার দর্শন করিয়াছিলেন—Watters's On—Yuan Chwang, Vol. I, p. 208.

- (১৮) বজ্রাসনং বশিভুমেকদাহথ
শ্রীমত্যহাৰোধিমুপাগতোহসো ।
জষ্ঠুং ততোহগাঃ সহ দেশি-ভিক্ষ নু
শ্রীমৎযশোবর্ম্মপুৱং বিহারম ॥ ৮
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৮ ।

(১৯) তিষ্ঠুৰথেহ স্থচিৰং অতিপত্তিসারঃ
শ্রীদেবগাল-ভূবনাধিপলক-পূজঃ ।
প্রাণ-প্রভঃ অতিজিৰোদৱ-পুরিতাশঃ
পুৰোব দারিততমঃপ্রসরো রৱাজ ॥ ৯
—গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪৮ ।

(২০) ভিক্ষোৱাঞ্চমসঃ স্থহঙ্গ ইব শ্রীসত্যবোধেৰি জো
নালম্বাপৰিপালনায় নিৰতঃ সংয়স্থিতেৰ্য স্থিতঃ ।
হেনতো শুটমিশ্রলৈলমুকুট-শ্রীচৈত্য-চূড়ামণী
আমণ্যাত্-সম্ব তেন অগতঃ শ্রেয়োহৰ্থমুখাপিতো ॥ ১০
গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৮-৪৯ ।

(২১) ইন্দ্ৰিয়া পৰ্বতেৰ বৰ্তমান নাম পিৰিয়েক । ইহা পাটৰা জিলাৰ, বিহার
সহকুমাৰ আচীন গ্রামগৃহ হইতে পাঁচ ক্লোখ হৱে অবস্থিত ।

ছিলেন^(২) । বীরদেবের শিলালিপিধানি এখন কলিকাতার চিরশালায় রক্ষিত আছে, কিন্তু মুছেরে আবিষ্ট দেবপালের তাত্ত্বিকসনের এখন আর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না^(৩) । নালদ্বার তাত্ত্বিকসন দেবপাল-দেবের গুরু রাজ্যাক্ষে সম্পাদিত হইয়াছিল, স্বতরাং দেবপালদেব প্রায় চতুরিংশৎ বর্ষকাল রাজ্য করিয়াছিলেন । ধর্মপালদেবের রাজ্যকালে শাঙ্কুল্যবংশীয় গর্গদেব তাহার প্রধান অমাত্য ছিলেন । ধর্মপালদেবের রাজ্যের শেষভাগে গর্গদেবের পুত্র দর্ভপাণি গৌড়েরের প্রধান অমাত্য হইয়াছিলেন । দর্ভপাণির প্রপোজি গুরুবিহিন্নের স্তম্ভলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দেবপাল দর্ভপাণিকে অত্যন্ত সন্মান করিতেন । কথিত আছে যে, “দর্ভপাণির নীতিকৌশলে শ্রীদেবপাল [নামক] বৃপ্তি মতঙ্গ-মদাভিষিক্ত-শিলাসংহতিপূর্ণ রেবা [নর্মদা] নদীর জনক [উৎ-পত্তিহান বিজ্যপর্বত] হইতে [আরম্ভ করিয়া] মহেশলাট-শোভি-ইন্দু-কিরণ-শ্বেতাহমান গৌরীজনক [হিমালয়] পর্বত পর্যন্ত, শৰ্ষ্যোদয়ান্ত-কালে অঙ্গরাগ-রঞ্জিত [উভয়] জগরাশির আধার পূর্বসমূজ্জ এবং পশ্চিম-সমুদ্র [মধ্যবর্তী] সমগ্র ভূভাগ কর-প্রদ করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন ।”

“নানা-মদমস্ত-মতঙ্গ-মদবা-রি-নিষিক্ত-ধরণীতজ-বিসর্পি-ধূলিপটলে দিগন্তস্তরাল সমাচ্ছম করিয়া, দিকচক্রাগত-ভূপালবৃন্দের চিরসংরমাণ সেনা-সমূহ ধাইকে নিরস্তর চুর্কিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল [নামক] নরপাল [উপদেশ গ্রহণের জন্ত] দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায়, তাহার ঘারদেশে দণ্ডয়মান থাকিতেন ।”

(২২) পিরিয়েক পর্বতশীর্ষে ছাইটি মৃহৎ ইটকমিহিরিত চৈত্যের ধসাবশেষ অস্তাপি বিস্তৃত আছে, সত্যতঃ এই ছাইটি চৈত্যই বীরদেব কর্তৃক বির্ধিত হইয়াছিল ।

(২৩) গৌড়বাজার, পৃঃ ৩৩ ।

“সুরবাজকল [দেবপাল] নরপতি [সেই মন্ত্ৰিবৰকে] অগ্রে চন্দ্ৰ-বিশাহুকাৰী [মহার্হ] আসন প্ৰদান কৱিয়া, নানা-নৱেজ্জ-মুকুটাক্ষি-পাদপাঠু হইয়াও, স্বয়ং সচকিতভাবেই সিংহাসনে উপবেশন কৱিতেন”^(১৪)। দৰ্ত্তপাণিৰ পুঁজৈৰ নাম সোমেশ্বৰ। তিনি বোধ হয়, দেবপালেৰ সেনাপতি ছিলেন; কাৰণ, তাহাকে ধনঞ্জয়েৰ সহিত তুলনা কৱা হইয়াছে^(১৫)। সোমেশ্বৰেৰ পুঁজৈ কেদারমিশ্র তাহার পিতামহ দৰ্ত্তপাণিৰ পৱে গৌড়েখৰেৱ প্ৰধান অমাত্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, কেদারমিশ্রেৰ “বৃক্ষ-বলেৰ উপাসনা। কৱিয়া, গৌড়েখৰ [দেবপালদেব] উৎকলকুল উৎকীলিত কৱিয়া, হৃগগৰ্ব থৰ্কীকৃত কৱিয়া এবং জ্বিড়-গুৰ্জুৱ-নাথ-দৰ্প চৰ্ণীকৃত কৱিয়া, দীৰ্ঘকাল পৰ্যন্ত সমুদ্র-মেশৰাতৰণা বস্তুকৱা উপভোগ কৱিতে সমৰ্থ হইয়াছিলেন”^(১৬)।” দৰ্ত্তপাণি, সোমেশ্বৰ এবং কেদারমিশ্র, এই তিনি পুৰুষ যখন দেবপালদেবেৰ সমসাময়িক ছিলেন, তখন ইহা অবশ্যৰূপ যে, দেবপালদেব দীৰ্ঘকাল গৌড়-বজ্জ-মগধেৰ সিংহাসনে আসীন ছিলেন। দেবপালেৰ প্ৰথম মন্ত্ৰী দৰ্ত্তপাণি দৰ্শপালেৰ রাজ্যেৰ শেষাংশে তাহার সমসাময়িক ছিলেন এবং দেবপালেৰ বিত্তীয় মন্ত্ৰী তাহার উত্তৱাধিকাৰী প্ৰথম বিগ্ৰহপাল বা প্ৰথম শূৰপালেৰ অমাত্য ছিলেন। শ্ৰীযুক্ত রমাপ্ৰসাদ চন্দ্ৰ দৰ্শপালকে গুৰ্জুৱ-প্ৰতীহাৱ-বংশীয়

(১৪) পৰাড়তঙ্গলিপি, ৪—৭ মোক ; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৮-১২।

(১৫) ন ভাস্তং বিকটং ধৰঞ্জনতুলামাৰহ বিজ্ঞাহতা
বিভাস্তুৰ্ধিমূৰ্বত্তা জ্ঞতি-গিৱো। বোঢ়পৰ্বমাকৰ্তিতাঃ।
বৈবোঢ়া সধুৱং বহ-প্ৰণয়িবঃ সম্বলপিতামু শ্ৰিয়া।
বৈবোঢ় বজ্জৈৰ্জৈবহিসমৃদ্ধৈশ্চকে সত্তাং বিশ্ববঃ। ১
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭৩।

(১৬) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৮১।

ପ୍ରଥମ ଭୋଜଦେବେର ସମସାମୟିକ ଧରିଆ ଲହିଆ ଦେବପାଳକେ ପ୍ରଥମ ଅମୋଘ-
ବର୍ଦେର ପୁତ୍ର ଦ୍ଵିତୀୟ କୁକ୍ଷେର ସମସାମୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁର କରିଆଛେନ୍^(୧) । ପୂର୍ବ-
ପରିଚେତ୍ ମର୍ଶିତ ହଇଯାଇଁ ସେ, ଧର୍ମପାଳ ଦ୍ଵିତୀୟ ନାଗଭଟେର ଓ ତୃତୀୟ
ଗୋବିନ୍ଦେର ସମସାମୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ; ଶୁତ୍ରରାଙ୍ଗ ଧର୍ମପାଲେର ପୁତ୍ର କଥନଇ ଦ୍ଵିତୀୟ
ନାଗଭଟେର ପୌତ୍ର ଅଥବା ବୃକ୍ଷପ୍ରତ୍ଯୋତ୍ତ୍ର (ପ୍ରଥମ ଭୋଜ ପୌତ୍ର ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ
ଭୋଜ ବୃକ୍ଷପ୍ରତ୍ଯୋତ୍ତ୍ର) ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦେର ପୁତ୍ରେର ସମସାମୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି
ବଳା ଯାଇତେ ପାରେ ନା । ଚନ୍ଦ ମହାଶୟ କର୍ଣ୍ଣର ତାତ୍ରଶାସନ ଓ ବିଲହରିର
ତାତ୍ରଶାସନ ହିଁତେ ସେ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ କରିଆଛେ, ତାହା ପ୍ରଥମ ଭୋଜ-
ଦେବେର ପ୍ରତି ଅଯୁକ୍ତ ହିଁତେ ପାରେ ନା^(୨) । ଦେବପାଳଦେବେର ପଞ୍ଜୀର ନାମ
ଅଞ୍ଚାବଧି ଆବିଷ୍ଟତ ହୟ ନାହିଁ । ଅହୁମାନ ହୟ, ଦେବପାଳଦେବ ୮୨୦ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେ
ସିଂହାସନେ ଆରୋହଣ କରିଆ ୮୬୦ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଛିଲେନ । ତାହାର
ରାଜ୍ୟର ଶୈବଭାଗେ ପ୍ରତୀତାର-ରାଜ ରାମଭାବେର ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମ ଭୋଜ, ମହୋଦୟ
ବା କାନ୍ତକୁଞ୍ଜ ଅଧିକାର କରିଆଛିଲେନ । ଯୋଧପୁର ରାଜ୍ୟ ଦୌଗତପୁରାୟ
ଆବିଷ୍ଟତ ୯୦୦ ବିକ୍ରମାବେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକଥାନି ତାତ୍ରଶାସନ ହିଁତେ ଅବଗତ
ହେୟ ସାଥେ ସେ, ଉଚ୍ଚ ତାତ୍ରଶାସନ ମହୋଦୟ ବା କାନ୍ତକୁଞ୍ଜ ହିଁତେ ଅନ୍ତର୍ଭ
ହଇଯାଇଲୁ^(୩) । ଶୁତ୍ରରାଙ୍ଗ ୧୦୦ ବିକ୍ରମାବେର (୮୪୩ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେ) ପୂର୍ବେ କାନ୍ତକୁଞ୍ଜ
ପ୍ରଥମ ଭୋଜ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ଅଧିକୃତ ହଇଯାଇଲି । ଦେବପାଳଦେବେର ମୃତ୍ୟୁର
ପରେ ଧର୍ମପାଲେର ବଂଶେ କେହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନା ଥାକାଯ ପ୍ରଥମ ଗୋପାଳ-
ଦେବେର ଦ୍ଵିତୀୟ ପୁତ୍ର ବାକ୍ରପାଲେର ପୌତ୍ର ପ୍ରଥମ ବିଗ୍ରହପାଳ ବା ପ୍ରଥମ ଶୂରପାଳ
ଗୌଡ଼-ବଙ୍ଗ ସଂଗଧେର ଅଧିକାର ଲାଭ କରିଆଛିଲେନ ।

ଦେବପାଳେର ସହିତ ବିଗ୍ରହପାଳେର ସମ୍ବନ୍ଧ-ନିର୍ମଳ ଲହିଆ ପଣ୍ଡିତଗଣେର ମଧ୍ୟେ

(୧) ଗୋଡ଼ରାଜମାଳା ପୃଃ ୩୦ ।

(୨) ଗୋଡ଼ରାଜମାଳା, ପୃଃ ୩୦-୩୧ ।

(୩) *Epigraphia Indica*, Vol. V. p. 711.

মতভেদ আছে। স্বর্গীয় ডাঃ কীলুর্দের মতানুসারে বিগ্রহপাল বা শূরপাল প্রথম গোপালদেবের ত্রিতীয় পুত্র বাকপালের পৌত্র এবং অম্পালের পুত্র^(৩০)। ডাঃ হর্ণি ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন,—“তৃতীয় বিগ্রহপালের তাত্রশাসন দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বিগ্রহপাল দেবপালের ভাতুপুত্র নহেন, তাহার পুত্র^(৩১)।” শ্রীমুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন,—“রচনারীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রথম বিগ্রহপালদেবকে দেবপালদেবের পুত্র বলিয়াই শীকার করিতে হয়। দেবপালদেবও অপুজ্ঞক ছিলেন না। তাহার [শুধুরে আবিকৃত] তাত্রশাসনে [৫১—৫২ পংক্তিতে] রাজ্যপাল নামক তদীয় পুত্র ষ্ঠোবরাজে অভিষিক্ত থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে পিতার জীবিতকালেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। গঙ্গড়স্তুত-লিপিতে [১৬ শ্লোকে] দেবপালের পরবর্তী নরপাল শূরপাল নামে উল্লিখিত। সকলেই তাহাকে প্রথম বিগ্রহপাল বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম বিগ্রহপালের একাধিক নামের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, যুবরাজ রাজ্যপালকে, শূরপালকে এবং

(৩০) *Epigraphia Indica, Vol. VIII, Appendix I. p. 17.*

(৩১) “It seems clear from this grant that Vigrahapala was not a nephew, but a son of Devapala; for the pronoun “his son” (*tat-sunuh*) must refer to the nearest preceding noun, which is Devapala. In the Bhagalpur grant this reference is obscured through the interpolation of an intermediate verse in praise of Jayapala, which makes it appear as if Vigrahapala were a son of Jayapala.—*Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal, Appendix II, p. 206.*

প্রথম বিগ্রহপালকে অভিষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় । এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইলে, পালবংশীয় মন্দনপালগণের প্রচলিত বৎসাবলীর অম সংশোধন করিতে হইবে^(২) ।” মেঝের মহাশয়ের মৃক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না ; কারণ, খালিমগুরে আবিষ্ট ধর্মপালের তাত্ত্বাসনে যুবরাজ ত্রিভুবনপালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়^(৩) । কিন্তু প্রথমত্ত্বধৈ অধৰা অপর কোনও খোদিতলিপিতে ধর্মপালের ঔবিতকালে ত্রিভুবনপালের মৃত্যুর কথা উল্লিখিত নাই । ইহা হইতে কি প্রমাণ হইবে যে, ত্রিভুবনপাল ও দেবপাল অভিষ্ঠ ব্যক্তি ? রামপাল-চরিতে প্রথম পরিচ্ছেদে ২৩শ প্রাচীকের টীকার রামপালের পুত্র রাজ্য-পালের উল্লেখ আছে^(৪) ; কিন্তু মনহসিতে আবিষ্ট মন্দনপালদেবের তাত্ত্বাসনে রাজ্যপালের নাম নাই^(৫) । ইহা হইতে কি প্রমাণ হইবে যে, রাজ্যপাল, কুমারপাল বা মন্দনপালের নামান্তর ? প্রথম বিগ্রহপাল এবং প্রথম শূরপালের একত্বের প্রমাণ অস্তবিধ । নারায়ণপাল, প্রথম মহীপাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল ও মন্দনপালের তাত্ত্বাসনে নারায়ণপালের পিতার নাম বিগ্রহপাল^(৬), কিন্তু ডট্টগুরুবমিশ্রের গুরুড়-সুভলিপিতে দেবপালদেবের পরে ও নারায়ণপালদেবের পূর্বে শূরপালের নাম উল্লিখিত আছে^(৭) । ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, শূরপাল প্রথম বিগ্রহ-পালের নামান্তর । শ্রীমুক্তি মগেজ্জনাথ বস্ত প্রথম বিগ্রহপালকে ডাঃ

(২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৭, পারটিকা ।

(৩) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৬ ।

(৪) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, p. 26.

(৫) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১২ ।

(৬) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৮, ৯০—৯১, ১২৪, ১৪১

(৭) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭৪—৭৫ ।

কীলহৰের মতাহুসারে বাক্পালেৰ পৌত্ৰ ও জয়পালেৰ পুত্ৰজনপে গ্ৰহণ কৱিয়া, শূৰপালকে দেবপালেৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ ঠিক কৱিয়াছেন^(৩৮)। ইহা কথনই সম্ভব নহে। কাৰণ, গুৰুবমিৰ্ণ নারায়ণপালেৰ প্ৰধান অমাত্য, তিনি যে নারায়ণপালেৰ পিতাৰ নাম উল্লেখ না কৱিয়া, নারায়ণপালেৰ পুৰ্বে দেবপালেৰ পুত্ৰেৰ নামোৱেখ কৱিবেন, ইহা কথনই সম্ভবপৰ বলিয়া বোধ হয় না। শ্ৰীযুক্ত অক্ষয়কুমাৰ মৈজেৱ মহাশ্লেষৰ মতাহুসারে জয়পাল ধৰ্মপালেৰ পুত্ৰ^(৩৯); কাৰণ, নারায়ণপালেৰ তাৰিখাসনে দেবপালকে জয়পালেৰ ‘পুৰ্বজ’ বলা হইয়াছে। নারায়ণপালেৰ তাৰিখাসনেৰ “ৱচনাবীতি” লক্ষ্য কৱিলে জয়পালকে বাক্পালেৰ পুত্ৰ বলিয়াই বোধ হয়। কাৰণ, উক্ত তাৰিখাসনেৰ চতুৰ্থ ঝোকে ধৰ্মপালেৰ কনিষ্ঠ আতা বাক্পালেৰ গুণকীৰ্তন কৱা হইয়াছে এবং তাহাৰ পৱেৱ ঝোকেই জয়পালেৰ গুণকীৰ্তন আছে। এই স্থানে কেবল ‘পুৰ্বজ’ শব্দেৱ উপৱে নিৰ্ভৱ কৱিয়া জয়পালকে ধৰ্মপালেৰ পুত্ৰ বলা বিজ্ঞানসম্ভত প্ৰণালী-অনুমোদিত নহে। ধৰ্মপালেৰ অথবা দেবপালেৰ তাৰিখাসনে বাক্পাল বা জয়পালেৰ নাম নাই। প্ৰথম বিগ্ৰহপাল এবং তত্ত্বালীয় নৱপতিগণেৰ তাৰিখাসনসমূহে বাক্পাল ও জয়পালেৰ উল্লেখ দেখিয়া স্পষ্ট বুৰা ঘায়ে, প্ৰশংস্কিকাৰণ নারায়ণপাল, দেবপালেৰ বৎসসন্তুত নহেন বলিয়াই, নারায়ণপালেৰ পিতা প্ৰথম বিগ্ৰহপালেৰ পিতৃপিতামহেৰ নামোৱেখ কৱিয়াছেন। এই মত সমীচীন বলিয়া স্বীকাৰ না কৱিলে নারায়ণপাল এবং তত্ত্বজ্ঞাত নৱপতিগণেৰ তাৰিখাসনসমূহে বাক্পাল ও জয়পালেৰ উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া স্বীকাৰ কৱিতে হয়। প্ৰথম বিগ্ৰহ-

(৩৮) বজেৱ জাতীয় ইতিহাস (রাজস্বকাণ) পৃঃ ২১৬

(৩৯) গৌড়জেৱবালা, পৃঃ ৬৫, পাতটীকা।

পাল যে অয়পালের পুত্র, বাকুপালের পৌত্র এবং তাহার নামান্তর
যে শুরপাল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রথম বিগ্রহপালদেব যে সময়ে গৌড়-বজ্র-মগধের সিংহাসনে আরো-
হণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে গুর্জরজাতি প্রথম ভোজদেবের অধীনে
উত্তরাপথ-অঘে ব্যাপ্ত। ভোজদেব মিহির, আদিবরাহ, প্রভাস প্রভৃতি
ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রাচীন খোদিত-লিপিমালায় পরিচিত। তিনি পঞ্চ-
শংবর্দের অধিক কাল কাশ্তকুজ্জের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ৮৪৩
খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই কাশ্তকুজ্জ তাহার হস্তগত হইয়াছিল। কারণ, উক্ত
বর্ষে তিনি একখানি তাত্ত্বিক স্থান দ্বারা ‘গুর্জরজাতুমিতে’ একখানি গ্রাম
জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন^(১)। ৯৩২ বিক্রমাব্দে (৮৭৫ খ্রঃ অঃ) ভোজদেব
কর্তৃক নিযুক্ত গোপাত্তির (Gwalior) শাসনকর্তা অল্প
একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন^(২)। ২১৬ শ্রীহর্ষাব্দে (৮১২ খ্রঃ অঃ) পঞ্চনদ
প্রদেশের প্রাচীন পৃথুদক (বর্তমান পেহোৰা) নগরও ভোজ-
দেবের রাজ্যভূক্ত ছিল^(৩)। প্রাচীন সৌরাষ্ট্রদেশ ভোজদেবের পুত্র
মহেন্দ্রপালের রাজ্যভূক্ত ছিল^(৪)। ইহা হইতে ভিলেন্ট স্থিত অহুমান
করেন যে, সৌরাষ্ট্র দেশ ভোজদেব কর্তৃকই বিজিত হইয়াছিল^(৫)।
রাষ্ট্রকুটরাজ্য তৃতীয় গোবিন্দের কনিষ্ঠ ভাতা ইন্দ্রের অপোজ্জ

(১) Epigraphia Indica, Vol. V, p. 211.

(২) Ibid. Vol. I, p. 156.

(৩) Ibid. p 186.

(৪) Ibid. Vol. IX. p. 3

(৫) V. A. Smith's Early History of India (3rd edition) p. 379.

কুবরাজদেৰ (বিতীয় ক্রৰ) ৭৮৯ শকাৰে (৮৬১ খঃ অঃ) মিহিৰ বা ভোজদেৰকে পৱাঞ্জিত কৱিয়াছিলেন^{৪০}। ভোজদেৰ যে সময়ে সৌরাষ্ট্ৰ আক্ৰমণ কৱিয়াছিলেন, সেই সময়ে দক্ষিণ-পথেৰ প্ৰথম অমোঘবৰ্যেৰ আদেশে বিতীয় ক্রৰ বা কুবরাজদেৰ তাহাকে আক্ৰমণ কৱিয়া পৱাঞ্জিত কৱিয়াছিলেন। এই সময়ে গুৰুজগণেৰ প্ৰতাপে ভৌত হইয়া রাষ্ট্ৰকূটৱাজগণ সিঙ্গুলেশেৰ মুসলমান শাসনকৰ্ত্তগণেৰ সহিত সংজৰিকনে আৰু হইয়াছিলেন। কাঞ্চনুজ বিজিত হইলে ভোজ-দেৰ পাল-সাম্রাজ্যেৰ পশ্চিম সীমা আক্ৰমণ কৱিয়াছিলেন। দেৰপাল-দেৰেৰ রাজ্যেৰ শ্ৰেষ্ঠভাগ বোধ হয়, প্ৰথম ভোজদেৰেৰ সহিত যুক্তে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। প্ৰথম বিগ্ৰহপাল ও নাৱাথপাল ভোজদেৰেৰ সহিত যুক্তে পৱাঞ্জিত হইয়াছিলেন এবং নাৱাথপালেৰ রাজ্যকালে পাল-বাজগণ মগধ ও তীরভুজিৰ অধিকাংশ ভোজদেৰকে প্ৰদান কৱিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্ৰথম বিগ্ৰহপালেৰ রাজ্যস্বকালে ধৰ্মপালেৰ সাম্রাজ্যেৰ কি অবস্থা হইয়াছিল, তাৰা অবগত হইবাৰ কোন উপায়ই অস্থাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বিগ্ৰহপাল হৈহয় (অৰ্থাৎ চেৰী বা কলচুৱি) রাজ্যবংশেৰ কন্যা লজ্জাদেৰীৰ পাণি গ্ৰহণ কৱিয়াছিলেন। ভট্টগুৱমিশ্রেৰ পিতা কেদারমিশ্র শূৰপালেৰ মৃত্যু ছিলেন। গুৱমিশ্রেৰ গুৰুডুষ্টস্তুপি হইতে অবগত হওৱা ঘাৱ যে, “সেই বৃহস্পতি-প্রতিকৃতি (কেদারমিশ্রে) যজ্ঞ-স্থলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্ৰতুল্য শক্রসংহারকাৰী নানা সাগৰ-মেৰেলাভৰণা বহুকৰাৰ

(৪০) ধাৰাৰ্বদ্বয়ত্বিং শুক্রতৰামালোক্য লক্ষ্মা যুতো ধাৰ্ম্যাত্মিগত্তোপি
মিহিৰঃ সহস্রবাহাস্তিঃ ।

বাতঃ সোপি শবং পৱাঞ্জিতমোখ্যাঞ্জনঃ কিং বৃহস্পতিৰামলতেজসা
বিগ্ৰহিতা হীমাক সীমা কৃবি ॥১২॥
—Indian Antiquary Vol. XII, p. 184.

*
চিরকল্যাণকামী, শ্রীশূরপাল (নামক) নরপাল স্বরং উপহিত হইয়া, অনেকবার শ্রীকামলিলাপুত্রদেরে, নতশিরে, পবিজ (শাস্তি)-বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥” প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপালদেবের পুত্র নারায়ণপালদেবের তাত্ত্বিকাসন হইতে অবগত হওয়া ঘাস্ত যে, অম্বপালের “অজ্ঞাতশক্তর স্তায় শ্রীমান् বিগ্রহপাল নামক পুত্র অস্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তাহার (বিমল জলধারার স্তায়) বিমলঃ অসিধারায় শক্ত-বনিতারবর্গের (সধবাজনোচিত) অঙ্গরাগ বিলৃং হইয়া গিয়াছিল। তিনি শক্তবর্গকে শুক্রতর বিপদ্ভোগের পাত্র এবং স্বহৃদ্বর্গকে ধাবজ্জীবন সম্পৎসম্ভোগের পাত্র করিয়াছিলেন ॥” প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপালদেবের দুইখানি মাত্র শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপিদ্বয় দুইটি বৃক্ষমূর্তির পাদপৌঠে উৎকীর্ণ আছে। এই শূক্রভূমি সম্ভবতঃ পাটনা জিলার বিহার নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কারণ, উভয় খোদিতলিপিতেই উদ্দগুপ্তের উল্লেখ আছে। উদ্দগুপ্ত, বিহার নগরের প্রাচীন নাম। এই খোদিতলিপিদ্বয়ে প্রথম বিগ্রহপাল শূরপাল নামে

(৪৬) বক্তোজ্যাহ বৃহস্পতি প্রতিকৃতে: শ্রীশূরপালো নৃপঃ
সাক্ষাত্কালীন ইব ক্ষত্রাপ্রিমবলো: গৈষ্ঠৰ ভূয়ঃ স্বয়ঃ ।
নারায়ণনির্ধিমেধজস্য জগতঃ: কল্যাণসঙ্গী (?) চিরঃ
শ্রীকামলঃ পুত্রমালসো নতশিরা অগ্রোহ পৃত্তম্পরঃ ॥ ১৫
—গোড়লেখমালা, পৃঃ ৭৪ ।

(৪৭) শ্রীমান্ বিগ্রহপালস্তৎমুরজাতশক্তরিব জাতঃ ।
শক্তবনিতাপ্রাথান-বিলোপিবিমলাসি-জলধারঃ ॥ ৭
রিপবো ষেন শুর্কাশঃ বিপদ্ভাবামীকৃতাঃ ।
পুরুষায়-জীৰ্ণানাং স্বজ্ঞানঃ সম্পাদিতপি ॥ ৮

উল্লিখিত হইয়াছেন এবং এইগুলি তাহার তৃতীয় রাজ্যাক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ণদাস নামক সিঙ্গুদেশীয় জনেক বৌদ্ধ-ভিক্ষু এই শুভ্রিদ্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ১৮। প্রথম বিগ্রহপালদেব বোধ হয়, অতি অল্পকাল রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকগত হইয়াছিলেন।

প্রথম বিগ্রহপালের পরে হৈহ্যবংশীয়া-রাজ্যকুমারী লজ্জাদেবীৰ গৰ্ভজাত নারায়ণপালদেব গৌড়-বক্ত-মগধেৱ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। নারায়ণপাল অৰ্দ্ধ শতাব্দীৰ অধিক কাল গৌড়েৱ সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং তাহার সময়েই পালরাজ্যবংশেৱ অধিকাৰ পৰহণ্তগত হইয়াছিল। নারায়ণপাল, ভোজদেবেৱ অৰ্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রাজত্বকালেৱ শেষার্দেৱ সময়ে, তাহার সমসাময়িক ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। গুৰ্জুৱ-রাজ প্রথম ভোজদেব বারাণসী অধিকাৰ করিয়া মগধ আক্ৰমণ কৰিয়াছিলেন। ভোজদেবেৱ সাগৰতালে আবিস্কৃত শিলালিপি হইতে জানিতে পাৰা যায় যে, ভোজদেব তাহার প্ৰিয় শক্ত বজ্রদিগকে তাহার কোপ-বহিত দন্ত কৰিয়াছিলেন^{১৯}। তাগলপুৰে আবিস্কৃত নারায়ণপালেৱ তাৰিখাসনে কিঞ্চ এমন কোন কথা নাই, যদ্বাৰা তৎকৰ্ত্তৃক গুৰ্জুৱ-রাজ্যেৱ পৰাজয় সূচিত হইতে পারে। স্বতুৰাং এতদ্বাৰা স্পষ্ট প্ৰতীয়মান হইতেছে যে, নারায়ণপালই গুৰ্জুৱ-রাজ কৰ্তৃক পৰাজিত হইয়াছিলেন। ভোজদেব যে সমস্ত সামৰ্জ্য-রাজগণেৱ সহিত গৌড়-রাজ্য আক্ৰমণ কৰিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদিগেৱ মধ্যে

(১৮) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৱিত্ৰ পত্ৰিকা, ১৫শ তাৰ্ক, পৃঃ ১২।

(১৯) বস্য বৈৰিবুহুষান্ত দহতঃ কোপবহিমা।

প্ৰতাপাদন সাং রাজীন্দ্ৰ পাতুৰৈকৃক্ষমাবতো ॥ ২১

—Annual Report of the Archaeological Survey of India,

1903-4, pp. 282-84.

হইজনের বংশধরগণের খোদিতলিপিতে গৌড়াভিয়ানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । প্রাচীন মাওব্যপুরের (বর্তমান মাঞ্জোর, ষোধপুর-রাজ্য) প্রতীহার-বংশীয় অধিপতি কক্ষ গৌড়-যুক্ত মুক্তগিরিতে, অর্ধাং মুক্তেরে, ঘশোলাভ করিয়াছিলেন^(১) । কক্ষের পুত্র বাউকের একখানি শিলালিপি ষোধপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে ; ইহাতে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । ষোধপুরের শিলালিপি ডাঃ বুলারের মতানুসারে বাউকের চতুর্থ রাজ্যাক্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল^(২) । কিঞ্চ পশ্চিম দেবী-প্রসাদের মতানুসারে উহা ৯৪০ বিজ্ঞমাদে (৮৮৩ খঃ অঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল^(৩) । কক্ষের অপর পুত্র কঙ্ককের একখানি শিলালিপি ষোধপুর-রাজ্যের ঘটিয়ালা গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে ; কিঞ্চ ইহাতে কক্ষের গৌড়-যুক্তের কোনই উল্লেখ নাই । এই শিলালিপি ১১৮ বিজ্ঞমাদে (৮৬১ খঃ অঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল^(৪) । স্বতরাং ইহা স্থির যে, ১১৮ হইতে ৯৪০ বিজ্ঞমাদের মধ্যে কোন সময়ে কক্ষ মুক্তগিরিতে গৌড়ে-শরের সহিত যুক্ত ঘশোলাভ করিয়াছিলেন । কল-চুরীবংশীয় প্রথম শক্তরগণের পুত্র প্রথম শুণাঞ্জোধিদেব তোজদেবের সহিত মিলিত হইয়া অথবা তাহার সামস্তরণে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন । প্রথম শুণাঞ্জোধিদেবের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ সোঢ়দেব ১১৩৪ বিজ্ঞমাদে (১০৭৯ খঃ অঃ) সরযু-পারের অধিপতি ছিলেন । গোরখপুর জেলায় কাহলা

(১) ভতোঃপি শ্ৰীযুতঃ কক্ষঃ পুরো জাতো মহামতিঃ ।

বশে মুক্তগিরো লক্ষ বেদ গৌড়ৈ[ঃ]সংজ্ঞ রশে ।

—Journal of the Royal Asiatic Society, 1894, p. 7,

(২) Ibid.—p. 3,

(৩) Ibid., 1895, p. 514.

(৪) Ibid. p. 518.

গ্রামে আবিষ্কৃত তাঁহার তাত্ত্বিকানন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রথম গুণাঞ্জাধিদেব গোড়রাজ-সম্মী হরণ করিয়াছিলেন^(৪)।

নারায়ণপালদেবের রাজ্যের প্রথমাংশে সমগ্র মগধ তাঁহার অধীন ছিল। কারণ, তাঁহার সপ্তম রাজ্যাক্ষে ভাগুদেব নামক অনৈক ব্যক্তি গয়া নগরে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। গয়ায় বিশুপদ-মন্দিরের প্রাক্কণে ভাগুদেবের শিলালিপি অন্যাপি বিদ্যমান আছে^(৫)। নারায়ণপালের নবম রাজ্যাক্ষে অঙ্কু বিষয়ের অধিবাসী ধর্মস্থিতি নামক অনৈক ভিক্ষু মগধের কোন স্থানে (সম্ভবতঃ উচ্চগুপ্ত নগরে) একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন^(৬)। এই শিলালিপি এখন কলিকাতার চিরাশালায় রক্ষিত আছে। নারায়ণপালদেবের সপ্তদশ রাজ্যাক্ষে তিনি মুদ্গাগ্নিরিসমাবাসিত জনস্বক্ষাবার হইতে তৌরভূক্তি (তৌরহত) কক্ষ-বিষয়ে অবস্থিত মুকুতিকা গ্রাম কলশপোতে স্বনির্দিত সহস্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ঘৃনাদেবের এবং পাঞ্চপত আচার্যপরিষদের ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছিলেন^(৭)। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, নারায়ণপালের সপ্তদশ রাজ্যাক্ষ পর্যন্ত মুদ্গাগ্নির বা মুন্দের এবং তৌরভূক্তি বা তৌরহত তাঁহার অধীন ছিল। অহুমান হয় ইহার পরেই মগধ, তৌরভূক্তি ও

(৪) তৎসুর্কাম ধারাঃ নিধিরধিকধিমাঃ কোজদেবাশুভ্যঃ

অত্যাবৃত্যপ্রকারঃ প্রতিষ্ঠপৃষ্ঠাঃ শ্রীগুণাঞ্জাধিদেবঃ।

যেনোদ্বায়ৈকবর্ণপরিপন্থটিতষ্টাদাতসংস্কৃত্য-

সোপানোদ্বন্দ্বরাসিপ্রকটগৃহপতেনাহিতা গোড়লক্ষ্মীঃ।

— Epigraphia Indica, Vol. VII, p. 89.

(৫) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, pp. 60—61.

(৬) Ibid, p. 62; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবহ পত্রিকা, ১৫শ ভাগ, পৃঃ ১৩।

(৭) গোড়লেখমালা, পৃঃ ৬০—৬১।

অঙ্গ ভৌজদের কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। নারায়ণপালদেবের ১৪
রাজ্যাকে উৎসুপুরে জনৈক বণিক একটি পিতলময়ী পার্কতৌ-মূর্তি
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মূর্তিটি শ্রীযুক্ত চিরস্থ সাঙ্গাল মহাশয়ের
নিকট ছিল এবং ইহা বঙ্গ-সাহিত্য-পরিষদের চিরশালায় প্রদত্ত
হইয়াছে^(১)। কেদারমিশ্র ও তাহার পুত্র গুরবমিশ্র নারায়ণপালের মন্ত্রী
ছিলেন^(২)। ভাগলপুরে আবিষ্ট নারায়ণপালের তাত্ত্বাসনে গুরব-
মিশ্রই দৃতকরপে উল্লিখিত হইয়াছিলেন। নারায়ণপালের একমাত্র
পুত্রের নাম আবিষ্ট হইয়াছে^(৩)। তাহার নাম রাজ্যপাল।
নারায়ণপাল সম্বৰতঃ পঞ্চাশ বৎসর রাজ্য করিয়া দেহত্যাগ
করিয়াছিলেন।

নারায়ণপালের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র রাজ্যপাল গোড়-বঙ্গের
সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। দিনাজপুর জেলার অস্তর্গত বাণগড়ে
আবিষ্ট প্রথম মহীপালদেবের তাত্ত্বাসন হইতে অবগত হওয়া যায়
যে, রাজ্যপাল বহু গভীর জ্ঞানয়ে এবং উচ্চদেবালয় নির্ধাণ

(১) এই খোদিতলিপি একটি পিতলমূর্তির পশ্চাত্তাগে উৎকীর্ণ আছে।

“ও” দেব [ধর্মে] যঁ শ্রীনারায়ণপাল দেবজাজ্ঞা সত্ব ১৪, শীউৎসুপু [র] বাস্তব
রাগক উৎপুত্র ঠারকস্য।”

পরম্পরাগত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় আমাকে এই মূর্তির চিত্র ও খোদিত-
লিপি ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া বাধিত করিয়াছেন। বচ্চবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথৰাম
বোধ এই খোদিতলিপির অধিকাংশের পাঠোকার করিয়াছেন।

(২) কুশলো জ্ঞবান বিবেকু বিজিপীয় শর্ষ পশ্চ বহমেনে।

শ্রীনারায়ণপালঃ প্রস্তুতিপরান্ত কা তত্ত্ব ১১

—গোড়রাজহালা, পৃঃ ১৫।

(৩) গোড়লেখহালা, পৃঃ ১৪।

করিয়া কৌরিলাভ করিয়াছিলেন^(১)। রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটবংশীয় সুস নামক জনৈক নরপতির কঙ্গা ভাগ্যদেবীর পাণিশঙ্খ করিয়াছিলেন^(২)। নালন্দার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে রাজ্যপালের ২৪ রাজ্যাক্ষে উৎকীৰ্ণ খোদিতলিপিশুভ্র একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই স্তম্ভটি বড়গাঁও গ্রামে একটি আধুনিক জৈন-মন্দিরে রক্ষিত আছে^(৩)। তাহার একমাত্র পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনিই বিতীয় গোপালদেব। রাজ্যপালের শুণরের প্রকৃত পরিচয় অস্ত্যাপি স্থির হয় নাই। স্বর্গীয় ডাঃ ক্লিন্থ অসুমান করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রকূট-রাজ বিতীয় কুক্ষের পুত্র অগত্য কুক্ষ রাজ্যপালের শুণর^(৪)। শ্রীশুভ্র নগেন্দ্রনাথ বসু অসুমান করেন যে, উভতুভ উপাধিধারী বিতীয় কুক্ষই রাজ্যপাল-দেবের শুণর^(৫)। তুলধর্মাবলোক নামক জনৈক রাজাৰ একধানি শিলালিপি বহুকাল পুরো বৃক্ষগায়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল যিত্র এই শিলালিপিৰ পাঠোকার করিয়াছিলেন^(৬)। সন্দৰ্ভতঃ ইনিই রাজ্যপালদেবের শুণর।

- (১) তোরা [শ] বৈ র্জুলধি [মূল]-গতীরণৈতি-
র্দ্বেবাসমৈক্য কুলত্ব-রতুজ্য-ক-কৈঃ।
বিধ্যাতকৌরিঙ্গ[ভব]ভনয়েচ স্তম্ভ
শীরাজ্যপাল ইতি মধ্যাসলোক-পালঃ ॥১
—গৌড়লেখবালা, পৃঃ ২৪।
- (২) তথাৎ পূর্বক্ষিতিত্রাজ্ঞার্থিৰ সহসাঃ[রাষ্ট্ৰ]কুটা [ৰ] যেদেৱ
স্তুত্যোন্ত জ্যোলেৰ্দ্ব হিতুৰি জনমো ভাগ্যদেব্যাঃ প্রসুতঃ।
শীমান् গোপালদেব বশ্চিৰত্বয় [বনেৰেক] পঞ্চা ইবেকো
ভৰ্তীকুরৈক-[ৱফছা]ত্তি-খচিত-চতুঃসিম্মুচিৰাণুকৰাঃ ॥৮
—গৌড়লেখবালা, পৃঃ ২৪।
- (৩) Indian Antiquary, 1917, Vol. XLVII, p. 111.
- (৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1892. pt. I, p. 80.
- (৫) বঙ্গেৱ জাতীয় ইতিহাস (রাজব্যকাও), পৃঃ ১২৮।
- (৬) Buddha-Gaya. p. 195. pl. XL.

প্রথম তোজনেবের পুঁজি, মহেন্দ্রপাল, পিতার মৃত্যুর পরে প্রতীহার-বংশের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রপাল-দেবের রাজ্যকালে তৌরভূক্তি ও মগধ পাল-রাজগণের হস্তচ্যুত হইয়া প্রতীহার সাম্রাজ্যভূক্ত হইয়াছিল। এই প্রদেশস্থে মহেন্দ্রপালদেবের অধিকারসূচক একখানি তাত্ত্বিকানন ও কঠোকখানি শি঳ালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহেন্দ্রপালদেবের অষ্টম রাজ্যাক্ষে গয়ার নিকটে ফস্ত নদীর অপর পারে রামগংয়ায় সহদেব নামক এক ব্যক্তি বিষ্ণুর দশাবতারের একটি প্রস্তর-সূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন^{৬৬}। ১৯৫ বিক্রমাব্দে (৮৯৮ খ্রি: অ:) মহেন্দ্রপালদেব আবস্তিভূক্তির অন্তর্গত আবস্তিবিষয়ে কেখানি গ্রাম জনৈক আঙ্গনকে দান করিয়াছিলেন^{৬৭}। গয়া জেলায় গুণেরীয়া গ্রামে মহেন্দ্রপালের নবম রাজ্যাক্ষে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রস্তরসূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে^{৬৮}। তাহার নবম রাজ্যাক্ষে প্রতিষ্ঠিত একটি সূর্তির খোদিতলিপির চিত্র হইতে তাহার পাঠোকার সম্পন্ন হইয়াছে। অপর মুর্তিটি স্বর্গীয় কাপ্তেন কিটো (Kittoe) দর্শন করিয়াছিলেন^{৬৯}, কিন্তু ইহার খোদিতলিপির কোন চিত্র বা প্রতিলিপি প্রকাশিত হয় নাই।

(৬৬) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 64.

(৬৭) Indian Antiquary, Vol. XV, pp. 306—7.

(৬৮) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 64,

(৬৯) One mentions the fact of the party having apostatized, and again returned to the worship of the Sákya, in the 19th year of the reign of Sri Mahendrapáladeva. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XVII, 1848, p. 234. মগধে আবিষ্কৃত মহেন্দ্রপালের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত ছাইটি সূর্তি শুণবের ত্রিটিস মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।—Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologische-historische klasse, 1904, p. 210—11.

সম্পত্তি হাজাৰিবাগ জেলায় ইটখোৱী গ্রামে মহেন্দ্রপালেৰ রাজ্যকালে অভিষ্ঠিত আৱ একটি প্রস্তর মূর্তি আবিষ্ট হইয়াছে^(১০)। মহেন্দ্রপাল দেৱ বোধ হয় বৃন্দাবন্ধাৰ কান্তকুজ্জেৰ সিংহাসনে আৱোহণ কৰিয়াছিলেন এবং অধিক দিন রাজ্যভোগ কৰিতে পাৱেন নাই^(১১)। তাহাৰ মৃত্যুৰ পৱে প্ৰথমা মহিষী দেহনাগাদেৱীৰ গৰ্ভজ্ঞত পুত্ৰ দ্বিতীয় ভোজদেৱ কান্তকুজ্জেৰ সিংহাসনে আৱোহণ কৰিয়াছিলেন^(১২)। দ্বিতীয় ভোজদেৱ বোধ হয় নিৰ্বিবাদে কান্তকুজ্জেৰ সিংহাসন প্ৰাপ্ত হন নাই। চেন্দী-বংশীয় প্ৰথম কোকন্দেৱ তাহাকে সাহায্য কৰিয়া পিতৃ-সিংহাসনে উপবেশন কৰাইয়াছিলেন। বিলহিৰিতে আবিষ্ট চেন্দিবংশীয় রাজগণেৰ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্ৰথম কোকন্দ পৃথিবীতে দুইটি অপূৰ্ব কৌৰ্তিষ্ঠত্ত স্থাপন কৰিয়াছিলেন; উভয়ে প্ৰথম কৌৰ্তিষ্ঠত্ত ভোজদেৱ ও দক্ষিণে দ্বিতীয় কৌৰ্তিষ্ঠত্ত দ্বিতীয় কুষ্ণ বা অকালবৰ্ষ^(১৩)। কোকন্দেৱেৰ উভয়পুৰুষ প্ৰমিক বীৱি, সন্ধাট কৰ্ণ-দেবেৰ বারাণসীতে আবিষ্ট তাৰাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কোকন্দেৱ ভোজ, বল্লভৰাজ, চিৰকূট-ভূপাল এবং শক্রৰগণকে অভয় প্ৰদান কৰিয়াছিলেন^(১৪)। বল্লভৰাজ অৰ্থে দ্বিতীয় কুষ্ণ এবং চিৰকূট-

(১০) Annual Report of the Patna Museum. 1920-21 p. 44.

(১১) Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 265.

(১২) Indian Antiquary, Vol. XV, p. 140.

(১৩) জিষ্ঠা কৃৎস্নাং যেন পৃথুৰ্মূৰ্বকৌৰ্তিষ্ঠত্ত-সন্ধমারোপ্যতে স্তু।
কৌশলেৰব্যাখ্যসৌ কৃকুৰাজঃ কোবেৰ কু শৈলিধৰ্মজৰ্জেৰঃ। ১৭
—Epigraphia Indica, Vol. I p. 256.

(১৪) ভোজে বল্লভৰাজে শৈলিধৰ্মজৰ্জে চিৰকূট-ভূপালে।
শক্রৰগণে চ রাজনি বস্তাসীমভৱঃ পাদিঃ। ১
—Epigraphia Indica, Vol. II, p. 306.

ভূপাল বলিতে চন্দেলরাজ হৰ্ষদেবকে বুঝাই^(১৫) । হৰ্ষ ও দ্বিতীয় কৃষ্ণ
খাহার সমসাময়িক ব্যক্তি তিনি কখনই প্রথম ভোজদেবের সম-
কালীন হইতে পারেন না । সুতরাং কৰ্ণদেবের তাত্ত্বাসনে উল্লিখিত
'ভোজ', গুর্জরবংশীয় দ্বিতীয় ভোজদেব । দ্বিতীয় কৃষ্ণ কোকনদেবের
এক কঙ্কার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন^(১৬) । তিনি কোন এক
গুর্জর-রাজকে যুক্তে পরাজিত করিয়া গৌড় বস্তি আক্রমণ করিয়া-
ছিলেন । তাহার উত্তরপুরুষগণের তাত্ত্বাসনে তাহাকে 'গৌড়ানাং
বিনয়ার্জনপর্ণগুরু' উপাধিতে ভূবিত দেখিতে পাওয়া যাব^(১৭) ।
দ্বিতীয় কৃষ্ণ কৃষ্ণক পরাজিত গুর্জর-রাজ বোধ হয়, দ্বিতীয় ভোজদেব
অথবা তাহার আতা মহীপালদেব এবং রাজ্যপালই বোধ হয়, তাহার
আক্রমণের সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন । গুর্জরবংশীয়
দ্বিতীয় ভোজদেব অতি অল্পকাল রাজ্য করিয়া পরলোকগত হইলে
তাহার কনিষ্ঠ আতা মহীপালদেব গুর্জর-সিংহাসন লাভ করিয়া-
ছিলেন^(১৮) । মহীপালের সময় হইতে প্রতীহার-গুর্জর-সাম্রাজ্যের ধৰ্মস
আরম্ভ হয় । তাহার অভিযেকের অতি অল্পকাল পরে দ্বিতীয় কৃষ্ণের

(১৫) Ibid, p. 300.

(১৬) সহস্রার্জনবৎসে শুষ্ণঃ কোকনাভজা ।

তস্তাভবদ্ধাদেবী অগস্ত শৃষ্টভোজনি ॥ ১৪ ॥

—কদাচ বগরে আবিষ্ট চতুর্থ পোবিদ্বের তাত্ত্বাসন ।

Epigraphia Indica, Vol. VII, p. 38.

(১৭) তস্তাভজিতগুরুরো হতহটলাটোক্তট্টীমদো

গৌড়ানাং বিনয়ার্জনপর্ণগুরস্মায়নিজাহরঃ ।

বারহাজকলিঙ্গাজ্ঞগদৈরভ্যচিতাজ্ঞিতঃ

শৃঙ্গসহস্রভূগুরুঃ পরিবৃতঃ শৃঙ্গকরাজ্ঞোভৃৎ ॥ ১৩ ॥

—দেউলাতে আবিষ্ট ওয় কৃষ্ণের তাত্ত্বাসন—Epigraphia Indica, Vol. V, p. 193.

(১৮) Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 269.

পৌত্ৰ তৃতীয় ইছু উত্তৱাপথ আক্ৰমণ কৰিয়া শুৰুৱ-বাজধানী কাঞ্চনজ্বল খংস কৰিয়াছিলেন^(১)। তৃতীয় ইছুৰ নৱসিংহ নামধৰে ভৈনেক সাৰষ্ট বয়না পার হইয়া পলায়নপৰ মহীগালেৰ অহুসৱণ কৰিতে কৰিতে সাগৱ-সজ্জমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং গঙ্গাসাগৱ-সজ্জমে তাহার অধৰকে আন কৰাইয়াছিলেন।^(২)।

ৰাজ্যপোলদেৰ মৃত্যুৰ পৱে, তৎপুত্ৰ বিতীয় গোপাল গৌড়েৰ সিংহাসনে আৱোহণ কৰিয়াছিলেন। বিতীয় গোপালদেৰ ষথন গৌড়েৰ, তথন মহীগালদেৰ শুৰুৱ-সান্নাজ্জেৰ অধিপতি। মাট্টুট-বংশীয় তৃতীয় ইছু ষথন উত্তৱাপথ আক্ৰমণ কৰিয়াছিলেন, সেই সময়ে বোধ হয়, গোপালদেৰ অপহৃত পিতৃবাজ্জেৰ কিয়দংশ উভাৱ কৰিতে সমৰ্থ হইয়াছিলেন; কাৰণ মগধে তাহার রাজ্যকালে প্ৰতিষ্ঠিত দুইটি শুৰুৱি ও তাহার রাজ্যকালে মগধে লিখিত একখনি বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিতীয় গোপালদেৰে প্ৰথম রাজ্যকাৰণে নালন্দ নগৱে একটি বাগেৰৱী শুৰুৱি প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছিল^(৩)। তাহার রাজ্যকালে কোন সময়ে শক্রসেন নামক এক ব্যক্তি বৃক্ষগৱায় একটি বৃক্ষ-প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠা কৰিয়াছিলেন। এই শুৰুৱিৰ পাদপীঠমাত্ৰ আবিষ্কৃত হইয়াছে^(৪)।

(১) বৰাত্তবিপৰস্তবাতবিষয়কালজ্ঞপ্রাপ্তঃ

তৌৱী ১ যত হাতেগাধবুৱা সিক্কপ্ৰতিশৰ্পিতৰী।

বেনেং হি সহোদৱাবিলপয় নিৰ্ব অমুকুলিতঃ

নামাচ্ছাপি ভৈনঃ কৃষ্ণলয়তি খ্যাতিঃ পৱাঃ বীৱতে ॥১॥

—কৰ্মাৰ বগৱে আবিষ্কৃত চতুর্থ পোবিলেৰ তাৰশাসন।

Epigraphia Indica, Vol. VII, p. 38.

(২) কাণাডা ভাষাৰ প্ৰশংসন-চৰিত 'কৰ্ণাটকশব্দাচূশাসন' (Edited by Lewis Rice) পৃঃ ২৬।

(৩) গৌড়লেখবালা, পৃঃ ৮১।

(৪) গৌড়লেখবালা, পৃঃ ৮১।

তাহার পঞ্জিশ রাজ্যাকে সঙ্গথে বিজ্ঞমশিলা-বিহারে একখনি ‘অষ্টমাহ-
শ্রিকা প্রজাপাত্রমিতা লিখিত হইয়াছিল’^(১) । বিতীয় গোপালদেবের
মৃত্যুর পরে তৎপুত্র বিতীয় বিগ্রহপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ
করিয়াছিলেন । বিতীয় গোপালদেবের রাজ্যের শেষভাগে অথবা
বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে চন্দ্রেবংশীয় ঘোৰবৰ্ধা গৌড়দেশ আক্-
মণ করিয়াছিলেন । ধৰ্মুরাহো গ্রামে আবিষ্ট ঘোৰবৰ্ধদেবের শিলালিপি
হইতে অবগত হওয়া ষাট ষে, তিনি ১০১১ বিজ্ঞমাবের (৯৫৪ খঃ অঃ) পূর্বে গৌড়, কোশল, কাশ্মীর, মিথিলা, মালব, চেন্দী, কুক ও গুৰ্জুর-
রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন^(২) । অহুমান হয় বিতীয় বিগ্রহপালের
রাজ্যকালেই পালবংশীয় রাজগণ গৌড়দেশের অধিকারচূড়াত হইয়াছিলেন ।
কারণ, ৮৮৮ শকাব্দে (অর্থাৎ ৯৬৬ খঃ অঃ) কাহোজবংশীয় অনৈক
নরপতি কর্তৃক একটি শিবমন্দির নির্মিত হইয়াছিল^(৩) । ইতিপূর্বে
দেবপালদেবের রাজ্যকালে গৌড়রাজ্য একবার কাহোজ আতি কর্তৃক
আক্রান্ত হইয়াছিল^(৪) । ঐস্তু রমাপ্রসাদ চন্দ অহুমান করেন ষে,

(১) পরবেষপূর্বকটোরকপরমনোগত মহারাজাধিকারীয়দেশগোপালদেব শ্রেষ্ঠ-
মানকল্যাণবিজয়োজ্যতাবিঃ সবং ১০ অশ্বিনে দিনে ৪ শ্রীমতিক্রমশীলদেববিহারে
লিখিতেৱং কথবতো ।

—Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, pp. 150-51.

(২) গৌড়জীড়লতাসিজ্জিতবস্বদঃ কোশলঃ কোশলাভাঃ

অশ্বকাশ্মীরবীৰঃ শিবিত্তিমিথিলঃ কালবন্ধুলবাভাঃ ।

সীমৎসাবত্তচেহিঃ কৃততত্ত্ব মৰৎসংলবো গুৰ্জুরাগঃ ।

ত্যাজত্ত্বাঃ স বজে দৃগ্কুলভিলকঃ শ্রীঘোৰবৰ্ধরাজঃ । ২৩

—ধৰ্মুরাহো গ্রামে লক্ষণগুলি শশিলের শিলালিপি,—Epigraphia
Indica, Vol. I. p. 126.

(৩) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New
Series Vol. VII, p. 690.

(৪) ১০৮ পৃষ্ঠা অষ্টব্য ।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিমালয় পর্বতবাসী কাষোজ জাতি উত্তর-বঙ্গ আকৃমণ করিয়াছিল এবং উত্তরবঙ্গের বর্তমান অধিবাসী কোচ, মেচ ও পলিয়া জাতি সেই কাষোজগণের বংশধর^(১)। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ বসু কাষোজজাতীয় গৌড়রাজগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা-কালে বলিয়াছেন যে, কাষোজজাতীয় রাজবংশ বোঝাই প্রদেশের কথায় বা ধৰ্মাবংশ নগরের অধিবাসী^(২)। কাষোজবংশীয় গৌড়-রাজগণ যে বিদেশীয় ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বিতীয় বিগ্রহপাল গৌড়দেশ হারাইয়া বোধ হয় রাঠে অথবা বজদেশে আঞ্চলিক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ২৬শ রাজ্যাক্ষে লিখিত একখানি ‘পঞ্চরক্ষ’ গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে^(৩), এতদ্বারা বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালের কোন নির্দশনই অস্থাবধি আবিষ্কার হয় নাই। গুর্জর-বাজ মহীপাল বোধ হয় এই সময়ে চন্দেলবংশীয় যশোবৰ্ষদেবের সাহায্যে মগধ ও অক্ষ পুনরাধিকার করিয়াছিলেন।

ধৰ্মপাল ও দেবপালদেবের রাজ্যকালে গৌড়-মগধ-বঙ্গে শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। মগধ ও গৌড় প্রস্তর-শিল্পের অন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ, বহুবিধ ধাতু ও প্রস্তরনির্মিত মৃত্তি এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নারায়ণ-পালের পরে পালরাজবংশের অবনতির সহিত গৌড়ীয় শিল্পের অবনতি

(১) গৌড়রাজবংশ, পৃঃ ৩৭।

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (গাহককাণ), পৃঃ ১৭২।

(৩) পরমেশ্বরপুরবৰ্ষটার কপুরসৌগত বহারাজাধিরাজ শৈয়বিগ্রহপালদেবস্ত অবর্দ্ধান বিজয়রাজ্যেসম্বৎ ২৬ আবাঢ় জিনে ২৪।

—Bendall, Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the British Museum, p. 232; Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, p. 151.

আরুক হইয়াছিল। পাল-রাজবংশের অবনতির সময়ে বজে একটি স্থাধীন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। অহুমান হয় যে, দেবপালের রাজ্যের শেষভাগে খঙ্গোষ্ঠম এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। খঙ্গোষ্ঠমের পরে তাহার পুত্র আতখঙ্গ ও পৌত্র দেবখঙ্গ বজের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। দেবখঙ্গের অঞ্চল রাজ্যাকে উৎকৌণ দ্রুইধানি তাত্ত্বাসন হইতে এই রাজবংশের বিবরণ অবগত হওয়া যায়^(১)। শ্রীমুক্ত মগেজ্জনাথ বস্তু দেবখঙ্গাকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক বলিয়া বিষয় অমে পতিত হইয়াছেন^(২)। দেবখঙ্গের তাত্ত্বাসনসময়ের অক্ষর দেখিয়া তাহাকে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বের লোক বলিতে ভরসা হয় না।

খঙ্গবংশের অধিপতনের পরে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের আদিপুরুষ রোহিতগিরি বা রোহিতার (রোহতাস গড়) পর্বতের অধিপতি ছিলেন। তাহার নাম পূর্ণচন্দ্ৰ। পূর্ণচন্দ্ৰের পুত্র সুবৰ্ণচন্দ্ৰ রাজা বলিয়া উল্লিখিত হন নাই। সুবৰ্ণচন্দ্ৰের পুত্র ত্রেলোক্যচন্দ্ৰ পূর্ব ও দক্ষিণ বজে (হরিকেল ও চন্দ্ৰঘৰে) রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। ত্রেলোক্যচন্দ্ৰের পুত্র শ্রীচন্দ্ৰদেবের অস্ততঃ তিনধানি তাত্ত্বাসন আবিস্তৃত হইয়াছে। শ্রীচন্দ্ৰদেবের মাতার নাম কাঞ্চনা এবং বিক্রমপুরে তাহার রাজধানী ছিল। প্রথম তাত্ত্বাসন দ্বারা শ্রীচন্দ্ৰদেবের পৌত্র তুক্তিতে নান্তমণ্ডলে নেহকাটিগ্রামে এক পাটক ভূমি শাঙ্গল্যগোক্রীয়, মকরগুপ্তের প্রপোত্র, বরাহগুপ্তের পৌত্র, শুমকলগুপ্তের পুত্র কোটিহোমিক শাস্ত্রবারিকপীতবাসগুপ্তশৰ্মাকে ভগবান বৃক্ষের উদ্দেশ্যে দান করিয়াছিলেন^(৩)। এই তাত্ত্বাসনধানি

(১) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol, I, pp 85-91.

(২) বজের জাতীয় ইতিহাস (রাজশক্তি), পৃঃ ১১, পাইটীকা ১।

(৩) Epigraphia Indica, Vol. XII, pp. 136—42.

ঢাকা জেলাৰ অস্তৰ্গত রামপাল গ্রামে আবিষ্ট হইয়াছিল। বিভীষণ তাত্ত্বিকসমূহানি স্বীকৃত গঙ্গামোহন লক্ষ্মণ কুরিদপুৰ জেলাৰ ইদিল-পুৱ পৱনগপ্তাৰ কোন গ্রামে আবিষ্ট হইয়াছিল এবং ঢাকা রিভিউ পত্ৰে ঢাকাৰ ম্যাজিস্ট্রেট আৰ্যুক্ত র্যান্কিন (J. T. Rankin, I. C. S.) এই তাত্ত্বিকসমূহ সমৰ্থকে ১৮৫৩ মণ্ডামোহন লক্ষ্মণ লিখিত একটি স্মৃতি পৰামৰ্শ কুৰিয়াছিলেন^(৩)। তদস্মুদেৰে শ্রীচৈতান্তেৰ সত্ত্বপুৰাবাটী বিষয়ে কথাৰ তালিকমওলে লেলিয়াগ্রামে কিঞ্চিং ভূমি দান কুৰিয়াছিলেন। তৃতীয় তাত্ত্বিকসমূহানি কুৰিদপুৰ জেলাৰ মাদারিপুৰ ঘহকুমার কেদারপুৰ গ্রামে আবিষ্ট হইয়াছিল। ইহা প্ৰদত্ত হয় নাই, রাজকাৰ্য্যালয়ে ভূমিদান সমৰ্থকে বাজাদেশে প্ৰদত্তভূমিৰ আদেশ লিপিবদ্ধ কুৰিবাৰ অস্তই প্ৰদত্ত কুৰিয়া রাখ। হইয়াছিল, সেই অস্তই ইহাতে কেবল ঢাকাৰ বৎশ-পৰিচয়মাত্ৰ উৎকীৰ্ণ আছে^(৪)। এই শ্রীচৈতান্তেৰ বৎশধৰণ পত্ৰে পাল রাজগণেৰ অধীনতা স্বীকাৰ কুৰিয়াছিলেন এবং গোবিন্দচন্দ্ৰ নামক একজন পৱনবৰ্তী রাজা প্ৰথম রাজেন্দ্ৰ চোল কৰ্তৃক পৱাঞ্জিত হইয়াছিলেন। এই গোবিন্দচন্দ্ৰ প্ৰথম মহীপাল দেবেৰ সমসাময়িক।

(৩) Dacca Review, October, 1912.

(৪) বচুন্দৰ শ্ৰীকৃষ্ণ বলিনীকাক্ষ উটপালী য়, এ এই তাত্ত্বিকসমূহেৰ উক্ত পাঠ Epigraphia Indica পত্ৰে পৰামৰ্শ কুৰিকৰেছেন। তিনি ভালোৱ অৰূপ সুন্দৰ হইয়াৰ শূৰূৰে বাঙ্গালাৰ ইতিহাসে ব্যবহাৰ কুৰিতে অনুমতি দিয়াছেন।

পরিশিষ্ট (ছ)

বৈকুণ্ঠসেন্দ্রিয় বন্ধ একধানি কুলশাস্ত্র মেবগালের উদ্দেশ্য পাইয়াছেন ; কিন্তু
এই গ্রন্থটি কুলশাস্ত্রের বচন বলিয়া অস্থমধ্যে উল্লিখিত হইল না :—

স্নাপালপ্রতিভূত্বং পতিরভূত্বগোড়ে চ রাষ্ট্রে ততঃ ।

রাজাত্মক প্রবলঃ সদৈব শরণঃ শ্রীমেবগালতত্ত্বঃ

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, pt. I, p. 21.

গৌড় রাজ্যের অসাম্যবৎশ :—

গর্জেব = ইচ্ছ
 |
 দর্তপাণি = শর্করাদেবী
 |
 সোমেশ্বর = বলাদেবী
 |
 তট শুরবরিশ্ব

বঙ্গের অসামাজিকবৎশ :—

অঙ্গসাম্রাজ্য
 |
 জাতখঙ্গ
 |
 মেবখঙ্গ
 |
 রাজ রাজভট
 (শুবরাজ)

বঙ্গের চাক্রবৎশ :—

পূর্ণচন্দ্ৰ
 |
 শুবর্চন্দ্ৰ
 |
 মেৰোক্যাচন্দ্ৰ = কাঞ্চন
 |
 ইচ্ছ
 |
 গোবিলচন্দ্ৰ

হৱিকেল পূর্ববঙ্গৰ প্ৰাচীন নাম। খুটিৰ সপ্তম শতাব্দীৰ শেষ ভাগে চীন দেশীয় পদ্মিন্দ্রাজক ই-চিং হৱিকেল দেশে এক বৎসৰ অবস্থান কৱিয়াছিলেন^(১)। তিনি লিপিবদ্ধ কৱিয়া গিয়াছেন যে, হৱিকেল পূর্ব ভাৰতেৰ পূৰ্ব সীমাৰ অবস্থিত। হৱিকেল একটি প্ৰসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ ছিল। হৱিকেলেৰ শিললোকনাথ খুটিৰ বাবশ শতাব্দীতও এতমূৰ প্ৰতিপত্তিশালী ছিলেন যে, বহু বৌদ্ধ এছে তাহাৰ চিত্ৰ আৰিত ধাৰিত। কৱাসী পশ্চিম মুসে এইৱৰ্ষ একখালি চিৰেৰ বিবৰণ প্ৰকাশ কৱিয়াছেন^(২)। চৰুষীপ সৱকাৰ বাকজাৰ প্ৰাচীন নাম^(৩)। পূৰ্বে বঙ্গদেশেৰ ঐতিহাসিকগণ ঘন্টে কৱিতেন যে, চৰুষীপেৰ পক্ষবশ শতাব্দীৰ রাজা দমুজমৰ্দিবেৰ কুৰৰ নামামুসারে চৰু-ষীপেৰ নামকৰণ হইয়াছে^(৪)। শ্ৰীচৰে তাৰাশামুলক আন্ত বিখ্যাস দূৰীভূত হইয়াছে। চৰুষীপও একটি প্ৰাচীন বৌদ্ধতীর্থ। অধ্যাপক মুসে চৰুষীপেৰ প্ৰাচীন সৌজন্যবতা উপৰতীতাগাৰ চিত্ৰ প্ৰাচীন বৌদ্ধত্বে আৰিকাৰ কৱিয়াছেন^(৫)।

(১) Jyan Takakusu's I-Tsing, p XLVI.

(২) Etude sur L'Iconographie Bouddhique de L' Inde, premier partie, p. 200.

(৩) Ain-i-Akbari (Jarret's Trans.) Vol. II. p. 134.

(৪) বঙ্গেৰ জাতীয় ইতিহাস (রাজস্বকাণ্ড) পৃষ্ঠা ২৩৬, পাদটীকা ১।

(৫) Etude sur L'Iconographie Bouddhique de L'Inde. premier partie, p. 192.

ନବମ ପରିଚେଦ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଲ-ମାତ୍ରାଜ୍ୟ

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିପାଳଦେବ—କାରୋଜ ଜାତି କର୍ତ୍ତ୍ତକ ଗୋଡ଼ ଅଧିକାର—ମହିପାଳ କର୍ତ୍ତ୍ତକ ପିତୃରାଜ୍ୟର ଉକ୍ତାରମାଧ୍ୟ—ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷରେ ଉତ୍ତରାପଥେ ଅବହା—ଧର୍ମରେ କର୍ତ୍ତ୍ତକ ଅତ୍ୟ ଓ ରାତ୍ର ବିଜର—ବାଣଗଡ଼େର ସ୍ଵର୍ଗିଣି—ନାନନ୍ଦାର ଲିଖିତ ବୌଦ୍ଧବ୍ରତ—ବାଣଗଡ଼େର ତାତ୍ରଶାସନ—ନାନନ୍ଦାର ଶିଳାଲିପି—ରାଜେନ୍ଦ୍ରଚୋଲେର ଦିରିଜର—ଚାଲୁକ୍ୟରାଜ କର୍ତ୍ତ୍ତକ ଗୋଡ଼ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ—ଗୋଟେ ରଦେବ କର୍ତ୍ତ୍ତକ ତୀରତୂଳି ଆକ୍ରମଣ—ମୁସଲମ୍ବାର ବିଜରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଉତ୍ତରାପଥେ ଦୂରଦୂଶା—ବାରାଷ୍ଟୀତେ ମହିପାଳେର କୌର୍ତ୍ତି—ନରପାଳଦେବ—କର୍ମଦେବ କର୍ତ୍ତ୍ତକ ଗୋଡ଼ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ—ଦୀପକୁର ଶ୍ରୀଜାନ ବା ଅଭୀଷ—ନରପାଳଦେବର ଶିଳାଲିପି—ଭୂତୀର ବିଶ୍ରାହପାଳ—କର୍ମଦେବର ମହିତ ସୁର—କୈରତ୍ତିବିଜୋହ—ବିଶ୍ରାହପାଳେର ତାତ୍ରଶାସନ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ରାହପାଳଦେବର ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ତୀହାର ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିପାଳଦେବ ପିତୃସିଂହାସନେ ଆରୋହଣ କରିଯାଇଲେନ । ଦିନାଜପୁର ଜ୍ଞେଯ ବାଣଗଡ଼େ ଆବିଷ୍କୃତ ମହିପାଳଦେବର ତାତ୍ରଶାସନ ହିତେ ଅବଗତ ହୋଇ ଯାଏ ସେ, “ଆମହିପାଳଦେବ ରଙ୍ଗକ୍ଷେତ୍ରେ ବାହୁଦର୍ପତ୍ରକାଶେ ସକଳ ବିପକ୍ଷ-ପକ୍ଷ ନିହିତ କରିଯା ‘ଅନଧିକୃତବିଲୁପ୍ତ’ ପିତୃରାଜ୍ୟର ଉକ୍ତାର ସାଧନ କରିଯା ରାଜଗଣେର ମସ୍ତକେ ଚରଣପଦ୍ମ ସଂହାପିତ କରିଯା ଅବନୀପାଳ ହିଁଯାଇଲେନ ।” “ଅନଧିକୃତ ବିଲୁପ୍ତ” ଶବ୍ଦେ ଅନଧିକାରୀ କର୍ତ୍ତ୍ତକ ଲୁପ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍—ଶକ୍ତ ହନ୍ତଗତ ପିତୃରାଜ୍ୟଟି

(୧) ହତସକତବିପକ୍ଷ: ମହିର ବାହୁଦର୍ପତ୍ରକାଶର ବିଲୁପ୍ତଃ ରାଜ୍ୟମାସାନ୍ତ ପିତ୍ତାଃ ।

ନିହିତଚରଣପଦ୍ମୋ ଭୂତାଃ ମୁକ୍ତି ତପ୍ତାଗତବଦ୍ୟବିମିପାଳଃ ଶ୍ରୀମହିପାଳଦେବଃ । ୧୨

—ଗୋଡ଼ଲୋକମାଳା, ପୃଃ ୧୫ ।

বুৰায়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্বৰ্গীয় অধ্যাপক কিলহৰ্ণ^(২) ও ১৩১৯ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমাৰ মৈজেন্স^(৩) এই অৰ্থই গ্ৰহণ কৱিয়াছেন। কেবল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্ৰনাথ বসু মহাশয় এই তাৰিখাসন ব্যাখ্যাকালে উক্ত পদেৰ বিশ্লেষণ কৱিয়া পৱিত্ৰাগ কৱিয়াছেন^(৪); অসৰ্বনিহিত ঐতিহাসিক তথ্যাছন্সকানেৱ চেষ্টা কৱেন নাই। বাণগড়েৰ তাৰিখাসনে প্ৰথম মহীপালদেৱেৰ পৱিত্ৰাগক দৃষ্টি শোক আছে। “সৰ্ব্যদেৱ হইতে যেমন কিৰণ-কোটিবৰ্ষী চন্দ্ৰদেৱ উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা হইতেও সেই-কৰ্তৃপক্ষকোটিবৰ্ষী বিশ্বপালদেৱে জন্মগ্ৰহণ কৱিয়াছিলেন। নয়নানন্দ-দায়ক স্ববিমল কলাময় সেই রাজকুমাৰৰেৱ উদয়ে ত্ৰিভূবনে সন্তাপ বিদূৰিত হইয়া গিয়াছিল। তদীয় অভ্যুত্তল্য সেনা-গজেন্দ্ৰগণ (প্ৰথমে) জলপ্ৰচুৰ পূৰ্বাঞ্চলে স্বচ্ছ সলিল পান কৱিয়া, তাহাৰ পৰ (তদুত্ত) ঘলঘোপত্যকাৰ চন্দ্ৰ-বনে যথেচ্ছ বিচৱণ কৱিয়া, ঘনীভূত-শীতল-শীকরণোৎক্ষেপে তুলসুহেৱ অড়তা সম্পাদন কৱিয়া হিমালয়েৰ কটকদেশ উপভোগ কৱিয়াছিল^(৫)।” এই শোকবৰ্ষ ব্যাখ্যাকালে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমাৰ মৈজেন্স মহাশয় বলিয়াছেন, “মহীপালদেৱেৰ পিতাৰ কোনৰূপ বীৱৰকীতিৰ

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1892, pt. I, p. 81.

(৩) গোড়সেখমালা, পৃঃ ১০০, পাদটীকা।

(৪) বঙ্গীৰ সাহিত্য-পৱিত্ৰ-পত্ৰিকা, ষষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ১৩৯ ও বিষ্ণুকোষ “মহীপাল” শব্দ।

(৫) উপৰ্যুক্ত সবিজ্ঞপ্তিকোটিবৰ্ষী কালেৰ চল্ল ইয় বিশ্বপালদেৱঃ।

নেজপ্ৰিয়েণ ধিমলেন কলাময়েন বেনোদিতেন দলিতো তুবন্ত তাপঃ। ১০

মেলে পোচি অচুৰ-পৱিত্ৰি বচনীপীৰ তোৱং বৈৱং আৰু উন্মুলোগত্যকা-
হৃষ্ট। সাইক্ষেত্ৰকু অড়তাৎ শীকৱেৱঅতুল্যাঃ আলেক্ষায়ঃ কটকমতজন্ম বৰ্ত

সেনা-গজেন্দ্ৰাঃ। ১১

—গোড়সেখমালা, পৃঃ ১০৪।

ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ! ତାହାର ଶ୍ରୀ ହିଂତେ ‘ଚଞ୍ଜ’ରପେ ଉତ୍କୃତ ବଲିଆ ଏବଂ ତଙ୍କୁ ତାହାତେ ‘କଳାମସରେ ଆରୋଗ କରିବାର ସ୍ଵର୍ଗ ପାଇଯା କବି ଇଲିତେ ତାହାର ଭାଗ୍ୟବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭାସ ପ୍ରଦାନ କରିଯା ଥାକିବେନ । ତାହାର ସେନା-ପଞ୍ଜେନ୍ଦ୍ରଗଣେର (ଆଶ୍ରମହାନାଭାବେ) ନାମା ହାନେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଯା, ଶିଶିର ସଂକ୍ଷକ ହିମାଚଳେର ଅଧିତ୍ୟକାମ ଆଶ୍ୟ ଲାଭେର କଥାଯ ଏବଂ ମହୀପାଲ-ଦେବେର ‘ଅନଧିକୃତ-ବିଜ୍ଞପ୍ତ’ ପିତ୍ତରାଜ୍ୟ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତିର କଥାଯ, ବିତୀଯ ବିଗ୍ରହପାଲଦେବେର ଶାସନମଗେହେ ପାଲମାତ୍ରାଙ୍ଗେର ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଯା ଯାଇତେ ପାରେ^୫ ।’ ମୈତ୍ରେୟ ମହାଶୟର ଉତ୍କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ-ରପେ ବିଜ୍ଞାନମୟତ ।

ପ୍ରଥମ ମହୀପାଲଦେବ ପାଲ-ରାଜ୍ୟବଂଶେର ବିତୀଯ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା । ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାଯେ କଥିତ ହେଯାଛେ ଯେ, ମହୀପାଲେର ପିତା ବିତୀଯ ବିଗ୍ରହପାଲେର ରାଜ୍ୟକାଳେ ବରେଣ୍ଣୀ ବା ଉତ୍ତର-ବଙ୍ଗ କାହୋଙ୍କ ଜାତି କର୍ତ୍ତ୍ତକ ଅଧିକୃତ ହେଯାଛିଲ, ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀର ଯଶୋବର୍ଧୀର ସାହାଦ୍ୟ ଗୁର୍ଜର-ରାଜ ମହୀପାଲ ମଗଧ ପୁନରଧିକାର କରିଯାଛିଲେନ । ସୁତରାଂ ମହୀପାଲଦେବ, ପିତାର ସ୍ମତ୍ୟର ପରେ, ରାଜ ଓ ସଙ୍କଦେଶେର କିମ୍ବଦଂଶେର ଅଧିକାର ମାତ୍ର, ଉତ୍ତରାଧିକାର-ସ୍ମୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଯାଛିଲେନ । ମହୀପାଲ ସ୍ଵର୍ଗ ବରେଣ୍ଣୀ, ମଗଧ ଓ ତୀରଭୂକ୍ତି, ଏମନ କି, ବାରାଣ୍ସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାର କରିଯାଛିଲେନ । ମହୀପାଲଦେବେର ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ପୂର୍ବେ ବଙ୍ଗ ବା ସମତଟ ଅଧିକୃତ ହେଯାଛିଲ^୬ । କେହ କେହ ଅନୁମାନ କରେନ ଯେ, ଗୌଡ଼ ହିଂତେ ତାଢ଼ିତ ହେଯା ପାଲରାଜଗଣ ସମତଟେ ଆଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଛିଲେ^୭ । ମହୀପାଲଦେବେର ସତ ରାଜ୍ୟକ୍ରେ ପୂର୍ବେ

(୫) ଗୋଡ଼ଲେଖମାଳା ୧୦୦, ପାଦଟିକ ।

(୬) Dacca Review, May, 1914, p. 55.

(୭) ଶ୍ରୀବୃକ୍ଷ ଟେପଟଟନ ଏକଟି ଅନ୍ତରାଳିତ ଶ୍ରୀରାଜେର ପ୍ରକ ଆମାକେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଯାଇଥିଲେ ଦିଇଲେମ । ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇରାହେ କି ନା ଆମିତେ ପାଇନ ନାହିଁ :

মগধ অধিকৃত হইয়াছিল ; কারণ উক্ত বর্ষে নালন্দায় লিখিত একখনি
প্রজাপাত্রিমিতা গ্রহ অবিকৃত হইয়াছে^১ । তাহার ৪৮শ রাজ্যাব্দের পূর্বে
তৌরভূক্তি বা মিথিলা অধিকৃত হইয়াছিল ; কারণ, উক্ত বর্ষে প্রতিষ্ঠিত
কয়েকটি পিতল-মূর্তি বর্তমান তৌরভূতে আবিকৃত হইয়াছিল^২ । সারনাথে
আবিকৃত একটি বৃক্ষমূর্তির পাদপীঠে উৎকৌর লিপির রচনা-ব্রীতি দেখিয়া
অহুমান হয় যে, এক সময়ে বারাণসীও মহীপালদেব কর্তৃক অধিকৃত
হইয়াছিল^৩ ।

খৃষ্টিয় দশম শতাব্দীর শেষার্দের প্রারম্ভে মহীপালদেব রাঢ় অথবা
বঙ্গের কোন নিভৃত কোণে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া
ছিলেন । ক্রমে ক্রমে উত্তরাপথের রাজ্যসমূহের ও রাজ্যসমূহের পরিবর্তন
হইতেছিল । প্রথম ভোজদেব ও মহেন্দ্রপালদেবের সমূজ হইতে সমূজ
পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য ক্যান্তকুজ নগরের দুর্গ-প্রকারে পর্যবসিত
হইয়াছিল । সমগ্র ভারতবর্ষ-বিজেতা রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রথ ধারাবর্ষ ও
তৃতীয় গোবিন্দের বংশধরগণ ধৌরে ধীরে স্বীয় অধিকারচ্যুত হইতেছিলেন ।
উত্তরাপথের রক্ষমক্ষে কাল-পরিবর্তনের সহিত রাষ্ট্রীয় নাট্যে নব নব সূত্র-
ধারের আবির্ভাব হইতেছিল । তখন আর গৌড়-রাজলক্ষ্মী হেসায় গুর্জর-
রাজ্যের অক্ষশায়িনী হইতেন না, গুর্জর-রাজ্য প্রাচীন কান্তকুজ নগরে
চন্দেল-বংশজাত বর্বর গণের পদাঘাত নীরবে সহ করিয়া^৪ মহোদয়ক্ষি
রক্ষায় অসমর্থ হইয়া মুসলমানের পদান্ত হইয়াছিলেন^৫ । ভোজদেবের

(১) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1899, p. 69.

(২) Indian Antiquary, Vol. XIV, p. 165, note 17.

(৩) গৌড়লেখমালা, পৃ. ১০৭-৮ ।

(৪) V. A. Smith, Early History of India, 3rd. Edition, p. 383.

(৫) Journal of the Royal Asiatic Society. 1909. p. 278.

୧୯୩୮ର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସୁରକ୍ଷାର ଅଗ୍ର ଏକବାର ଧର୍ମର ପୂର୍ବ ଗଣେର ଓ ତାହାର ପରେ ଗଜନୀର ଦିଦିଜୀବୀ ବୀର ମହିମାର ଶରଣାଗତ ହଇଯାଇଲେନ । ଦକ୍ଷିଣ-ପଥେ ପ୍ରାଚୀନ ଚାଲୁକ୍ୟ-ବଂଶେର ପୁନର୍ଜ୍ଞାନ ଆରକ୍ଷ ହଇଯାଇଲ ; ମହୀପାଳ ସଥିନ ଗୋଡ଼େଖର, ତଥନଇ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁଟ-ରାଜ୍ୟର ଲୋପ ହଇଯାଇଲ ୧୦ । ଗୋଡ଼େର ପାଳ-ରାଜ୍ୟବଂଶେର ତୁରବଜ୍ଞାର କଥା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାଯେଇ ବିବୃତ ହଇଯାଇଛେ । ଏହି ସମୟେ ଉତ୍ତରାପଥେ କୋକଲେର ବଂଶର ଗାନ୍ଧେଯଦେବ ସହସା ପରାକ୍ରାନ୍ତ ହଇଯା ଉଠିଲେନ । ଗାନ୍ଧେଯଦେବର ପୂର୍ବ ଅଗନ୍ଧିଜୀବୀ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ହୃଦୀର୍ଘ ରାଜ୍ୟକାଳେ ସମ୍ପଦ ଭାରତବର୍ଷ ଜୟ କରିଯାଇଲେନ । ତାହାର ଶତବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଜୈବନ, ପଶ୍ଚିମେ ହୃଣ-ରାଜ୍ୟ ହିତେ ପୂର୍ବେ ବଜ୍ରରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତରେ କାନ୍ତକୁଳ ହିତେ ଦକ୍ଷିଣେ ପାଣ୍ଡୁ ଓ କେରଳ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ-ରାଜ୍ୟଗଣେର ସହିତ ବିବାଦେ ଅତିବାହିତ ହଇଯାଇଲ । ଗାନ୍ଧେଯଦେବ ଓ କର୍ଣ୍ଣଦେବକେ ଲହିଯା ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ହିତେ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶତ ବର୍ଷେର ଇତିହାସ ବ୍ରଚିତ ହଇଯା ଥାକେ । ଏହି ସମୟେ ଗାନ୍ଧେଯ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଚୋଲବଂଶୀୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଲ, କଲ୍ୟାଣେର ଚାଲୁକ୍ୟବଂଶୀୟ ଦିତୀୟ ଜୟସିଂହ ପ୍ରଭୃତି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ-ରାଜ୍ୟଗଣ ଉତ୍ତରାପଥ ଆକ୍ରମଣ କରିଯାଇଲେନ । ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର-ବିପରେର ଯୁଗେ ମହୀପାଳଦେବ ପିତୃରାଜ୍ୟ ଉତ୍କାର କରିଯା ଉତ୍ତରାପଥେ ସେ ନୃତ୍ନ ସାହାଜ୍ୟ-ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଇଲେନ, ତାହାଇ ତାହାର ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଅନ୍ତିମୀୟ ପରିଚୟ ।

୧୦୫୯ ବିକ୍ରମାବ୍ଦେ (୧୦୦୨ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦ) ଯଶୋବର୍ଷଦେବେର ପୂର୍ବ ଧର୍ମଦେଵ ରାତ୍ରି ଓ ଅଜ୍ଞ ବିଜୟ କରିଯାଇଲେନ ୧୫ । ଧର୍ମରାହୋ ଗ୍ରାମେ ବିଶ୍ଵନାଥ-ମନ୍ଦିରେ ଆବିଷ୍ଟ ଧର୍ମଦେବେର ଶିଳାଲିପି ହିତେ ଏହି କଥା ଅବଗତ ହେୟା ସାମ୍ବା

(୧୫) R. G. Bhandarkar's Early History of Dekkan, p. 79.

(୧୬) କା ସଂ କଂଚୀନ୍ଦ୍ରପାତିବର୍ତ୍ତିକା କା ସମ୍ମନ୍ତ୍ରିଧିଗ-ଶୀ

କା ସଂ ରାଜ୍ୟ-ପରିବହନକୁ କା ସମ୍ମନ୍ତ୍ର-ପାତ୍ର ।

এই শিলালিপি ১১৭৩ বিক্রমাব্দে (১১১৬ খ্রিষ্টাব্দে) অৱৰ্দ্ধদেবেৰ আদেশে পুনৰুক্তীৰ্থ হইয়াছিল^(১)। বিভীষণ বিগ্রহপালেৰ রাজ্যেৰ শেৰ-ভাগে অথবা প্ৰথম মহীপালেৰ রাজ্যাবলম্বকালে রাঢ় ও অন্ধ ধৰ্মদেৱ কৰ্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ধৰ্মদেৱ মহোৰাম প্ৰত্যাবৰ্তন কৰিলে বোধ হৈ মহীপালদেৱ পিতৃরাজ্য উভাৱ-সাধনে যজ্ঞবান্ধ হইয়াছিলেন। পূৰ্বে কথিত হইয়াছে যে, মহীপালদেৱেৰ রাজ্যাবলম্বেৰ পূৰ্বে বৰেঙ্গুৰী বা উত্তৱ-বদ্ব কাহোৰু জাতি কৰ্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। গৌড়ে কাহোৰাধিকাৱেৰ একটিমাত্ৰ নিৰ্মৰ্শন অচ্ছাৰধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দিনাজপুৰ জেলায় বাগগড় নামক স্থানে বিস্তৃত ধৰ্মসাবশেষ মধ্যে একটি বৃহৎ কুফবৰ্ণ শিলানিৰ্ধিত হৃচাক-কাক-কাৰ্য-শোভিত স্তুতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দিনাজপুৰেৰ স্বৰ্গীয় মহারাজা শুৱ গিৰিজানাথ রামেৰ কোন পূৰ্বপূৰ্ব ইহঃ বাগগড় হইতে আনন্দন কৰিয়া দীৰ্ঘ প্ৰাসাদে স্থাপন কৰিয়াছিলেন। তদবধি ইহা দিনাজপুৰ-ৱাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰ বাহাদুৰ এই শিলালিপিৰ অনুবাদ কৰিয়াছিলেন, দিনাজপুৰেৰ তৎকালীন কালেক্টৱ ওয়েষ্টেমেন্ট এই অনুবাদ অবলম্বনে একটি প্ৰকল্প বচনা কৰিয়াছিলেন। প্ৰকল্প অনুবাদ ও শুৱ রামকুমাৰ গোপাল ভাণ্ডারকৱেৰ প্ৰতিবাদ একত্ৰ প্ৰকাশিত হইয়াছিল^(২)। মিত্ৰজ মহাশয় প্ৰতিবাদেৱ উত্তৱ দিয়াছিলেন^(৩);

(১) ইত্যালাপাঃ সমৰজ্জিতো ষত্ত বৈৱি-প্ৰিয়াগাঃ
কৰিয়াৰে সজলমৰণেৰীৰবৰ্ষাণঃ বহুবৃঃ ১৫

—Epigraphia Indica, Vol. I, p. 145.

(২) Ibid, Vol. I, p. 147.

(৩) Indian Antiquary, Vol. I, pp. 127-28.

(৪) Ibid, p. 195.

এবং শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর উত্তরের প্রত্যুষের প্রকাশ করিয়াছিলেন^(১) । ভারার পরে অস্তত্ববিদ্যুগ এই শিলালিপির কথা বিস্তৃত হইয়াছিলেন । স্বর্গীয় ভাস্তার কিলহর্ট বিরচিত উত্তরাপথের খোদিত-লিপিমালায় এই শিলালিপির উল্লেখ নাই^(২) । স্বর্গীয় ভাস্তার ইত্যুক্ত এই শিলালিপিতে “গোড়পতি” হালে “সীচুপতি” পাঠ করায় ব্যাখ্যা-বিভাট হইয়াছিল^(৩) । ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এই শিলালিপির প্রতিলিপি সংগ্ৰহ করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটিৰ পত্ৰিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন^(৪) । শিলালিপিৰ শেষ পঙ্ক্তিৰ “কুঞ্জৱঢ়টাবৰ্ণেণ” শব্দেৰ অর্থ লইয়া পত্তি-গণেৰ মধ্যে মতভৈৰ্ব আছে । রাজা রাজেন্দ্ৰলাল মিৰ্ঝা, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত মগেজনাথ বসু^(৫) “কুঞ্জৱঢ়টাবৰ্ণেণ” শব্দেৰ, ৮৮৩ অৰ্থ করিয়াছেন, কিন্তু স্বৰ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ও মহাবহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হৰপ্রসাদ শাস্ত্ৰী^(৬) এই অৰ্থ স্বীকাৰ কৰেন না । নৃতন আবিষ্কাৰ না হইলে এই বিৰোধেৰ মীমাংসা হওয়া অসম্ভব । “কুঞ্জৱঢ়টাবৰ্ণেণ” শব্দেৰ অৰ্থ যদি ৮৮৮ হয়, তাহা হইলে ইহা শকাব্দেৰ তাৰিখ এবং কাষোজ্ববংশজ্ঞাত গৌড়েশ্বৰেৰ শিবমন্দিৰ, ৮৮৮ শকাব্দে, অৰ্ধাৎ—১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে নিৰ্মিত হইয়াছিল । “কুঞ্জৱঢ়টাবৰ্ণেণ” শব্দে যদি ৮৮৮ না বুৰায়, তাহা হইলেও এই শিলালিপিৰ ঐতিহাসিক তথ্যনিৰ্ণয়েৰ

(১) Ibid, p. 227.

(২) Epigraphia Indica, Vol. V, app. pp. 1—96.

(৩) Annual Report, Archaeological Survey, Bengal Circle, 1900-01, p. vii.

(৪) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New series, Vol. VII, p. 619.

(৫) বহুবৰ্তীৰ ইতিহাস (বাঙ্গালাৰ), পৃঃ ১৭০ ।

(৬) মহাবহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ শাস্ত্ৰী বলেৰ কথে, ‘কুঞ্জৱঢ়টা’ শব্দেৰ অৰ্থ অস্তুৱগ ।

কোন বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না। নারায়ণপালের রাজ্যকালে উৎকৌৰ গঞ্জস্তলিপি ও কুমিল। জেলায় বাঘাটুরা গ্রামে আবিষ্কৃত বিষ্ণুস্তুতির পাদপীঠহ খোদিতলিপির^(১৫) অক্ষরগুলির সহিত বাণগড়ের স্তলিপির অক্ষরগুলির তুলনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বাণগড়-লিপি গঞ্জস্তলিপির পরে এবং বাঘাটুরা লিপির পূর্বে উৎকৌৰ হইয়াছিল। অক্ষরতত্ত্ব হইতে বাঙ্গালার ইতিহাসে কাষোজজাতির আক্রমণের কাল স্থির নির্দেশ করা যায়। যাহারা অক্ষরতত্ত্বের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান, তাহাদিগের সহিত বিশুদ্ধ প্রত্নবিজ্ঞানুকূল ইতিহাসের মতভৈরুৎ বিচিত্র নহে। বাণগড়-স্তলিপিতে কাষোজজাতীয় গৌড়ের নামেও জেলেখের নামেও জেলেখের নামেও নাই। ইহা হইতে অমুন হয় যে, বিদেশীয় ও বিজাতীয় গৌড়ের শিবোপাসক হইলেও গৌড়রাজ্যে তাহার নাম সুপরিচিত হয় নাই। কাষোজবংশীয় ক্ষমজন গৌড়ের গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এইমাত্র নিষ্ঠয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বাণগড়ের শিবমন্দিরনির্মাতা কাষোজজাতীয় গৌড়ের প্রথম মহীপাল-দেবের পূর্ববর্তী; স্বতরাং তিনিই মহীপালের পিতৃরাজ্যে অধিকার-প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কাষোজবংশীয় গৌড়-রাজগণের নিকট হইতেই মহীপাল পিতৃভূমি বরেন্নী অধিকার করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের স্বীর্ধ রাজ্যকালের প্রথম ভাগে সমতট তাহার অধিকারভূক্ত ছিল, কাৰণ, তাহার তৃতীয় রাজ্যাকে লোকদণ্ড নামক বৈশ্ববর্মতাবলম্বী জনেক বণিক সমতটে একটি নারায়ণস্তুতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিছু দিন পূর্বে এই স্তুতি ত্রিপুরা জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে^(১৬)। মহীপালদেবের

(১৫) Dacca Review, 1914, p. 55 and pl.

(১৬) ঢাকা রিভিউ ও সন্ধিজন, ১৯১৪, পৃঃ ৪৪।

পঞ্চম রাজ্যাকে একধানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ইহা এখন কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রহণারে সন্ধিত আছে। এই গ্রন্থের পুস্পিকার লিখিত আছে ;—

“পরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌগত্ত্বীমগ্নাহীপালদেবপ্রবর্কমান বিজয়-
রাজ্যে সংৰৎ অশ্বিনি কৃষ্ণে^(১)।”

মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাকে তাড়িবাড়ি মহাবিহারবাসী
শাক্যাচার্য স্থবির সাধুগুপ্তের ব্যয়ে নালন্দবাসী কল্যাণমিত্র চিন্তামণি
একধানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের অঙ্গলিপি প্রস্তুত
করিয়াছিলেন। মহাঘোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নেপালে এই
গ্রন্থানি আবিক্ষার করিয়া কলিকাতার এনিয়াটাকসোসাইটিতে আনন্দন
করিয়াছেন। ইহার পুস্পিকার লিখিত আছে ;—

“দেয়ধর্মেং প্রবরমহাযানযায়িনঃ তাড়িবাড়িমহাবিহারীয় আবস্থিতেন
শাক্যাচার্যস্থবির সাধুগুপ্ত যদত্ত পুণ্যস্তুবত্যাচার্যোপাধ্যায়মাতাপিতৃ-
পুরঙ্গমঃ কৃত্বা সকলসন্তুরাশেরহৃত্তরজ্ঞানফলাবাপ্তু ইতি। পরমভট্টারক
মহারাজাধিরাজপরমেশ্বরপরমসৌগত্ত্বীমগ্নিগ্রহপালদেবপাদামুখ্যাত পরম-
ভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরপরমসৌগত্ত্বীমগ্নিগ্রহপালদেবপাদামুখ্যাত-
কল্যাণবিজয়রাজ্যে ষষ্ঠ সংবৎসরে অভিনিষ্ঠ্যমানে ষষ্ঠাকে সংবৎ দ কার্তিক-
কৃত্তত্ত্বাদেশস্থান্তিত্বে মঙ্গলবাৰেণ ভট্টারিকা নিষ্পাদিতমিতি ॥ শ্রীনালন্দা-
বস্থিতকল্যাণমিত্রচিন্তামণিকস্তু লিখিত ইতি^(২)।”

বৃক্ষগয়ার মহাবোধিমন্দির প্রাঙ্গণে একটি আধুনিক মন্দিরে কংকেট
বৌক্ষসূত্রি পঞ্চপাত্রের মৃত্তিজ্ঞপে পুঁজিত হইতেছে। ইহার মধ্যে একটি
বৃক্ষসূত্রি মহীপালদেবের একাদশ রাজ্যাকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শুরু

(১) Bandal's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, p. 101.

(২) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1899. p. 69.

আলেকজাণোৱ কনিঃহাম্ এই বৃত্তিৰ পাদপীঠেৰ খোদিতলিপিৰ তাৰিখেৰ প্ৰথম অক্ষৰ দুইটি পাঠ কৱিতে ন। পাৰিয়া ইহাকে মহীপালেৰ দশম রাজ্যাবে প্ৰতিষ্ঠিত শুভ্র বলিব। পিয়াছেন^(১)। এই বৃত্তিৰ পাদপীঠহ খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া থাব ৰে, মহারাজাধিৱালি পৰমেৰপৰমভট্টাক শ্ৰীমন্মহীপালদেৰেৰ প্ৰৰ্ব্বমান বিজয়বাঞ্ছোৱ একাদশ সংৎসরে গৰুকুটীৰ সহিত এই বৃক্ষবৃত্তিটি প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছিল^(২)। মহীপালদেৰেৰ একাদশ রাজ্যাবে তৈলাচকবাসী বালাদিত্য নামক অনৈক বাজি নালন্দ মহাবিহাৰেৰ জীৰ্ণ সংস্কাৰ কৱিয়াছিলেন। নালন্দ মহাবিহাৰেৰ প্ৰস্তৱনিৰ্মিত দ্বাৰে উৎকীৰ্ণ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া থাব ৰে, মহাবিহাৰ অধিদাহে ধৰঃন হইলে কৌশাখীবিৰ্মিগত হৱদত্তেৰ নপ্তা, শুকদত্তেৰ পৃত, তৈলাচকবিবাসী অ্যাবিৰ বালাদিত্য কৰ্তৃক পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছিল^(৩)। মহীপালদেৰেৰ নবম রাজ্যাবে পৌত্ৰবৰ্জনভূকিৰ অন্তঃপাতী কোটিৰ্বৰ্ষবিহৰে গোকলিকা-মণ্ডলে চৃত্পলিকাৰজ্জিত কুৱটপলিকা গ্ৰাম মহাবিশ্ব সংক্ৰান্তিতে বৃক্ষ ভট্টারকেৰ উদ্দেশ্যে কৃষ্ণদিত্যদেৰশৰ্মাকে প্ৰদত্ত হইয়াছিল^(৪)।

প্ৰথম মহীপালদেৰেৰ রাজ্যকালে গৌড়ৱাজ্য বাৰতীয় বহিঃশক্তি কৰ্তৃক আক্ৰান্ত হইয়াছিল। প্ৰথমে চোল-ৱাজ প্ৰথম রাজেক্ষচোল, কল্যাণেৰ চালুক্য-ৱাজ দ্বিতীয় অয়সিংহ ও পৰে চেদি, কলচুৱি বা হৈহঘ-বংশীয় পাজেয়দেৱ পাল-সাম্রাজ্য আক্ৰমণ কৱিয়াছিলেন। চোলৱাজ

(১) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. III, p. 122. no. 9,

(২) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 75.

(৩) গৌড়দেৱবালা, পৃঃ ১০২।

(৪) গৌড়দেৱবালা, পৃঃ ১১।

ରାଜେନ୍ଦ୍ରଚୋଲ ୧୦୧୨ ଖୂଟାରେ ସିଂହାସନେ ଆରୋହଣ କରିଯାଇଲେନ । ତୀହାର ନବମ ରାଜ୍ୟକେ ଉତ୍କିର୍ଣ୍ଣ ମେଲପାତି-ଶିଳାଲିପିତେ ତୀହାର ଉତ୍ତରାପଥ-ବିଜୟର ବର୍ଣନା ନାହିଁ^(୩୩), କିନ୍ତୁ ତୀହାର ଅର୍ଯୋଦୟ ରାଜ୍ୟକେ ଉତ୍କିର୍ଣ୍ଣ ତିକ୍ରମଲୈ-ଶିଳାଲିପିତେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଚୋଲଦେବେର ଉତ୍ତରାପଥାଭିଯାନେର ନିୟମିତ ବିବରଣ ଦେଖିତେ ପାଇଁ ସାହୁ^(୩୪) :—

“ପରକେଶରୀବର୍ଷା ବା ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ରଚୋଲଦେବେର (ରାଜେନ୍ଦ୍ରର) ଅର୍ଯୋଦୟ ବଂସରେ—ସିନି.....ତୀହାର ମହାନ୍ ମନ୍ଦିରପଟ୍ଟ ମେନାଥାରା (ନିରୋକ୍ତ ଦେଶକୁଳ) ଅଧିକାର କରିଯାଇଲେ—ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ି-ଓଡ଼ି-ବିଷୟ, (ସାହା ତିନି) ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧକେ (ପରାନ୍ତ କରିଯାଇଲେନ); ମନୋରମ କୋଶଲନାଡୁ, ସେଥାନେ ଆକ୍ରମଣଗଣ ମିଳିତ ହଇଯାଇଲି । ମଧୁକର-ନିକର-ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ-ଉଦୟାନ-ବିଶିଷ୍ଟ ତମ୍ଭୁତ୍ତି, ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମପାଲକେ ନିହତ କରିଯା ତିନି ସେ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିଯାଇଲେନ ; ସକଳ ଦିକେ ଅସିଙ୍କ ତକଳାଡ଼ମ୍, ସର୍ବେଗେ ରଣଶୂରକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଯା ତିନି ସେ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିଯାଇଲେନ ; ବାହାଲାଦେଶ, ସେଥାନେ ବଢ଼ ବୃକ୍ଷର କଥନା ବିରାମ ନାହିଁ, ଏବଂ ଗଞ୍ଜ-ପୃଷ୍ଠ ହଇତେ ନାମିହା ସେଥାନ ହଇତେ ଶୋବିନ୍ଦଚଞ୍ଜ ପଳାଯନ କରିଯାଇଲେନ ; କର୍ତ୍ତ୍ତମଣ, ଚର୍ଚପାଦକ ଏବଂ ବଳୟବିକୃତିତ ମହୀପାଲକେ ଭୀଷଣ ମନ୍ଦରକ୍ଷେତ୍ର ହଇତେ ପଳାଯନ କରିତେ ବାଧ୍ୟ କରିଯା ଯିନି ତୀହାର ଅଛୁତ ବଳଶାଲୀ କରିସବୁ ଏବଂ ରଜ୍ଜୋପରମ ରମଣୀଗଣକେ ହତ୍ତଗତ କରିଯାଇଲେନ ; ସାଗରେର ଭାଷା ରତ୍ନମଞ୍ଜଳ ଉତ୍ତିରଳାଡ଼ମ୍; ବାଲୁକାମର ତୌର୍ଣ୍ଣ-ଖୋତକାରିଣୀ ଗଜା^(୩୫) ।” ତିକ୍ରମଲୈ-ଶିଳାଲିପି ଅହୁମାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଚୋଲ ତୀହାର ଦ୍ୱାଦୟ ରାଜ୍ୟକେର ପୂର୍ବେ ଏହି ସକଳ ଦେଶ ହତ୍ତଗତ କରିଯାଇଲେନ । ‘ଓଡ଼ି-ଓଡ଼ି-ବିଷୟ’ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼ିଯା, ବହ ତାତ୍ରଶାସନେ ଇହା

(୩୩) South Indian Inscriptions, Vol. III, p. 27. No, 18.

(୩୪) Epigraphia Indica, Vol. IX, pp. 232—233.

(୩୫) ଶୋବିନ୍ଦଚଞ୍ଜା, ପୃଃ ୩୧ ।

‘ওড়ি-বিহু’ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ‘কোশলৈনাড়ু’ কলিদের নিকটে অবস্থিত দক্ষিণ-কোশল বা মহাকোশল, বর্তমান বিলাসপুর প্রদৃষ্টি উভিয়ার পশ্চিমস্থিত প্রদেশগুলির প্রাচীন নাম। তৎবৃত্তি বা দণ্ডুক্তি বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশের নাম। সম্ভবতঃ বর্তমান দ্বিতীয় গ্রামই প্রাচীন দণ্ডুক্তি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, “দণ্ডুক্তির বর্তমান নাম বিহার”^(৩৬)। কারণ, তিন্তু তাঁর ইতিহাসে ‘বিহার’ ওতস্তপুর বা ওতস্তপুরী নামে উল্লিখিত হইয়াছে^(৩৭)। ওতস্তপুর সংস্কৃত উচ্চগুপ্তের অপ্রস্তুত এবং উচ্চগুপ্ত, বিহার নগরের প্রাচীন নাম,—বিহারের আবিস্কৃত বছ খোদিতলিপি হইতে ইহা প্রমাণ হইয়াছে। স্বতরাং বিহার কথনই দণ্ডুক্তি হইতে পারে না। দণ্ডুক্তি কোশল দেশের পরে ও দক্ষিণ-রাজ্যের পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে; স্বতরাং ইহা মেদিনী-পুর জেলায় অবস্থিত কোনও স্থান হওয়াই সম্ভব। দণ্ডুক্তির সহিত দ্বিতীয়ের সম্পর্ক আমি, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লিখিত “Palas of Bengal” প্রবন্ধে নির্ণয় করিয়াছিলাম। আমার প্রবন্ধ পাঠের পরে ইহা বহুজন মহাশয়ের গ্রহণযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে^(৩৮)। রাজেজ্জচোল ভৌগোলিক ধর্মপালকে ধৰ্মস করিয়া দক্ষিণ-রাজ্যে আসিয়াছিলেন। দণ্ডুক্তির অধিপতি ধর্মপাল কে, তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। তাহার সহিত পাল-রাজবংশের সম্পর্কজ্ঞাপক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এই ধর্মপালকে মহীপালের ‘কোন আঢ়ীয়’

(৩৬) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. III. p. 10.

(৩৭) Ibid, Vol. V, p. 71.

(৩৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজত্বকাল), পৃঃ ১৭০, পাইচৰা ১০।

କଥେ ସର୍ବନା କରିଯାଇଛନ୍^(୩) ; କିନ୍ତୁ ଦଶ୍ତୁକ୍ଷି-ରାଜ ଧର୍ମପାଳେର ସହିତ ଗୌଡ଼େଶର ଯହିପାଳେର ସଂପର୍କମୁକ୍ତକ କୋନ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବଧି ଆବିଷ୍ଟ ହେ ନାହିଁ । ବହୁଜ ମହାଶୟ ତୀହାର ଏହେର ଥାନେ ଥାନେ ‘ଦଶ୍ତୁକ୍ଷି’ ଥାନେ ‘ଦଶ୍ତୁକ୍ଷି’ ଲିଖିଯାଇଛନ୍^(୪) । କିନ୍ତୁ ଏହି ଥାନେର ପ୍ରକୃତ ନାମ ‘ଦଶ୍ତୁକ୍ଷି’ ; କାରଣ, ସଙ୍କ୍ଷୟାକରନମ୍ବୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀତ ରାମଚରିତେ ‘ରାମଚରିତେ’ ଦଶ୍ତୁକ୍ଷିର ଅଧିପତି ଅଯସିଂହେର ନାମ ଆହେ^(୫) । ରାମଚରିତେର ଟିକାର ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚା ଘାସ ସେ, ଅଯ-
ସିଂହ ଉତ୍କଳ-ରାଜ କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀକେ ପରାଜିତ କରିଯାଇଲେନ । ଇହା ଦଶ୍ତୁକ୍ଷିର ଅବହାନ-ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଆର ଏକଟି ପ୍ରମାଣ ; କାରଣ, ଉତ୍କଳ-ରାଜେର ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ-ମଧ୍ୟଦେଶ ଅଧିପତି ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କଳ-ରାଜ୍ୟେର ଉତ୍ତର ସୀମାର ଅବହିତ ପ୍ରଦେଶାଧିପତିର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥାଇ ଅଧିକତର ସମ୍ଭବ । ବହୁଜ ମହାଶୟ ବଲିଯାଇଛନ୍ ସେ, ଧର୍ମପାଳ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଜପୁର ଜେଲାର ରାଜସ୍ତ କରିଲେନ, କିନ୍ତୁ ପରେ ମଧ୍ୟ-ରାଜ୍ୟେ ଆସିଯା ବାସ କରିଯା-
ଇଲେନ^(୬) ; ଅଭାବଧି ଏମନ କୋନ ପ୍ରମାଣ ଆବିଷ୍ଟ ହେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ବାରା ଏହି ଉତ୍କଳ ସମର୍ଥିତ ହିତେ ପାରେ । ରାଜେନ୍ଦ୍ରଚୋଲ ସଥନ ଦକ୍ଷିଣ-ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଯାଇଲେନ, ତଥନ ରଣଶୂନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ-ରାଜ୍ୟେର ଅଧିପତି । ଶୂନ୍ୟ-
ବଂଶୀୟ ନରପତିଗଣେର ମଧ୍ୟେ ରଣଶୂନ୍ୟର ନାମହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖୋଦିତଲିପିତେ ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚା ଘାସ : ରାଜେନ୍ଦ୍ରଚୋଲ ରଣଶୂନ୍ୟକେ ପରାଜିତ କରିଯା ବକ୍ଷଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିଯାଇଲେନ । ବକ୍ଷଦେଶର ଅଧିପତି ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ହଞ୍ଜିପୁଣ୍ଠ ହିତେ ନାମିଯା ପଳାଯନ କରିଯାଇଲେନ । ରାଜେନ୍ଦ୍ରଚୋଲ ବକ୍ଷଦେଶ

(୩) ବହୁଜ ଜାତୀୟ ଇତିହାସ, (ରାଜନ୍ତକାଣ), ପୃଃ ୧୧୨ ।

(୪) ବହୁଜ ଜାତୀୟ ଇତିହାସ, (ରାଜନ୍ତକାଣ), ପୃଃ ୧୮୦ । *

(୫) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, p. 36.

ଶିଖ ଇତି ଦଶ୍ତୁକ୍ଷିତ୍ପତିରତ୍ତପତାବକରକମଳମୁକୁଳତୁଣିତୋକଲେଶକର୍ମକେଶୀ-
ଶରିଷଜନତ୍ତ୍ଵମନ୍ତବେ; ।—ରାମଚରିତ । ୨୯ ଟଙ୍କା ।

(୬) ବହୁଜ ଜାତୀୟ ଇତିହାସ (ରାଜନ୍ତକାଣ), ପୃଃ ୧୮୦ ।

হইতে করিয়া আসিয়া উত্তর-রাজের মহীপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-রাজ ও উত্তর-রাজ তিক্রমলৈ-শিলালিপিতে ‘তক্ষণাত্ম’ ও ‘উত্তির-লাট’ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্তীয় ডাঃ কিলহর্ণ এই নামকের ‘উত্তর-লাট’, অর্থাৎ—উত্তর-গুজরাট এবং ‘দক্ষিণ-লাট’, অর্থাৎ—দক্ষিণ-গুজরাট মনে করিয়াছিলেন^(১)। তিক্রমলৈ-শিলালিপি পুনঃ সম্পাদন কালে ভাস্তার ছুলজ্বল ও অর্গান্ত পণ্ডিত বেকুর হির করিয়াছিলেন যে, পূর্বোক্ত শব্দসমূহারা উত্তর-বিরাট ও দক্ষিণ-বিরাট স্থচিত হইতেছে^(২)। অর্গান্ত পণ্ডিত বেকুর বলিয়াছিলেন যে, “ইলাট” শব্দসমূহ সংস্কৃত “বিরাট” বুবাইতে পারে, “লাট” বুবাই না^(৩)। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ^(৪) ও শ্রীযুক্ত মণেজন্নাথ বহু বলেন^(৫), “তক্ষণাত্ম” ও “উত্তিরলাটম্” শব্দসমূহারা দক্ষিণ-রাজ ও উত্তর-রাজ স্থচিত হইতেছে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই এই প্রদেশসময়ের অবহান নির্ণয়ের কারণ নির্দেশ করা আবশ্যিক মনে করেন নাই। কোশল বা দণ্ডভূক্তি অয় করিয়া দক্ষিণ-লাট বা দক্ষিণ-বিরাটে যুক্তবাক্তা করা, দক্ষিণ-লাট বা দক্ষিণ-বিরাট হইতে যুক্তার্থ বঙ্গদেশে আগমন, বঙ্গদেশ হইতে উত্তর-লাট বা উত্তর-বিরাট অয়ার্থ গমন এবং উত্তর-লাট বা উত্তর-বিরাট হইতে গঙ্গাতৌরে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব; স্বতরাং শব্দগত সামৃদ্ধ অঙ্গসারে “দক্ষিণ-লাটম্” “দক্ষিণ-রাজ” এবং “উত্তিরলাটম্” “উত্তর-রাজ”রূপে গ্রহণ করাই সুসম্ভব। রাজেজ্জচোল গঙ্গাতৌর হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন

(১) *Epigraphia Indica*, Vol, VII, App, p. 120, no. 733.

(২) [] IX. p. 281.

(৩) *Annual Report on Epigraphy*, Madras, 1906-7, p. 87.

(৪) পৌত্রবাজ্মাল পৃঃ ৪০।

(৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজত্বকাল), পৃঃ ১৭০, পারটীকা ১০।

ଏବଂ ମହାତ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ୍ମର ଅଜ୍ଞ ସମେତେ "ଗନ୍ଧେଗୋଣ", ଅର୍ଥାତ୍— "ମହାବିଜ୍ଞୀ" ନାମେ ପରିଚିତ ହିସାହିଲେନ ।

ପ୍ରଥମ ମହିପାଳଦେବେର ରାଜସ୍ଵକାଳେ କୋନ ସମୟେ କର୍ଣ୍ଣଟଦେଶୀୟ କୋନ ରାଜ୍ୟ ଗୋଡ଼ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଯାଇଲେନ । ଆର୍ଥି କ୍ଷେତ୍ରବିରଚିତ "ଚନ୍ଦ୍ରକୌଣ୍ଡିକ" ନାମକ ଏକଥାନି ନାଟକେ ଏହି ଘଟନାର ଉର୍ଜେ ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଥାଏ । ୧୮୨୩ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଯହାମହୋପାଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାଙ୍କୀ ନେପାଳ ହିତେ ଚନ୍ଦ୍ରକୌଣ୍ଡିକର ଏକଥାନି ପୁଣି ଆନନ୍ଦ କରିଯାଇଲେ^(୧) । ଇହାତେ ପ୍ରଥମ ମହିପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡର ସହିତ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଟଗଣ ନବନମ୍ବେର ସହିତ ତୁଳିତ ହିସାହେନ^(୨) । ଏହି ନାଟକଥାନି ମହିପାଳଦେବେର ବିଅଯୋଧୀର ଉପଲକ୍ଷେ ରଚିତ ଓ ଅଭିନୀତ ହିସାହିଲ । ଏହି ସମସାମୟରେ ଗ୍ରୁ ହିତେ କର୍ଣ୍ଣଟଗଣେର ଆକ୍ରମଣ ଓ ପରାଭବେର କଥା ଅବସ୍ଥା ହେଉଯା ଥାଏ । ମହିପାଳଦେବ କର୍ତ୍ତ୍ରକ ପରାଜିତ କର୍ଣ୍ଣଟଗଣ କୋନ ଦେଶେର ଅଧିବାସୀ ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାପ୍ରସାଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଅହୁମାନ କରେନ ସେ, କର୍ଣ୍ଣଟ ବଲିତେ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦେଶ ବ୍ୟାପ, ସ୍ଵତରାଂ ଏହି ସମୟେର କର୍ଣ୍ଣଟ-ରାଜ୍ୟଚାଲକ-ରାଜ୍ୟବଂଶ-ସଙ୍କୃତ^(୩) । ମହିପାଳଦେବେର ରାଜ୍ୟକାଳେ ଚାଲୁକ୍ୟ-ରାଜ୍ୟବଂଶୀୟ ବିତ୍ତୀର ତୈଳ, ପ୍ରଥମ ମତ୍ୟାଶ୍ୟ, ପକ୍ଷ୍ୟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଓ ବିତ୍ତୀୟ ଜୟସିଂହ କଲ୍ୟାଣେର ସିଂହାସନେ ଆସିନ ଛିଲେ^(୪) । କିନ୍ତୁ ଇହାଦିଗେର ମଧ୍ୟେ କାହାରେ ଖୋଦିତଗିପିତେ

(୧) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXII, 1893, pt. I, p. 250.

(୨) ଯଃ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକୃତିଗତିହରାମାର୍ଯ୍ୟଚାର୍ଣ୍ଣକର୍ମିତିଃ
ଜିହ୍ଵା ନାମାନ୍ ହୁହମବଗରଃ ଚଞ୍ଚଞ୍ଚତୋ ଜିଗାର ।
କର୍ଣ୍ଣଟର ଏବୁଗତାବର୍ତ୍ତ ତାବେର ହର
ଦୋର୍କର୍ଣ୍ଣିଚାଃ ସ ପୁରୁତ୍ୱର୍ତ୍ତ ଶ୍ରୀମହିପାଳଦେବः । *

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1893, pt. I. p. 251.

(୩) ଗୋଡ଼ରାଜ୍ୟମାଳା, ପୃଃ ୧୦ ।

(୪) Epigraphia Indica, Vol. VIII, App. II. p. 7.

গৌড়-যুক্তের উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ কর্ণট-রাজপুণ পরাজিত হইয়া-ছিলেন বলিয়া প্রশংসিকারগণ গৌড়-যুক্তের উল্লেখ করেন নাই। মিথিয়ায় বীর প্রথম রাজেজ্বচোল উত্তর-রাজে মহীপালদেবকে পরাজিত করিয়া গঙ্গাতীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উত্তরবঙ্গ আক্রমণ করেন নাই। হস্ত গঙ্গাতীরে প্রথম রাজেজ্বচোল, মহীপাল কর্তৃক পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং চওকোশিক নাটকে চোলরাজহ কর্ণট-রাজকুপে উল্লিখিত হইয়াছেন^(১)।

মহীপালদেবের রাজ্যকালে কোন সময়ে কলচুরি বা চেদিবংশীয় গাঙ্গেয়দেবের গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করিয়া মিথিলা অধিকার করিয়াছিলেন গাঙ্গেয়দেবের অধিকারকালে তীরভূক্তিতে লিখিত একখনি রামায়ণ গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের পুস্পিকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, “গৌড়বন্ধ” উপাধিধারী গাঙ্গেয়দেব ১০৭৬ বিক্রমাব্দে তীরভূক্তির অধিপতি ছিলেন^(২)। এই গাঙ্গেয়দেব যে কলচুরিবংশীয় প্রসিদ্ধ বীর কর্ণদেবের পিতা, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ এই বিষয়ে অবধা আপত্তি উৎপন্ন করিয়াছেন^(৩)। কর্ণদেবের পিতা গাঙ্গেয়দেব ৭৮৯ কলচুরি অব্দে (১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন^(৪)।

(১) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 73.

(২) সংবৎ ১০৭৬ আবাচ বাদি ৪ মহারাজাধিরাজ পুণ্যাবলোক সোমবংশোত্তম গৌড়বন্ধ শ্রীমহাগঙ্গেয়দেবভূজামারতীরভূক্তো কল্যাণবিজয়রাজো।

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXXII, 1903, pt. I, p. 18.

(৩) গৌড়রাজবালা, পৃঃ ৪১, পাঠটীকা।

(৪) Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol. XXI p. 113. pt. XXVII.

ମୁହଁରାଂ ତୀହାର ସହିତ ୧୦୧୯ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଗୋଡ଼େଖରେର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଅସମ୍ଭବ ନହେ । ଏଥେ ମହୀପାଳେର ରାଜ୍ୟକାଳେ ବାରାଣ୍ସୀତେ ବହୁ ମନ୍ଦିର ଚୈତ୍ୟାଦି ନିର୍ମିତ ହଇଯାଛିଲ । ହିରପାଳ ଓ ବସ୍ତ୍ରପାଳ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଦ୍ୱାରା ଗୋଡ଼େଖରେର ଆଦେଶେ ବାରାଣ୍ସୀତେ “ଧର୍ମରାଜିକା” ଓ “ସାଙ୍ଗଧର୍ମଚକ୍ରେର” ଜୀର୍ଣ୍ଣସଂକାର ଏବଂ “ଅଷ୍ଟମହାତ୍ମାନଶୈଳ-ବିନିର୍ମିତ-ଗନ୍ଧକୂଟୀ” ନୃତ୍ୟ କରିଯା ନିର୍ମାଣ କରାଇଯାଛିଲେନ୍ । ଅମୁମାନ ହୁଏ ସେ, ହିରପାଳ ଓ ବସ୍ତ୍ରପାଳ ରାଜାବଂଶସଙ୍କୃତ ଛିଲେନ ।

ମହୀପାଳଦେବ ସ୍ଵର୍ଗ ଗୋଡ଼େଖର, ତଥନ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତେର ଇତିହାସେର ଏକଟି ନୃତ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆବର୍କ ହଇତେଛିଲ । ହୁଣ-ପ୍ରାବନେର ପଞ୍ଚଶତ ବର୍ଷ ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ପୁନରାୟ ବହିଃଶକ୍ତ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ଆକ୍ରମଣ ହଇଯାଛିଲ । ହୁଣ-ମୁକ୍ତେର ପର ହଇତେ ପଞ୍ଚଶତାବ୍ଦୀ କାଳ ଧୀର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତେର ନରନାଥଗଣ ଗୃହ-ବିବାଦେ ବଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତେର ଧୂଂସେର ପଥ ପ୍ରେସ୍ତ କରିତେଛିଲେନ । ପାରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆର୍ଦ୍ଦାଶିରବାବେକାନେର ବଂଶଜ୍ଞାତ ଶେଷ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଗ ନୃତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଧର୍ମାବଳୟୀ ଆବରଗଣେର ନିକଟେ ପରାଜିତ ହଇଯା ନିହତ ହଇଯାଛିଲେନ, ତଥନ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ-ରାଜ୍ୟଗଣ ଜଗତେ ନୃତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସେଷେର ସଂବାଦ ଅବଗତ ହୁନ ନାହିଁ । ଖୃଷ୍ଟୀୟ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀତେ ମୁସଲମାନ ବୀରଗଣ ସ୍ଵର୍ଗ ସ୍ଵର୍ଗ ସିଙ୍କୁଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିଯା ଉହା ଅଧିକାର କରିଯାଛିଲେନ, ତଥନ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ-ରାଜ୍ୟଗଣେର ଚୈତ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ତଥନ ପ୍ରାଚୀନ ପାରମୀକ-ମାତ୍ରାଜ୍ୟେର ଧୂଂସେର ସଂବାଦ ଅବଗତ ହଇଯାଉ, ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ-ରାଜ୍ୟଗଣ ଗୃହ-ବିବାଦେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଛିଲେନ; ତଥନ ଶୁର୍କରପ୍ରତୀହାର-ରାଜ୍ୟଗଣେର ଭୟେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ-ରାଜ୍ୟଗଣେର ବିକଳେ ତାଙ୍କିକ ନାମେ ପରିଚିତ ସିଙ୍କୁଦେଶବାସୀ ମୁସଲମାନଗଣେର ସହିତ ସଙ୍କଟ-ବକ୍ଷନେ ଆବର୍କ ହଇତେନ । ପ୍ରାଚୀନ ପାରମୀକମାତ୍ରାଜ୍ୟ ଧୂଂସେର ପରେ ପ୍ରାଚୀନ ପାରମୀକ ଜାତିକେ ନବଧର୍ମେ

দীক্ষিত করিয়া মুসলমানগণ যখন বাহ্লীক (বলধ.), কপিশা (কাবুল) ও গাঙ্কারের দিকে অগ্রসর হইলেন, আর্যাবর্ত তখনও হ্রস্তি-মগ্ন। বাহ্লীক ও কপিশা অধিকৃত হইল, আফগানিস্থানের পার্বত্য উপত্যকাসমূহে শহারাজাধিরাজ কণিকের বৎশরণগণের অধিকার সুপ্ত হইল। শত শত বৌজুকীতিস্থশোভিত শস্ত্রামল গাঙ্কার ও কপিশা মুক্তুমিতে পরিষ্ঠ হইল, কিন্তু তখনও বৎসরাজ গোড়বিজয়ে উগ্রত, এবং ধারাবর্ধ ও তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জর-দলনে ব্যাপৃত। আচীন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাই বৎসোগ্নুখ জাতির লক্ষণ। ধৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কুবাগবৎশীয় বাহি উপাধিধারী শেষ রাজার মৃত্যু প্রভৃতে পদচ্যুত করিয়া কপিশার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন^{১)}। লজীয়, বাহ্লীক বিজিত হইলে কপিশায় অবস্থান অসম্ভব দেখিয়া সিঙ্কুনদের পক্ষিম তীরবর্তী উদভাগপুরে (বর্তমান উগু) স্বীয় রাজধানী স্থানস্থানিত করিয়াছিলেন। ২৫৬ হিজরাকে সিঙ্কিস্থানের অধিপতি ইয়াকুব জাইস, গজনীপ্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন^{২)}। তুর্কিস্থানের সামানীবৎশীয় রাজা ইসমাইল, গজনী সামানী-রাজ্যভূক্ত করিয়াছিলেন। ধৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে সামানী-রাজ্য-সেনানায়ক আলপ্তিগীন প্রভুর ব্যবহারে অসম্ভট হইয়া গজনীতে আসিয়া একটি অতি ব্রহ্ম রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আলপ্তিগীনের মৃত্যুর পরে তাহার তুরস্কজাতীয় ক্রীতদাস সবৃক্তিগীন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সবৃক্তিগীন তাহার দশম রাজ্যাব্দে, ৯২১ ধৃষ্টাব্দে, উত্তরাপথের সিংহস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন বাহি জুপাল উদভাগপুরের সিংহাসনে আসীন। সবৃক্তিগীন

(১) Sechau's Al-Beruni, Vol. II, p. 13.

(২) Tabaqat-i-Nasiri. (Raverty's Trans.) pp. 21-22.

୧୯୯ ଥାଁଠାରେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଲେ ଡାହାର ପୁତ୍ର ମହିନ୍ ବାରଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରମଣ କରିଯା ପ୍ରାଚୀନ ସାହି-ରାଜ୍ୟ ଧର୍ମ କରିଯାଇଲେନ । ମହିନ୍ଦେର ଗଞ୍ଜିରୋଧ କରିବାର ଅନ୍ତର୍କ୍ଷାର, କାନ୍ତକୁଳ ଓ କଲଙ୍ଗରେର ଅଧିପତିଗଣ ପ୍ରାଗପଣେ ଅସାଲକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଯାଇଲେନ । ଜୟପାଳ, ତ୍ରୈପୁତ୍ର ଅନ୍ତପାଳ ଓ ତ୍ରୈପୁତ୍ର ତ୍ରିଲୋଚନପାଳ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ରକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପ୍ରାଗବିଶ୍ଵର୍ଜିନ କରିଲେ ସାହିରାଜ୍ୟ ମହିନ୍ଦେର ଅଧୀନ ହଇଯାଇଲି । ଶେଷ ମୁହଁରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ-ରାଜ୍ୟଗଣେର ଚିତ୍ତକୁ ହଇଲେ ପ୍ରତୀହାର, ଚନ୍ଦେଲ ଓ ଲୋହରବଂଶୀର ରାଜ୍ୟଗଣ, ସଥନ ସାହି-ଗଣକେ ସଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଯାଇଲେନ, ତଥନେ ଗୌଡ଼େଖର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ରକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ସଦେଶୀର ରାଜ୍ୟବ୍ରଦ୍ଧେର ସହିତ ଏହି ମହାୟୁଦ୍ଧ ଯୋଗଦାନ କରେନ ନାହିଁ । ମୁଲ୍ୟମାନ ଐତିହାସିକଗଣ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ସମବେତ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ-ରାଜ୍ୟଗଣେର ମଧ୍ୟେ ଗୌଡ଼େଖରେର ନାମ କରେନ ନାହିଁ, ହତରାଂ ଇହା ହିଂର ଯେ, ଗୌଡ଼େଖର ସାହି-ରାଜ୍ୟଗଣେର ସାହାଯ୍ୟାର୍ଥ ଅଗ୍ରମ୍ବନ ହନ ନାହିଁ । ମଗଧେ ଗୋବିନ୍ଦପାଳ ଓ ବଙ୍କେ ଲକ୍ଷ୍ମଣେନେର ପୁତ୍ରଗଣ ଦ୍ଵିତୀୟ ପରେ ମହୀପାଲେର କୃତପାପେର ପ୍ରାୟ-ଶିତ୍ତ କରିଯାଇଲେନ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାପ୍ରସାଦ ଚନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାନ କରେନ, “କଲିଙ୍ଗ ଜୟର ପର, ମୌର୍ୟ ଅଶୋକେର ଶ୍ରାଵ, କାହୋଜାହମଜ ଗୌଡ଼ପତିର କବଳ ହିତେ ବରେଣ୍ଣ ଉକ୍ତାର କରିଯା, ମହୀପାଲେର ବୈରାଗ୍ୟ ଉପର୍ତ୍ତି ହଇଯାଇଲ ଏବଂ ଅଶୋକେର ଶ୍ରାଵ ମହୀପାଲେ ଯୁଦ୍ଧ-ବିଗାହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା, ପରିହିତକର ଏବଂ ପାରତ୍ତିକ କଳ୍ପନକର କର୍ମହୃଦୀମେ ଜୀବମ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିତେ କୃତମକାର ହଇଯାଇଲେନ” ।” ଚନ୍ଦ ମହାଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍କି ସନ୍ଦର୍ଭ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେଜ୍ଜନାଥ ବନ୍ଦ ବଜିଆଇନ, “ଦାନ୍ତବିକ ତଥନ ମହୀପାଲେର ବୈରାଗ୍ୟେର ଉପଯୁକ୍ତ କାଳ ଉପର୍ତ୍ତି ହସ ନାହିଁ ।..... ସେ କଲଙ୍ଗରପତି ଡାହାର ପିତାମାତାକେ ବନ୍ଦୀ କରିଯା ଲାଇସା ଗିଯାଇଲେନ, ଡାହାର ସହିତ ଯିଜ୍ଞତା ଓ ଏକତା ସାପନ କରିଯା

বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ হইতে উত্তরাপথ রক্ষা করিতে দাওয়া কখনই তিনি উপযুক্ত মনে করেন নাই^(১)।” চলঙ্গ মহাশয় বৈরাগ্যের সুক্ষ্ম দেখাইয়া মহীপালের কাপুরুষতা ও সক্ষীর্ণচিত্ততা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্ততঃ মহীপালের ঔদাসীন্তের কোনই উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, ধর্মবিবেষ ও জীর্ণাই ষে মহীপালের ধর্ম-মূর্দের প্রতি ঔদাসীন্তের প্রধান কারণ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রাচীন ধার্ম-বাঙ্গ ধর্মস করিয়া স্থলভান মহানূ যখন উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ ধর্মস করিতেছিলেন, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অহমান করেন ষে, গোড়ের তখন “বারাণসীধামকে কীভিয়েছে সজ্জিত করিতে গিয়া... তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন^(২)।” স্থায়ীশ্বর, মথুরা, কাশ্যকুজ, গোপাঞ্জি, কলঞ্জি, সোমনাথ প্রভৃতি নগর, দুর্গ ও পবিত্র তৌর্ধসমূহ যখন ধর্মস হইতেছিল, তখন উত্তরাপথের পূর্বার্দ্ধের অধীক্ষের পরম নিশ্চিন্তমনে “কর্মাহৃষ্টান” করিতেছিলেন। দুর্জ্জেয় গোপাঞ্জির্দুর্গ অধিকৃত হইল ; প্রাচীন কাশ্যকুজ নগরে বৎসরাজ, মাগভট ও তোজদেবের বংশধর রাঙ্গাপালদেব আশ্চর্যায় অসমর্প হইয়া মহান্দের শরণাগত হইলেন। মহান তাহাকে আশ্রয় দিয়া রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলে চন্দেল-রাজ গণের পুত্র বিষ্ণুধরের আদেশে কচ্ছপঘাতবংশীয় অর্জুন রাঙ্গাপালের মন্তকচেনন করিয়াছিলেন^(৩)। তখনও কি গোড়ের বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন ?

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজস্বকাণ), পৃঃ ১০৬।

(২) গোড়রাজবালা, পৃঃ ৪৩।

(৩) ঐবিষ্ণুধরবেকর্মনিবর্ত্তনঃ শ্রীরাঙ্গাপালঃ হঠাতঃ

কঠাহিছিদনেকবাণিবহৈর্বা মহত্যাহবে

ମଞ୍ଜଃଫରପୁର ଜ୍ଞୋଯ ଇମାଦପୁର ଗ୍ରାମେ ଆବିଷ୍ଟ କତକ ଗୁଲି ପିତଳଶୂନ୍ତି ମହୀପାଲଦେବେର ୪୮ଶ ରାଜ୍ୟାଙ୍କେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଇଯାଛିଲ^(୩) । ତିବତୀୟ ଇତି-ହାସକାର ଲାମା ତାରାନାଥ ବଲେନ ସେ, ମହୀପାଲଦେବ ବାୟାର ବ୍ସର କାଳ ରାଜ୍ୟ କରିଯାଛିଲେ^(୪) । ଇମାଦପୁରେ ମୁଣ୍ଡିଗୁଲିର ଖୋଦିତଲିପିର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଯା ତାରାନାଥେର ଉତ୍ତି, ଏତିହାସିକ ସତ୍ୟରପେ ଗ୍ରହଣ କରା ସାଇତେ ପାରେ । ପ୍ରଥମ ମହୀପାଲଦେବେର ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ତ୍ରପୁତ୍ର ନୟପାଲଦେବ ଗୋଡ଼-ମଗଧ-ବଙ୍ଗେର ସିଂହାସନେ ଆରୋହଣ କରିଯାଛିଲେ^(୫) । ବାଣଗଡ଼େ ଆବିଷ୍ଟ ମହୀପାଲଦେବେର ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନ ହିତେ ଅବଗତ ହେଉଥା ଯାଏ ସେ, ବାମନଭଟ୍ଟ ମହୀପାଲଦେବେର ମନ୍ତ୍ରୀ ଛିଲେନ । ଏହି ବାମନଭଟ୍ଟଇ ବାଣଗଡ଼ ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନେର ଦୂତକ^(୬) ।

ଶ୍ରୀପାଳ ଓ ବମ୍ବନାଥଲିପି ସେ ସମୟେ ଉତ୍କିର୍ଣ୍ଣ ହଇଯାଛିଲ, ମେ ସମୟେ ପ୍ରଥମ ମହୀପାଲଦେବେର ମୃତ୍ୟୁ ହଇଯାଛିଲ ବଲିଯା ଅମୁମାନ ହୟ ; କାରଣ, ପ୍ରଥମତଃ ସାରନାଥ-ଲିପିତେ, ‘ପ୍ରେବନ୍ଧମନବିଜୟରାଜ୍ୟ’ ଅଥବା ‘କଲ୍ୟାଣ-ବିଜୟ-ରାଜ୍ୟ’ ଇତ୍ୟାଦି କୋନ ପଦ ବ୍ୟବହର ହୟ ନାହିଁ । ସାରନାଥ-ଲିପିତେ ‘ଅକାରମ୍ୟ’ ପଦ ବ୍ୟବହର ହଇଯାଛେ, ଇହା ହିତେ ଅମୁମାନ ହୟ ସେ, ଶୂନ୍ତି

ଡିଙ୍ଗୌରାୟଲିଚିଂସ୍ରେମ୍‌ଡଲମିଳଗୁଜ୍ଜାକଳାପୋଜ୍ଜିଲୈ-

ଶ୍ରୋକାଂ ସକଳଃ ଯଶୋଭିରଚିର୍ଦେହେଜ୍ଞମାପୁରସ୍ତ୍ରୀଃ ॥

—ଦୁରକୁଣ୍ଡ ଆବିଷ୍ଟ ବିକ୍ରମସିଂହେର ଶିଳାଲିପି ।

—Epigraphia Indica, Vol. II, p. 237.

(୩) Indian Antiquary, Vol. XIV, p. 165, note, 17.

(୪) Ibid, Vol. IV, p. 366.

(୫) ତ୍ୟଜନ୍ ମୋଷାମଞ୍ଜଂ ଶିରମି ହୃତପାଦଃ କ୍ଷିତିଭୃତାଃ
ବିତ୍ତଦ୍ଵନ୍ ସର୍ବାଶାଃ ପ୍ରସଭମୁଦୟାତ୍ମେରିବ ରବିଃ ।

ହତ୍ସରାଷ୍ଟ୍ର ହିନ୍ଦୁପ୍ରକୃତିରହୁରାଗେକବସତି
ତ୍ତତୋ ଧ୍ୟଃ ପୁଣ୍ୟରଜନି ନୟପାଳୋ ନରପତିଃ ॥ ୧୨
—ଗୋଡ଼ଲେଖମାଳା, ପୃଃ ୧୨୯ ।

(୬) ଗୋଡ଼ଲେଖମାଳା, ପୃଃ ୧୨୯ ।

প্রতিষ্ঠাকালে মহীপালদেবের দেহবসান হইয়াছিল। সারনাথ-লিপি পঞ্জে
লিখিত, স্বতরাং নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলিতে পারা যায় না।
অঙ্গমান হয় যে, সারনাথ-লিপির তারিখের এক বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ-
১০২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যু হইয়াছিল এবং নষ্পালদেব
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। নষ্পালদেবের রাজ্যকালে
জগত্বিজয়ী বীর কর্ণদেব গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। পূর্বে
কথিত হইয়াছে যে, মহীপালদেবের রাজ্যকালে গাঙ্কেয়দেব তৌরভূক্তি
অধিকার করিয়াছিলেন, স্বতরাং তৎপূর্বে অবগুহ বারাণসী অধিকৃত
হইয়াছিল। কর্ণদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সমস্ত উত্তরাপথ ও
দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়াছিলেন। নাগপুরে আবিষ্কৃত পরমার উদয়াদিত্যের
শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যে কর্ণদেব কর্ণটিদিগের সংক্ষিপ্ত
মিলিত হইয়া সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন, উদয়াদিত্য তাঁরাকে
পরাজিত করিয়া রাজ্যোন্ধার করিয়াছিলেন^{১১}। কর্ণের পৌত্র গুরুকর্ণ-
দেবের পত্নী অহ্লগণদেবীর ভেড়াঘাটে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে
অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণদেবের বিক্রম দর্শনে পাণ্ডুরাজ চণ্ডা পরি-
তাগ করিয়াছিলেন, মুরল (কেরল)-রাজ গর্ব পরিতাগ করিয়াছিলেন,
কুকুরাজ সৎপথে আগমন করিয়াছিলেন, বঙ্গ-রাজ কলিঙ্গ-রাজের সহিত
ত্যেক কম্পিত হইয়াছিলেন, কীর-রাজ পিঞ্জরাবক্ষ শুকপঙ্কীর শ্বায় গৃহে

(১১) তপ্তিদ্বাসবদ্ধতামুপগতে রাজ্ঞো চ কুল্যাকুলে

মগ্নার্থমিনি তস্তবক্ষুরন্ময়াদিতোভ্যন্তুপতিঃ ।

যেনোক্ত তা মহার্থবোপমমিতৎকষ্ট টিকষ্ট প্রভু

শুরুপালকর্ত্তিঃ ভূবিম্যাংশীমৰয়াহায়তঃ ॥ ৩২

—নাগপুরের শিলালিপি—Epigraphia Indica, Vol. II, p. 185.

ଅବସ୍ଥାନ କରିତେଛିଲେନ ଏବଂ ହୁଣ-ରାଜ୍ଞ ହର୍ଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯାଇଲେନ ୧୮ ।
କରଣବେଳେ ଆବିକୃତ କର୍ଣ୍ଣଦେବେର ପ୍ରପୋତ୍ର ଜୟସିଂହଦେବେର ଶିଳାଲିପି ହିଟେ
ଅବଗତ ହେଉଥାଏ ଯେ, ଚୋଳ, କୁଞ୍ଜ, ହୁଣ, ଗୋଡ଼, ଗୁର୍ଜର ଏବଂ କୌର ଦେଶେର
ଅଧିପତିଗଣ, କର୍ଣ୍ଣଦେବ କର୍ତ୍ତ୍ରକ ପରାଜିତ ହେଇଯାଇଲେନ ୧୯ । ୧୩୧୭ ବିକ୍ରମାଦେ
ଉତ୍କାର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀର ବୀରବର୍ମାର ଶିଳାଲିପି ହିଟେ ଅବଗତ ହେଉଥାଏ ଯେ,
ଅଗନ୍ତ୍ୟ ଯେମନ ସମୁଦ୍ର ପାନ କରିଯାଇଲେନ; କୌରିତ୍ୱବର୍ମାଓ ସେଇକୁପ ପଯୋଧିକୁପ
କର୍ଣ୍ଣକେ ପାନ କରିଯାଇଲେନ ୨୦ । ମହୋବାୟ ଆବିକୃତ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶେର ଏକଥାନି
ଶିଳାଲିପି ହିଟେ ଅବଗତ ହେଉଥାଏ ଯେ, ବିଷ୍ଣୁ ଯେମନ ମନ୍ଦରପର୍ବତଦାରୀ ବଞ୍ଚ-
ପର୍ବତଗ୍ରାସୀ ସମୁଦ୍ରକେ ମହୁନ କରିଯା ଅମୃତେର ଉତ୍ପତ୍ତି କରାଇଯାଇଲେନ,
ତେମନିଇ କୌରିତ୍ୱବର୍ମା ବହୁରାଜାଗ୍ରାସୀ କରେର ଦେନୋଦଳକେ ପରାଜିତ କରିଯା
ଥିଲେ ଓ ହତ୍ତି ଲାଭ କରିଯାଇଲେନ ୨୧ । କୃଷ୍ଣମିଶ୍ର-ପଣୀତ “ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ରାଦୟେ”ର

- (୬୮) ପାଞ୍ଚଶିତ୍ତମତ୍ତ୍ୟମୋଚ ମୁଲସ୍ତତାଜ ଗର୍ବଗହଃ
କୁଞ୍ଜଃ ସନ୍ତାତିମାଙ୍ଗାମ ଚକପେ ବନ୍ଧଃ କଲିତୈଃ ମହ ।
କୌରଃ କୌରବର୍ମାନ ପଞ୍ଚରଗୃହେ ହୁଣଃ ପରହଂ ଜହେ
ସମ୍ମନ୍ ରାଜନି ଶୌର୍ଯ୍ୟବିଅମଭରଃ ବିଭତ୍ୟପୂର୍ବପ୍ରଭେ ॥୧୨
—ଭେଡା ଘାଟେର ଶିଳାଲିପି ; *Ibid*, p. 11.
- (୬୯) ନୌଟଃ ସକର ଚୋଡ଼-କୁଞ୍ଜ-କିମିଦଂ ଫକ୍ତ ହରା ବଲ୍ଗ୍ୟତେ
ହୁଣେବ ରଣିତୁନ ଯୁକ୍ତମିହ ତେ ଅଂ ଗୋଡ ଗର୍ବନ ତାଜ ।
ମୈବ ଗୁର୍ଜର ଗର୍ଜ କୌର ନିଭୃତୋ ବର୍ତ୍ତସ ଦେବଗତାନ୍ ।
ଇଥିବ ସତ୍ୟ ମିଥୋବିରୋଧିନୃପତୀନ୍ ଦ୍ଵାଃହେ ବିନିଷ୍ଠେ ଜନାଃ ॥
—କରଣବେଳେର ଶିଳାଲିପି ; *Indian Antiquary*, Vol. XVII, p. 217
- (୭୦) କୁଞ୍ଜେବଃ କର୍ମପାନୋଧିପାନେ ଅଜେଖରୋ ନୂତନରାଜ୍ୟମୁହଁଷ୍ଟୋ
ତାଜାନ ବିଦ୍ୟାଧରଗୀତକୌଣ୍ଡିଃ ଶ୍ରୀକୌରିତ୍ୱବର୍ମାକ୍ଷତିପୋ ଜଗତ୍ୟଃ ॥୩
—ଅଜ୍ୟଗଡ଼େର ଶିଳାଲିପି ; *Epigraphia Indica*, Vol. I, p. 327.
- (୭୧) ତମ୍ଭାଷ୍ଟବ ଭରତମ୍ୟ ଗୁଣଃ ସମ୍ବନ୍ଧଃ ଶ୍ରୀକୌଣ୍ଡି ବର୍ମ... ଗନ୍ତାନେକ
କର୍ମାତ୍ମକ ଭରତମ୍ୟକୈରଣିଲହରିଭିଲ କ୍ଷ୍ମୀକରଣ ମହାରବମୁଖତମ୍
ଅଚଳମହା ଦୋର୍ଦ୍ଦେଶେ ପ୍ରମଥ୍ୟ ସଥଃମୁଖଃ
ସ ଇହ କରିଭିଲ କ୍ଷ୍ମୀଂ ଲେଭେପରଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ॥୨୩
—ମହୋବାର ଶିଳାଲିପି ; *Epigraphia Indica*, Vol. I, p. 222,

সূচনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গোপাল নামক কৌর্ত্তিবৰ্ষাৰ জনৈক আঙ্গজাতীয় সেনাপতি চেদি-রাজ কৰ্ণদেবকে পৱাজিত কৱিয়া কৌর্ত্তিবৰ্ষাকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপন কৱিয়াছিলেন। “প্ৰবোধচল্লোদয়ে”ৰ সূচনায় তিন স্থানে গোপাল কৰ্ত্তৃক কৰ্ণদেবেৰ পৱাজয়েৰ উৱেখ আছে। এক স্থানে কথিত আছে যে, গোপাল কৰ্ণদেব কৰ্ত্তৃক উন্মুক্তি সাম্রাজ্যে কৌর্ত্তিবৰ্ষাকে পুনঃ স্থাপন কৱিবাৰ চেষ্টা কৱিয়াছিলেন^{১২}। আৱ এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গোপাল বলবান् কৰ্ণদেবকে পৱাজিত কৱিয়া কৌর্ত্তিবৰ্ষাৰ উন্মতিৰ কাৰণ হইয়াছিলেন^{১৩}। তৃতীয় স্থানে কৰ্ণদেবকে মধুমথনকাৰী বিষুৱ সহিত তুলনা কৱা হইয়াছে^{১৪}। জৈনাচাৰ্য হেমচন্দ্ৰ সুরি-যুক্তে কৰ্ণকে পৱাজিত কৱণেৰ জন্য অনহিলপাটকেৰ প্ৰথম ভৌমদেবকে প্ৰশংসা কৱিয়াছিলেন^{১৫}। বিহুন-ৱচিত “বিজ্ঞমাক্ষ-চৱিত” হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কৰ্ণদেব কলঞ্চৰপৰ্বতাধিপতিৰ (অৰ্থাৎ চন্দেল-ৱাজেৰ) যমস্বরূপ ছিলেন^{১৬}। জয়মিংহদেব ও অহুলণ-দেবীৰ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গৌড়ীয়গণ কৰ্ণদেব কৰ্ত্তৃক পৱাজিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় সাহিত্যে কৰ্ণদেবেৰ সহিত গোড়েশ্বৰেৰ যুক্ত-বিগ্ৰহেৰ উৱেখ আছে। রায় শ্ৰীযুক্ত শ্ৰুৎচন্দ্ৰ দাস বাহাদুৰ-সম্পাদিত

(১২) সকলতৃপালকুলপ্লায়কালাগ্ৰহেন চেদিপতিনা সমুন্মুক্তিঃ
চন্দ্ৰাবয়পাৰ্বিবানাঃ পৃথিব্যামাধিপতাঃ হিন্দীকষ্টু মহমস্য সংৱস্তঃ।

—প্ৰবোধচল্লোদয় নাটক, পৃঃ ১২।

(১৩) যেন চ বিবেকেৰে নিৰ্জিত্য কৰ্ণঃ মোহবিবৰ্জিতঃ।

শ্ৰীকৌর্ত্তিবৰ্ষনৃপতেবেৰ্ধমোবোদয়ঃ কৃতঃ॥—প্ৰবোধচল্লোদয় নাটক, পৃঃ ১৪।

(১৪) যেন কৰ্ণ সৈন্যসাগৱং বিৰ্প্রথ্য মধুমথনেৰে কীৱস্যুক্তঃ
সমাসাদিতা সমৱৰিজয়লক্ষ্মীঃ। —প্ৰবোধচল্লোদয় নাটক পৃঃ ১১।

(১৫) Ueber das Leben der Jaina monchs Hemchandra, by Georg Buhler, p. 69.

(১৬) বিজ্ঞমাক্ষদেবচৱিত, ১১০২—৩ ; ১৮১৩।

ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ଟ୍ ସୋସାଇଟୀର ପଞ୍ଜିକାଯ ଗୋଡ଼େଖରେ ସହିତ କର୍ଣ୍ଣଦେବେର ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହିଁଯାଛେ । “ଦୀପକ୍ଷର ଶ୍ରୀଜାନ ସଥନ ବଜ୍ରାସନେ, ଅର୍ଥାଏ— ମହାବୋଧିତେ ବାସ କରିତେଛିଲେନ, ମେହି ସମୟେ ମଗଧ-ରାଜ୍ ନୟପାଳେର ସହିତ ତୌର୍ଥିକଧର୍ମାବଳମ୍ବୀ କର୍ଣ୍ଣ-ରାଜେର ବିବାଦ ହିଁଯାଛିଲ । କର୍ଣ୍ଣ-ରାଜ୍ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଯାଛିଲେନ, କିନ୍ତୁ ତିନି ମଗର ଅଧିକାର କରିତେ ନା ପାରିଯା କତକ ଗୁଲି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ମନ୍ଦିରାଦି ଧର୍ମ କରିଯାଛିଲେନ । ପରେ ନୟପାଳେର ମେନା ଜୟନାଭ କରିଲେ କର୍ଣ୍ଣ-ରାଜେର ମେନାଗଣ ସଥନ ନିହିତ ହିଁତେଛିଲ ତଥନ ଶ୍ରୀଜାନ ତାହାଦିଗଙ୍କେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିଯା ରକ୍ଷା କରିଯାଛିଲେନ । ତାହାର ଚେଷ୍ଟାଯ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଗିତ ହିଁଯା ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପିତ ହିଁଯାଛିଲୁ” ।” ତିବରତୀଯ ମାହିତ୍ୟେ କର୍ଣ୍ଣ-ରାଜ୍ ମେ ଚେଦିରାଜ୍ କର୍ଣ୍ଣ, ମେ ବିଷୟେ କୋନାଇ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋମୋହନ ଚତ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଯାଛିଲେନ^(୭୭) । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାପ୍ରମାଦ ଚନ୍ଦ ତାହା ନମର୍ଥନ କରିଯାଚେନ^(୭୮) ; ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦୁ ଏହି ମତାବଳମ୍ବୀ^(୭୯) । ନୟପାଳେର ସହିତ କର୍ଣ୍ଣର ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପିତ ହିଁଲେ ନୟପାଳେର ପୁତ୍ର ବିଶ୍ଵହପାଳେର ସହିତ କର୍ଣ୍ଣର କଣ୍ଠା ଗୌବନଶ୍ରୀ ବିବାହ ହିଁଯାଛିଲ ।

ନୟପାଳଦେବେର ରାଜ୍ୟେ ଦୁଇଥାନି ଶିଳାଲିପି ଓ ଏକଥାନି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରହଣଗରେ କ୍ରଫ୍ଟଦ୍ୱାରିକା ମନ୍ଦିରେ ଆବିସ୍ତ ଏକଥାନି ଶିଳାଲିପି ହଟିତେ ଅବଗତ ହେଲା ଯାଯ ସେ, ପରିତୋଯେର ପୌତ୍ର, ଶୁଦ୍ଧକେର ପୁତ୍ର, ବିଶ୍ଵାଦିତ୍ୟ, ନୟପାଳଦେବେର ପକ୍ଷଦଶ ରାଜ୍ୟାଙ୍କେ ଜନାନ୍ଦିନେର ଏକଟି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଯାଛିଲେନ^(୮୦) । ଏହି ବିଶ୍ଵାଦିତ୍ୟ ବା ବିଶ୍ଵରପ ଉତ୍କୃ

(୭୭) Journal of the Buddhist Text Society, Vol. I p. 9.

(୭୮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1900, pt. I. p. 192.

(୭୯) ଗୋଡ଼ରାଜମାଳା, ପୃଃ ୪୫ ।

(୮୦) ବଙ୍ଗର ଜାତୀୟ ଇତିହାସ (ରାଜନାକାଣ୍ଡ), ପୃଃ ୧୨୬, ପାଦଟିକା, ୧୯ ।

(୮୧) ଗୋଡ଼ଲେଖମାଳା, ପୃଃ ୧୧୧—୧୫ ।

বৰ্ষে গদাধৰেৱ জন্ম আৱ একটি মন্দিৱ নিৰ্মাণ কৱাইয়াছিলেন। বৰ্তমান গদাধৰ-মন্দিৱেৱ প্ৰাঙ্গণে অবস্থিত নৱসিংহদেৱেৱ মন্দিৱমধ্যে আবিস্কৃত শিলালিপি হইতে এই কথা অবগত হওয়া যায়^(৩)। নয়পালদেৱেৱ চতুর্দশ রাজ্যাক্ষে রাজ্ঞী উদ্বাকাৰ ব্যয়ে লিখিত একথামি “পঞ্চরক্ষা” গ্ৰন্থ আবিস্কৃত হইয়াছিল। ইহা একশে কেন্দ্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়েৱ পুস্তকাগাৰে রক্ষিত আছে। ইহাৰ পুল্পিকায় লিখিত আছে;—“দেয়ধৰ্মোয়ং
প্ৰবৰমহাযানযায়ন্ত্রা পৰমোপাসিকাৰাজ্ঞীউদ্বাকায়া যদত্পুণ্যস্তুতৰজ্ঞা-
চার্যোপাধ্যায়মাত্তাপিতৃপুৰ্বংগমং কুড়া সকল সত্ত্বৰাশেৱমুতৰজ্ঞানাবাপ্তয়
ইতি॥ পৰমসৌগতমহাবাজাধিৱাজপৰমেৰণীমন্ত্বপালদেৱ-প্ৰবৰ্দ্ধমান-
বিজয়ৱাজ্যে সন্ধি ১৪ চৈত্ৰদিনে ২৭ লিখিতেয়ং ভট্টারিক। ইতি^(৪)।” অনু-
মান হয় যে, নয়পালদেৱ বিংশতিৰ্বৰ্ষকাল গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং ১০৪৫ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। নয়পালদেৱেৱ রাজ্যকালে বৈদ্যজ্ঞাতিৱ প্ৰভৃতি তইয়াছিল; বৈদ্য-গ্ৰন্থকাৰ চক্ৰ-
পাণিদন্তেৱ পিতা নাৱায়ন, নয়পালদেৱেৱ রঞ্জনশালাৰ অধ্যক্ষ ছিলেন^(৫)।
জনাদিন-মন্দিৱেৱ প্ৰশংস্তি বাজীবৈদ্যসহদেৱ^(৬) কৰ্তৃক এবং গদাধৰ-
মন্দিৱেৱ প্ৰশংস্তি বৈদ্যবজ্রপাণি^(৭) কৰ্তৃক বচিত হইয়াছিল।
এই খোদিতলিপিসহয়ে শিল্পীৰ অনবধানতা প্ৰযুক্ত বহু ভ্ৰম সত্ৰেও রচয়িত-
গণেৱ বিশ্বার ও রচনাকোশলেৱ ঘথেষ্ট পৰিচয় পাওয়া যায়। নয়পাল-
দেৱেৱ মৃত্যুৰ পৱে তাহার পুত্ৰ ততীয় বিগ্ৰহপাল গৌড়-মগধ-বঙ্গেৱ

(৩) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 78.

(৪) Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, p. 175, No. Add. 1688.

(৫) চৰন্ত, ১৩০২ সাল, পৃঃ ৪০৭।

(৬) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২০।

(৭) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 78.

অধিকার লাভ করিয়াছিলেন^(১)। নয়পালদেবের রাজ্যকালে বিক্রমপুর-বাসী দীপক শ্রীজ্ঞান মালন মহাবিহারের সভ্যস্থবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিব্বত-রাজ্যের অনুরোধে শ্রীজ্ঞান তথায় গমন করিয়াছিলেন^(২)।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজ্যকাল হইতে পাল-সাম্রাজ্যের অধিকার আরম্ভ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে উত্তরাপথে প্রবল রাজ-শক্তির একান্ত অভাব হইয়াছিল। আর্য্যাবর্তের এই ঘোর দুর্দিনে মুসলমান সেনাপতি আহমদ মিয়াল-তিগীন् অনায়াসে বিস্তৃত ঘন্থদেশ অতিক্রম করিয়া পরিশ্রম বারাণসী নগরী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন^(৩)। বিশাল আর্য্যাবর্তের অন্ধক্ষেত্রে রাজগুণগের মধ্যে কেহই তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন নাই। প্রজ্বরেশ্বর প্রধাগে প্রতিষ্ঠানের ক্ষত্র দুর্গে আশ্রয়ক্ষার চিন্তায় ব্যাপ্ত ছিলেন। অস্তরিংদ্রোহ দমন ও বহিঃশক্তির আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা-কার্যে তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকাল অতি-বাহিত হইয়াছিল। চেন্দিবংশীয় কর্ণদেব ও কল্যাণের চালুক্যবংশীয় আহবমল্লের পুত্র বিক্রমাদিত্য^(৪) তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে গৌড়-

(১) পীতঃ সজ্জ-লোচনঃ অৱৰিপোঃ পূজা [মুরস্তঃ সদঃ]

সংগ্রামে [চতুর্বো] হধিক [কঃ] হরিতঃ কালঃ কুলে বিদ্রিষাঃ ।

চাতুর্বৰ্ণ-সমাশ্রয়ঃ সিতব্যশ [: পুঁজৈ] র্জগতপ্রয়ন

শ্রীমবিগ্রহপালদেব—নৃপতি-[জঙ্গে-ততো ধামভৃৎ ?] || ১৩

—গৌড়লেখমালা, পঃ ১২৪ ।

(২) Indian Pandits in the land of Snow, by Rai Sarat Chandra Das Bahadur, C. I. E., pp. 51-71.

(৩) Farikh-i-Baitaki (Bibliotheca Indica), p. 497.

(৪) গায়স্ত্রম গৃহীত-গৌড়-বিঙ্গ-গুৰুবেরমত্তাহবে
তঙ্গোঝ, সিত-কামরূপ-নৃপতি-প্রাজ্য-প্রাপত্তিরঃ ।

ভারুম্যন-চক্র-ঘোষমুহিত-প্রতুয়নিত্রাসোঃ

পুরুষেঃ কটকেয়ু সিঙ্গবনিতাঃ প্রাজেয়ন্তকং যশঃ ॥

— বিক্রমাদিত্যদেবচরিত, ৩-৭৪ ।

রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কর্ণদেব পরাজিত হইয়া তাহার ঘোবনশ্চি
নামী কগ্নার সহিত বিগ্রহপালদেবের বিবাহ দিয়াছিলেন^(১)। চালুক্য-
রাজ আর্য্যাবর্তের পূর্বাঞ্চল বিজয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া-
ছিলেন। এই সময়ে উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত জাতি বিশ্রেষ্ঠী হইয়াছিল এবং
তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজ্যের শেবভাগ বিশ্রেষ্ঠদণ্ডনে অতি-
বাহিত হইয়াছিল। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের একখানি তাত্ত্বশাসন ও
একটি শিলালিপি আবিষ্ট হইয়াছে। তাত্ত্বশাসনখানি বিগ্রহপালদেবের
দ্বাদশ বা অয়োদশ রাজ্যাক্ষে সম্পাদিত হইয়াছিল এবং এতদ্বারা বিগ্রহ-
পালদেব পৌঙ্গুবর্জন-ভূক্তির কোটিবর্ষ-বিষয়ে অবস্থিত আঙ্গনী গ্রামে
থোক্কোতদেবশৰ্ম্মা নামক জনেক আক্ষণকে প্রদান করিয়াছিলেন^(২)।
শিলালিপিখানি গয়ায় অক্ষয়-বটের পাদমূলে সংলগ্ন আছে। ইহা হইতে
অবগত হওয়া যাই যে, বিগ্রহপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাক্ষে বিশ্বাদিত্য গয়া
নগরে বটেশ ও প্রপিতামহেশ্বর নামক শিবলিঙ্গস্থ স্থাপন করিয়া দুইটি
মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন^(৩)।

বিগ্রহপালদেবের অয়োদশ রাজ্যাক্ষে স্ববর্ণকার নাহের পুত্র দেহেক
একটি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন^(৪)। এই মূর্তিটি বিহার নগরে
আবিষ্ট হইয়াছিল এবং ইহা একখণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত

(১) যে বিগ্রহপালে ঘোবনশ্চিয়া কর্ণস্য রাজ্যঃ স্বতয়া সহ ক্ষোণ্যমুচ্চবান।
সহস্র বলেনাবিত্তে। রফিতো রণজিতঃ সংগ্রামজিতঃ কর্ণো দাহলাধিপতির্থে। রণজিতঃ
এব পরস্ত রফিতো ন উন্মুলিতঃ।

—রামচরিত, ১৯ টীকা ; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal,
Vol. II. p. 22.

(২) গোড়লেখমালা, পৃঃ ১২২ ; Memoirs of the Asiatic Society of
Bengal, Vol. V. p. 80. Epigraphia Indica Vol. XV. pp. 293-301.

(৩) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V. pp. 81-82,

(৪) Ibid, p. 112.

ଆଛେ । କର୍ଣ୍ଣର କଞ୍ଚା ଘୋବନଶ୍ରୀ ବ୍ୟାତୀତ ତୃତୀୟ ବିଗ୍ରହପାଳ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ-
ବଂଶୀୟ ମହିଳାର ପାଣିଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଲେନ, ଈହାର ନାମ ଅନ୍ଧାବଦି ଆବି-
କୃତ ହୟ ନାହିଁ । ବିଗ୍ରହପାଳଦେବେର ତିନ ପୁତ୍ରେର ନାମ ଆବିକୃତ ହିୟା-
ଛାଚେ ;—ମହୀପାଳ, ଶୂରପାଳ ଓ ରାମପାଳ । ରାମପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟବଂଶୀୟ
ମହିଲୀର ଗର୍ଭଜାତ । ଈହାର! ସକଳେଇ ଏକେ ଏକେ ଗୋଡ଼-ସିଂହାସନେ
ଆରୋହଣ କରିଯାଇଲେନ । ବିଗ୍ରହପାଳଦେବେର ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ତାହାର ଜ୍ୟୋତ୍
ପୁତ୍ର ଦ୍ଵିତୀୟ ମହୀପାଳଦେବ ଗୋଡ଼-ସିଂହାସନେ ଆରୋହଣ କରିଯାଇଲେନ ।

ବୀରଭୂମ ଜ୍ଞାନୀୟ ପାଇକୋର ଗ୍ରାମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେକୁଣ୍ଡ ମୁଖୋପାଦ୍ୟାୟ ମହାଶୟାମ
ଚେନ୍ଦୀ-ରାଜ ଶ୍ରୀକର୍ଣ୍ଣଦେବେର ଶିଳାଲିପିଯୁକ୍ତ ଏକଟି ପାଦାଗତ୍ସ୍ତ୍ର ଆବିକ୍ଷାର
କରିଯାଇଲେନ । ଏହି ଖୋଦିତଲିପିତେ ଶ୍ରୀକର୍ଣ୍ଣଦେବେର ନାମ ଓ ତାହାର ବଂଶ-
ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଠ କରା ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଖୋଦିତଲିପି କ୍ଷୟ ହିୟା ଯାଓଯାଏ ଉକ୍ତ
ସ୍ତ୍ରେ କି ଜୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଇଯାଇଲି ତାହା ବୁଝିତେ ପାରା ଯାଏ ନା । ବଙ୍ଗ-
ଦେଶେର କେନ୍ଦ୍ରରୁଲେ ରାଢ଼ ଭୂଭାଗେର ମଧ୍ୟଦେଶେ ଅବସ୍ଥିତ ପାଇକୋର ଗ୍ରାମେ
ଏହି ସ୍ତ୍ରେ ଆବିକୃତ ହେଉଥାଏ ଅମୁମାନ ହଇତେଛେ ସେ, କର୍ଣ୍ଣଦେବ ସ୍ୟଂ ଏହି
ପାଇକୋର ଗ୍ରାମେ ଆସିଯା ଏକଟି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଯାଇଲେନ, ଅଥବା
ଏକଟି ଜୟସ୍ତ୍ର ଷାନ କରାଇଯାଇଲେନ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେକୁଣ୍ଡ ମୁଖୋପାଦ୍ୟାୟ ସେ
ସ୍ତ୍ରେଟି ଆବିକ୍ଷାର କରିଯାଇଲେନ ତାହା ହୟ କର୍ଣ୍ଣଦେବେର ଜୟସ୍ତ୍ର, ନା ହୟ କର୍ଣ୍ଣଦେବ
ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରେର ମତ୍ତୁ ବା ଅର୍ଦ୍ଧମତ୍ତୁପେର ସ୍ତ୍ରେ^(୧) । କର୍ଣ୍ଣଦେବ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର
ବେବାରାଙ୍ଗେ ଅମର-କଟକନାମକ ତୀର୍ଥେ ଆବିକୃତ ହିୟାଛେ । ପାଇକୋରେର
ଧର୍ମ୍ସାବଶ୍ୟେ ଥନନ କରିଲେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଆବିକ୍ଷାର ହିତେ ପାରେ । କର୍ଣ୍ଣଦେବ

(୧) ପାଇକୋରେର ସ୍ତ୍ରେଲିପିର ବିବରଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେକୁଣ୍ଡ ମୁଖୋପାଦ୍ୟାୟ କର୍ତ୍ତକ “ବୀରଭୂମ
ବିବରଣ ନାମକ ଗ୍ରହେ ଦିତୋଯ ଥଣ୍ଡେ ପ୍ରକାଶିତ ହିୟାଛେ (୩୫: ୨) । ପ୍ରକୃତତ୍ଵବିଭାଗେର
ପୂର୍ବଚକ୍ରେରଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଣ୍ଠିନାଥ ନାରାୟଣ ଦୀକ୍ଷିତ ଆମାକେ ଏହି ଖୋଦିତ
ଲିପି^(୨) ଅତିଲିପି, ଉକ୍ତ ପାଠର ସ୍ତ୍ରେର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଯା ବାଧିତ କରିଯାଇଲେ ।

হয়ত যুক্ত্যা হাৰ গৌড়দেশে আসিয়া বিতোৱ অভিযানে গৌড়াধিপ তৃতীয় বিগ্রহপালকে পৱাজিত কৱিয়া এই জয়স্তম্ভ স্থাপন কৱিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার কণ্ঠা যৌবনশীর সহিত তৃতীয় বিগ্রহপালেৰ বিবাহ দিয়া পাইকোৱ গ্ৰামে একটি মন্দিৱ নিৰ্মাণ কৱাইয়াছিলেন।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেৱই বোখ হয় বহু রঞ্জত মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৱিয়াছিলেন। এই জাতীয় মুদ্ৰা পাটনা জেলায় ঘোষৱাৰী গ্ৰামে, বীৱদেৱ নিৰ্শিত মন্দিৱেৰ ধৰংসাৰশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল ৳ৰ ।

(২৬) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol, 1, p. 233, 239.

পরিশিষ্ট (জ)

শূর-রাজবংশ

বাঙ্গালা দেশ শূর উপাধিধারী রাজ-বংশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম জনক্রতি আছে। কথিত আছে যে, আদিশূর নামক কোন রাজা ভারতবর্ষের অন্ত কোন স্থান হইতে বাঙ্গালা দেশে রাজ্য আনয়ন করিয়াছিলেন। যে জাতীয় প্রমাণ, বিজ্ঞান-সম্বন্ধ প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে, তদমুসারে শূরবংশীয় দুইজন নবপতির নাম মাঝে অন্তর্বাদি আবিক্ষুত হইয়াছে। প্রথমের নাম রংশূর। প্রথম রাজেন্দ্রচোলদেব যখন দিখিক্ষয় উপলক্ষে উত্তরাপন্থে আসিয়াছিলেন, তখন রংশূর দক্ষিণ-বাচের অধিপতি ছিলেন। এতবাতীত সাক্ষাকরনক্ষে-বিরচিত রামচরিতে লক্ষ্মীশূর নামক অপর মন্দিরের অধিপতির নাম পাওয়া যায়। দ্বাম্পালের সহিত কৈবর্ত-রাজ ভৌমের দুর্জ্জকালে লক্ষ্মীশূর রামপালের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রংশূরের সহিত লক্ষ্মীশূরের কি সম্পর্ক এবং তাহারা একবংশজাত কি না, তাহা অন্তর্বাদি নির্ণীত হয় নাই। রাজশাহী জেলায় মাল্বাগ্রামে আবিক্ষুত তৃতীয় গোপালদেবেতে শিলালিপিতে বোধ হয়, দামশূর নামক এক বাস্তির উল্লেখ আছে। লক্ষ্মীশূর ও দামশূরের প্রসঙ্গ যথাস্থানে উৎখাপিত হইবে। বঙ্গদেশে আবিক্ষুত কুলগ্রহসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আদিশূর নামক একজন রাজা ভারতবর্ষের অন্ত কোন স্থান হইতে যজ্ঞ করাইবার জন্য বাঙ্গালা দেশে পঞ্জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। কুলশাস্ত্র ভিন্ন আনা কোন জাতীয় প্রচ্ছে আদিশূরের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখন যে সমস্ত কুলগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের মধ্যে দুই একখানি বাতীত অপর সমস্তই গত দুই শতাব্দীর মধ্যে রচিত। যে দুই একখানি কুলগ্রহ অতি প্রাচীন বলিয়া পরিচিত, তাহারও কোন পুরাতন পুঁথি আবিক্ষুত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্গদেশীয় কুলশাস্ত্র-গ্রন্থসমূহ যতই প্রাচীন হউক, তাহা আদিশূরের আনুমানিক আবর্ত্তাব-কালের বহু পরে রচিত; হৃষিকেশ তৎসমূহ বিজ্ঞানসম্বন্ধ প্রণালীতে রচিত ইতিহাসের উপাদানসমূহ গ্রহণ

করিতে হইলে অপর প্রমাণের সমর্থন আবশ্যক। অস্ত্রাবধি কোন তাত্ত্বিকসন্দেহ বা খোদিতলিপিতে কুলশাস্ত্রের উক্তি সমর্থনকারী প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণের মূল্য পূর্বে আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ৫২)। আদিশূর সমষ্টিকে কুলশাস্ত্রের প্রমাণ ব্যক্তির ধরন অন্ত কোন জাতীয় প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন আদিশূর সমষ্টিকে কুলগ্রন্থের প্রমাণ বিশ্লেষণ করা নিতান্ত আবশ্যক। আদিশূর সমষ্টিকে ১৩১৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত কুলশাস্ত্রের যত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কর্তৃক “গোড়রাজমালা”য় সংকলিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন,—“রাজীয় কুলজ্ঞগণের মধ্যে প্রচলিত আদিশূর সমষ্টিকে জনশ্রুতি নিয়োক্ত ঝোকটিতে বিনিবক্ষ আছে,—

আসীঁ পুরা মহারাজ আদিশূর প্রতাপবান् ।

আনীতবান্ হিজান্ পঞ্চগোত্রসমৃষ্টবান্ ॥

...বারেন্ত কুলজ্ঞগণের গ্রন্থে আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তাহারা আদিশূরের এবং বঙ্গালদেশের সম্বন্ধ নিকৃপণ করিয়াছেন। যথা,—

“তাতো বঙ্গালদেশো শুণিগব্যগণিতসন্তান দৌহিত্রবংশে ।”—আদিশূর রাজা পঞ্চগোত্রের পক্ষ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন.....এহি পঞ্চগোত্রে পক্ষ ব্রাহ্মণ সংস্থাপন করিয়া আদিশূর রাজার সর্গারোহণ ।...বারেন্তকুলপঞ্জিকার ঐতিহাসিক অংশ ‘আদিশূর রাজার ব্যাখ্যা’ নামে পরিচিত। লালোরনিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন মুকুটমণির, মাঝগামের শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সার্বভৌমের এবং রামপুর বোঝালিয়ার শ্রীযুক্ত নৃতাগোপাল রায় মহাশয়-সংগৃহীত পুঁটিয়ানিবাসী শ্রমহেশচন্দ্র শিরোমণির ঘরের পুস্তকমধ্যে পাঁচ প্রকার আদিশূর রাজার ব্যাখ্যার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে দুইখানিতে বঙ্গালদেশ আদিশূরের দৌহিত্রবংশসন্তব বলিয়া কথিত ।.....“গোড়ে ব্রাহ্মণ” গ্রন্থে (বিতীয় সংস্করণ, ১৬ পৃঃ) উক্ত একটি ঝোকে কথিত হইয়াছে—রাজা শ্রীধর্মপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আবিগাঞ্জিকে যজ্ঞান্তে দক্ষিণ দানার্থ ধামদার গ্রাম দান করিয়াছিসেব। শ্রীযুক্ত বগেন্দ্রনাথ বস্তুর মতামুসারে, এই ধর্মপালকে যদি পালবংশীয় ধর্মপাল মনে করা যায়, তবে আদিশূরকে ধর্মপালের পিতা গোপালের তুলাকালীন বিবেচনা করিতে হয়। এইসপ সিঙ্কান্ত ‘গোড়ে ব্রাহ্মণ’ ধৃত (৮০ পৃঃ) ‘ভাদ্রভূকুলের বংশাবলীর নিয়োক্ত বচনের বিরোধী=

ତାଦିଶୁର: ଶୁରବଂଶସିଂହୋ ବିଜିତ୍ ବୌଦ୍ଧ ମୃପପାତବଂଶ: ।

ଶଖାସ ଗୋଡ଼” ଇତ୍ୟାଦି ।

‘ଗୋଡ଼େ ବ୍ରାକ୍ଷଣ’ଧୂତ ଏହି ଶେଷୋଙ୍କ ବଚନ ଆବାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦ କର୍ତ୍ତ୍କ ବାରେଶ୍ଵରକୁଳପଞ୍ଜିକାଧୂତ “ଶାକେବେଦକଲମ୍ବଚକବିନିତେ ରାଜାଦିଶୁର ନ ୮” (ବଙ୍ଗେର ଜାତୀୟ ଇତିହାସ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ୮୩ ପୃଃ) ଏହି ବଚନେର, ଅର୍ଥାତ୍—ଆଦିଶୁର ୬୫୪ ଶକାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଲେନ, ଏହି ମତେର ବିରୋଧୀ । ସେ ସେ କୁଳଜ୍ଞଗଣେର ମହିତ ଆଲ୍ମା କରିଯାଇଛି, ତାହାରା ଏ ସକଳ ବଚନେର କୋନଟିର ବିଷୟେଇ ଅବଗତ ନହେନ । ହୁତରାଂ ଏହି ସକଳ ବଚନ ଅବଳ ଜନକ୍ରତିଶୂଳକ ବଲିଯା ସ୍ଥିକାର କରି ଯାଯା ନା.....‘ଲୟୁଭାରତ’କାରାଓ ଆଦିଶୁର କର୍ତ୍ତ୍କ ଗୋଡ଼େର ପାଲ-ଧର୍ମ ଉଚ୍ଛବେର ଡଲ୍ଲେଖ କରିଯା ଗିଯାଛେ (ଗୋଡ଼େ ବ୍ରାକ୍ଷଣ, ୩୨ ପୃଃ, ୪ ମଂଟିକା) । ” —ଗୋଡ଼୍ରାଗମାଳା, ପୃଃ ୫୭-୫୮ ।

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାପ୍ରଦାଦ ଚନ୍ଦ-ମଂଗୁହୀତ ଆଦିଶୁର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୁଳଶାସ୍ତ୍ରେର ପ୍ରମାଣ ପୟାଲୋଚନ କରିଲେ ଶ୍ରୀ ବୁନ୍ଦାବେର ପୂର୍ବେ ଆବିହୃତ କୁଳଶାସ୍ତ୍ରସମୁହେ ଆଦିଶୁରର ଆବିର୍ଭାବକାଳ ସଥିକେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ମତ ଛିଲ । ପ୍ରଥମ ମତାନୁସାରେ ଆଦିଶୁର ପାଲ-ରାଜ୍ୟବଂଶେର ପୁରୁଷାର୍ତ୍ତ, ତିବି ୬୫୪ ଶକେ ଆବିହୃତ ହଇଯାଇଲେ ଏବଂ ଆଦିଶୁର ପ୍ରଥମ ଗୋପାଳଦେବେର ସମନାମୟିକ ବ୍ୟାଙ୍ଗ । ଦ୍ୱିତୀୟ ମତାନୁସାରେ ଆଦିଶୁର ପାଲ-ରାଜ୍ୟଗଣକେ ପରାଜିତ କରିଯା ଗୋଡ଼େର ଅଧିକାର ଲାଭ କରିଯାଇଲେ; ‘ଭାଦ୍ରାକୁଳେ ବଂଶବାଲିତେ ଓ ‘ଲୟୁଭାରତେ’ ଏହି ମତ ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଯାଇ ।

ଜୟନ୍ତ ଓ ଆଦିଶୁରର ଏକତ୍ର ସଥିକେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆବିହୃତ ହଇଯାଇଛେ, ତେବେଳୁ ପୂର୍ବେ (୧୦୨-୩୩ ପୃଃ) ଆଲୋଚିତ ହଇଯାଇଛେ । ୧୨୩୧ ବଙ୍ଗାବେ ଏକାଶିତ ‘ବଙ୍ଗେର ଜାତୀୟ ଇତିହାସ,’ ରାଜନ୍ତକାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦ କତକଗୁଣ୍ଠନୁତନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଯାଇଛେ :—

(୧) “ରାଢିଆ କୁଳମଞ୍ଜରୀତେ ବଣିତ ହଇଯାଇଁ, ୬୫୪ ଶକେ, ଅର୍ଥାତ୍ ୭୩୨ ଖୂଟାବେ ଆଦିଶୁର ରାଜ ! ହନ ଏବଂ ୬୬୮ ଶକେ ବା ୭୪୬ ଖୂଟାବେ ମାଧ୍ୟିକ ବିପ୍ରଗଣ ଗୋଡ଼େ ଆଗମନ କରେନ ।” ପୃଃ ୧୨

(୨) “ମୁପ୍ରମିକ ରାଢିଆ କୁଳାଚାର୍ୟ ବାଚମ୍ପାତିମିଶ୍ରେର ମତେ ୬୫୪ ଶକେଇ (୭୩୨ ଖୂଟାବେ) ବିପ୍ରଗଣ ଗୋଡ଼େ ସମାଗତ ହନ ।”

(୩) “ବାରେଲ୍ କୁଳପଞ୍ଜୀର ମତେ.....୬୫୪ ଶକେ.....କାନ୍ତକୁଞ୍ଜୋନ୍ତବ ସମ୍ବଲକାନ୍ତି-ବିଶ୍ଵଷ୍ଟ ପକ୍ଷଗୋଡ଼େର ପକ୍ଷଜନ ବେଦବିଦ୍ୟ ବ୍ରାକ୍ଷଣକେ ଆନିବାର ଅଞ୍ଚ ଯତ୍ତବାନ୍ ହଇଯାଇଲେ ।” ପୃଃ ୧୩

(৪) আমৱা বাৰা এছ আলোচনা কৰিয়া বুৰিবাছি ষে, “আদিশূৰ, ব্যক্তিবিশেষেৰ নাম বহে। মুসলমান-আগমনেৰ পূৰ্বে বিভিন্ন সময়ে যে যে হিন্দু-নৃপতি-হিন্দু সমাজ-সংক্ষাৰে মনোবোগী হইয়াছেৰ, কুল-এমূলকারণগুণ সেই সেই নৃপতিকেই ‘আদিশূৰ’ নাম দিয়া গোৱবাধিত কৰিয়াছেন। তথ্যে রাটীয় ও বারেন্ড্ৰ ভাঙ্গণগণেৰ বাঁজপুৰুষ ক্ষিতীশ, তিথিমেধা, বীতৰাগ, শুধানিধি ও সোভৰি—পঞ্চগোতীয় এই পঞ্চ ভাঙ্গণ যাহাৰ যজ্ঞ কৰিতে আসেন, তিনি প্ৰথম আদিশূৰ।”—পৃঃ ১০৬।

(৫) “সাৱন্ধত, কাষ্ঠকুজ, গোড়, মেথিল ও উৎকললিঙ্গেৰ বাসভূমিই পঞ্চগোড়। একপ স্থলে কাষ্ঠকুজও গোড়াধিপেৰ অধিকাৰভূমি হইয়াছিল। খুব সম্ভব তিনিই শু্ববংশমধ্যে প্ৰথম পঞ্চগোড়েৰ অধীনৰ হইয়াছলেন বলিয়া পৱন্তী কালে আদিশূৰ নামেই প্ৰসিদ্ধ হইয়াছিলেন।”

(৬) “ভগবান् বিষ্ণু দেমন বৰাহ অবতাৱে অল হইতে পৃথিবী উক্তাৱ কৰেন, ভোজদেবও সেইৱপ পৈতৃক সাম্রাজ্য উক্তাৱ কৰিয়া ‘আদিবৰাহ’ উপাধি ধাৰণ কৰেন। উক্তবৰাচীয় কায়স্থ-কুলগ্ৰহে ইনিই কাষ্ঠকুজাধিপ ‘আদিশূৰ’ বলিয়া পাৰ্বাচিত হইয়াছেন।”

(৭) “মহারাজ শশোৰশীৱ প্ৰেৰণাৰ গোড়মণ্ডলে যে সকল ভাঙ্গণ কাৰছ বৈদিক ধৰ্মপ্ৰচাৱে মনোবোগী হইয়াছিলেন, আদিশূৰেৰ পিতা মাধবকে আমৱা তাহাদেৱ অস্ততম ঘনে কৰি। পৃঃ ১০৮

(৮) “পূৰ্বেই” লিখিবাছি ষে, আদিশূৰেৰ যজ্ঞ কৰিবাৰ অন্ত ৬৫৪ শকে পঞ্চ সাধিক ভাঙ্গণ আগমন কৰেন। এ সময়ে আদিশূৰেৰ সভায় ভাঙ্গণগুণেৰ আগমনেৰ কথা ও কোন কোন গ্ৰহে বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু হিৰিমিশ, বাচল্পতিমিশ, মহেশমিশ, শামচতুরানন প্ৰভৃতিৰ প্ৰাচীন ও প্ৰামাণ্য প্ৰস্তুত কোথা ও এ কথা লিখিত হয় নাই।”—পৃঃ ১১২।

একই বাস্তিৰ চিত একই গ্ৰহে প্ৰকাশিত মতগুলি পৰম্পৰেৰ বিৰোধী। ৬৫৪ অধিবা ৬৬৮ শকে ভাঙ্গণ আগমন এবং পঞ্চ গোড়ে আদিশূৰেৰ সাম্রাজ্য হাঁপন ‘বজোৱা আতীয় ইতিহাস’ নামক এছমালাৰ মূলমন্ত্ৰ। এই মত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবাৰ জনা ইয়ুক্ত নগেন্দ্ৰনাথ বহু মহাশয়কে বহু কুলগ্ৰহেৰ অবতাৰণ। হইয়াছে; কিন্তু অবতাৰণাকালে উক্তিসমূহে পৰম্পৰেৰ সামঝস্য বক্ষিত হয় বাই। যে আদিশূৰ

৬৫৪ শতাব্দী সন্তাটি পদবী লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কখনই ভোজদের হইতে পারেন না; কারণ, শুঙ্গর-প্রতীহারব শীঘ্ৰ তোজদেব খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীৰ বিতোয় পাদে সিংহাসনে আৰোহণ কৰিয়াছিলেন। বহুজন মহাশয় গ্রহণ কৰিতে একাধিক আদিশূরের অস্তিত্ব শীকাৰ কৰিয়াছেন বটে, কিন্তু অদ্যাবধি ইতিহাসে শুভবৎশে আদিশূর নাম কিম্বা উপাধিধারী দুইজন রাজাৰ অস্তিত্বের কথাৰ উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

কান্তকুজ-রাজ যশোবৰ্ষার রাজত্বকালে আদিশূরের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, 'বঙ্গেৰ জাতীয় ইতিহাসে' বহুজন মহাশয় ইহাই প্রতিপন্থ কৰিবাৰ চেষ্টা কৰিয়াছেন। কিন্তু যশোবৰ্ষার রাজত্বকালে কোন গৌড়েৰ কান্তকুজ বিজয় বা অধিকাৰ কৰিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্যৱৰ্ণনে গৃহীত হইতে পারে না। বক্তৃত: শশাঙ্ক নৰেলুকুণ্ঠ, ধৰ্মপাল ও দেবপাল বাতীত অন্য কোন গৌড়-রাজেৰ পক্ষে কান্তকুজ হয় বা অধিকাৰ অসম্ভব ছিল। শ্রীগুৰু রমাপ্রসাদ চন্দ্ৰ প্ৰমাণ কৰিয়াছেন যে—

বেদবাণীক্ষণাকে তু নৃপোহৃতচান্দিশূরকঃ।

বহুকৰ্ম্মাকে শাকে পোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।

এই ঝোকটি ৭বংশীবদন্ব বিদ্যারত্ন-সংযুক্তি কোনও কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাব না, পৰন্তু 'কুলদোৰ' নামক গ্রন্থে বিষ্ণুলিখিত ঝোকটি লিখিত আছে।

ক্রতীবৎশে সমৃৎপুরো মাধবেৰ কুলসম্ভবঃ।

বহু ধৰ্ম্মাষ্টকে শকে নৃপ (পো) তু (ভৃ)চান্দিশূরকঃ।

হতৰাং অদ্যাবধি কুলশাস্ত্ৰোলিখিত যে সমস্ত প্ৰমাণ আবিকৃত হইয়াছে, তাহাৰ উপরে নিৰ্ভৰ কৰিয়া কান্তকুজ-রাজ যশোবৰ্ষার রাজত্বকালে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীৰ প্ৰথমাৰ্দ্দে আদিশূরেৰ আৰিভৰ্তাৰকাল বিৰ্তুৱ কৰা অথবা গৌড়ে একাধিক আদিশূরেৰ অস্তিত্ব শীকাৰ কৰা বাইতে পারে না।

কোন দেশ হইতে বজে ব্ৰাহ্মণ আগমন কৰিয়াছিল, সে সম্বৰ্দ্ধে কুলশাস্ত্ৰে মতবৈধ আছে,—

(১) গ্ৰামীণ প্ৰাচীন কুলচাৰ্যা হ্ৰিমিশ্র: লিখিয়াছেন—“মহারাজ আদিশূর পঞ্চ-গৌড়েৰ অধিপতি ছিলেন, কাশীশূরেৰ সঙ্গে তাহাৰ স্পৰ্শ ছিল। তাহাৰ সম্মান ও দারশন দেখিয়া কাশী-রাজকেও সজ্জিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজ আদিশূরেৰ সত্তাৰ সাম্রাজ্যিক ব্ৰাহ্মণ ছিলেন না। এ জন্মা তিনি ব্ৰাহ্মণ কৰ্তৃক নিন্দিত ঘৰাজ্জে।

ସାମିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମୟନ କରିତେ ଅଭିଲାଷୀ ଛିଲେନ, ତାହାତେ କୋଳାଙ୍କ ଦେଶ ହିତେ ଜୀବି ଓ ତପୋନିରତ କିତୀଶ, ମେଧାତିଥି, ବୀତରାଗ, ମୁଦ୍ରାନିଧି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏହି ପାଞ୍ଜନ୍ଯ ଧର୍ମାଜ୍ଞା ଗୌଡ଼ମଣ୍ଡଲେ ଆଗମନ କରିଯାଇଲେ ।—ପୃଃ ୨୫ ।

(୨) “ବାରେଲ୍ଲକୁଳପଞ୍ଜିକାରୀ ଲିଖିତ ଆଛେ, ପୂରାକାଳେ ସଜ୍ଜନ ଓ ପୁଣ୍ୟବାନେର ଆଶ୍ରମ କାନ୍ୟକୁର୍ଜବାସୀ ନୃପତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁର ଚନ୍ଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ନାମେ ଏକ ପୁଣ୍ୟଶୀଳ କର୍ମୀ ଛିଲେନ । ଦେଇ ଚତୁରା ଚାନ୍ଦ୍ରପ୍ରତାରିଣୀ ବ୍ରାହ୍ମକନ୍ୟା ମହା ପ୍ରତାପଶାଶୀ ବିଖ୍ୟାତ ପୃଥିବୀପତି ଆଦି-ଶୂରେର ମହିୟୀ ।..... ରାଜପତ୍ନୀ ତୋହାଦେର କଥା ଶୁଣିଯା! ଅତିଶ୍ୟ ଦୁର୍କ ହିୟା ବଲିଲେନ, ‘ପିତାର ଇଚ୍ଛା ହିଲେଓ ବ୍ରାହ୍ମଗନ୍ଧିନ ଦେଶେ କିରାପେ ବାସ କରିବ? ତଥବ ରାଜୀ ଆଦିଶୂର କାନ୍ୟକୁର୍ଜ ହିତେ ବେଦବିଦ୍ୟ ସାମିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆନିଯା ଶ୍ରୀର କୋଥ ଶାକ୍ତ କରିଲେନ ।’”—୧୬-୭ ।

(୩) “ଏ ଦେଶେ କୋଳାଙ୍କ ବଲିଲେ ସାଧାରଣତଃ ସକଳେଇ କାନ୍ୟକୁର୍ଜ ମବେ କରିଯାଇଥାକେନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ କୋନ୍ ମାହିତୋର କୋସଗ୍ରହେ ଅଥବା ଶିଳାଲିପି ବା ତାତ୍ରଶାସନ କାନ୍ୟକୁର୍ଜେର ବାମାନ୍ତ୍ର ସେ କୋଳାଙ୍କ, ମେ ପ୍ରମତ୍ତ ଆଦୋ ନାହିଁ । ‘ଶବ୍ଦରତ୍ନାବଳୀ’ ଅଭିଧାନେ କୋଳାଙ୍କ ଦେଶବଣେଶ ବଲିଯା ଲିଖିତ ଆଛେ, ଅର୍ଥଚ କାନ୍ୟକୁର୍ଜେର ସତତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ତାହାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମହୋଦୟ, କାନ୍ୟକୁର୍ଜ, ଗାଧିଗୂର, କୋଶ ଓ କୁଶହଳେର ଉଲ୍ଲେଖ ଥାକିଲେଓ ଇହାର ମଧ୍ୟେ କୋଳାଙ୍କ ଶବ୍ଦଇ ନାହିଁ । ଏକଥିବୁ କୋଳାଙ୍କ ବଲିଲେ କିରାପେ କାନ୍ୟକୁର୍ଜ ସ୍ଵିକାର କରା ଯାଉ? ବାମନ ଶିବରାମ ଆପ୍ତେ ତୋହାର ମଂକୃତ ଅଭିଧାନେ କୋଳାଙ୍କର Name of the country of the Kalingas^{୧୫} ଏଇକଥିର ଅର୍ଥ କରିଯାଇଛେ । ମନ୍ୟର ଉଇଲିମ୍ ତୋହାର ବୁଝି ଇଂରାଜୀ-ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନେ Small of Kalinga, the Coromandal coast from Cuttack to Madras; but according to some, this place is in Gangetic Hindusthan, with Kanauj for the capital.^{୧୬} ଅର୍ଥାତ୍—କୋଳାଙ୍କ ବଲିଲେ କଲିଙ୍ଗଦେଶ, କଟକ ହିତେ ମାତ୍ରାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୁଳ-ଭାଗ, କିନ୍ତୁ କାହାରଙ୍କ କାହାରଙ୍କ ମତେ କଲୋଜ-ରାଜଧାନୀମହିତ ଗନ୍ଧାପ୍ରବାହିତ ହିଲୁ-ହାନମଧ୍ୟେ ଅବସ୍ଥିତ ।”—ପୃଃ ୧୩୦ ।

“ଆମରା ମବେ କରି, କୋଳାଙ୍କଙ୍କ ବା କୋଳାଚଳ ଶବ୍ଦଇ ସଂକ୍ଷେପେ ପ୍ରାଚୀନ କୁଳଏହି-ମୁହଁରେ କୋଳାଙ୍କଙ୍କଙ୍କେ ବ୍ୟବହାର ହିୟାଇଛେ । ସେଥାନେ କୋଳଗଣେର ବାସ, ତାହାଇ କୋଳାଙ୍କ ।... କୋଳାଙ୍କ ଭାଗବତେ କୋଳକ (୫, ୧୯, ୧୬) ଏବଂ ମହାଭାରତେ କୋଳଗିରି (୨୧୦୧୩୮) ।

ଓ କୋଣପିରେର (୧୪୧୩-୧) ନାମେ ଉତ୍ସିଦ୍ଧି ହିଁଯାଛେ । ‘... ଏକପ ହୁଲେ କୋଣପିରେର
ବା ହରିବଂଶ୍‌ବନ୍ଧିତ କୋଳ ଜନପଦ ହୁରାଟ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣେ ହିଁତେହେ ।’

ବହୁଜ ମହାଶୟ ସଥିନ ପ୍ରାଚୀ ଶୌକାର କରିଯା ହିଁଯାଛେ ସେ, କୋଳାଙ୍କ କାନ୍ଯକୁଞ୍ଜ ନାହେ,
ତଥବ କାନ୍ଯକୁଞ୍ଜ ହିଁତେ ତ୍ରାକ୍ଷଣ ଆଗମନ କିରପେ ଶୌକାର କରା ଯାଇତେ ପାରେ ? ଅର୍ଥଚ
ଅଧିକାଂଶ କୁଳଅଛେ ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚା ଯାଇ ଯେ, ଆଦିଶୂର କାନ୍ଯକୁଞ୍ଜ ହିଁତେହେ ତ୍ରାକ୍ଷଣ
ଆମୟନ କରିଯାଇଲେନ । ପରମ୍ପରର ବିରୋଧୀ ଉତ୍ସିଦ୍ଧିରେ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଯା
ଆଦିଶୂରେର କାଳ ନିର୍ଭର କରା ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ସେଇ ଜନ୍ମାଇ ଗ୍ରହମଧ୍ୟେ ଆଦିଶୂରେର ନାମ ଓ
ବିବରଣ ନିବିଷ୍ଟ ହିଁଲ ନା । କେହିଁ ଆଦିଶୂରେର ଅନ୍ତିତ ଅଶୌକାର କରେନ ନା ।
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାପନ୍ଦିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ମତ ସମର୍ଥନ କରିଯାଛେ (ମାନ୍ଦୀ, ମାୟ, ୧୩୨) । ଆଦି-
ଶୂର ନାମକ କୋଳ ରାଜ୍ୟକାଳେ ବୃଦ୍ଧ ତ୍ରାକ୍ଷଣ ଆଗମନ ଘଟିଯାଇଲ, ଏହି ପ୍ରବାଦେର
ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଯା କୁଳାଚାର୍ଯ୍ୟଗମ ଗ୍ରହ ରଚନା କରିଯାଇଲେନ । ଏହି ପ୍ରବାଦେର ମୁଲେ
ମତ ନିହିତ ଆଛେ ବଲିଯାଇ ବୋଧ ହୁଏ ; କାରଣ, ଶାମଲବର୍ମୀର ଅସଙ୍ଗେ ଦୃଷ୍ଟ ହିଁଯାଛେ ସେ,
କୁଳଶ୍ଵରେ ଭିତ୍ତି ସ୍ଵଦୃଢ ମତେର ଉପରେ ଥାପିତ । ତୋଜ୍ୟବର୍ମୀର ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନ ଆବିଷ୍ଟତ
ହିଁଯା ପ୍ରମାଣ ହିଁଯାଛେ ସେ, ଶାମଲବର୍ମୀ ବିଜଯମେନେର ପୁନ୍ର ନହେନ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ଶାମଲବର୍ମୀ
ନାମେ ବଙ୍ଗଦେଶେ ଏକଜଳ ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟ ଛିଲେନ । ‘ବନ୍ଦେର ଜାତୀୟ ଇତିହାସ,’ ରାଜ୍ୟ-
କାନ୍ତେର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରମାଥ ବହୁ ସେ ମମନ୍ତ ଐତିହାସିକ ଘଟନା ବା ରାଜ-
ପଣେର ନାମ ଉତ୍ସେଖ କରିଯାଛେ, ଉପରୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧିତ ନା ହୁଏଥାଏ ତ୍ରୈସମୁଦ୍ର
ଅନୁମଧ୍ୟେ ଗୃହିତ ହିଁଲ ନା ।

ୟୁକ୍ତ ପ୍ରଦେଶେର ଏଲାହାବାଦ ଜେଲାଯ ଗୋହାରବା ପାମେ ଆବିଷ୍ଟ, କର୍ଣ୍ଣଦେବେର ମନ୍ତ୍ରମ
ରାଜ୍ୟକୁ ମଞ୍ଚିତ ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନ ହିଁତେ ଅବଗତ ହୁଏଯା ଯାଇ ସେ, କର୍ଣ୍ଣଦେବେର ପିତା ଗାନ୍ଧେନ-
ଦେବ, କୌର, ଅଙ୍ଗ, କୁଞ୍ଜଲ ଓ ଉତ୍କଳ-ରାଜକ୍ରେ ପରାଜିତ କରିଯାଇଲେନ ।

କାରାପଂଜରବଜ୍ରକୀରନ୍ତପତିର୍ବୀଶ୍ଵରଶିଖିଚ୍ଛୀଟିଯେଃ

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତକୁଞ୍ଜଲଭକ୍ତିରସିକୋଗାନ୍ଦେବୋତ୍ତବ୍ରତ ।

ଯେନାକାରି କରୀଲୁକୁଞ୍ଜଲମବାପାରମାରାଜନା ।

ନିର୍ଜିଜ୍ଞତୋତ୍କଳମବଧିସୌରି ଜହାନାତ୍ମଃ ସକୌରୋତ୍ତମଃ । ୧୭

—Epigraphia Indica, Vol. XI, p. 143.

হৃষ্টরাজ বয়পালদের রাজ্যকালে গাঙ্গেয়দেবই বে তৌরতুষ্ণি অধিকার করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

জয়গালদেব অথবা চৃতীর বিশ্বপালদেবের রাজ্যকালে বরেন্দ্রভূমির শীর্ষপ্রান্তে অহাস নামে একসম ব্রাহ্মণ ছাইটি মন্দির সংস্থার করাইয়াছিলেন, তাঁহার পিতার নামে ত্রিবিজয় অথবা বিশুর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন এবং একটি দৈরিকা খনন করাইয়াছিলেন। অহাস আবত্তৌভূষ্ণির তৎকালিকা প্রাম বিবির্ণত ব্রাহ্মণ-বস্ত্রাভ এবং আঙীরস পোত্তুল। তিনি বে সমস্ত পুণ্যকার্য করিয়াছিলেন তাহার তালিকা বস্তুড়া খেলার শিলিমপুর প্রামে আবিষ্ট একটি শিলালেখে প্রদত্ত আছে (Epigraphia Indica, Vol. XII, pp. 283-95.)। শিলিমপুরে আবিষ্ট এই শিলালেখ এখন রাজ-সাহীতে বরেন্দ্র-অমুসংক্ষাৰ-সমিতিৰ চিত্ৰশালার বৃক্ষিত আছে। এই শিলালেখে কোন বাঙ্গাল নাম বা তাৰিখ নাই। এ শিলালেখের ধাৰিংশতিত্ব সোক হইতে জানিতে পারা বাবে যে, অহাস কামৱৰ্প-বাজ জয়গালদেবের বিকট হইতে বৰপ্ত হৃষ্ণমূৰ্তি! এবং কিঞ্চ মূর্ম দানবকুপ গ্ৰহণ কৰেন নাই (Epigraphia Indica, Vol. XII, p. 292)। কামৱৰ্প-বাজ জয়গালদেবের সময়নির্দেশ কৱিবাৰ কোন উপায় এখনও পৰ্যাপ্ত আবিক্ষাৰ হয় নাই (এই জয়গাল এবং কামৱৰ্প-বাজ হৰ্জুৰ বৰ্ণনাৰ পোত্তু জয়গাল এক ব্যক্তি বহেন। Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. LXVI p. 289 ff; Epigraphia Indica Vol. V. App. no. 714 p. 96.)

শিলিমপুরের শিলালেখের অক্ষয় বয়পালদেবের পঞ্চম রাজ্যাব্দে উৎকৌৰ্ণ গুৱাখণ্ডে কৃকৰ্ষারিকা মন্দিরেৱ (গোড়লেখমালা, পৃঃ ১১১-১৪) এবং বৰসিংহ মন্দিরেৱ (Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 78.) শিলালেখ দৱেৱ অমুৱৰ্প ; অতএব অহাসকে মুঠীয় একামশ শতাব্দীৰ অথমাৰ্দ্দেৱ সোক বলা বাইতে পারে। শিলালেখে পালবাজগণেৱ নামেৱ উল্লেখ ন! ধাকিবাৰ কাৰণ মুৰিতে পারা বাবে মা।

ଦଶମ ପରିଚେତ ।

ପାଲ-ବଂଶେର ଅଧଃପତନ ।

ବର୍ଣ୍ଣବଂଶ——ରାଜ୍ବର୍ଷୀ—ଜାତବର୍ଷୀ—କୈବର୍ଣ୍ଣ-ବିଜୋହ—ବିତୋର ମହିପାଳ—ରାମପାଲେର] କାରାଗଳ—ବିତୋର ଶୂନ୍ୟପାଳ—ରାମପାଳ—କୈବର୍ଣ୍ଣ-ରାଜ ଭୌମ—ନେଟ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତାରେ ଚେଟ୍ଟା—ଶିବରାଜେର ସରେନ୍ଦ୍ର ଆକ୍ରମ—ରାମପାଲେର ସାମର୍ଜନ—ପୌଟି—ସଥି ବା ମହି—ଶୈ-ଶେତ୍ର—ଭୌମେର ପରାଜ୍ୟ—ହରି—ରାମବତୀ ହାଗନ—ଡେକଳ ଓ କଲିଙ୍ଗ ଜର—ଶ୍ରାମବର୍ଷୀ—ତୋରବର୍ଷୀ—ରାମପାଲେର ମୃତ୍ୟୁ—ରାମପାଲେର ରାଜସକାଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୁଣ୍ଡିବର— ମାଲକାର ଶିଖିତ ପୁଣି—ରାମ-ଚରିତ—ସକ୍ଷପାଳ—ହରିବର୍ଷୀ ।

ଖୁଣ୍ଡୀଯ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀତେ ସଥି ଗୋଡ଼-ବର୍ଷ-ମଗଧ ବାରଂବାର ବହିଶକ୍ତ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ଆକ୍ରମ ହିତେଛିଲ, ତଥିନ ସର୍ବେ ଏକଟି ନୃତନ ରାଜ୍ୟେର ସ୍ଥାନ ହିସ୍ଥାପିଲା । ବିଗତ ବିଶ ବ୍ୟସରେର ମଧ୍ୟେ ଏକଥାନି ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନ ଆବିଷ୍ଟତ ହିସ୍ଥା ଏହି ନବ-ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟବଂଶେର କଥା ଜନ-ସମାଜେ ଝୁପରିଚିତ କରିଯାଇଛେ । ନୃତନ ରାଜ୍ୟବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣବଂଶ ନାମେ ପରିଚିତ ହିସ୍ଥାଇଛେ । ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତେର ପଞ୍ଚମ ସୀମାଯ ପକ୍ଷନମ ପ୍ରଦେଶେ ସିଂହପୁର ନଗର ପ୍ରାଚୀନ ସାଦବ ଜାତିର ପୁରାତନ ରାଜ୍ୟଧାରୀ । ଚୀନଦେଶୀୟ ଅମ୍ବ ଇଉଯାନ୍ ଚୋଯାଂ ଖୁଣ୍ଡୀଯ ସମ୍ପ୍ରଦୟ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗେ ସିଂହପୁର ରାଜ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଯାଇଲେନ୍ । ହିମାଲୟେର ପାର୍ବତ୍ୟ ପ୍ରଦେଶେ ଲକ୍ଷମଣ୍ୟ ନାମକ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ଏକଥାନି ଶିଳାଲିପି ହିତେ ଅବଗତ ହେଯା ସାଥ ସେ, ବର୍ଣ୍ଣଶୀୟ ସାଦବ ଜନ ରାଜ୍ୟ

শৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীৰ মধ্যভাগ পৰ্যন্ত রাজত্ব কৰিয়াছিলেন^(২)। মহা-রাজাধিরাজ ধৰ্মপালদেৱ চক্ৰবুজকে কান্তকুজেৱ সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত কৰণোদ্দেশ্তে বোধ হয়, এই সিংহপূরৱ যাদব-রাজকে পৰাজিত কৰিয়াছিলেন। রাজেজ্জচোল, ছিতোৰ অয়সিংহ, অথবা গাঙ্গেয়দেবেৰ সহিত এই যাদব-বংশজ্ঞাত বজ্রবৰ্ণ নামক জনৈক সেনাপতি উত্তৰাপথেৰ পশ্চিমাঞ্চল হইতে পূৰ্বাঞ্চল আসিয়া একটি নৃতন রাজ্য স্থাপন কৰিয়াছিলেন। ঢাকা জেলায় বেলাৰ গ্রামে আবিষ্ট বজ্রবৰ্ণৰ প্ৰপোত্ৰ ভোজবৰ্ঘদেবেৰ তাৰিখাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যাদব-সেনাৰ সমৰ-বিজয়-যাজ্ঞকালে বজ্রবৰ্ণ মৰণস্বৰূপ গণ্য হইতেন^(৩)। কোন সময়ে কিৰণে বঙ্গেৰ পালবংশেৰ অধিকাৰ লুপ্ত হইয়াছিল, তাৰা অবগত হইবাৰ কোন উপায় অচাবধি আবিষ্ট হয় নাই।

বজ্রবৰ্ণা বোধ হয়, কেবল হৰিকেল বা চন্দ্ৰবীপ অধিকাৰ কৰিয়া নৃতন রাজ্য স্থাপন কৰিয়াছিলেন, তৎপুত্ৰ জাতবৰ্ণা বঙ্গে যাদব-প্ৰতিভাৰ প্ৰকৃত প্ৰতিষ্ঠাতা। জাতবৰ্ণা কৰ্ণদেৱ ও তৃতীয় বিগ্ৰহপালদেবেৰ সমসাময়িক বাক্তি। তিনি কৰ্ণেৰ কলা বীৱাত্ৰিৰ পাণিগ্ৰহণ কৰিয়া-ছিলেন। ভোজবৰ্ঘদেবেৰ তাৰিখাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে,

(২) Epigraphia Indica, Vol. I, pp. 12—14.

(৩) অস্তবৰ্ধ কৰ্মচিদ্যাদবীনাং চ্যুৎঃ।

সমৰবিজয়বাত্মজসং বজ্রবৰ্ণ।

শহন ইব রিপুণাঃ মোহবৰ্ধকবানাঃ

কবিৱিপি চ কবীবাঃ পশ্চিঃ পশ্চিষ্টাঃ।

—বেগোৰ গ্রামে আবিষ্ট ভোজবৰ্ণৰ তাৰিখাসন ; সাহিত্য, ১৩১২, পঃ ৩২.

Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. X,
p. 126; Epigraphia Indica, Vol. XII, pp. 39—41.

জাতবর্ষা দিব্য ও গোবর্ধন নামক নরপতিদ্বয়কে পরাজিত, অন্ধদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং কামকুপ-রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন^(৩)। দিব্য, বরেঙ্গের কৈবর্ত-বিজ্ঞোহের অধিনায়ক; ইনি রামচরিতে দিবোক নামে অভিহিত হইয়াছেন^(৪)। দিবোক বোধ হয়, গৌড় অধিকার করিয়া বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে জাতবর্ষা তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জাতবর্ষা অন্ধদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া-ছিলেন। বোধ হয়, কৰ্ণ অথবা চালুক্যবংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের যুদ্ধকালে বঙ্গেশ্বর গোড়েখরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রামচরিতে “দ্বোরপবর্ধন” নামক জৈনেক কৌশাস্তী অধিপতির নাম আছে^(৫)। অঙ্গমান হয়, লিপিকর-প্রমাদে শ্রীগোবর্ধন স্থানে দ্বোরপবর্ধন লিখিত হইয়াছে এবং এই গোবর্ধনই জাতবর্ষা কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। জাতবর্ষা কর্তৃক পরাজিত কামকুপাধিপতির নাম অস্তাবধি আবিষ্ট হয় নাই।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের জীবিতকালে অথবা তাহার মৃত্যুর অব্যব-
হিত পরে উত্তরবঙ্গে কৈবর্তগণ বিজ্ঞোহী হইয়াছিল। সন্ধ্যাকরনন্দৌ-
বিরচিত ‘রামচরিত’ কাব্যে কৈবর্ত-বিজ্ঞোহ এবং বিজ্ঞোহ-সমন্বার

- (৩) গৃহন্ বৈশ্যপৃথুশ্চিঙ়ং পরিশৰন্ কর্তৃত বৌরশ্চিঙ়ঃ
ঘোষেন্তু প্রথমে পরিভ্রংশুঃ কামকুপশ্চিমঃ।
নিম্নবিষাক্তু শ্রীশ্চিঙ়ং বিকলযন্ গোবর্ধনস্য শ্রীঃ
কুবন্ত শ্রোত্রিয়মাত্রি সং বিত্তবান্ বাঃ সার্বভৌমশ্চরমঃ।

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. X, p. 127.

(৪) “...দিব্যাজারের দিব্যানামা দিবোকেন ..”—রামচরিত, ১১৩৮, টাক।

(৫) ‘...বর্ধন ইতি কৌশাস্তীগতিহে রূপবর্জনঃ...।’—রামচরিত, ১১৩৯ টাক।

রামপালের যুক্তাভিযান বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের শৃঙ্খল পরে তাহার ঝোঁঠ পুঁজি বিতীয় মহীপাল পাল-সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন^১। মহীপাল রাজ্যাধিকার পাইয়া মন্ত্রগণের পরামর্শের বিকল্পে অনৌভিত আচরণ আরম্ভ করিয়া-ছিলেন এবং রামপালকে শৃঙ্খলাবক করিয়া রাখিয়াছিলেন^২। রাম-পালের বিতীয় আত্ম শূরপালও রামপালের সহিত কারাগারে আবক্ষ হইয়াছিলেন^৩। মহীপাল আত্মবক্তৃত সিংহাসনচূড়ত হইবার ভয়ে তাহাদিগকে কারাকুক করিয়াছিলেন^৪। খলস্বভাব ব্যক্তিগত মহী-পালকে কহিয়াছিল যে, রামপাল কৃতী এবং ক্ষমতাশালী, স্বতরাং

(১) তত্ত্ববন্ধনম-বাঁরি-হারি
কৌর্ত্তিপ্রভাবন্ধিত-বিষণ্ণীতঃ।
শ্রীমান् মহীপাল ইতি বিতীয়ো
বিজেশমোগ্নিঃ শিববন্ধুব । ১০

—সৌভল্যেখমালা, পৃঃ ১০১।

(২) প্রথমমিত্যাদি। অথবং পূর্বং পিতৃরি বিগ্রহপাল উপরতে সতি মহী-পালে আত্মরি ক্ষমাতারং স্তুতারঃ বিভ্রতি সতি অনৌভিতিকারম্ভরতে অনৌভিতকে মীতিবিকল্পে আরম্ভে উজ্যমে রাতে সতি মহীপালঃ যাড়গ্রণ্যশঙ্কাস্য মন্ত্রিশে গুণিতমবগুণ্যন্ম উপষ্টার ভট্টাচার্যাদীবংগ্রহণের.....।

—রামচরিত, ১০১, টীকা।

(৩) অন্যত্র। অপরোপ আত্মা স্তুতালেন সহ কষ্টাগারং কারাগৃহং মহুববনং
রক্ষণং যদি ছুরৈবাধীনে বধা নৃতনায়সী লোহসংকীর্তী কুশী বিগড়ুরূপা সা লতেব
অভ্যাতক বিদ্যুবেষ্টনাং তরা ভেদিলো বিদীর্ণে অকৃচে অসকোটবী জাহুরী অঙ্গীবতী
হস্য।

—রামচরিত, ১০৩ টীকা।

(৪) অন্যত্র। বিজেন হারুবহুবনং তেব ব্যক্তে বিগত উহো বস্য তপ্রিন্-

ତିନି ବଜପୂର୍କକ ତୀହାର ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହ କରିବେଳ ଅଥବା ତୀହାକେ ହତ୍ୟା କାରିବେଳ^{୧୧} । ଏହି ଅନ୍ତ ମହୀପାଲ ରାମପାଲକେ ଶାଠ୍ୟପ୍ରଯୋଗେ ସଥ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଯାଇଲେନ ଏବଂ ଅବଶେଷେ ତୀହାକେ କାରାକ୍ରମ କରିଯାଇଲେନ । ରାମପାଲଦେବ ଯେ ସମୟେ କାରାକ୍ରମ ସେଇ ସମୟେ ମହୀପାଲ ସାମାନ୍ୟ ସେବା ଲଈରା ବିଜ୍ଞୋହିଗଣେର ସମ୍ବଲିତ ସେବାସ୍ଵର୍ଗର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ପରାଜିତ ହିୟା ନିହତ ହିୟାଇଲେନ^{୧୨} । ତୃତୀୟ ମହୀପାଲଦେବର ପରେ ବିତୀଯ ଶୂରପାଲଦେବ ପାଲ-ମାତ୍ରାଜ୍ୟେର ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କପେ ଘୋଷିତ ହିୟାଇଲେନ । ତଥନ ରାଜ୍ୟଚ୍ୟତ, ରାଜଧାନୀ ହିତେ ତାଡ଼ିତ ଭାତ୍ରଗ ଏକ ସ୍ଥାନ ହିତେ ଅନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ପଲାମନପର ବଲିଯା ବୋଧ ହୟ ସନ୍ଧ୍ୟାକରନନ୍ଦୀ ଶୂରପାଲେର ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତିର ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରେନ ନାହିଁ । ମନହଲିତେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ତାତ୍ରଶାସନେ ବିତୀଯ ଶୂରପାଲଦେବ ସମ୍ବକ୍ଷେ କଥିତ ହିୟାଛେ ଯେ, “ମହେନ୍ଦ୍ରତୁଳ୍ୟ ମହିମାଦ୍ସିତ, କ୍ଷଳତୁଳ୍ୟ ପ୍ରତାପ-ଶ୍ରୀମହିତ, ସାହସାରଥୀ, ନୀତିଗୁଣସମ୍ପର୍କ ଶ୍ରୀଶୂରପାଲ ନାମକ ନରପାଲ ତୀହାର

ରାମପାଲେ ଭୂତଃ ମୃଦୁଃ ବର୍ମୋ ନୀତଃ କ୍ଷୟୋରରକ୍ଷଣେ ଯୁଦ୍ଧଃ ଅସକ୍ରୋଧ ଦୀର୍ଘାବୋ ମହୀପାଲୋ ସତ୍ତ୍ଵ ମାତ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୁଗତକ୍ଷୟ ଅଭାବଃ ଲକ୍ଷ୍ୟଃ ପ୍ରତୀଷ୍ଠାତୀତି ଯୁଦ୍ଧତକ୍ଷୟ ଅନ୍ତରିତେ ତିରାହିତେ ଭୂରୀଗୁଣଦିକ୍ଷପରିକିଷ୍ଟପରିକିଷ୍ଟ ରାମପାଲେ ସତି ।

—ରାମଚରିତ, ୧୩୬, ଟିକା ।

(୧୧) ଅନ୍ତର । ମାତ୍ରିବାଃ ଖଳାନାଂ ଖଲନିନା ଅରଃ ରାମପାଲଃ କ୍ଷୟୋରଧିକାରୀ ସର୍ବ ମନ୍ତ୍ରକଃ ଶତକ ଦେବତ ରାଜ୍ୟ ଏହିବାତୀତି ଚତୁରମ୍ବା ଶକ୍ତିଦିପଦଃ ମାମମୌ ତରିଷ୍ଣାତୀତି ଶକ୍ତିବିପଦୋନ ତମ୍ୟ ଭୂରୋର୍ତ୍ତର୍କୁ ମହୀପାଲମା ପ୍ରଭୂତାମା ବହୁତାରା । ନିରାକୃତିଅସୁକ୍ରିତଃ ଶାଠ୍ୟାପ୍ରଯୋଗାଃ ଉପାରବଥଚେଷ୍ଟରା । ତଥା ଭୂରାକାରେବାପରେ ଦୁର୍ଗତେ କନିଟେ ଆତରି ରାମପାଲେ ରକ୍ଷିତରି ଭାବରେ ।

—ରାମଚରିତ, ୧୩୭, ଟିକା ।

(୧୨)ଶିଲିତାନନ୍ଦୀମହିତକୁଷଚକ୍ରତୁରଚ୍ଛବଳବଳରିତବଳମନ କଳ କରିଦୁଃଖ-ତ ରାଜିଚରଣଚାକ୍ର ଉଚ୍ଚମୁନାରାଜ୍ୟମିର୍ତ୍ତରଭ୍ୟାତୀତାରିତ-ମୁକ୍ତ-କୁଷଚକ୍ରମାନବିକଳମକଳ ନୈଶ୍ଚୟର ସତଃ କ୍ଷୟାତିଶ୍ୟାମାଦେହ୍ୟା ସହ ସହଦୈସ ବଳରିପର୍ଯ୍ୟାକୋଟିକଟ୍ରତମରମାରଭ୍ୟ ନିରମଜ୍ଜତ । ରାମାଧିକାରିତଃ ରାମ ପାନ୍ତୀ ତନ୍ତ୍ରିନ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ନିଗଢ଼ବନ୍ଦୁମା ଆଧିର୍ମାନ୍ତୀ ବାଧା ତ୍ର୍ୟକରଣଶୀଳତାଃ ମୁଦ୍ରିତ ଏତମତେ କୁ ଟାରିଯାତି ।

—ରାମଚରିତ, ୧୩୧, ଟିକା ; ରାମଚରିତ, ୧୨୯ ଟିକା ।

(বিতীয় মহীপালেৰ) এক অনুজ্জ ছিলেন^(১)।” শূরপাল অস্তুতি কয়েক দিনেৰ অন্তও গৌড়েখৰঝৰপে বোধিত না হইলে মদনপালেৰ প্ৰশংসিকাৰ কথনই তাহাকে নৱপতি বলিয়া উল্লেখ কৰিতেন না। শূরপালদেৱ রাজ্যাভিষিক্ত না হইলে মদনপালেৰ প্ৰশংসিতচৰিতা কথনই তাহার নাম কৰিতেন না। ‘রামচৰিতে’ রামপালেৰ পুত্ৰ রাজ্যপালেৰ নাম দেখিতে পাওয়া ষায়, কিন্তু রাজ্যপাল সিংহাসনে আৱোহণ কৰেন নাই বলিয়া মদনপালেৰ প্ৰশংসিকাৰ রামপালেৰ পুত্ৰগণেৰ মধ্যে কেবল কুমাৰপাল ও মদনপালেৰ নাম কৰিয়াছেন।

বিতীয় শূরপালদেৱ কোনু সময়ে সিংহাসন লাভ কৰিয়াছিলেন, কৃত দিন রাজ্য কৰিয়াছিলেন এবং কিৰুপে তাহার রাজ্যেৰ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা জানিবাৰ কোন উপায়ই নাই। সক্ষ্যাকৰনন্দী এই বিষয়ে নীৰব। ‘রামচৰিতে’ শূরপালেৰ সিংহাসন-লাভেৰ, তাহার রাজ্যকালীন ঘটনাৰ এবং তাহার মৃত্যুৰ বিবৰণেৰ অভাৱ দেখিয়া অহুমান হয় যে, রামপাল কোনও উপায়ে শূরপালকে সংহার কৰিয়া পৈতৃক রাজ্যাধিকাৰ প্ৰাপ্ত হইয়াছিল। শূরপালেৰ পৰে রামপাল গৌড়-রাজ্যেৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্ত হইয়াছিলেন। রামপালেৰ অভিষেক-কালে পাল-রাজগণেৰ অধিকাৰ বোধ হয় ভাগীৰধী ও পদ্মাৰ মধ্যহিত ‘ব’ দীপে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল; কাৰণ, রামপালকে দিবৰোকেৱ রাজ্য উত্তৱ বক অধিকাৰ অন্ত ভাগীৰধীৰ উপৰে নৌকামেলক

(১) তত্ত্বাত্মক মহেন্দ্ৰিয়হিতা ক (ক) ক্ষ: প্ৰতাপশ্চিম-

মেৰক: সাহস-সারথিকৃত্ববৎ: শ্ৰীশূরপালো সৃপঃ [১]

য়: অচ্ছল-বিসগৰ্গ-বিভূষণা- [ল] বিভূৎ- [র] সৰ্বামুখ-

প্রাগলৃঘ্যেন মনঃস্ত বিশ্বাস-ত্বং সম্বৃষ্টাৰ বিবাঃ [১৪]

—গৌড়লেখহালা, পঃ ১৫১।

বা নৌ-সেতু বন্ধন করিতে হইয়াছিল^(১)। রামপাল, শ্রীপালের মৃত্যুর পরে এখন গৌড়-সিংহাসনের অধিকার লভ করিলেন, তখন দিবোকের আতুপুর ভীম গৌড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। দিবোকের পরে বোধ হয়, তাহার আতা কন্দোক গৌড়-রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কন্দোকের পুত্র ভীম উত্তরাধিকারস্থলে উত্তর-বন্ধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন^(২)। সেই সময়ে রামপাল অতাপ্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন^(৩)। তাহার পুত্র রাজ্যপাল ও অমাত্যগণ সর্বদা কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে তাহার সহিত পরামর্শ করিতেন^(৪)। তদন্তের রামপাল সাম্রাজ্যের প্রধান সামন্তগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অন্য কিম্বদিন পর্যটন করিয়াছিলেন এবং আটবিক, অর্ধাৎ—বনময় প্রদেশসমূহের সামন্তগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া-

(১) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. III, p. 14.

(২) অন্যত্র সা ভূমি: অভিধ্যায়া নামা বরেঙ্গী জন্ম। অস্য দিবোকস্য যো অঙ্গুজ্ঞা কন্দোক: তদীয়তনয়স্য ভীমায়ঃ রক্তপ্রাপ্তিঃ ক্রিয়াক্ষমস্য অণংকর্ম্মণ্যা খৰেক্ষণ-কুমেণ রুক্ষণ্যাভূৎ। স তত্ত্ব ভূতিঃ বর্তমানঃ।

—রামচারিত, ১৩২।

কৈবর্তনাথক দিবোক সন্তুষ্টঃ প্রথমে পাল-কঙগণের ভূত্য ছিলেন। “অতএব তাঙ্গা কমনীয়া দ্বাৰা ইন দিব্যনামা দিবোকেন মাসভূজা লক্ষ্যা অংশং ভুঁঝানেন স্তুত্যেনোচৈক্রিণকেন উচ্চেমহত্তী দশা অবস্থা যস্য অতুচ্ছিতেন্তোর্ধ্বঃ দশ্যনা শক্রণা তত্ত্বাপন্নজ্ঞাত্বাপ্ত্যাকৃত্বায় আরক্ষ কর্ম অতঃ ছন্ননি ত্রুতী।

—রামচারিত, ১৩৮ টীকা।

(৩) অতিশয়েন দিবাৰী দিবালিতস্য: অর্যাভ্যাঃ য়োৰ্ণী তৌ চ সমৃতেন ভূজে বিপক্ষাক্ষিপ্তস্তুত্যমানতুঃ মস্ত্বাং দিকলো দধৎ। উপগতা ইষ্টতমা যিত্রাপি মাতৃবৰ্বো বস্য সমৃতঃ, ধাম শৌর্যঃ বৎ শুন্যঃ যিথা কলিতব্যম্।

—রামচারিত, ১৪০ টীকা।

(৪) অন্যত্র। সখ্যা অমাতেন শুমুনা হৃতেন চ সহ কৃতো পরমে সহায়ে উহাপোহৈ পঞ্চ কর্তব্য ইঁহঁ ম কর্তব্যঃ ইত্যাদিকৈ বেন হিৱতত হিৱসবিতঃ কৃতবিলয়ঃ উথানঃ উথানঃ কৃতবান।

—রামচারিত ১৪২ টীকা।

ছিলেন^{১৪}। পৰ্যটনাস্তে রামপাল বুৰিতে পাৱিলেন যে, সামন্তগণ তাহাৰ ব্যবহাৰে সন্তুষ্ট হইয়াছেন^{১৫}। তদন্তৰ তিনি পদাতিক, অশ্ব ও গজা-রোহী সেনা সংগ্ৰহ কৰিলেন। এই সময়ে তাহাকে নদীতীৰস্থিত বহুভূমি ও বিপুল অৰ্থ দান কৰিতে হইয়াছিল^{১৬}।

জিবিধ সেনা সংগ্ৰহীত হইলে রামপালদেৱেৰ মাতুল-পুত্ৰ রাষ্ট্ৰকৃষ্ণ-বংশীয় শিবরাজদেৱ সেনা লইয়া রামপালেৰ আদেশে গৱা। পাৰ হইয়া-ছিলেন^{১৭}। মহাপ্রতীহাৰ শিবরাজদেৱ কৈৰাণ্ড-ৱাঞ্ছ্যে অবস্থিত বিষয় ও আমঙ্গলি ভীমবেগে আক্ৰমণ কৰায় ভীমেৰ প্ৰজাগণ বিপন্ন হইয়া পড়িয়া-ছিল। দেৱ-আক্ষণাদিৰ ভূমি রক্ষা কৰিবাৰ জন্ত শিবরাজ “ইহা কোনু বিষয়, ইহা কোনু গ্ৰাম,” ইত্যাদি প্ৰশ্ন জিজাসা কৰিতে আৱস্থ কৰিয়া-

(১৮) রামপালেন সামন্তক্রং প্ৰিবীৱুণ পৃথী পৰ্যটিত। তত বালা আত্মাবিকা বৈষম্যিক। আটবিকা অটবীয়সামন্তঃঃ উৰ্মাতৃজ্ঞাজ। ইষ্টাৰ্দোহভিজিতাৰ্থঃ।

—ৱামচৰিত, ১৪০ টীকা।

(১৯) অব্যত সহ সমক্ষার্থঃ সামন্তক্রঃ বক্ষ্যমাণনায়কঃ অহয়স্যাকুলস্য ভবৎ অবিতৰঃ গৃচানীতিঃ মিত্রকোটি প্ৰিষ্টঃ স রামপালোহমুহুমেন।

—ৱামচৰিত, ১৪৪ টীকা।

(২০) দেবেনজ্ঞবো বিমুলজ্বিষস্য চ মানতঃ মুখাচক্রে।

অমুনা হিন্দিনাগপন্নাতিকৰহলজ্ঞাবোহসৌ॥

অব্যত। অমুনা দেবেন রাজ্ঞাহসৌ সামন্তক্রঃ হৰযোহু নাগা হাঁতনঃ প ধাতৰঃ অভিজ্ঞকো বহলঃ অভাবো যেন স তাটকভুবো তুমোৰ্বিপুলস্য ধৰন্য চ মানতত্ত্বাগার অশুকুলিতঃ। —ৱামচৰিত, ১৪৫ টীকা।

(২১) অব্যত তৰসাৰলেন শিবরাজবাজাৰ মহাপ্রতীহাৰেণ রাষ্ট্ৰকুটিমাণিকোন অঙ্গ রামপালস্য ভৰ্ত রাজ্ঞম। হিতৈষিণ আশু দীঢ় গজেন বলবৎ। সৈজ্যতা তুমুলপূজ্যবৈঃ খ্যাতঃ শৌর্যঃ বস্ত। ধৰন্তঃ ভৌক্ষম্পত্তিম্বৰ রংগ লৌপ্তিক্য মূহূৰ্বন্ধিনেতৰ্থঃ। রণে বুজু তত্ত্বাতিক্ষিপ্তমেৰ বীৰঃ ভৌতঃ ইন্দ্ৰো বশ্যাং কেশধি-কিশোৱাসূশেন শোভাবীতেন পক্ষাজ্ঞ প্রমাণালক্ষ্যেৰ অগতটীকী গৱা লংঘিত।

—ৱামচৰিত, ১৪৭ টীকা।

ছিলেন^{১২}। শিবরাজ বরেঙ্গী হইতে ভীম কর্তৃক নিযুক্ত রক্ষকগণকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন এবং রাজসমীপে প্রত্যাগমন করিয়া রামপালকে জানাইয়াছিলেন যে, তাহার পিতৃভূষি শক্রমুক্ত হইয়াছে^{১৩}। শিবরাজ কর্তৃক বরেঙ্গী অধিকার বৌধ হয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই; কারণ, ইহার অব্যবহিত পরেই রামপালকে বহু সেনা সমভিব্যাহারে পুনরায় বরেঙ্গী আক্রমণ করিতে হইয়াছিল। বারেঙ্গ-অভিযানে নিম্নলিখিত সামন্তগণ রামপালের অধীনে যুক্তার্থে গমন করিয়াছিলেন;—মগধ এবং পীঠীর অধিপতি ভীমশঃ, কোটাটবীর বীরগুণ, দণ্ডভূক্তি-রাজ জয়সিংহ, দেবগ্রাম-প্রতিবক্ষ বালবলভীর বিক্রমরাজ, অপরমন্দারের অধিপতি এবং আটবিক সামন্তচক্রের প্রধান লক্ষ্মীশুর, কুজ্বটীর শূরপাল, তৈলকশ্মের কন্দশিখর, উচ্চালের অধিপতি ময়গলসিংহ, তেকরীয়-রাজ প্রতাপসিংহ, কঘঙ্গল-মণ্ডলের অধিপতি নরসিংহার্জুন, শশ্কট গ্রামের চঙ্গার্জুন, নিদ্রাবলের বিজয়রাজ, কৌশাস্থীপতি দ্বোরপবর্জন, পচুবদ্বাৰ সোম। এতদ্বাতীত রাজ্যপালাদি রামপালের পুত্রগণ পিতার সহিত যুক্তবাজা করিয়াছিলেন^{১৪}। রামপালের মাতুল রাষ্ট্রকূটবংশীয় মথনদেব বা মহনদেব, মহামাওলিক কাঙ্কুরদেব ও স্বর্বর্ণদেব নামক পুত্রবয় এবং ভাতুপুত্র মহাপ্রতীহার শিব-রাজদেবের সহিত রামপালের যুক্তভিযানে ঘোগদান করিয়াছিলেন^{১৫}।

(२२) द्रामचन्द्रित, १४८ टीका।

(२३) ग्रामचरित, १९८१।

(২০) অন্যান্য চক্ৰবৰ্ণগুলি পৈতৃপূর্বে বাস্তুপালাদিত্বিবিটিতে। হয়ো—
মহানাম কুঁজুরাগাঁ গুজুবাঁ বা হো বস্য চতুরঙ্গ কৱিতুরশ্বত্রণিপূর্বাতিমুঁ অৱীন জয়ৎ
বসং কলমুঁ। —ৱামচরিত, ২।৭ টাকা।

মগধ ও পৌষ্টীৰ অধিপতি ভৌমযশ: 'রামচৰিতে'ৰ টীকায় "কাঞ্চুজ-
রাজবাজিৰৌগঠনভূজন" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন^(১)। সম্বতঃ কাঞ্চ-
কুজ-রাজ তৎকৰ্ত্তৃ পৰাজিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কোনু বৎশেৱ
কোনু রাজা কাঞ্চকুজেৱ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা অস্থাপি
নিৰ্ণীত হয় নাই। প্ৰতীহাৰবৎশীয় ত্ৰিলোচনপালেৱ পৱে চেদিবৎশীয়
কৰ্ণদেব বোধ হয়, কিম্বুকাল কাঞ্চকুজ অধিকাৰ কৱিয়াছিলেন; কাৰণ,
গাহড়বালবৎশীয় গোবিন্দচন্দ্ৰদেবেৱ একখানি তাৰ্পণাসনে লিখিত আছে
যে, ভোজদেব ও কৰ্ণদেবেৱ পৱে চন্দ্ৰদেব পৃথিবীৱ অধীন্তৰ হইয়া-
ছিলেন^(২)। গাহড়বালবৎশীয় চন্দ্ৰদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীৰ শেষপাদে
আৰিভৃত হইয়াছিলেন^(৩)। তৎপূৰ্বে বোধ হয়, কৰ্ণদেবেৱ পুত্ৰ যশঃকৰ্ণ-
দেব কাঞ্চকুজেৱ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; কাৰণ, যশঃকৰ্ণদেবেৱ পুত্ৰ-
বধু অহুল দেবীৰ ডেড়াঘাটেৱ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যাব যে,
যশঃকৰ্ণ চম্পারণ্য বিদাৱণ কৱিয়াছিলেন^(৪)। চম্পারণ্য মিথিলাৰ পশ্চিমে
অবস্থিত, ইহাৰ বৰ্তমান নাম চম্পারণ^(৫)। সম্বতঃ যশঃকৰ্ণ ভৌমযশ:
কৰ্ত্তৃক চম্পারণ্যেৱ যুক্তে পৰাজিত হইয়াছিলেন এবং সে সময়ে তিনি কাঞ্চ-
কুজেৱ অধিপতি ছিলেন। পৌষ্টী দাক্ষণ মগধেৱ প্রাচীন নাম।
মথনদেবেৱ দৌহিত্ৰী কাঞ্চকুজ-রাজ গোবিন্দচন্দ্ৰেৱ পত্ৰী কুমৰদেবীৰ
শিলালিপিৰ পাঠোকাবকালে ডাক্তাৰ কোনো (Sten Konow)

(১) রামচৰিত বৎ টীকা।

(২) Indian Antiquary, Vol. XIV, p. 103.

(৩) Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 304.

(৪) চম্পারণ্যবিশীগণ্ডেমুখত্যশঃকুজাঃগুন। আসু-
ষ্মাচঙ্গমৰকুজবহুমৰঃ প্রাপ্তাচুক্তামণঃ। ১৪

- ডেড়াঘাটেৱ শিলালিপি ; Epigraphia Indica, Vol. II. p. 11.

(৫) V. A. Smith—Catalogue of Coins in the Indian
Museum, Vol. I, pp. 282, 293,

ଅହୁମାନ କରିଯାଛିଲେନ ସେ, ପୀଠୀ ମାଙ୍ଗାଜ ପ୍ରଦେଶେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଟ୍ଟପୁରମେର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ^୩ । କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିଯ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଚତୁର୍ଥ ପାଦେ, ଏକଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଗଧ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟେର ନଗରବିଶେଷେର ଅଧିପତି ହେଁବା ଅସ୍ତର । ‘ରାମ-ଚରିତେ’ର ଆର ଏକ ସ୍ଥାନେ ପୀଠୀର ଉଲ୍ଲେଖ ଆଛେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚେତର ଅଷ୍ଟମ ଲୋକେର ଟିକାଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଆଛେ ସେ, ମଧ୍ୟନଦେବ ବିଜ୍ୟମାଣିକ୍ୟ ନାମକ ହଞ୍ଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋହଣ କରିଯା : ପୀଠୀ ଓ ମଗଧେର ଅଧି-ପତିକେ ପରାଜିତ କରିଯାଛିଲେନ^୪ ଏବଂ ବରାହ ଅବତାରେ ନାରାୟଣ ସେମନ ମେଦିନୀକେ ଉକ୍ତାର କରିଯାଛିଲେନ, ମେହିରପ ରାମପାଲେର ରାଜ୍ୟ ଉକ୍ତାର କରିଯାଛିଲେନ । ମଧ୍ୟନଦେବର ଦୌହିତ୍ରୀ କୁମାରଦେବୀର ସାରନାଥେ ଆବିଷ୍ଟ ଶିଳାଲିପି ହିତେତେ ଅବଗତ ହେଁବା ଯାମ ସେ, ମଧ୍ୟନଦେବ କର୍ତ୍ତକ ପରାଜିତ ପୀଠୀପତିର ନାମ ଦେବରକ୍ଷିତ^୫ । ଗୋଡ଼େଶ୍ଵରେର ମାତୁଳ ମହନ ପୀଠୀପତି ଦେବରକ୍ଷିତକେ ପରାଜିତ କରିଯା ରାମପାଲେର ସିଂହାସନ ସ୍ଥଳରେ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ହାପନ କରିଯାଛିଲେନ । ସାରନାଥେର ଶିଳାଲିପିତେ ମଧ୍ୟନଦେବ

(୩) Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 322.

(୪) ଅନାତ୍ର ଏତେବୁ ସମ୍ବନ୍ଧମଣ୍ଡଳେ ତଥାବିଧେୟ ବିବିଧେୟ ବିବାହାବେୟ ଚ ରାମପାଲଃ ଦୁଷ୍ଟମିଳ୍କୁରାଜମଧ୍ୟନଗୋତ୍ରପତନ୍ତ୍ୟ ଦୁଃଖ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋପିତିଗ୍ରହର୍ଵତ୍ତାଃ ଗୃହୀତ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିତୁ ରଗନ୍ତ୍ରବ-ଶପନ୍ତ୍ରାଚ ମିଳୁଣାଙ୍ଗଃ ପୀଠୀପତିରଦ୍ଵରକର୍ତ୍ତାଃ ନାମ ସେବନ ତେବେ ମଧ୍ୟନଦେବ ମଧ୍ୟନନାମଃ । ମହିନଟିକ୍ରି ଅସିଜ୍ଞାଭିଧାନେନ ରାତ୍ରକୁଟକୁଳକୁଳକେନ...ତଥାହି ମହିନେନ ବିକାମାଣିକଃ କରେଣୁରାଜମାର୍ଜନ ସମରସୀମନ୍ୟାଜ୍ଞାମିତଳଃ । ତତେକାଟିପାଟିକୋଟିଚନ୍ଦ୍ରଟଃ ଶକ୍ତଭୁଟ୍ଟମଳୋକଟକରିସ୍ଟାଷୋଟକ-ପଟଳଃ ସ ପୀଠୀପତିର୍ମଧ୍ୟାଧିପୋ ନିର୍ଦ୍ଦୁ ଦୁଃଖ ।

—ରାମଚରିତ, ୨୧୮ ଟାଙ୍କା ।

(୫) ଗୋଡ଼େବୈତନ୍ତଟଃ ସକାନ୍ତପଟକଃ କ୍ଷଟ୍ରେକଚ୍ଛାମଣଃ

ଶ୍ରୀକର୍ତ୍ତାମାନ୍ଦ୍ରବିବାକୁଳଃ ।

ତଃ କିତାଃ ଶୁଦ୍ଧ ଦେବରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟାନ୍ତ ଶ୍ରୀରାମପାଲମା ସୋ

ଜଙ୍ଗାଃ ନିଜିତ-ଦୈତ୍ୟ-ରାଧବନ-ରା ଦେମୋପାମାବୋଦରାମ ॥

—Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 324.

“রাজপণেৰ শাত্ৰু” উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন, ইহা হইতে অঙ্গমান হৰ
বে, সম্বতঃ বিভৌম মহীপাল এবং বিভৌম শূরপাল ও মথনদেৱেৰ ভাগিনীৰ
ছিলেন। সাবনাথেৰ শিলালিপিতে মধন কৰ্তৃক দেৱৱকিতেৰ পৰাজয়েৰ
উল্লেখ দেখিয়া অঙ্গমান হৰ বে, সম্বতঃ কৈবৰ্ত্ত-বিস্রোহকালে অথবা
তাহাৰ পূৰ্বে পীঠীপতি রামপালেৰ বিক্ষৰ্চারণ কৰিয়াছিলেন। মথনদেৱ
দেৱৱকিতকে পৰাজিত কৰিয়া তাহাকে অপক্ষে আনন্দন কৰিবাৰ জন্ম
কৌমুদী শক্তৰদেৱৰ সহিত দেৱৱকিতেৰ বিবাহ দিয়াছিলেন। রাম-
পালেৰ বাবেজ্ঞ অভিযানেৰ পূৰ্বে মধন কৰ্তৃক দেৱৱকিত পৰাজিত
হইয়াছিলেন; কাৰণ, বাবেজ্ঞ অভিযানকালে ভৌমবশঃ মগধ ও পীঠীৰ
অধিপতি ছিলেন এবং মধনেৰ পৰিচয়-প্ৰসংজে দেৱৱকিতেৰ পৰাজয়
উল্লিখিত হইয়াছে। পীঠী বৰ্তমান পিট্টপুৰমেৰ প্ৰাচীন নাম হওয়া
অসম্ভব; কাৰণ, তৃতীয় বিগ্ৰহপাল অথবা নয়পালেৰ পৰে পাঞ্চাঙ্গবৎশেৰ
কোন বাজাৰ দাক্ষিণাত্যে যুক্ত বাজাৰ কৰিবাৰ অথবা দাক্ষিণাত্যেৰ কোন
স্থানে অধিকাৰ রক্ষা কৰিবাৰ ক্ষমতা ছিল না। পীঠী দক্ষিণ মগধেৰ
অংশেৰ, অৰ্দ্ধ বৰ্তমান গঞ্জ জেলাৰ প্ৰাচীন নামক
গ্ৰহে পীঠঘষ্টা নামক একটি স্থানেৰ উল্লেখ আছে^(১)। ঘষ্টা শব্দাবাৰা
এই স্থান গঞ্জ বা অপৰ কোন নদীৰ উপৰে অবস্থিত ছিল, ইহাই সূচিত
হইতেছে। কতকগুলি প্ৰাচীন মুদ্ৰায় ‘পঠ’ উৎকীৰ্ণ আছে দেখিতে
পাৰিয়া যায়^(২)। ইহা প্ৰাচীন পীঠীৰ মুদ্ৰা হইলেও হইতে পাৱে।
কিন্তু এই সকল মুদ্ৰাৰ প্ৰাপ্তিস্থান নিৰ্ণয় কৰিবাৰ কোনই উপায় নাই
এবং অস্থাপি ইহাদিগেৰ মুদ্ৰণকাল নিৰ্ণীত হৰ নাই। সামৰ্জ্জকেৰ

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1904, pt. I, p. 178, Note 1.

(২) Catalogue of coins in the Indian Museum, Vol. I, p. 163.

ନାମମାଳାର ସର୍ବାଗ୍ରେ ପାଠୀପତି ମଗଧାଧିପେର ନାମ ପ୍ରସ୍ତୁ ହିଁଯାଛେ ଏବଂ
ମୁଲ ଝୋକେ ତିନି ‘ବନ୍ଦୀ’ ଉପାଧିତେ ଅଭିହିତ ହିଁଯାଛେ । ସମ୍ଭବତଃ
ଭୀଷମଃ ଶୌଭେଷରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକ୍ରେତର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଥାନ ଛିଲେନ । ଭୀଷମଶେର
କୋଟେର ପାର୍ବତୀପ୍ରଦେଶେର ଅଧିପତି ବୀରଶୁଣେର ନାମ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହିଁଯାଛେ ।
ବୀରଶୁଣ ‘ରାମଚରିତେ’ “ନାନାରଙ୍ଗକୁଟକୁଟମବିକଟକୋଟିବୀରକଟିରବୋ ଦକ୍ଷିଣ
ମିଥାସନଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ” ଉପାଧିତେ ଅଭିହିତ ହିଁଯାଛେ^{୧୦} । ଡାକ୍ତାର କିଳାର୍
କର୍ତ୍ତକ ସକଳିତ ଦକ୍ଷିଣାପଦେର ଖୋଦିତଜିପିମାଳାର ବୀରଶୁଣନାମଧ୍ୟେ କୋନ
ରାଜାର ନାମ ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଯାଏ ନା^{୧୧} । “କୋଟ” ଅଥବା “କୋଟାଟବୀ”
ନାମକ କୋନ ଦେଶେର ନାମ ଅଞ୍ଚାବଧି କୋନ ଆଚୀନ ଲିପିତେ ଆବିକୃତ
ହିଁଯାଛେ ବଲିଯା ମନେ ହୁଏ ନା । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦୁ ବଲେନ, —ଇହା
“ବିଶାଳ ଅରଣ୍ୟାନୀ-ବେଟିତ ଉଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଦେଶ । ଆଇନ-ଇ-ଆକ-
ବରୀତେ ଏହି ଦ୍ୱାନ କଟକ ସରକାରେର ଅନ୍ତର୍ଗତ ‘କୋଟଦେଶ’ ବଲିଯାଇ ଅଭିହିତ
ହିଁଯାଛେ^{୧୨} ।” ଇହା କୋଟାଟବୀ ହିଁଲେଓ ହିତେ ପାରେ । ଦଶ୍ତୁକ୍ତି-ରାଜ
ଜୟସିଂହ “ଦଶ୍ତୁକ୍ତିଭୂପତିରତ୍ତୁପ୍ରଭାବାକରକରମଲମୁଳତୁଳିତୋତ୍କଳେ-
କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀମରିଷ୍ଟଭକ୍ଷମସମ୍ଭବ:”^{୧୩} ଉପାଧିତେ ଅଭିହିତ ହିଁଯାଛେ । ପୁର୍ବେ
ପ୍ରଥମ ରାଜେଶ୍ଵରୋଳେର ଦିଖିଜୟ-ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଦଶ୍ତୁକ୍ତିର ବ୍ୟମାନ ଅବହାନ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିଁଯାଛେ । ଇହା ବ୍ୟମାନ ମେଦିନୀପୁର ଜ୍ରେତାର ଦକ୍ଷିଣ
ଭାଗେ ଅବସ୍ଥିତ ଛିଲ । ଜୟସିଂହ ଉଡ଼ିଶାର ରାଜୀ କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀକେ
ପରାଜିତ କରିଯାଛିଲେନ । କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ନାମ ଅଞ୍ଚାବଧି କୋନ
ଖୋଦିତଜିପିତେ ଆବିକୃତ ହୁଏ ନାଇ । କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ବ୍ୟତୀତ ଉଡ଼ିଶାର

(७६) ग्रामदर्शित, २०९ टीका।

(91) *Epigraphia Indica*, Vol. VII, pp. 1-170.

(৩৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বাঙ্গাকাণ্ড), পৃঃ ১১১।

(१९) बायचित्त, २०८ जीका।

কেশরিবংশের আর একজন মাত্র রাজার নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম উচ্চোক্তকেশরী^(৪০)। অসমিঃহের পর দেবগ্রামপ্রতিবন্ধ বালবলভৌর অধীনের বিক্রমরাজ্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বালবলভৌর অবস্থান অস্ত্বাবধি অজ্ঞাত রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারে ‘বালবলভৌ’ বর্তমান ‘বাগড়ী’র প্রাচীন নাম^(৪১)। কিন্তু এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ অস্ত্বাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ‘রামচরিতে’ বালবলভৌর বিবরণ দেখিয়া বোধ হয় যে, উক্ত দেশ নদীবহুল ছিল^(৪২)। উড়িষ্যায় ভূবনেশ্বরে আবিষ্কৃত হরিবর্ষদেবের মন্ত্রী ভট্টভবদেবের প্রশংসিতে বালবলভৌর উল্লেখ সর্বপ্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়^(৪৩)। ভূবনেশ্বর-প্রশংসি এবং ‘রামচরিত’ ব্যতীত ভবদেবভট্ট-বিরচিত ‘প্রায়-শিক্ষনিরপণ’ ও ‘তত্ত্ববাণিকটীকা’ নামক গ্রন্থসম্মে তাহার ‘বালবলভীভূজঙ্গ উপাধিতে, বালবলভৌর নাম দেখিতে পাওয়া যায়^(৪৪)। বঙ্গদেশে বর্তমান সময়ে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম আছে স্বতরাং দেবগ্রাম বা বালবলভৌ যে নদীয়া জেলায় অবস্থিত ছিল এ কথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না^(৪৫)। বিক্রমরাজ্যের পরে শূরবংশীয় অপরমন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ‘রামচরিতে’ ‘অপরমন্দারমধ্যস্থনঃ সমস্তাটবিক্ষামন্ত্রচক্রচূড়ামণিঃ’ উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন লক্ষ্মীশূরের

(৪০) *Epigraphia Indica*, vol. V, App. p. 90, No. 668.

(৪১) *Memoirs of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. III. p. 14.

(৪২) “দেবগ্রামপ্রতিবন্ধবন্ধুর্চক্রবালবলভৌতদস্তবলগলহস্তপ্রশংস্তহস্তবিক্রয়ে...”

(৪৩) *Epigraphia Indica*. Vol. VI, p. 207.

(৪৪) *Ibid.* pp. 204-05.

(৪৫) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধু এইসত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

বংশপরিচয় স্থধৰাত্তীহার নাম অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থ বা শিলালিপিতে আবিষ্কৃত হয় নাই। অপরমন্দারের অবস্থান নির্ণয় করিবার কোন উপায়ই আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, অপরমন্দারের বর্তমান নাম মন্দারণ^(৪৬), কিন্তু এই সম্বন্ধে সমর্থক প্রমাণের অভাব আছে। ইহার পর কুজবটীর অধীনের শূরপালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কুজবটীর অবস্থান ও শূরপালের বংশপরিচয় সম্বন্ধে কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রথম রাজেন্দ্রচোলের তিক্রমলৈ-শিলালিপিতে দণ্ডভূকি-রাজ ধর্মপালের নাম পাওয়া গিয়াছে^(৪৭)। দণ্ডভূকি-রাজ ধর্মপাল এবং কুজবটী-রাজ শূরপাল হয়ত পাল-রাজবংশ সম্মত ছিলেন। শূরপালের পরে তৈলকস্পের অধিপতি কুস্তিশিখরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তৈলকস্পের বর্তমান নাম তেলকুপি^(৪৮), ইহা মানভূম জেলার অবস্থিত। কুস্তিশিখরের পরে উচ্চালের অধিপতি ময়গল সিংহের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। উচ্চালের অবস্থান ও ময়গলসিংহের পরিচয় সম্বন্ধে কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, উচ্চাল বর্তমান বীরভূম জেলার কিয়দংশের প্রাচীন নাম। তিনি বলেন,—“শাল নদীর উত্তরবর্তী ‘জৈন উঞ্জিয়াল পরগণা’ প্রাচীন উচ্চাল নাম রক্ষা করিতেছে^(৪৯)। বসুজ মহাশয় বোধ হয় অবগত নহেন যে, বঙ্গদেশের নাম স্থানে উঞ্জিয়াল উপাধিযুক্ত পরগণা আছে। সরকার উদ্বেগে

(৪৬) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১২১।

(৪৭) *Epigraphia Indica*, vol IX, p. 232.

(৪৮) Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol VII.
p. 169.

(৪৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজস্বকাণ্ড) পৃঃ ১২১।

উজিয়ালঘাটী এবং বুলতানপুর উজিয়াল, সৱকাৰ মহম্মদাবাদে উজিয়ালপুর ভারা উজিয়াল, ছসেন উজিয়াল, সৱকাৰ বাঞ্ছার শাহ উজিয়াল বাঞ্ছ, আফৰ উজিয়াল, নসৱৎ উজিয়াল ও মোৰাৰক উজিয়াল, সৱকাৰ শৱিফাবাদে ছসেন উজিয়াল^(১) প্ৰভৃতি নাম উদাহৰণৰূপ উল্লিখিত হইল। বুজু মহাশয়েৰ বৌতি অবলহন কৱিলে বজদেশেৰ প্ৰতি বিভাগে এক একটি উচ্চাল রাজ্য ছিল স্বীকাৰ কৱিয়া লাইতে হইবে। উচ্চাল-ৱাঙ্গেৰ পৱে চেকৱীঘ-ৱাঙ্গ প্ৰতাপসিংহেৰ নাম লিখিত আছে। চেকৱীঘ নগৰ উত্তৰ-ৱাঢ়ে অবস্থিত ছিল এবং অদ্যাবধি ইহা চেকুৱি নামে স্মৃপৱিচিত। এতদ্ব্যতীত কঘৰলমণ্ডলেৰ নৱসিংহার্জুন, সঙ্কট গ্ৰামেৰ চণ্ডার্জুন, নিদ্রাবলেৰ বিজয়ৱাঙ্গ, কৌশাস্থীৰ বোৱপৰৰ্ক্ষন এবং পদুবংশৰ সোম, রামপালেৰ সামস্তক্ষেৰ মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। তথাদেৰ বোৱপৰৰ্ক্ষন বোধ হৰ, ভোজবৰ্ষদেবেৰ তাত্ৰাসনে উল্লিখিত এবং জাত-বৰ্ষাৰ সমসাময়িক গোৱৰ্ক্ষন^(২)। কৌশাস্থীৰ বৰ্তমান নাম কৃষ্ণনা, ইহা রাজসাহী জেলায় অবস্থিত। এই স্থানে ছসেন শাহেৰ পুত্ৰ নসৱত শাহেৰ রাজত্বকালে নিৰ্মিত একটি প্ৰাচীন মসজিদ আছে। বুজু মহাশয় বলেন যে, নিদ্রাবলেৰ বিজয়ৱাঙ্গই সেনবংশীয় বিজয়সেন^(৩), কিন্তু এই উক্তিৰ সমৰ্থক বিশ্বাসযোগ্য কোন প্ৰমাণ আৰিষ্ঠাৰ হইয়াছে বলিয়া মনে হৰ না।

ৱামপাল ও তাঁহাৰ সাৰমন্তগণ নৌকামেলক নৌ-সেতু দ্বাৰা ভাগীৱথৌ পাৰ হইয়াছিলেন^(৪)। ৱামচৱিতেৰ টীকা হাইতে কোন স্থানে ৱামপালেৰ

(১) Ain-i-Akbari, Vol II, (Jarret's Trans.) pp. 129-140.

(২) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. X, p. 127,

(৩) বজেৰ জাতীয় ইতিহাস, (ৱাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ১৪৬।

(৪) অন্যত মহাবাহিনীঃ গঙ্গায়ঃ তৱশিসজ্জবেন নৌকামেলকেন পুণ্ডৱাঃ ছজ্জ্বাঃ সম্যুক্তৰণঃ মুখৰিতদিকো঳াইলো বশিনঃ। —হামচৱিত, ১১০ টীকা।

সহিত কৈবর্ত-রাজের যুক্ত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না ; তবে ইহা স্থির যে, বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে কোনও স্থানে এই যুক্ত হইয়াছিল । কৈবর্ত-রাজ ভীম, যুক্তকালে জীবিতাবহায় ধৃত হইয়াছিলেন^(৪) । অন্ত একস্থানে লিখিত আছে যে, ভীম হস্তিগৃষ্ঠে ধৃত হইয়াছিলেন^(৫) । কৈবর্ত-রাজ ধৃত হইয়াছেন শুনিয়া রামপালের সেনাগণ উৎসাহ পাইয়াছিল । ভীম ধৃত হইলে কৈবর্ত-সেনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল । রামপাল যুক্তাস্তে ভীমের রাজধানী ডমরুনগর খৎস করিয়াছিলেন^(৬) । সম্ভ্যাকরনন্দী ডমরুকে শক্রপক্ষের রাজধানী বলিয়া উপপুর আধ্যায় অভিহিত করিয়াছেন । যুক্তাস্তে ভীম বিজ্ঞাপাল নামক জনৈক কর্ষ্ণচারীর তত্ত্বাবধানে অবক্ষেত্র হইয়াছিলেন^(৭) । পরাজিত কৈবর্ত-সেনা হরি নামধেয় জনৈক নায়ক কর্তৃক একজ্ঞ হইয়াছিল^(৮) । হরির সহিত যুক্তে রামপালের পুত্র (সন্ধিতঃ রাজ্যপাল) বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন^(৯) । যুক্তাস্তে হরি ধৃত হইয়া ভীমের সহিত নিহত হইয়াছিলেন । ইহার পরেই বোধ হয়, সমগ্র বরেন্দ্রভূমি রামপালকর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল । রামপাল ভীমের

(৪) রামচরিত, ২।১৭ টাকা ।

(৫) রামচরিত, ২।২০ টাকা ।

(৬) অঙ্গজ । অপি সমুচ্চয়ে । স রামপালো ভবস্য সংসারশাপদম্ বিপদম্ ডমরুপপুরং শক্রকৃতমলাবীৎ ।.....ডমরুপকে দ্রবিণং ধনঃ, অবিতা রাক্ষসা প্রজা বেন করপল্লবচৌলয়া আযুধচেষ্টরা অবধৃত নথিলন্পং যথা তথ্বতি ।—রামচরিত, ১।২৭ টাকা ।

(৭) অথ বহুতরসা দৃত্যা যুক্তে রামেণ বিজ্ঞাপালস্য ।

স্মোরভ্যাসে সহসা সৌরেশিতনয়ঃ প্রেৰি ॥

—রামচরিত ২।৩৬ ।

(৮) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. III.
p. 14.

(৯) Ibid,

সেনাগণকে বীর সেনাদলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন^{৬০}। বিজ্ঞাহসমন্বয়ে
রামপালদেব গঙ্গা ও করতোরার মধ্যে রামাবতী নামী একটি নৃত্য নগরী
নির্মাণ করিয়াছিলেন^{৬১}। শ্রীহেতুর চওখের ও ক্ষেমেখের এই নৃত্য
নগরের উপর্যুক্ত স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন^{৬২}। রামপালদেব এই
নগরে অগদলমহাবিহার নামে একটি বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন^{৬৩}।
রামাবতী পাল-রাজবংশের শেষ রাজধানী এবং রামপালের কর্তৃত পুত্র
মদনপালের রাজ্যকালেও রামাবতী গৌড়-রাজ্যের রাজধানী ছিল^{৬৪}।
থষ্টীয় ঘোড়শ শতাব্দীতেও রামাবতী নগরী বিশ্বান ছিল; কারণ,
আবুল ফজল প্রীত আইন-ই-আকবরীতে রমোতি নগরের উল্লেখ
আছে^{৬৫}। লক্ষণাবতী হইতে যেমন লক্ষ্মোতি হইয়াছে, সেইরূপ
রামাবতী পারস্য ভাষায় রমোতি রূপ ধারণ করিয়াছে। অমর্কর্মে
রমোতি স্থানে রমোতি লিখিত হইয়াছে^{৬৬}।

রামাবতী স্থাপনের পরে রামপালদেব উৎকল ও কলিক বিভিন্ন

(৬০) অথ ভৌমাৰীকঃ তেন মহাত্মসামৈরূপেৰবজ্মঃ।

সমচৌক্ত হরিহরহন্তা সুবিহতপরমণুগাবরোধেন।

—রামচরিত, ২৩৮।

(৬১) . অপ্যাভিতো গঙ্গাকরতোরানৰ্থপ্রবাহপুণ্যতমামঃ।

অপুনৰ্ভবাহৰমহাতীর্থবিকল্পোভলামস্তঃ।

—রামচরিত, ৩১০।

(৬২) কুর্খণ্ডি: শংবেবে শ্রীহেতুৰৱেণ দেবেন।

চওখৰাভিধানেৰ কি঳ ক্ষেমেখৱেণ চ সৰাখৈঃ।

—রামচরিত, ৩১২।

(৬৩) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p. 14.

(৬৪) মৰমপালখেবেৰ ভাষ্যাম্বল এই “রামাবতীনগৰ পৱিসৱস্বাবাসিত শ্ৰীমজ্জ্ব-
লক্ষ্মী” হইতে প্ৰস্তুত হইয়াছিল।—গোড়লেখমালা, পৃঃ ১৫৩।

(৬৫) Journal of the Royal Asiatic Society, 1896. p. 113.

(৬৬) Ain-i-Akbari (Jarrett's Trans,) Vol. II, p. 131.

କରିଯାଇଲେନ ଏବଂ ଉତ୍କଳ-ରାଜ୍ୟ ନାଗବଂଶୀୟ ରାଜୁଗଣକେ ଅଭ୍ୟର୍ଗଣ କରିଯାଇଲେନ^୧ । ରାମପାଲେର ଅନେକ ସାମନ୍ତ କାମକୁଳ ବିଜୟ କରିଯାଇଲେନ^୨ । କାମକୁଳ ରାଜୁଗଣ ବୋଧ ହୁଏ, ଏହି ସମସ୍ତେ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହଇଯାଇଲେନ, କାରଣ, ଗୌଡ଼େଶ୍ଵରଗଣ ସାରଦ୍ଧାର କାମକୁଳ-ରାଜ୍ୟ ଅତି କରିଯାଇଲେନ । ରାମପାଲେର ଏବଂ କୁମାରପାଲେର ରାଜ୍ୟକାଳେ କାମକୁଳପରାଜ୍ୟ ଅଧିକୃତ ହଇଯାଇଲି ଏତଥୁତୀତ ସେନବଂଶୀୟ ବିଜୟସେନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣସେନ ଏକ ଏକବାର କାମକୁଳ ଅଧିକାର କରିଯାଇଲେନ ।

(୬୧) ଭବତ୍ୟଷମଞ୍ଜତିଭୁବମୁଜଗ୍ରାହିତମୁକ୍ତ ଲତ୍ରଂ ସଃ ।

ନାଗବଂଶୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲିନ୍ଦତତ୍ତ୍ଵାନ୍ ନିଶଚରାନ୍ ନିଷ୍ପନ୍ ॥

—ରାମଚରିତ, ୩୪୫ ।

ଆୟୁଷ୍ମ ରମାପ୍ରସାଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବଲିଯାଇଲେ ଯେ, ଏହି ଜୋକେ ‘ଭବତ୍ୟଷ’ ଅର୍ଥେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝାଇ ଏବଂ ‘ଭବତ୍ୟଷମଞ୍ଜତି’ ଅର୍ଥେ ସୋନ୍ଦରବଂଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ବୁଝାଇ । ‘ରାମଚରିତ’ର ଭୂମିକାର ଶାନ୍ତୀ ମହାଶୟ ଲିଖିଯାଇଲେ,—“He (Rampala) conquered Utkala and restored it to the Nagavamisis.” ଇହି ବାବା ବୁଝା ଯାଏ, ଶାନ୍ତୀ ମହାଶୟ ‘ଭବତ୍ୟଷମଞ୍ଜତି’ ପାଇ ‘ନାଗବଂଶୀୟ’ ଅର୍ଥେ ଏହଣ କରିଯାଇଲେ । ନାଗ ଭତ୍ରେ (ଶିବର) ଭୂଷଣ ହିଲେଓ ନାଗବଂଶୀୟ କୋନ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତିଷ୍ଠାଯାଇ କଥନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କରିଯାଇଲେ ବଲିଯା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନା ଯାଏ ନାହିଁ । ଉତ୍ତିଷ୍ଠାଯାଇ ପାର୍ବତୀପ୍ରଦେଶେ ନାଗବଂଶୀୟ ରାଜୁଗଣେର ବିଜୟ ଅଧିକାର ଛିଲ । ଶୁଦ୍ଧଦ୍ଵର ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଶ୍ରୀଯුଷ୍ମ ହୀରାଲାଲ ‘ଗୌଡ଼ରାଜମାଳ’ ପ୍ରକାଶିତ ହଇବାର ପୂର୍ବେ ଅନ୍ତଃ ପାଚଥାରି ଖୋଦିତଲିପି ଓ ଏକଥାରି ତାତ୍ରଶାସନେର ବିବରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଯାଇଲେ । (Epigraphia Indica. Vol. IX, pp. 161-164, 176 etc.) ପଞ୍ଚାନ୍ତରେ ‘ରାମଚରିତ’ର (୨୧୦) ଟିକା ହଇତେ ଜାନା ଯାଏ, ରାମପାଲେର ରାଜ୍ୟ ଲାଭେର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବେ ଉତ୍କଳେ ‘କେଶରୀ’-ଉପାଧିଧାରୀ ଏକଜନ ଭୂପତି ଛିଲେମ । ଭୌମେର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧାଦ୍ୟତ ରାମପାଲେର ସହିତ ଯୀହାରୀ ଶୋଗବାନ କରିଯାଇଲେ, ତଥାଧ୍ୟେ ‘ଉତ୍କଳେଶ-କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ’ ପରାଭବକାରୀ ଦୁଗ୍ଭୁକ୍ତି-ଭୂପତି ଜର୍ମିଂହେର ନାମ ମୃଷ୍ଟ ହୁଏ ।” ଧୂଟୀର ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶୈଳଗାନ୍ଦେ ଏକଇ ପ୍ରଦେଶ ଶୋଗବଂଶୀୟ ଅନୁଷ୍ଠବର୍ଗୀ ଚୋଡ଼ଗନ୍ତ ଓ କେଶରିବଂଶୀୟ କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀର ଅଧିକାର ଛିଲ, ତଥବ ମେହି ପ୍ରଦେଶେ ନାଗବଂଶୀୟ ରାଜୁଗଣେର ଅଧିକାର କେବ ଧାରିତେ ପାରେ ନା, ତାହା ବୁଝିଲେ ପାରା ଯାଏ ନା । ମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠାଯାଇ ସୋନ୍ଦରବଂଶୀୟ ନରଗତିଗଣେର ଅଧିକାର ଛିଲ କିବା, ତାହା ଅଧ୍ୟାବଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ ନାହିଁ ।

(୬୨) ତ୍ୱାଜିତକାମକୁଳପାଦିବିଦ୍ଵିବିଦୃତଃ ମାର୍ଦମଳ୍ପାଦ୍ୟଃ ।

ମହିମାରମଲଭୂପୋ ସତମାବଦୀ ପରାତିରକାର୍ଯ୍ୟ ॥

—ରାମଚରିତ, ୩୪୭ ।

বিতীয় শূরপালের রাজ্যকালে বর্ষবৎশীয় শ্বামলবর্ষদেৰ বহুদেশেৰ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পুত্ৰ ভোজদেৱেৰ তাৰিখাসনে তাহার রাজ্যকালেৰ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিবরণ নাই। শ্বামল-বৰ্ষা জগত্বিজয়মল্লেৰ কষ্টা মালব্যদেবীৰ পাণিগ্ৰহণ কৱিয়াছিলেন^{১০}। শ্ৰীযুক্ত নগেন্দ্ৰনাথ বহুব মতাহুসাৱে জগত্বিজয়মল্ল এবং জগদেকমল একই ব্যক্তি^{১১}, কিন্তু এই উক্তিৰ পক্ষে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্ৰমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্বামলবৰ্ষাৰ পুত্ৰ ভোজবৰ্ষা পিতাৰ মৃত্যুৰ পৰে বহুদেশেৰ অধিকাৰ লাভ কৱিয়াছিলেন। ভোজবৰ্ষা, তাহার পঞ্চম রাজ্যকে পৌত্ৰভূক্তিৰ অন্তঃপাতী অথঃপতনমণ্ডলে কৌশাসী অষ্টগচ্ছ-মণ্ডলসঃবন্ধ উপ্যলিকা বা উপ্যলিকা গ্ৰাম, মধ্যদেশবিনিৰ্গত উভৰ ঢাটেৱ সিন্ধুলগ্রামবাসী পীতাম্বৰদেবশৰ্ম্মাৰ প্ৰপোত্র, জগত্বাথ দেবশৰ্ম্মাৰ পৌত্ৰ, বিশুৱপ দেবশৰ্ম্মাৰ পুত্ৰ, শাস্ত্রাগারাধিকৃত রামদেবশৰ্ম্মাকে প্ৰদান কৱিয়াছিলেন^{১২}। ভোজবৰ্ষা অথবা তাহার পুত্ৰ রামপালেৰ আশ্রয় গ্ৰহণ কৱিয়াছিলেন। ‘রামচৰিত’ হইতে অৰগত হওয়া যায় যে, বৰ্ষবৎশীয় পূৰ্বদেশেৰ জনৈক রাজা নিজেৰ পৰিআণেৰ ভন্ত, নিজেৰ হন্তী ও রথ প্ৰভৃতি রামপালকে উপহাৰ দিয়া তাহার আৱাধন। কৱিয়াছিলেন^{১৩}। বৰ্ষবৎশীয় নৱপতি কুৰুক রামপালেৰ আশ্রয়-

(৬৯) তস্য রামব্যদেবামৌৎ কষ্টা ত্ৰৈমোক্ষামূলকী ।

জগত্বিজয়মল্লসা বৈজয়ন্তী মৰ্মোভবঃ ।

—Journal of the Asiatic Society of Bengal,

New Series, Vol. X, p. 170.

(৭০) বঙ্গেৰ জাতীয় ইতিহাস, (রাজ্যকাণ্ড), পৃঃ ২৮৬ ।

(৭১) Journal of the Asiatic Society of Bengal. vol. X, pp. 128-129.

(৭২) অপৰিআণতিভিত্তঃ পক্ষা যঃ প্ৰাগ্ দিশীৱেন ।

বৰ-বাৰণেৰ চ নিজ-স্তন্দৰ-সামৰেন বৰ্ষণাহাথে ।

—রামচৰিত, ৩৪৪ ।

তিক্রতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারানাথ লিপিবন্ধ করিয়া পিয়াছেন যে, রামপালদেব ষট্চক্ষণারিংশ বৎসরকাল গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন^{১০}; ইহা অসম্ভব নহে; কারণ, তাহার ৪২শ রাজ্যাক্ষের খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গৌড়ে মুসলমান অধিকারকালে লিখিত “শ্রেণ-শুভোদয়া” নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যাও

- (৭৩) তত্ত্ব স দাঢ়া বিহসম্মানাবিষয়সমিবেশেন।
স্মৃতিসম্পর্কব্রাতোঁ দাঃ কান্তাু ধৰ্মচক্রবৎ রেমে॥
— বামচক্রিত, ৪।

(৭৪) আপ্তে কালে সরিতি দেখীসমাজিয়া অবগতেুঁ।
বৃক্ষজীবাখনে হস্তকলুনিঁ; শ্রণিকয়া দিশতপুৰুষকুলয়।
কৃতাধিমূলক্রিয় কলাবন কৃতভূঁ; এই বচ প্রদান গঠনে।
কৃতবিচক্ষণঁ কৃতার্থ, প্রাপ্তিুৎ পৃথুপুর্মহাসিফৎ॥
— বামচক্রিত, ৪।

(৭৫) কৰজাতে কুমতি শুচ। সারঘঃপ্রাণ তত্ত্বলং পুৰ্ণাঁ।
বিহুসহপুরিজনেছুক্রিয়হঁ তামো জগৎ স বৰ্জুয়।
— বামচক্রিত, ৪।

(৭৬) Indian Antiquary, Vol. IV, p. 366.

ৰে, রামপাল “শাকে যুগ্মবেণুরক্ত গতে” ভাগীৰধীগতে অৱশনে প্রাণত্যাগ কৰিয়াছিলেন^{১৭}। অছাৰধি রামপালদেবেৱ তিন পুজোৱ নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ রাজ্যপাল বোধ হৰ, পিতাৰ জীৱিতকালেই পৱলোক গমন কৰিয়াছিলেন; কাৰণ, মনহঙ্গিতে আবিষ্কৃত মদনপালদেবেৱ তাৰিখাসনে রাজ্যপালেৱ নাম নাই। রামপালেৱ বিতীয় ও তৃতীয় পুত্ৰ, কুমাৰপাল ও মদনপাল ব্যাকজমে গৌড়-সিংহাসনে উপবেশন কৰিয়াছিলেন। রামপালেৱ মাতৃল মথনদেব এবং তাহার ভাতা স্বৰ্গদেব, তাহাদিগেৱ পুত্ৰ কাহুৰদেব এবং শিবৱাজদেবেৱ নাম পূৰ্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ‘রামচরিত’-ৱচন্তা সন্ধ্যাকৰনন্দীৰ পিতা প্ৰজাপতিনন্দী রামপালেৱ ষাহাসাজ্ঞিবিগ্ৰহিক ছিলেন^{১৮} এবং তৃতীয় বিগ্ৰহপালেৱ প্ৰধান মন্ত্ৰী ষোগদেবেৱ পুত্ৰ বোধিদেব তাহার প্ৰধান অমাত্য ছিলেন^{১৯}।

রামপালদেবেৱ বিতীয় রাজ্যাকে প্ৰতিষ্ঠিত একটি তাৰামূৰ্তি প্ৰাচীন উচ্চগুপ্ত দুৰ্গমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই মূৰ্তিটি একশে কলিকাতাৱ চিত্ৰশালায় রক্ষিত আছে^{২০}। রামপালদেবেৱ পঞ্চদশ রাজ্যাকে মগধ-

(১৭) শাকে যুগ্মবেণুরক্ত গতে (?) কস্তা: গতে কাস্তৱে
কুক্ষে বাক্তপতি-বাসৱে যমতিথো বামদৱে বাসৱে।
জাহ্ববাঃ জলমধ্যতন্তৰশনৈর্ধ্যাত্বা পংঃ চক্ৰণে।
হী পালঃ ষষ্ঠ-মৌলি-ষষ্ঠমণঃ শ্ৰীৱামপালো মৃতঃ।
—গৌড়ৱাজমালা, পৃঃ ১/০।

(১৮) তত্ত তনৱো মতনয়ঃ কৱণ্যানামগ্রন্থীৱৱৰ্য্যণঃ।
সাক্ষীপৰামৃষ্টাবিডাভিধানতঃ প্ৰজাপতিৰ্জনঃ।
—রামচরিত ; কাৰণশতি, ৩।

(১৯) যত্প শৃঙ্খলচিবঃ পুত্ৰ তৰৰোধিদেব ইতি তৰৰোধত্বঃ।
বিহুগেৰবিগিতোহস্তুতেজ্জৈৱজ্ঞানাত্মসুশঃ। কৃতাৰবঃ। ১
—কংগৌলিৰ তাৰিখ সৰ, গৌড়ৱেষ্টমালা, পৃঃ ১২৯।
(২০) বহুজ-সাহিত্য-পত্ৰিকা-পত্ৰিকা, ১৫শ তাৰ, পৃঃ ১০।

ବିଷୟେ ନାଲଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣକୁଣ୍ଡ ନାଥକ ଅନୈକ ଲେଖକ କର୍ତ୍ତ୍ତକ ଏକଥାରି ଅଟ-
ମାହାତ୍ମିକ ପ୍ରଜ୍ଞାପାରମିତା ଏହ ଲିଖିତ ହିଁଯାଛିଲ :—

“ମହାରାଜାଧିରାଜପରମେଶ୍ଵରପରମଭଟ୍ଟାରକପରମୋଗତ ଶ୍ରୀମତ୍ରାମପାଲଦେବ-
ପ୍ରସରମାନବିଜୟରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚଦଶମେ ସୟତ୍ସବେ ଅଭିଲିଖ୍ୟମାନେ ଯାତ୍ରାକେନାପି
ସ୍ୱର୍ଗ ୧୫ ବୈଶାଖ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପର୍ମ୍ୟାଂ ୨ ଅତି ମଗଧବିଷୟେ ଶ୍ରୀନାଲନ୍ଦାବ-
ହିତ ଲେଖକ ଗ୍ରହଣକୁଣ୍ଡ ଭଟ୍ଟାରିକା ପ୍ରଜ୍ଞାପାରମିତା ଲିଖିତା ଇତି” ୮୧ ।
ରାମପାଲଦେବେର ୪୨୩ ରାଜ୍ୟାକ୍ରେ ରାଜ୍ୟଗୃହବିନିର୍ଗତ ଏତାଗ୍ରାମବାସୀ ବଣିକ
ସାଧୁ ମହାରାଜ ଏକଟି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱାତ୍ମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଛିଲେନ୍ ୮୨ । ଏହ ଯୁକ୍ତି
ପାଟନା ଜେଳାର ଗିରିଯେକ ପର୍ବତୀର ନିକଟେ ଚଣ୍ଡୀମୌ ଗ୍ରାମେ ଆବିଷ୍ଟ
ହିଁଯାଛିଲ୍ ୮୩ ଏବଂ ଇହ ଏକଣେ କଲିକାତାର ଚିତ୍ରଶାଳାଯ ରକ୍ଷିତ ଆଛେ ।
ମନ୍ଦ୍ୟାକରନନ୍ଦୀବିରଚିତ ରାମଚରିତ ଆବିଷ୍ଟ ହିଁବାର ପୂର୍ବେ ରାମପାଲଦେବେର
ରାଜ୍ୟକାଳେର କୋନ ସଟନାଇ ବିଦିତ ଛିଲ ନା । ଡାକ୍ତାର ଭିନିସ (Dr.
A. Venis) ରାମପାଲେର ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର କୁମାରପାଲେର ମହ୍ଲୀ, କାମକୁପ-ରାଜ
ବୈଷ୍ଣଦେବେର ତାତ୍ରଶାସନ ସମ୍ପାଦନକାଳେ ରାମପାଲେର ରାଜ୍ୟକାଳେର ସଟନା-
ମୁହଁରେ ବିବରଣେ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିଯାଛିଲେନ୍ ୮୪ । ରାମଚରିତ ଆବିଷ୍ଟ
ହିଁଯା ପ୍ରକାଶିତ ହିଁବାର ପରେ ରାମପାଲଦେବେର ରାଜ୍ୟକାଳ ନିର୍ଣ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ
ସମୟେର ସଟନାବଲୀର ବିବରଣ ସଂଗ୍ରହ କରା ସମ୍ଭବ ହିଁଯାଛେ ।

‘ରାମଚରିତ’ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାନ୍ତ୍ରୀ କର୍ତ୍ତ୍ତକ ୧୮୯୭

(୮୧) Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Bodleian Library, Cambridge, Vol. II, p. 250, no 1428.

(୮୨) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, pp. 93—94,

(୮୩) Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol. XI, p. 169,

(୮୪) Epigraphia Indica, Vol. II. pp., 348-49.

খৃষ্টাব্দে নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শান্তী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটিৰ কাৰ্য-বিবৰণীতে ‘রামচৰিতে’ৰ সংক্ষিপ্ত বিবৰণ প্ৰকাশ কৰিয়াছিলেন^{১০}। শান্তী মহাশয় নেপাল হইতে সম্পূর্ণ মূলগ্রন্থ এবং প্ৰায় অর্ধগ্ৰন্থেৰ টীকা এসিয়াটিক সোসাইটিৰ অঙ্গ আনয়ন কৰিয়াছেন। এই গ্ৰন্থ এখন কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিৰ পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। ইহাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়েৰ পঞ্চত্ৰিংশৎ প্লোক পৰ্যন্ত টীকা আছে। ইহা ‘রাঘব পাণ্ডুবীষেৰ’ স্থান স্বৰ্য্যবাচক কাৰ্য। প্ৰত্যেক প্লোকেৰ দুইটি টীকা আছে, একটি রামপক্ষে ও অপৰটি রামপাল পক্ষে। বে অংশেৰ টীকা পাণ্ডু ধাৰ নাই, সেই অংশ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্ৰহ কৱা অতীব দুৰহ। ‘রামচৰিত’ মূল ও টীকা তালিপত্ৰে খৃষ্টীয় দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীৰ অক্ষৱে লিখিত। মূল গ্ৰন্থ অপেক্ষা টীকাৰ অক্ষৱ প্ৰাচীন বলিয়া বোধ হয়। ‘রামচৰিতে’ৰ টীকা ঐতিহাসিকেৰ নিকটে ‘রামচৰিত অপেক্ষা মূল্যবান গ্ৰন্থ। টীকা আবিষ্কৃত না হইলে ঐতিহাসিকগণ রামচৰিতে’ৰ এত আদৰ কৱিতেন কি না সন্দেহ। এই টীকাতেই রামপালেৰ রাজস্বকালেৰ প্ৰধান প্ৰধান ঘটনাৰ বিবৰণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ‘রামচৰিতে’ৰ প্ৰথম তিন অধ্যায়ে রামপালেৰ রাজ্যকালেৰ ঘটনা এবং চতুৰ্থ অধ্যায়ে কুমাৰপাল, তৃতীয় গোপাল এবং মদনপালদেবেৰ রাজ্যকালেৰ ঘটনাসমূহ বিবৃত হইয়াছে। রামায়ণেৰ উত্তৰাকাণ্ডেৰ স্থায় ‘রামচৰিতে’ৰ চতুৰ্থ অধ্যায় “রামোক্তৰচৰিত” নামে পৱিত্ৰিত। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীৰ শেষাব্দে রামপালকে রামেৰ সহিত তুলনা কৱা কৰিগণেৰ মধ্যে সংক্ৰামক হইয়া উঠিয়াছিল। বৈশাদেবেৰ প্ৰশংসন রচয়িতা মনোৱথও এই উপমা ব্যবহাৰ কৰিয়াছেন। “সেই প্ৰবলপৰাক্ৰমশালী নৱপালেৰ রামপাল নামক এক পুত্ৰ জন্ম গ্ৰহণ

କରିଯାଇଲେନ । ତିନି ପାଳ-କୁଳମୁଦ୍ରାଖିତ ଶୀତକିରଣ ଚନ୍ଦ୍ରପେ ପ୍ରତି-
ଭାତ ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ରାଜ୍ୟଲାଭେ ଧ୍ୟାତିଭାଜନ ହଇଯାଇଲେନ । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମନ
ଅର୍ଥର ଲଭ୍ୟନ କରିଥା, ରାବଣବଧାସ୍ତେ ଅନକ-ନନ୍ଦିନୀ ଲାଭ କରିଯାଇଲେନ,
ରାମପାଲଦେବଓ ମେଇକୁଳ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥ ସମ୍ମୂଳୀର୍ଣ୍ଣ ହଇଯା ଭୀମ ନାମକ କୌଣ୍ଠିନୀଯକେର
ବଧମାଧ୍ୟନ କରିଯା ଉନକତ୍ତୁମି ବରେନ୍ଦ୍ରିଲାଭେ ତ୍ରିଜଗତେ ଆସ୍ତ୍ରବଶଃ ବିଜ୍ଞତ
କରିଯାଇଲେନ^(୮୫) । ସମ୍ଭବତଃ ସନ୍ଧ୍ୟାକରନନ୍ଦୀ ସ୍ଵର୍ଗ 'ରାମଚରିତରେ' ଟିକା
ରଚନା କରିଯାଇଲେନ ; କାରଣ, ଅପରେର ପକ୍ଷେ ଏହି ଟିକା ରଚନା ଅସମ୍ଭବ ।
ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ମତ ଐତିହାସିକ ଘଟନାର ଉଲ୍ଲେଖ କରା
ହଇଥାଛେ, ତାହା ଗ୍ରହକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ ଅପରେର ନିକଟେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ । ସନ୍ଧ୍ୟାକରନନ୍ଦୀ
ପୌଣ୍ଡୁ ବର୍ଜନପୁରେର ଅଧିବାସୀ ଛିଲେନ^(୮୬) । ତାହାର ପିତା ପ୍ରଜାପତିମନ୍ଦୀ
ରାମପାଲେର ମହାସାଙ୍କିବିଗ୍ରହିକ ଛିଲେନ^(୮୭) ; ସୁତରାଂ ସନ୍ଧ୍ୟାକରନନ୍ଦୀ ରାମ-
ପାଲେର ରାଜ୍ୟକାଳେର ଘଟନାସ୍ମୃତ ସତ୍ତ୍ଵର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଗତ ଛିଲେନ, ତାହା
ଅପରେର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ଛିଲ ନା ।

ରାମପାଲେର ରାଜ୍ୟଧାନୀ ରାମାବତୀ ନଗରୀର ଧଂସାବଶେଷ ଅଢାବଧି ଆବି-
ସ୍ତୁତ ହୟ ନାହିଁ । ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶରଗତ
ମାଦୃଷ୍ଟେର ଉପର ନିର୍ଭର କରିଯା ଢାକା ଜେଳାର ଅର୍ଥଗତ ରାମପାଲକେ ରାମାବତୀ
ବଲିଯା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଯାଇଛେ^(୮୮) । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦୁ ବନ୍ଦୁ ଜେଳାମ୍ବ

(୮୫) ତେବେ ଯେନ ଜଗତ୍ୟେ ଜନକତୃତୀତୀଦ୍ୟଥାବଦ୍ୟଶଃ
କୌଣ୍ଠିନୀଯକଭୀମରାବନବଧାଦ୍ୟାକ୍ଷାଧ'ବୋଲଂଘନାଂ ॥୫
—ଗୋଡ଼ଲେଖମାଳା, ପୃଃ ୧୨୯ ।

(୮୬) ସମ୍ମଧାଶିରୋବରେନ୍ତୀମଣ୍ଡଳଚଢାମଣଃ କୁଳହାନଃ ।
ଆପୌଣ୍ଡୁ ବର୍ଜନପୁରପ୍ରତିବନ୍ଧଃ ପୁଣ୍ୟଭୂଃ ସୁହର୍ଦୟଃ ।
—ରାମଚରିତ, କବିପ୍ରଶାସ୍ତ୍ର, ୧ ।

(୮୭) ରାମଚରିତ, କବି ପ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ୧୩ ।

(୮୮) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p 14

মহাক্ষানগড়ের মিকট রামপুরা নামক স্থানে রামাবতীৰ অবস্থান নির্দেশ কৰিয়াছেন^(১)। প্রাচীন রামাবতী, সরকার জৱতাবাল বা গৌড়ের সীমাখণ্ডে অবস্থিত ছিল এবং তাহাৰ খৎসাবশেষ কখনই ঢাকা অথবা বঙ্গড়া জেলায় আবিস্কৃত হইতে পাৰে না^(২)। বঙ্গড়া, সরকার ঘোড়াঘাটে^(৩) এবং সরকারবাজুহায়^(৪)অবস্থিত এবং রামপাল, সরকার সোণারগাঁওয়ে^(৫) অবস্থিত।

তিৰুতদেীয় ইতিহাসকাৰ লামা তাৱানাথেৰ মতামুসারে যক্ষপাল নামক একজন রাজা রামপালেৰ সিংহাসনেৱ সহায়কাৰী ছিলেন^(৬)। গয়ায় যক্ষপাল নামক একজন নৱপতিৰ একখনি শিলালিপি আবিস্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যাব যে, শৃঙ্খলেৰ পৌত্ৰ, বিশ্বাদিত্যেৰ পুত্ৰ, যক্ষপাল স্রষ্ট্যদেবেৰ জন্ম একটি মন্দিৱ নিৰ্মাণ কৰাইয়াছিলেন^(৭)। যক্ষপালেৰ পিতা বিশ্বাদিত্য নয়পালদেবেৰ পঞ্চদশ রাজ্যাক্ষে জনাদিন ও গদাধৰেৰ মন্দিৱ এবং তৃতীয় বিগ্রহপাল-দেবেৰ পঞ্চম রাজ্যাক্ষে বটেশ ও প্রপিতামহেশৰ মন্দিৱ নিৰ্মাণ কৰাইয়া ছিলেন। তাৱানাথ যক্ষপালকে রামপালেৰ পুত্ৰকল্পে বৰণী কৰিয়া গিয়াছেন। অমুমান হয়, যক্ষপাল তৃতীয় বিগ্রহপালেৰ মৃত্যুৰ পৰে কিয়ৎকাল আধীনতা অবলম্বন কৰিয়াছিলেন, এবং সেই জন্মই তিনি গয়াৰ শিলালিপিতে নৱেন্দ্ৰ উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন।

(১) বঙ্গেৰ জাতীয় ইতিহাস (ঝাজুকাণ), পৃঃ ২০৯।

(২) Ain-i-Akbari (Jarrett's Trans.), vol. II, p. 131,

(৩) Ibid, p. 135.

(৪) Ibid. pp. 337-38.

(৫) Ibid, pp. 138-39.

(৬) Indian Antiquary, Vol. IV, p. 366.

(৭) Ibid, Vol. XVI, p. 84.

ଗ୍ରା ଜ୍ଞାନାର ମନ୍ତ୍ରି-ପୂର୍ବାଂଶେର ସେ ବନମୟ ପ୍ରଦେଶ ଏଥିନ ହାଜାରୀବାଗ ନାମେ ପରିଚିତ ସେଇ ଅମେଷେ ସ୍ଥିତ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ହିତେ ମାନବଃଶୀମ ନରପତିଗଣ ରାଜ୍ୟ କରିତେନ । ଏହି ମାନବଃଶେର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଉଦୟମାନ । ତିନି ସ୍ଥିତ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗେ—ଏହି ରାଜ୍ୟହାପନ କରିଯାଇଲେନ । ଉଦୟମାନ ଓ ତୀହାର ଦୁଇ ଆତା ଶ୍ରୀଧୋତମାନ ଏବଂ ଅଳିତମାନ ବଣିକ ଛିଲେନ ଏବଂ ମଗଧ-ରାଜ ଆଦିସିଂହେର ରାଜ୍ୟକାଳେ ଅଧୋଧ୍ୟା ହିତେ ତାତ୍ତ୍ଵଲିଙ୍ଗ ବନ୍ଦରେ ଆସିଯାଇଲେନ । ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାଳେ ଉଦୟମାନ ମଗଧ-ରାଜ ଆଦିସିଂହକେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯ ତୀହାର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହିୟା-ଛିଲେନ । ଏହି ସମୟେ ଉଦୟମାନ ଆଦିସିଂହେର ଅନୁମତି ଅନୁସାରେ ଭୟର ଶାନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଅଧିପତି ହିୟାଇଲେନ ୨୧ । ପାଲ-ରାଜଗଣେର ଅଭ୍ୟନ୍ତର କାଳେ ନିକଟ୍ୟାଇ ତୀହାଦିଗେର ଅଧୀନତା ଶ୍ରୀକାର କରିତେନ । ୧୦୫୯ ଶକାବ୍ଦେ ମଗଧାକ୍ଷଣ ଗଢାଧର ଏକଟି ପୁରୁଷିଣୀ ଖନନ କରାଇଯା ଛିଲେନ, ଏହି ପୁରୁଷିଣୀ ଶଳାଲେଖେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ଆଛେ ଯେ, ଏହି ସମୟେ (୧୧୩୭ ସୂଟାଦେ) କ୍ରତ୍ତମାନ ନାମକ ମାନବଃଶୀମ ଏକଜନ ନରପତି ମଗଧେର ଅଧିପତି ଛିଲେନ ୨୨ । ଗଢାଧର କୁଳ ପ୍ରଶ୍ନିତେ ବର୍ଣ୍ଣମାନ ନାମକ ମାନବଃଶୀମ କ୍ରତ୍ତମାନେର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବିତକ ପଦ୍ଧେଶରେ ଉତ୍ସେଷ ଆଛେ ୨୩ । ବର୍ଣ୍ଣମାନ ଏବଂ କ୍ରତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବତଃ ଉଦୟ-

(୨୧) Epigraphy Indica, Vol. II, pp. 345-47.

(୨୨) କ୍ରତ୍ତମାନରେ ମାନବଃଶୀମ ଚକ୍ରମଃ :

ମ କ୍ରତ୍ତ ମାନୋଜନି ଦେନ ତୃତ୍ତୁଜା ।

ସମେଦିନୀମଞ୍ଜଳମାଦିକେତେବେଳେ

ବଲାଦମିଆସୁନିଧିଃ ମୟୁକ୍ତଃ ୧୨୪

—Ibid, p. 336.

(୨୩) ଆଶୀର୍ବଦୀ ନିଜରୀଜାମୁକ୍ତଲହିତୁମ ବହୁାଂ ଅତୀତାଜ୍ଞନା

ସଂବାଦାମ ନରେଶ୍ୱରେ ଶିବିରୋଇ ଶ୍ରୀବନ୍ଦୀମାନେନ ତୌ ।

ତତ୍ତ୍ଵାକ୍ଷାମବଲହ୍ୟ ତୃତ୍ତକୁଳମିଦଃ ତାତ୍ୟାଧିପ ପ୍ରାପିତଃ

କାକିକ କୋଟିରମୁକ୍ତରାଃ ଗୁଣଭୂବ କୌରିଗୀତୁତେରପି ୧୧୦

Ibid pp.334

মানের বংশজ্ঞাত। মদনপাল গৌড়নগর হইতে বিজয়সেন কর্তৃক তাড়িত হইলে মানবংশীয় নবপতিগণ সম্ভবতঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সময়ে গয়ার শাসন-কর্ত্তা বিখাদিত্যের পুত্র যক্ষপালের শীতলা মন্দিরের শিলালিপিতেও কোন পালবংশীয় রাজ্ঞার নাম নাই। গোবিন্দপুরে আবিষ্ট গঙ্গাধরের কুলপ্রশস্তিতে এবং গয়ার শীতলা দেবী মন্দিরে আবিষ্ট যক্ষপালের শিলালিপিতে কুস্তমান এবং যক্ষপাল^{১০০} নরেন্দ্র আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। কোন সময়ে মানবংশীয় রাজগণের বা যক্ষপালের বংশধরগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল তাহা নির্দিষ্ট হয় নাই।

ভোজবর্ষদেবের বেলার তাত্ত্বিকাসন হইতে অবগত হওয়া ষে, যদুবংশে বীরশ্রী এবং হরি বহুবার প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হইয়াছিলেন^{১০১}। এই স্থানে প্রশস্তিকার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, যাদব-বর্ষবংশে হরিবর্ষ নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিবর্ষ নামক একজন রাজ্ঞার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রমাণ আবিষ্ট হইয়াছে। একথানি শিলালিপি, একথানি তাত্ত্বিকাসন এবং দুইখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে হরিবর্ষদেবের অস্তিত্বের কথা অবগত হওয়া যায়। শিলালিপিখানি উড়িষ্যা প্রদেশের পুরী জেলায় ভুবনেশ্বর গ্রামে অনস্তবাস্তুদেব-মন্দির-প্রাঙ্গণে আবিষ্ট হইয়াছিল, ইহা এক্ষণে অনস্তবাস্তুদেব-মন্দিরের প্রাচীর গাছে সংলগ্ন আছে। ইহা হরিবর্ষদেবের মন্ত্রী ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সাবর্ণগোত্রীয় রাঢ়প্রদেশের

(১০০) Indian Antiquary, Vol XVI, 1887, p. 65, V. 10

(১০১) সোণি প্রাপ্ত বছুঃ ততঃ ক্রিতি (ভুঃ)-জাঃ বংশোরযুক্তঃ কৃতে।

বীংশ্বীক্ষহস্তিক্ষ বজ্জ্বত্ত(হ)শঃ অভ্যক্ষমেষ্টেক্ষ্যত।

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. X, pp. 126—7;

সিঙ্গল গ্রামবাসী শ্রোতৃস্বৎশে প্রথম ভবদেবভট্ট জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গোড়েখরের নিকট হইতে হস্তনীভিট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবদেবের বৃক্ষ প্রপোত্র আদিদেব বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী-মহাপাত্র-মহাসাঙ্কি-বিগ্রহিক ছিলেন। আদিদেবের পৌত্র ‘বালবলভীভুজ্জ্বল’ উপাধিধারী ভবদেবভট্ট দীর্ঘকাল হরিবর্ষদেবের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাহার পরে তাহার পুত্রেরও উপদেশদাতা ছিলেন। দ্বিতীয় ভবদেবভট্ট রাঢ় দেশে একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন এবং ভূবনেখরে নারায়ণ, অনন্ত ও নরসিংহ-বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন^(১০২)। এই শিলালিপি সম্পাদনকালে স্বর্গীয় ভাস্ত্রার কিলহৰ্ণ বলিয়াছিলেন যে, অক্ষরের আকার দেখিয়া ইহাকে ১২০০ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি বলিয়া ধোধ হয়^(১০৩)। এই উক্তির উপরে নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত ব্ৰহ্মপুৰসাম চন্দ্ৰ বলিয়াছেন, “কিলহৰ্ণ-কথিত ঠিকঠাক ১২০০ খৃষ্টাব্দ ভট্টভবদেবের প্রশস্তিৰ কাল না হইলেও, অক্ষরের হিসাবে হরিবর্ষার তাৰ্ত্তশাসন এবং ভবদেবের প্রশস্তি দ্বাদশ শতাব্দীৰ পূৰ্বে ঠেলিয়া লওয়া যায় না^(১০৪)।” বিগত চতুর্দশ বর্ষের মধ্যে আৰ্য্যাবৰ্ত্তের উত্তৰ-পূৰ্বৰ্ক্ষে বহু নৃতন খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, বহু রাজ-বংশেৰ কাল নির্ণীত হইয়াছে এবং ইতিহাসেৰ বহু পৱিত্রন হইয়াছে। প্রাচীন ভাৰতীয় অক্ষর-তত্ত্বেৰ আলোচনাকালে এখন আৱ বুলাৰ অথবা কিল-হৰ্ণেৰ নাম গ্ৰহণ কৰিয়া তাহাদিগেৰ অতি প্রাচীন সিঙ্গাস্তগুলি প্ৰমাণ-কৰ্পে গ্ৰহণ কৰিলৈ চলিবে না। শিলালিপিৰ সহিত শিলালিপি এবং তাৰ-শাসনেৰ সহিত তাৰ্ত্তশাসনেৰ তুলনা কৰিয়া দেখিলৈ স্পষ্ট বুঝিতে পাৱা যায় যে, বিহারে আবিষ্কৃত রামপালেৰ দ্বিতীয় এবং দ্বিত্তীয় পৰি

(১০২) *Epigraphia Indiae* Vol, V pp,205—7.(১০৩) *Ibid*, p. 205.

(১০৪) ৰোড়ৱাজমালা, পৃঃ ৫৬, পাদটীকা।

রাজ্যাক্ষের শিলালিপি অপেক্ষা ডট্টভবদ্দেবের প্রশ়স্তি প্রাচীন এবং কমৌলিতে আবিষ্কৃত বৈচিত্রদেবের তাত্ত্বাসন অপেক্ষা হরিবর্ষদেবের তাত্ত্বাসনের অক্ষয় প্রাচীন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বহু বক্তৃর আতীয় ইতিহাস, আঙ্গরকাণ্ডের বিতীয়ভাগে হরিবর্ষদেবের তাত্ত্বাসনের একটি প্রতিলিপি ও উক্ত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, বহুজ মহাশয়ের পাঠোকার সমষ্টে যে যত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; উক্ত পাঠ আয়ুমানিক^(১০৫)। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে অর্গান অধ্যাপক হরিনাথ দে এই তাত্ত্বাসন ধারি আমাকে কয়েক দিনের অন্ত প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমি বহুজ মহাশয়ের উক্ত পাঠ পরীক্ষা করিবার স্থূলগ পাইয়াছিলাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্তুর ঘরে নেপালে হরিবর্ষদেবের রাজত্বকালে লিখিত দুইখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমখানি অষ্টমাহশ্রিক: প্রজ্ঞাপারমিতা, ইহা হরিবর্ষদেবের উনবিংশ রাজ্যাক্ষে লিখিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়খানি কালচক্রব্যানটাকা, ইহার নাম বিমলপ্রভা, ইহা হরিবর্ষদেবের ৩০শ রাজ্যাক্ষে লিখিত হইয়াছিল। নৃতন আবিষ্কার না হইলে হরিবর্ষদেবের রাজত্বকাল নিখীত হইতে পারে না। তবে ইহা স্থির যে, হরিবর্ষদেব শামলবর্ষা অথবা ভোজবর্ষার পরবর্তী কালে আবিভূত হন নাই এবং বজ্রবর্ষা বা জ্বাতবর্ষার পূর্ববর্তী নহেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মেঝেয়, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ও শ্রীযুক্ত নগিনীকান্ত ভট্টশালীর^(১০৬) মতে হরিবর্ষা ভোজবর্ষার পরবর্তী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বহুর মতে তিনি বজ্রবর্ষারও পূর্ববর্তী^(১০৭)।

(১০৫) গোড়রাজবালা, পৃঃ ৪৪।

(১০৬) The Dacca Review, 1912, July, p. 138.

(১০৭) অবসী, ১৩২০, পৃঃ ৪৬।

ରାମଚରିତ-ରଚିତା ସକ୍ଷାକରନମୌର ଜାତି ସଥକେ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅକ୍ଷୟମାର ହୈତେର ମହାଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଖିତ ‘ସାହିତ୍ୟ’ ପତ୍ରେ ବହ ତର୍କ କରିଯାଇଛି । ତର୍କକାଳେ ଅବୋଧ ଐତିହାସିକ ମୈତ୍ରେର ମହାଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅତାକୁ ଅମରିକୁତ୍ତା ଏକାଶ କରିଯାଇଲେନ ; ଦେଇ ଜଞ୍ଜିତ ଅଧିକ କଳ୍ପିତ ବିଳିତେ ପାରି ନାହିଁ । ସଗରହୋପାଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରପ୍ରସାଦ ଶାନ୍ତି ମହାଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାମଚରିତ ମଞ୍ଚାଦରକାଳେ ବିଳିଯାଇଲେନ ଯେ, ସକ୍ଷାକରନମୌ ବାରେକୁ ବ୍ରାହ୍ମିକ ମେମୋରି (Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. III. I.) । ମୈତ୍ରେର ମହାଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଙ୍କାଟ କରିଯାଇଲେନ ଯେ, ସକ୍ଷାକରନମୌକେ କାରହ ବିଳିଯା ଡିର କରାଇ ମହଜ ଓ ଯୁଦ୍ଧମଜ୍ଜତ । (ସାହିତ୍ୟ, ୧୩୧୨, ୨୩୩ ବର୍ଷ, ପୃଃ ୯୫୬) । ମୈତ୍ରେର ମହାଶ୍ରେଷ୍ଠ ‘କରଣ’ ଶବ୍ଦ କାରହବାଚକ ମନେ କରିଯାଇଛେ । କୋଷପ୍ରଥମ ସେ ଅର୍ଥରେ ଧାରୁକ, ‘କରଣ’ ଶବ୍ଦେ ସେ ଜାତି ବୁଝାର ନା, ତାହାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମୈତ୍ରେର ଅବ୍ସିତ ବରେକୁ-ଅମୁସକ୍ଷାନ-ସମ୍ମିତିର ଚେଟିତେହି ଆବିହୃତ ହଇଯାଇଛେ । ଶାମତ୍ତ-ରାଜ ଲୋକନାଥେର ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନେ ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚା ସାର ଯେ, ‘ଶ୍ରୀପଟ୍ଟ ପାଣ୍ଡିତ ‘କରଣ’ ଲୋକନାଥ ‘ଶ୍ରୀରାମ ଗର୍ଭ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଉତ୍ସେ ଜାତ ପାରଶବେର ଦୌହିତ୍ୟ’ ଛିଲେନ । (ସାହିତ୍ୟ, ୧୩୨୧, ଜୈଷଠ, ପୃଃ ୧୪୪) । ଲୋକନାଥକେ କାରହ ବିଳିତେ ବୋଧ ହୁଏ, କେହିଁ କରମା କରିବେନ ନା ।

ରାମଚରିତ ସକ୍ଷାକରନମୌକେ ‘କଲିକାଳବାଲୀକି’ ଉପାଧିତେ ଭୂଷିତ କରି-
ହଇଯାଇଛେ :—

ଅବାନ : ରୟପରିବୃତ୍ତଗୋଡ଼ାଧିପ-ରାମଦେବରୋତ୍ତମ ।

କଲିଯୁଗରାମାରଣସିହ କବିରାପି କଲିକାଳବାଲୀକି ॥

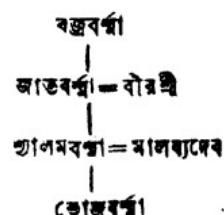
—ରାମଚରିତ, କବି-ଅଳ୍ପତ୍ତି, ୧୧ ।

ଲାମା ତାରାନାଥ ତାହାର ବୌଦ୍ଧଧୟେର ଟିକିଂଙ୍ଗେ ଶେବଡାଗେ ରାମଚରିତେର ଜ୍ଞାନ
ଅନେକଙ୍ଗଳି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ଏହେବ ନାମୋଦେଖ କରିଯାଇଛେ । ତିବି ବିଳିଯାଇଛେ ଯେ,
ବଗଥବାନୀ ପଣ୍ଡିତ କ୍ଷେମେଶ୍ୱର ଅଣୀତ ଏକଥାନି ଏହେ ରାମଗାଳେର ରାଜକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ମୟତ ଐତିହାସିକ ଘଟନାର ବିବରଣ ଅଧିକ ଆଛେ । କ୍ଷ୍ରିତରଜାତୀୟ ପଣ୍ଡିତ ଇତ୍ତମତ
ଅଣୀତ ‘ଶୁଦ୍ଧପୁରାଣ’ ନାମକ ଗ୍ରହେ ମେନ୍ଦରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକ ଚାରି ଜନ ରାଜାର ଇତିହାସ ଲିପିବକ୍ଷ
ଆଛେ । ଏତଥାତୀତ ତିବି ବ୍ରାହ୍ମଣଜାତୀୟ ପଣ୍ଡିତ ଉଟ୍ଟୟଟୀ ଅଣୀତ ‘ଶୁଦ୍ଧପରମାରାତ୍ର
ଇତିହାସ’ ନାମକ ଗ୍ରହେ ଅଧିକ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପରିପାଳନ କରିଯାଇଲେନ । ଏହେ ସକଳ ଏହେବ
ମଧ୍ୟେ ଏକଥାନିଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମି ଆବିହୃତ ହଇଯାଇବ ବିଳିଯା ବୋଧ ହୁଏ ନା ।

পরিশিষ্ট (রা)

বর্ণ-বাক্যবংশ :—

(*)

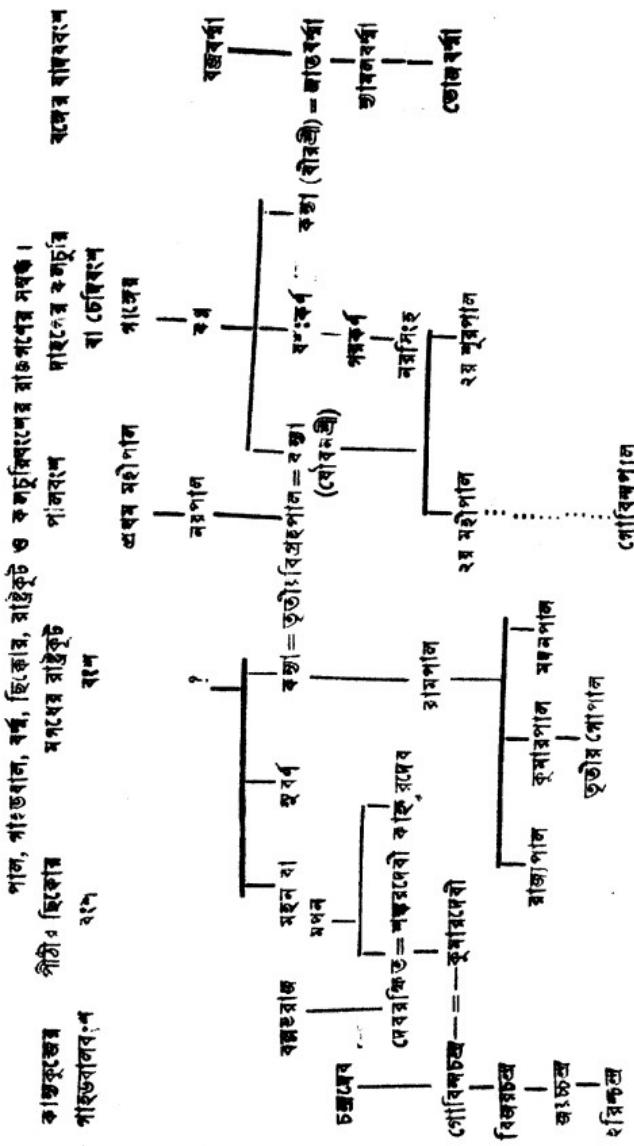


(*)



দশম পরিচ্ছন্দ ।

٦٠٩



একাদশ পরিচ্ছেদ ।

সেন-রাজবংশ ।

কুমারপাল—বৈদ্যুদেব—অনন্তবর্ষা চোড়গঙ্গের আক্রমণ—সজিগ়বঙ্গে বৌ-যুক্ত—
কামরূপ-ভাস্তুর বিজ্ঞেহ—বৈদ্যুদেবের কামরূপ জয়—তৃতীয় গোপাল—মানোর-শিলা-
লিপি—মুদ্রণপাল—বিজয়সেন—বহুজয়—বরেন্দ্রজয়—মুদ্রণপাল ও গোবিন্দচন্দ্র—মুদ্রণ-
পালের তাত্ত্বিকাসন—সেন-রাজবংশের উৎপত্তি—রাঢ়দেশে বাস—প্রদ্বারের অধিকার—
সামন্তসেন—হেমন্তসেন—বিজয়সেন—গৌড়েখরের পরাজয়—নানা, বীর, রাষ্ট্র ও
বর্ষুন—বিজয়সেনের শিলালিপি—তাত্ত্বিকাসন—বিলাসদেবী—শূরবংশের সৃষ্টি সবৰ্ক—
বজ্জলসেন—কৌলীষ—দ্বারকাগর ও অনন্তসাগর—সীতাহাটির তাত্ত্বিকাসন—সম্মুখসেন—
গোবিন্দচন্দ্রের মগধ জয়—লক্ষ্মণসেনের তাত্ত্বিকাসনসমূহ—লক্ষ্মণসেনেরবাজো সাহিত্য
চর্চা—জাকশান্ড—রাঢ়ের ঘোষ-বৎশ ।

রামপালদেবের মৃত্যুর পরে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারপাল গৌড়-
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রামপালদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত
পরে নবজিত কামরূপ রাজ্যে, সামন্তরাজ তিঙ্গ্যদেব বিজ্ঞেহী হইয়াছিলেন,
উৎকল-রাজ অনন্তবর্ষা চোড়গঙ্গ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং
সম্ভবতঃ সেনবংশীয় বিজয়সেন রাঢ়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার
উদ্যোগ করিতেছিলেন। রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরে চতুর্দিক
হইতে বিপজ্জন বেষ্টিত হইয়াও নবীন গৌড়েখর কিংকর্ণব্যবিমুচ্ত হন
নাই। কমোলিতে আবিষ্কৃত বৈদ্যুদেবের তাত্ত্বিকাসন হইতে অবগত
হওয়া যায় যে, রামপালদেবের মন্ত্রী বোধিদেবের পুত্র, বৈদ্যুদেব কুমার-
পালের মন্ত্রী ছিলেন। “তিনি সাম্রাজ্য-সম্পৰ্ক সেবিত স্ববিধ্যাত
রামপাল-দেবের পুত্র কুমারপাল নৱপতির চিত্তান্তকূপ মন্ত্রী হইয়া-
ছিলেন। পরাজিত শক্ত-নুরপাল-মুরুট সমান্তর স্বর্ণনির্মিত
যে সিংহস্তি তদীয় সমূচ্চ প্রাসাদ-শিখর অলংকৃত করিতেছে,

সেই সিংহের গ্রামজ্বামে সন্তুষ্ট হইয়া চন্দ্রমণিরমধ্যস্থ বিষ্ণুক-
রূপী মৃগ পলায়নপর হইবে ।” সর্বপ্রথমে বোধ হয় উৎকল-রাজ
অনন্তবর্ষী চোড়গঞ্জ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, কারণ বৈষ্ণ-
দেবের তাত্ত্বিকাসনে কুমারপালের রাজ্যকালের ঘটনাবলীর মধ্যে সর্ব-
প্রথমে দক্ষিণবঙ্গে নৌযুক্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । উৎকল-রাজ
বিতীয় নরসিংহের তাত্ত্বিকাসনে দেখিতে পাওয়া যায়, অনন্তবর্ষী গঙ্গা
তীরবর্তী ভূভাগের কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন । ইহা হইতে অমুমান
হয় যে, অনন্তবর্ষী উত্তররাজ্য ও দক্ষিণরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন ।
এই তাত্ত্বিকাসনের আর এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনন্তবর্ষী
মন্দারদূর্গ অধিকার করিয়া মন্দারাধিপতিকে পলায়ন করিতে বাধ্য
করিয়াছিলেন । এই সময়ে দক্ষিণবঙ্গে একটি নৌ-যুক্ত বৈষ্ণবের জয়-
লাভ করিয়াছিলেন । “দক্ষিণবঙ্গের সমরবিজয় ব্যাপারে চতুর্দিক
হইতে সমৃথিত তদীয় নৌবাট হী হী রবে সন্তুষ্ট হইয়াও, দিগ্গংগসবৃহ

- (১) সোয়ং রামনরেন্দ্রস্ত সচিবঃ সাম্রাজ্যস্তোজুৎঃ
প্রথাতত্ত্ব কুমারপালন্তপতেশ্চিত্তামুরাপোহত্বৎ ।
যন্তামাতি-কিরাট-হাটক-কৃত-প্রাসাদ-কঢ়ীরব-
আস-আস-বশাদগৈবতি বিধোবিষ্ণুকরূপী মৃগঃ ॥১
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৩০।

(২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৩০, ১৩১

(৩) গৃহাতি শ্ব করং ভূরেগজাগোতমথজমোঃ ।
মধ্যে পশ্চত্ত্ব বীরেন্মু প্রোচঃস্ত্রিয়া ইব ॥ ২২
—বিতীয় নরসিংহের তাত্ত্বিক—Journal of the Asiatic
Society of Bengal, 1896, pt I, p. 239.

(৪) আরম্যানগরাং কলিঙ্গবলপ্রতুং গ্রত্যাখ্যতি
প্রাকারামততোরণপ্রভৃতিতো গন্ধাতটহাত্ততঃ ।
পার্থার্জেয়ুধি অর্জুরীকৃতবরমত্রাধেয়গাত্রাকৃতি
শৰ্মাগ্রাবিপতিগর্গতো বংশচুবো গদের্বিমামুজ্জতঃ ॥ ৩০

—Ibid. p. 241.

ଗମ୍ଭୀରନେର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସହାନ ହିତେ ବିଚାରିତ ହିତେ ପାରେ ନାହିଁ । ଉ୍ତ୍ତରଶୀଳ କ୍ଷେପଣୀ ବିକ୍ଷେପେ ସମୁଦ୍ରକିଞ୍ଚ ଜଳକଣାମୟୁହ ଆକାଶେ ହିରତା ଲାଭ କରିତେ ପାରିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୂଳ କଲକମୁକ୍ତ ହିତେ ପାରିତ ॥” ଏହି ସମୟେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୋଡ଼ଗଙ୍କେର ସାହାର୍ଯ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନେନ ବୋଧ ହସ୍ତ ଉତ୍ତରରାତ୍ରା ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ରାତ୍ରା ଅଧିକାର କରିଯାଇଲେ । ଇହାର ପରେ ପାତ୍ର-ବାଜଗଣ ଆର କଥନ-ଦକ୍ଷିଣବଜେ ଅଧିକାର ବିଜ୍ଞାନ କରିତେ ପାରିଯାଇଲେ ବଲିଯା ବୋଧ ହୟ ନା । ଏହି ସମୟେ “ପୂର୍ବଦିଇତିଭାଗେ ବହମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ତିକ୍ଷ୍ୟଦେବ ନୃପତିର ବିଶ୍ଵୋହ-ବିକାର ଅବଶ କରିଯା ଗୌଡ଼େଖର ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଏଇରୂପ ବିପୁଲକୀଣି ସମ୍ପର୍କ ବୈଷ୍ଣଦେବକେ ନରେଶର ପଦେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଯାଇଲେ ॥” ବୈଷ୍ଣଦେବ କାମକୁପ-ରାଜକେ ପରାଜିତ କରିଯା ସ୍ଵର୍ଗ କାମକୁପରେ ସିଂହାସନେ ଆରୋହଣ କରିଯାଇଲେ । “ସାକ୍ଷାଂମାର୍ତ୍ତଶୁଦ୍ଧବିକ୍ରମ ବିଜ୍ଞାନୀଲ ସେଇ ବୈଷ୍ଣଦେବ ଆପନ ତେଜସ୍ଵୀ ପ୍ରତ୍ଯାନୀକାରେ ମାଲ୍ୟଦାନେର ଶ୍ରାଵ ମନ୍ତ୍ରକେ ଧାରଣ କରିଯା କତିପର ଦିବସେର କ୍ରତ ରଣ୍ୟାନ୍ତାର ଅବସାନେ ନିଜଭୂଜବିମନଦ୍ଵେନେ ସେଇ ଅବନିପତିକେ ଯୁଦ୍ଧ ପରାଭୂତ କରିବାର ପର, ତଦୀୟ ରାଜ୍ୟ ମହୀପତି ହିସାଇଲେ ॥”

- (୩) ସନ୍ତାମୁତ୍ତରବନ୍ଦମଜରଭାବେ ମୌର୍ଯ୍ୟାଟିହିରୀରବ
ଅନ୍ତେକ୍ଷିରାରିତିଳିଶ ଯତ୍ତଚଲିତଃ ଚେଷ୍ଟାପତି ତତ୍ପରମ୍ୟତ୍ତଃ ।
କିଳୋଂପାତୁକକେଲିପାତପତରପ୍ରୋତ୍ସମିତିଃ ଶୀକରେ
ରାକାଶେ ହିରତାକୃତା ବନ୍ଦି କ୍ରତେ ଶ୍ରାଵିକଳଃ ଶଶୀ ॥୧
—ମୌର୍ଯ୍ୟାଟିହିରୀରାଜା, ପୃଃ ୧୩ ।
- (୪) ଏତାମୃଶୋହରିହିରିକୁବିମ୍ୟକୃତତ
ଶ୍ରୀତିମ୍ୟଦେବମୃପତେରିକୃତିଂ ବିଶମ୍ୟ ।
ମୌର୍ଯ୍ୟରେଣ କୃବି ତତ୍ତ ବରେବରହେ
ଶ୍ରୀବୈଦ୍ୟଦେବ ଉତ୍ତର କୌତ୍ତିରିଯଃ ମିଯୁକ୍ତଃ ॥ ୧୦
—ମୌର୍ଯ୍ୟାଟିହିରୀରାଜା, ପୃଃ ୧୦ ।
- (୫) ଶ୍ରୀରାଜିବ ଶିରପ୍ରାଣାରାଜାଃ ପାତୋରକ୍ଷତରକଃ
କତିପରାହିରେର୍ମତା ନିଯୁତଃ ପରାମର୍ଶମୌର୍ଯ୍ୟତ ।

কুমারপালদেব বোধ হয় অতি অল্পকাল রাজস্ত করিবার পরে পরলোক-গমন করিয়াছিলেন, কারণ সম্ভ্যাকরনন্দী ‘রামচরিতে’ একটিমাত্র প্লোকে তাহার রাজস্তকালের বিবরণ শেষ করিয়াছেন^১। কুমারপালদেব বোধ হয় এক বা দুই বৎসর গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র তৃতীয় গোপালদেব গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোপালদেব বোধ হয় অতি অল্পকাল সিংহাসনে আসীন ছিলেন, এবং শৈশবেই গুপ্ত্যাতকের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন^২। কুমারপালদেবের মহিমী অথবা অন্ত কোন পুত্রের নাম অস্ত্বাবধি জানিতে পারা যায় নাই, এবং তাহার কোন শিলালিপি বা তাত্ত্বিকাসনও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তৃতীয় গোলাপদেবের মৃত্যুর পরে রামপালদেবের কনিষ্ঠপুত্র যদনপাল গৌড়-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন^৩। যদনপালদেব বোধ হয় শিশু ভাতুশুভ্রকে হত্যা করিয়া সিংহাসনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোপালদেবের

ତୁମବନିପତିଃ ଜିହ୍ଵା ଯୁକ୍ତେ ବତ୍ରୁ ମହିପତି
ଛିଅତୁ ଜଗପରିଷିଦ୍ଧେଃ ସାକ୍ଷାନ୍ଦିବଞ୍ଚତିବିଦ୍ରମଃ ॥ ୧୫

—গোড়লেখমালা, পৃঃ ১৭১।

- (৮) অথ ব্রহ্মতা (?) কুমারোদিতপৃষ্ঠপরিপন্থিপ্রাণ ধৰণেরঃ ।
ব্রাজ্যমুগজ্ঞায় ভৱস্য স্থমুরগমন্দিবৎ তমুভ্যাগান্তঃ ।
—রামচরিত ৪।১।১

(৯) অপি শুক্রবৃপ্তাহালোপাত্মাঃ অর্জুণাম তত্ত্বমুঃ ।
হস্তঃ কুতীলস্ত্রাপনবযৈষ্টত্ত্ব সামরিকমেডং ।
—রামচরিত ৪।১।২।

(১০) তদশুমুদ্বৰমেবৈকল্পন্তস্ত্রশোরৈ
শচরিতভূববগতঃ প্রাণুত্তিঃ কৌর্তিপূরৈঃ ।
ক্ষিতিচরমতাতত্ত্ব সপ্তাকিরামী
মৃত্যুবদ্ধপলামে রামপালাভুক্তবৰ্মা । ১৮
—গৌড়েলখমালা পৃঃ ১৫২ ।

রাজ্যকালের একথানি শিলালিপি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্তৃক রাজ্যসাহী জেলার অন্তর্গত মান্দাগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে^(১)। ইহা একগে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। শিল্পীর অসাবধানতার জন্য এই শিলালিপিটি ভয় পরিপূর্ণ এবং ইহার অনুবাদ করা অসম্ভব।

মদনপালদেবের রাজ্যকালে পাল-সাম্রাজ্য, মগধ ও উত্তরবঙ্গে সীমা-বন্ধ সুস্থরাঙ্গে পরিণত হইয়াছিল। মগধের পূর্বাংশ মাত্র এই সময়ে গৌড়েখরের অধীন ছিল। তৃতীয় গোপালদেবের স্থূল পরে বৈদ্যবদেবের কামরূপের স্বাধীন রাজ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার চতুর্থ রাজ্যাকে প্রদত্ত তাত্ত্বিকাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উহা সম্পাদন কালে তিনি পরমমাহেশ্বর-পরমবৈষ্ণব-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্বাতীত রাঢ় ও বঙ্গ বিজয়সেনের হস্তগত হইয়া ছিল। বিজয়সেন ক্রমে গঙ্গাপার হইয়া বরেন্দ্রীর দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দেবপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত উমাপতিধির রচিত বিজয়সেনের প্রশংসিতে তৎকর্তৃক গৌড়েখরের পরাজয়ের উদ্দেশ্য আছে^(২)। বিজয়সেন বোধ হয় মদনপালদেবের অষ্টম রাজ্যাকের পরবর্তী সময়ে সমগ্র বরেন্দ্রভূমি অধিকার করিয়াছিলেন এবং পাল-রাজগণকে চিরকালের শস্তি তাহার্দিগের পিতৃভূমি বরেন্দ্রী হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। মদনপাল এই সকল যুক্ত কান্যকুজ্জের গাহড়বাল রাজবংশের রাজগণের নিকটে বিশেষ সাহায্য লাইয়া

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৯শ ভাগ, পৃঃ ১০০।

(২) সং নাঞ্চবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীমাঃ শ্রুতাহম্যথামনক্ষত্রিগুচ্ছোৎঃ।

গৌড়েল্লমত্তবদ্পাকৃত কামরূপূপঃ কলিকাতালিপি বঙ্গরসা জিগার ১২০

ছিলেন^(১০) । কোন সময়ে, কিন্তু মদনপালের রাজ্যাবসান হইয়াছিল এবং তাহার কোন বংশধর পাল-সাম্রাজ্যের কোন অংশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিনা তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায়ই অস্থাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই । মদনপালদেবই বৌধ হয় পাল-রাজ্যবৎশের শেষ রাজা । খৃষ্টীয় সাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গোবিন্দপাল নামক একজন নবপতি ক্ষিতিকালের জন্য মগধের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেন-রাজ্যগণের আক্রমণে তাহার অধিকারের অধিকাংশ তাহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল । পরবর্তী অধ্যায়ে মুসলমান-বিজয় প্রসঙ্গে গোবিন্দপালের রাজত্বের কথা আলোচিত হইবে^(১১) ।

মদনপালদেবের একথানি তাত্ত্বাসন ও দুইখানি শিলালিপি আবিস্কৃত হইয়াছে । মদনপাল তাহার অষ্টম রাজ্যাক্ষে পৌত্ৰ বৰ্কনতুক্তির অন্তঃপাতী কোটীবৰ্ষবিষয়ে কাঠিগিরি (১) গ্রাম, মহারাজ্ঞী পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকাদেবীকে মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইবার দক্ষিণাস্ত্ৰজপ চম্পাহিতি নিবাসী বটেশ্বরস্বামীশৰ্ম্মা-নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন^(১২) । মদনপালদেবের তৃতীয় রাজ্যাক্ষে একটি ষষ্ঠীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল^(১৩) । এই মূর্তিটি বিহার নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল । তাহার উনবিংশ রাজ্যাক্ষে আর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; এই মূর্তিটি মৃদ্ঘের জেলায় জয়নগর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল^(১৪) । কিন্তু এই দুইটি মূর্তির একটিরও সন্ধান পাওয়া যায় না ।

(১০) সিংহীন্দৰবিজ্ঞাপ্তেৰাজ্যুৰধাৰা ভূবঃ প্রদীপেন ।

কমলাবিকাশভেষজভিষজ্ঞ। চন্দ্ৰেণ বজ্রনোপেতাম् ॥—ৱামচরিত, ৪।২০।

(১১) গোবিন্দপালের রাজত্বকালের যত্নাসমূহ সবকে সাদশ পরিচ্ছেদ ক্ষেত্ৰে ।

(১২) গোড়লেখমালা, পৃঃ ১৪৪ ।

(১৩) Cunningham, Archaeological Survey Reports, Vol. III, p. 124, no. 16.

(১৪) Ibid, p. 125. No. 17. pl. XLI.

ସେନବଂଶୀୟ ରାଜଗଣେର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କୋନ୍ ସମରେ ବାଙ୍ଗାଲା ଦେଶେ ଆସିଯା-
ଛିଲେନ ତାହା ଅଛାପି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୟ ନାହିଁ । ତାହାଦିଗେର ତାତ୍ତ୍ଵାସନ ଓ
ଶିଳାଲିପିସ୍ମୃତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାମର୍ତ୍ତସେନେର ଉର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଯାଏ ।
ସମ୍ପଦ ଖୋଦିତଲିପିତେଇ ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଯାଏ ସେ, ତାହାରା ଚଞ୍ଚଲବଂଶୀୟ
କର୍ଣ୍ଣଟିଦେଶବାସୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଛିଲେନ^(୧) । ସେନବଂଶୀୟ ରାଜଗଣେର ଖୋଦିତ
ଲିପିମାଳାର ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଯାଏ ସେ, ପୂର୍ବକାଳେ ଚଞ୍ଚଲବଂଶେ ବୀରସେନ ନାମକ
ଏକଜନ ରାଜ୍ଞୀ ଛିଲେନ,^(୨) ତାହାର ବଂଶେ ସାମର୍ତ୍ତସେନ ଜୟଗତ୍ତଣ କରିଯା-
ଛିଲେନ । ସାମର୍ତ୍ତସେନେର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସେନବଂଶୀୟଗଣ ରାଜ୍ଯଦେଶେ ବାସ କରିବେଳ ।
କାଟୋଯାର ନିକଟେ ସୌତାହାଟୀ ଗ୍ରାମେ ଆବିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁଲିସେନଦେବେର ତାତ୍ତ୍ଵ-
ଶାସନ ହିତେ ଅବଗତ ହେଯା ଯାଏ ସେ, “ତାହାର (ମେଇ ଚଞ୍ଚଲଦେବେର) ସମ୍ବ-
ବଂଶେ ଅନେକ ରାଜ୍ଯପୁତ୍ର ଜୟଗତ୍ତଣ କରିଯାଇଛିଲେନ ;—ତାହାରା ବିଶ୍ଵନିବାସି-
ଗଣକେ ନିରକ୍ଷର ଅଭ୍ୟାନ କରିଯା ବଦାନ୍ତ ବଲିଯା ପରିଚିତ ହଇଯାଇଲେନ ;
ଏବଂ ଧବଳ କୌଣସିତରଙ୍ଗେ ଆକାଶତଳକେ ବିଧୋତ କରିଯାଇଛିଲେନ । ତାହାରା
ମନ୍ଦାଚାରପାଳନଖ୍ୟାତିଗର୍ଭେ ଗର୍ଭାସ୍ତିତ ରାତ୍ ଦେଶକେ ଅନୁଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରଭାବେ
ବିଭୂଷିତ କରିଯାଇଛିଲେନ ।”

“ତାହାଦିଗେର ବଂଶେ, ପ୍ରେସରିଆନ୍ ପାତାପାତ୍ରିତ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଅକପ୍ଟ,

- (୧୮) ପୌରଶୈଳିଭିତ୍ତି: କଥାଭିତ୍ତି: ପ୍ରଥିତକୁଣ୍ଡଗଣେ ବୀରସେନଙ୍କ ବଂଶେ
କଥା ଟିକଟିକ୍ରାନ୍ତିରାମଙ୍କଲି କୁଳଶିରୋଲାମ ସାମର୍ତ୍ତସେନ: ।
କୁତ୍ତା ନିର୍ମାରୁର୍ବାରୁତଳମହିକତରାତ୍ମ ପାତା ଶକନାହ୍ୟ
ବିରିଜ୍ଜେ ଦେବ ସୁଧାକ୍ରମପୂର୍ବଧିରକଣାକୀର୍ଣ୍ଣାରା: କୃପାଣ: ।

—Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal,
Vol. V, New Series, p. 471.

- (୧୯) ବଂଶେ କୁତ୍ତାମହାନ୍ତିବିଭିତତରତଳା ସାକିଶେ ଦାକିଶୀତ୍ୟ-
କ୍ଷୋଦୀକ୍ରୋର୍ବାରୁତଳେ ପ୍ରତ୍ୱତିଭିତରଭିତ: କୌଣସିତରଙ୍ଗେ ।
ଯଜାରିଦୋହୁଟିକ୍ଷାପରିଚୟରାଜର: ଦୃଷ୍ଟିରାଧିକରାରା: ।
ପାରାଶର୍ଦେଶ ବିଶ୍ଵଅବଶ୍ୟକିତିସରପ୍ରୀଣଦାର ପ୍ରୀତା: ॥୫

—Epigraphia Indica, Vol. I, p. 307.

কঙগাধার, শক্রসেনাসাগরে প্রলম্বতপন, সামন্তসেন জগত্ত্বষণ করিয়া-
ছিলেন। তিনি কৌত্তিল্যোৎস্মায় সমুজ্জ্বল শোভা প্রাপ্ত হইয়া প্রয়োজনীয়
কুমুদবনের উজ্জ্বলাসম্পাদক শশধরক্রপে প্রতিভাত হইতেন; এবং
আজুয় স্নেহপাণ্ডনিবক্ষ বঙ্গগণের মন্ত্রীরাজ্যে সিদ্ধি প্রতিষ্ঠায় শ্রীপর্বতের
স্থায় বিরাজমান ছিলেন^(১)।”

রাজসাহী জেলায় দেবপাড়া গ্রামে আবিষ্ট প্রচ্ছান্নেশ্বর মন্দিরের
শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সামন্তসেন কর্ণাটলক্ষ্মীর লুঠন-
কারী দস্ত্যগণকে একাকী নিহত করিয়াছিলেন^(২)। সামন্তসেন বৃক্ষবয়সে
গঙ্গাতীরে হোমধূম-স্ফুরকী ঋষিগণের বাসস্থানে বিচরণ করিতেন^(৩)।
সামন্তসেনের কোন খোদিত লিপি বা তাত্ত্বাশাসন অঙ্গাবধি আবিষ্ট হয়
নাই। ঝাহার পঞ্জীয় নামও সেন-রাজগণের কোন খোদিতলিপিতে
দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সামন্তসেনের পুত্রের নাম হেমন্তসেন।
হেমন্তসেন সহকে দেবপাড়ার শিলালিপিতে কথিত আছে যে, তিনি
“নিজভূজ-মদমত অরাতি”গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন^(৪)। ঝাহার

(১) সাহিত্য, ২২শ বর্ষ, ১৩১৮, পৃঃ ৫৭৬।

(২) দুর্বল ভানুময়মুরিকুলাকীঞ্চ কর্ণাটলক্ষ্মী-

লুঠাকামাং করন্মতলোভাদৃগেকাজীরঃ।

বস্ত্রাদম্বুজ্যবিহতবসামারামসেবঃ হস্তিক্ষাঃ।

জ্যায়ৎপৌরস্ত্রাজতি ন দিঃং দক্ষিণং প্রেতভৰ্তা। ৮

—Epigraphia Indica, Vol. 1, p. 308.

(২) উদ্গাকৌত্তল্যধূমৈর্গুণ্যসিতাধিষ্ঠৈধোনসন্তো-

তক্ষকীগণি কীরপ্রকৃতপরিচিতব্রহ্মপারাপ্রণালি।

বেদাদেবাত্ম শেবে ব্যাসি ভবত্তাক্ষিদিপ্রস্তুতীজ্ঞেঃ।

পুরোৎসজ্ঞানি গুজ্জাগুজ্জিনপরিসারারণ্যাপুণ্যাশ্রমালি। ১—Ibid.

(৩) অচরমপরব্রহ্মজ্ঞানভাসাদসুযাত্তিজ্ঞমন্ত্রারাতিথারাজবীরঃ।

অভবদ্বয়সামোঞ্জিজ্ঞিশ্চ উত্তমগুণবহুমহিমাঃ বেক্ষ হেমন্তসেনঃ। ১০

—Ibid.

পঞ্চীৰ নাম ঘোদেবী^(১)। হেমস্তসেনেৰ কোন খোদিতলিপি বা তাৰ্থাসন অস্তাৰধি আবিহৃত হয় নাই। দেবপাড়াৰ শিলালিপি এবং বজ্জলসেনেৰ তাৰ্থাসনে সামন্ত এবং বিজয়সেনেৰ পূর্ণোক্ত পৰিচয় অবগত হওয়া যায়। হেমস্তসেনেৰ পুঁজ্জেৰ নাম বিজয়সেন^(২)। পূৰ্বে মদনপাল ও ভোজবৰ্ষদেবেৰ রাজস্বকালেৰ ঘটনা প্ৰসঙ্গে বিজয়সেনেৰ কথাৰ অবতাৱণা কৱিতে হইয়াছে। সেন-ৱাজবৎশেৰ খোদিতলিপিমালা হইতে বুঝিতে পাৱা যায় যে, বিজয়সেনই সেন-ৱাজবৎশেৰ প্ৰথম স্থাদীন নৱপতি। অছুমান হয় যে, বিজয়সেন প্ৰথমে রাঢ়দেশেৰ অংশবিশেষেৰ এবং পৱে সমগ্ৰ রাঢ়দেশেৰ অধিপতি হইয়াছিলেন। উৎকল-ৱাজ অনন্তবৰ্ষা চোড়গঞ্জ বখন গোড় বাজ্য আক্ৰমণ কৱিয়াছিলেন তখন বিজয়সেন বোধ হয় পালবৎশীয় গোড়েৰ বিকল্পে যুক্ত্যাজ্ঞা কৱিয়াছিলেন। যুক্ত্যে বোধ হয় সমগ্ৰ উত্তৱৰাঢ়া ও দক্ষিণৱৰাঢ়া তাহাৰ কৱতলগত হইয়াছিল। বিজয়সেনই বোধ হয় পূৰ্ববৰ্জে বৰ্ষবৎশীয় ভোজবৰ্ষা অথবা তাহাৰ উত্তৱাধিকাৰীৰ অধিকাৰ লোপ কৱিয়াছিলেন। পালবৎশীয় গোড়েৰ রাজগণেৰ সহিত সেনবৎশীয় রাজগণেৰ প্ৰতিবক্ষন ছিল না, কাৱণ রামপাল বখন দুর্দলাৰ্গান্ত হইয়া সাহায্য ভিক্ষাৰ জন্ম দেশঅৰ্থণ কৱিতেছিলেন, তখন সেন-ৱাঞ্ছগণ তাহাকে সাহায্য কৱেন নাই। তাহাৱা কৈবৰ্ত্ত-বিজ্ঞোহ দমনে ঘোগদান কৱিলে সম্ভ্যাকৱনন্দী

(১) মহারাজ্ঞী যশ্চ বপরবিদ্ধিলাঃ পূৰ্ব বধ-
শিরোৱচ্ছেণীকৰণসৰণিপ্রেৰচৰণ।

নিধিঃ কাঞ্চেঃ সাধীৰাত্বিতত্ত্বিত্যোভ্যুলযশ।

ঘোদেবী নাম তিতুবনমনোজাকৃতিৰত্তুৎ। ১৪

—Epigraphia Indica, Vol. I, pp. 308-309.

(২) তত্ত্বাদ্যবিলপাৰ্বচজ্ঞবৰ্ত্তী নিৰ্ব্যাপকবিক্রমতিৰক্তদাহসাক্ষঃ।

বিক্রমচজ্ঞপুষ্টদেবনীতকীতিঃ পৃথুপতিকৰ্মসূৰ্যপুৰপ্ৰকাশঃ। ১

—বজ্জীৰ-সাহিত্য-পৰিবৎ-পত্ৰিকা, ১৭শ ভাগ, ৩০১৭, পৃঃ ২৩৫।

—Epigraphia Indica Vol. XIV, p 159 160.

অবশ্যই রামচরিতের স্বতীয় অধ্যায়ে তাহাদিগের নামোন্নেধ করিতেন। দানসাগর নামক স্থানিকজ্ঞের মতে বিজয়সেন প্রথমেই বরেঙ্গ দেশের অধিপতি ছিলেন^(২৬), কিন্তু শিলালিপি বা তাত্ত্বিকাসনের প্রমাণ হইতে এই কথা সমর্থিত হয় না। রাঢ় ও বঙ্গ অধিকৃত হইলে বিজয়সেন পাল-সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ আকরণ করিয়া-ছিলেন। দেবপাড়ার শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, গৌড়েশ্বর বিজয়সেন কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন^(২৭)। মদনপালের অষ্টম রাজ্যাক্ষের পর বোধ হয় সমগ্র বরেঙ্গভূমি বিজয়সেনের কর্তৃতলগত হইয়াছিল। দেবপাড়ার শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিজয়সেনক গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া কামরূপাধিপতিকে দমন করিয়াছিলেন, এবং কলিঙ্গ-রাজ্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কামরূপ ও কলিঙ্গবিজয়ের পরে বিজয়সেন নান্ত, বীর, রাঘব ও বর্জন নামধেয় নৱপতিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন^(২৮)। এই সময়ে কে কামরূপের সিংহাসনে আসীন ছিলেন তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। বল্লভদেবের পিতামহ রায়ারিদেব^(২৯) ত্রৈলোক্যসিংহ বোধ হয় তখনও কামরূপে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। এই সময়েও কলিঙ্গদেশে অনন্তবর্দ্ধী চোড়গুকদেবের অধিকারে ছিল^(৩০)। তাহার গোড়াভিষানের

(২৬) “তদন্তু বিজয়সেনঃ প্রাচুরামীৎ বরেঙ্গে।”—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৬০।

(২৭) Epigraphia Indica, Vol. I. p 309, verse 20.

(২৮) শূরং মস্ত ইবাসি নান্ত কিমিহ ষং রাঘব শ্বাসে
শ্বর্কাং বর্জন মুং বীর বিরতে। মান্দাপি দর্পত্ব।
ইত্যন্যেন্যমহির্লপ্রণবিভি: কোলাহলেঃ স্ম। প্রতুজাঃ
ষৎকারাগৃহ্যামিকৈক্রিয়মিতো নিজাপবোবক্রমঃ।
—Ibid.—verse 21.

(২৯) Epigraphia Indica, Vol. V. p. 183.

(৩০) Ibid, Vol. VIII, app, 1, p. 17, List no, 22.

পরে বোধ হয় উৎকল-রাজ বিজয়বার রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়ে বোধ হয় বিজয়সেন তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বিজয়সেন কর্তৃক পরাজিত নাঞ্চদেৰ মিথিলাৰ রাজা। তিনি মিথিলাৰ কার্ণটক রাজবংশেৰ প্রতিষ্ঠাতা। নেপালেৰ রাজা অষ্টপ্রতাপমন্ডেৱ শিলালিপিতে নাঞ্চদেৰ কার্ণটক রাজবংশেৰ প্রথম রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন^(১)। নেপাল-রাজগণেৰ বংশাবলীতে কার্ণটক রাজবংশেৰ তালিকায় সৰ্ব প্রথমে নাঞ্চদেৱেৰ নাম দেখিতে পাওয়া যায়^(২)। বালিনেৰ প্রাচ্যবিদ্যাভূলীলন সমিতিৰ গ্ৰন্থাগাৰে ১০১৯ শকাৰ্ব (১০২৭ খৃষ্টাব্দে) নাঞ্চদেৱেৰ রাজত্বকালে লিখিত একধানি গ্ৰন্থ রক্ষিত আছে^(৩)। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় যে, মিথিলা-রাজ নান্দদেৱ বিজয়সেনেৰ সমসাময়িক ব্যক্তি^(৪)। বীৱ, গোবৰ্জন বা রাঘব নামধেয় রাজগণেৰ কোন পৰিচয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তীরভুক্তি বা মিথিলা অঘ করিয়া বিজয়সেন আৰ্য্যাবৰ্ত্তেৰ পশ্চিমাংশ জয় কৰিবার জন্ত নৌবিতান প্ৰেৰণ কৰিয়াছিলেন^(৫)। বোধ হয় পালবংশীয় গৌড়েশ্বৰকে পৰাজিত কৰিয়াছিলেন বলিয়াই কান্তকুজ্জ-রাজ চন্দেৱ অথবা তৎপুত্ৰ গোবিন্দচন্দ্ৰ এই সময়ে আৰ্য্যাবৰ্ত্তেৰ পূৰ্বভাগ আক্ৰমণ কৰিয়াছিলেন। বিজয়সেন

(১) Indian Antiquary Vol. IX p. 188 ; Vol. XIII, p. 418.

(২) Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, p. xv.

(৩) Pischel, Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, Vol. II p. 8.

(৪) হহন্দবৰ শীযুক্ত কালীপুরাম জাইমৰাল আমাকে জাৰাইয়াছেন যে, বিহাৰ প্ৰদেশে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দেৰ একধাৰি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৫) পাঞ্চাত্যচৰকুৱকেলিয়ু বস্ত দাবদ্গৰ্জা প্ৰাবাহমুখাবতি মৌবিতানে।

তৰ্গত মৌলিসৱিদ্বৰ্ষি ভগৱপন্থগোজ্জৰিতেৰ তৰিন্দুকলা চকাতি ॥২২

—Epigraphia Indica, Vol. I, p. 309

শূব্রংশের তুহিতা বিলাসদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পুঁজের নাম বলালসেন। বিজয়সেন অন্যন পঞ্জিঃশ বর্ষকাল গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন, কারণ তাহার ৩২শ রাজ্যাক্ষে সম্পাদিত একখানি তাত্ত্বিকসন আবিষ্টত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয়সেন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, এবং বিলাসদেবীর গর্ভজাত তাহার পুত্র বলালসেন পিতৃরাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিজয়সেনদেবের একখানি শিলালিপি ও একখানি তাত্ত্বিকসন আবিষ্টত হইয়াছে। শিলালিপিখানি পূর্বোক্ত দেবপাড়ার শিলালিপি। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিজয়সেন প্রদ্যুম্নের নামক শিবলিঙ্গের জন্য একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং তাহার সম্মুখে একটি বৃহৎ হৃদ থনন করাইয়াছিলেন। রাজসাহী জেলার দেবপাড়া গ্রামে এই বৃহৎ হৃদত্তীরে পাষাণনির্মিত প্রদ্যুম্নের মন্দিরের ধৰ্মসারশেষ অংশাপি বিদ্যমান আছে। প্রসিদ্ধ কবি উমাপত্তিধর কর্তৃক এই প্রশংসিত রচিত হইয়াছিল এবং ইহা বারেক্ষক শিল্পীগোষ্ঠী-চূড়ামণি রাগক শূলপাণি কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল^(৩৬), বিজয়সেনের তাত্ত্বিকসনখানি কোন্ স্থানে আবিষ্টত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্বে জনৈক ভদ্রব্যক্তি ইহা পাঠোকারের জন্য আমার নিকট আনিয়াছিলেন। পাঠোকার শেষ হইলে তিনি উহা লইয়া গিয়াছেন এবং প্রতিষ্ঠিত হইয়াও আমাকে উহার উন্নতপাঠ প্রকাশ করিবার অবসর প্রদান করেন নাই। এখন শুনিতেছি, ইহা স্মরেকার (Schumacher) নামক জনৈক বিদেশীয় ভদ্রলোকের সম্পর্কে^(৩৭)।

(৩৬) *Epigraphia Indica*, Vol. I, p.311.

(৩৭) *Epigraphia Indica*, Vol. XV, 278 p. অধ্যাপক শ্রীবৃক্ষ রাধাগোবিন্দ বসাক পরে এই তাত্ত্বিকসনের পাঠোকার করিয়াছেন। তাহার মতানুসারে ইহা বিজয়সেনের ৬২ রাজ্যাক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। সাহিত্য, ৩১শ ভাগ, ১৩২৮, পৃঃ ৮১—৯১।

১৯১৪ খণ্টাৰে প্ৰস্তুতবিভাগেৰ পূৰ্বচক্ৰে ডাঃকালীন অধ্যক্ষ ডাঃ ডি. বি. স্কুনার এই তাৰিখাসনেৱ একখানি চিঠি আমাকে প্ৰেৰণ কৰিয়া আমাৰ উদ্বৃতপাঠ, প্ৰকাশ কৰিবাৰ অহুমতি দিয়াছিলেন। তদহুসাৰে এই গ্ৰন্থৰ প্ৰথম সংস্কৰণ প্ৰকাশিত হইবাৰ পৰে আমি এই তাৰিখাসনেৱ পাঠ প্ৰকাশ কৰিয়াছি। এই তাৰিখাসন-খানিৰ দ্বাৰা বিজয়সেনদেৱ তোহার মহিয়ী বিলাসদেৱীৰ কনকতুলাপুৰুষ মহাদানেৱ হোমেৱ দক্ষিণাত্মক পৌত্ৰ বৰ্জনভূক্তিৰ খাড়ি বিষয়েৱ ঘাসমঙ্গোগভাটবড়াগামে চাৰিটি পাটক, মধ্যদেশেৱ কাঞ্চিযোগিবিনিৰ্গত বৰ্ষাকৰদেবশৰ্ম্মাৰ প্ৰপোত্র, রহস্যবৰ্দেবশৰ্ম্মাৰ পৌত্ৰ, ভাস্তুবৰ্দেবশৰ্ম্মাৰ পুত্ৰ, বাংশগোজীয়, অথবদেৱ আৰুলায়নশাধ্যায়ী ষড়ক্ষেৱ অমুশীলন-কাৰী উদয়কৰশৰ্ম্মাকে তোহার দ্বাত্ৰিংশ রাজ্যাকে প্ৰদান কৰিয়াছিলেন। এই তাৰিখাসন “বিজুমপুরোপকাৰিকামধ্যে” প্ৰদত্ত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিলাসদেৱী শূৰবংশজাতা^{১৮}।

থৃষ্ণীয় দ্বাদশ শতাব্দীৰ প্ৰথমপাদে বিজয়সেনেৱ পুত্ৰ বজ্জালসেন গোড়-সিংহাসনে আৱোহণ কৰিয়াছিলেন। বজ্জালসেনেৱ রাজ্যকালেৱ কোন ঘটনাই অদ্যাবধি নিৰ্দ্ধাৰিত হয় নাই। কুলশান্তিসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বজ্জালসেন কৌশীল্পপ্রধাৰ সৃষ্টি কৰিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং, তোহার পুত্ৰ লক্ষণসেন এবং পৌত্ৰ কেশবসেন ও বিশ্বকপসেন তাহাদিগেৱ তাৰিখাসনসমূহে নৰপচলিত আভিজ্ঞাত্যবিধিৰ কোনই উল্লেখ কৰেন নাই এবং শাসনগ্ৰহীতাৰ আক্ষণগণেৱ নামোল্লেখকালেও

(১৮) অভিবৎ বিলাসীদেৱী শূৰকুলাত্মকামুদী তত্ত্ব।

বৰন্দুলক্ষ্মুণ্ডনবিহাৰকেলীহলীমহিয়ী। ১

ঙাহাদের নৃত্য পদবৰ্য্যাদা উল্লিখিত হয় নাই, এই কারণে কোলিঙ্গ প্রথা
বজালসেন কর্তৃক স্থষ্ট হইয়াছিল কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আঁড়ে।
বজালসেন ‘দানসাগর’ নামক স্থানের নির্বক^(৪৮) ও ‘অঙ্গুতসাগর’^(৪৯)
নামক ব্র্যান্ডিবের নির্বক রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের
কোন কোন পুঁথিতে বজালসেনের কালবাচক এক বা
ততোধিক শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়^(৫০)। এই শ্লোকসমূহ
হইতে অবগত হওয়া যায়, ১০৯০ শকাব্দে (১১৬৮ খ্রিস্টাব্দে) ‘দানসাগর’
রচিত হইয়াছিল^(৫১) এবং ১০৯১ শকাব্দে ‘অঙ্গুতসাগর’ সমাপ্ত হইয়াছিল^(৫২)।
অভাবধি ‘দানসাগর’^(৫৩) ও ‘অঙ্গুতসাগরের’^(৫৪) ষে সমস্ত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে
তথ্যে কতকগুলিতে এই শ্লোকসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়^(৫৫)।
ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, এই শ্লোকসমূহ পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত
হইয়াছে। শ্রীমুক্ত বনগোপনাথ বসু^(৫৬), শ্রীমুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ^(৫৭) ও শ্রীমুক্ত
নলিনীকান্ত তটশালী^(৫৮) এই মানবাচক শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বৌকার
করেন না। শ্রীমুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার^(৫৯), শ্রীমান্ননীগোপাল মজুমদার^(৬০)

(৪৮) Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri's Notices of Sanskrit Manuscripts, Second Series, Vol. I, p. 170.

(৪৯) Report on the Search of Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency, 1887-91, p. LXXXV.

(৫০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, pt. I, p. 23.

(৫১) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series. Vol IX, p. 274.

(৫২) Ibid, p. 275.

(৫৩) Ibid, pp. 275-76.

(৫৪) বৎস জাতীয় ইতিহাস (বাঙ্গলাকাণ্ড), পৃঃ ৩২।

(৫৫) শৌকরেণ্যকাণ্ড, পৃঃ ৩২।

(৫৬) Indian Antiquary, 1913, p. 167.

(৫৭) Ibid, 1913, p. 186.

(৫৮) Ibid, Vol. XLVIII, 1919, pp. 171-76.

ও বর্গসত্ত্বার হর্ষলি^(১) আমার যত সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দ্বীকার করেন বৈ, এই প্লোকগুলিতে গোল আছে। “কিন্তু ঐ শকাব ছইটি সংস্কৃত বলিদার আছে, যদি ১০২০ খকে বৃক্ষ বঙ্গালসেন প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণসেনকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন ও ‘অনুসাগর’ অসম্পূর্ণ রাখিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ১০২১ খকে আবার তাহারাই ‘দানসাগর’ সম্পূর্ণ হইল কিরণে^(২) ?” এই সমস্তার শীমাংসা করিবার অন্ত বহুজ মহাশয়কে বলিতে হইয়াছে, তাহার শুকন্দেব অনিক্ষকভূটই তাহার হইয়া ‘দানসাগর’ সমাধা করেন।” বলা বাহ্য, প্রমাণাভাবে এই কথা দ্বীকার করা উচিত নহে। বঙ্গালসেনের রাজত্বকালের একধানিমাত্র খোদিতশিল্পি আবিষ্ট হইয়াছে। ১৩১৭ বঙ্গাবে বর্জ্যমান জেলার কাটোয়ার নিকটে, সীতাহাটী গ্রামে একধানি তাত্ত্বিকাসন আবিষ্ট হইয়াছিল, ইহাই বঙ্গালসেনের তাত্ত্বিকাসন। এই তাত্ত্বিকাসন দ্বারা বঙ্গালসেনদেব তাহার একাদশ রাজ্যাক্ষে রাজ-মাতা বিলাসদেবীর সূর্যগ্রহণোপলক্ষে হেমাখমহাদানের দক্ষিণাত্ত্বক্ষেপ বর্জ্যমানভূক্তির অস্তঃপাতী উত্তর-রাঢ়ামণ্ডলে বাঙ্গাহিট্টগ্রাম বরাহদেবশর্মার প্রপৌত্র ভদ্রেশ্বর দেবশর্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেবশর্মার পুত্র, ভরষাজ গোজীয় সামবেদী কোথুমশাবাচরণাহৃষ্টায়ী শ্রীশ্রীবাসুদেবশর্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন^(৩)। এই তাত্ত্বিকাসনধানি একথে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। বঙ্গালসেন ১১১৮ অব্দবা ১১১৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়া-

(১) তাহার হর্ষলি ১০১০ খৃষ্টাব্দের ক্ষেত্রে জাহুরারী তারিখে লিখিত পরে আমার যত সমর্থন করিয়াছেন। এই পত্রের কিয়ৎক্ষেত্রে পরিপিণ্ঠে মুক্তি হইল।

(২) বহের জাটীয় ইতিহাস (রাজব্যক্ষণ), পৃঃ ৫২৬।

(৩) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা, ১৭ ডার্ব, পৃঃ ২০৭-০৮ ; —Epigraphia Indica, Vol. XIV, pp. 156-63.

ছিলেন। বঙ্গালসেনের রাজত্বকালে হরিষ্বোষ তাহার সাক্ষিবিগ্রহিক ছিলেন।

১১১২ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গালসেনের পুত্র লক্ষণসেন গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাহার মাতার নাম রামদেবী, মাধাইনগরে আবিষ্কৃত লক্ষণসেনদেবের তাত্ত্বিকাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রামদেবী চালুক্যবংশের দুইতা^(১)। লক্ষণসেনের রাজত্বকালে কাঞ্চুজ্বের গাহড়-বালবংশীয় রাজগণ মগধ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। পাল-রাজবংশের শেষ নবপতিগণ সম্ভবতঃ পিতৃভূমি বরেঞ্জী হইতে তাড়িত হইয়া মগধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অস্থমানের বিশেষ কারণ আছে, কারণ গোবিন্দপাল নামক জনৈক পালোপাধিকারী রাজা খৃষ্ণুর দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মগধে রাজত্ব করিতেন^(২)। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, কাঞ্চুজ্বের গাহড়বাল বংশের রাজগণের সহিত মদনপাল-দেবের বন্ধুত্ব ছিল। সম্ভবতঃ মদনপালদেব অথবা তাহার উত্তরাধিকারী, সেনবংশীয় রাজগণ কর্তৃক গোড়ের অধিকারচ্যুত হইলে মদনপাল ও তাহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র তাহাদিগকে সেন-রাজগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য, অথবা পিতৃরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সমেষ্টে মগধ ও অন্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র কর্তৃক মগধ আক্রমণের প্রথম তাহার দুইখানি তাত্ত্বিকাসন হইতে পাওয়া গিয়াছে। গোবিন্দচন্দ্র-দেব ১১১৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে কাঞ্চুজ্বের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া-

(১) কাধিগাত্তঃপুরমৌলিয়ষ্ঠ চালুক্যকুপালকুক্তেন্তু লখ।

কত প্রিয়াকৃত্বাদৰচুম্বি কৌ পৃথিব্যোর্পি রামদেবী।

—Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 472.

(২) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. III, p. 255, pl. xxxviii, No. 18.

ছিলেন^(১)। রাজ্যাভিষেকের প্রথম অরোদশ বৎসর মধ্যে মগধের অধিকার্থ তাহার অধিকারভূক্ত হইয়াছিল, কারণ ১১৮৩ বিক্রমাব্দে তিনি মগধদেশের একখানি গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষের জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণ একাহলীতে গোবিন্দচন্দ্রের রাবিবাসরে কাঞ্চকুলে গঙ্গামান করিয়া মণিচরি পদ্মলাল অবস্থিত পাদোনি ও শুণারে গ্রাম গণেশর শৰ্ণানামক কাঞ্চপগোজীয় জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন^(২)। এই তাত্ত্বাসনখানি এক্ষণে পাটনা জেলায় জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট আছে। অধ্যাপক শ্রীমুকু বছুবাথ সরকার আমাকে ইহার একখানি চিঠি প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাত্ত্বাসনে উল্লিখিত মণিচরি এবং গঙ্গা ও শোণের সহস্রলে অবস্থিত বর্তমান মনের বা মুনের গ্রাম অভিন্ন। মুদ্রণমান বিজয়কালে মহান বৰ্ধত্তিয়ার তাহার কিওড়ালি গ্রামের জায়গীরে ধাকিয়া মনের ও বিহার লুঠন করিতে আসিতেন। ১২০২ বিক্রমাব্দে গোবিন্দচন্দ্র অজদেশের কিয়ুরংশ পর্যন্ত অধিকার করিয়া মুদ্রণগিরি বা মুনের পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। উক্ত বর্ষের বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষে অক্ষয় তৃতীয়ার গোবিন্দচন্দ্রের মুদ্রণগিরিতে গঙ্গামান করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন^(৩)। এই তাত্ত্বাসনব্য গোবিন্দচন্দ্র কর্তৃক মগধ ও অসম অধিকারের স্পষ্ট প্রমাণ। গোবিন্দচন্দ্

(১) Epigraphia Indica, Vol. VIII, App. I, p. 13, list no. 12.

(২) অধ্যাপক শ্রীমুকু বছুবাথ সরকার আমাকে বাসাইয়াছিলেন যে, এই তাত্ত্বাসনখানি সহর এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার প্রকাশিত হইবে। ১২২২ শ্রীটার্ফে পরম জোপল অধ্যাপক শ্রীমুকু বনীগোপল মহামার এবং, এ, ইহা পত্রিকা করিবাছেন।—(Journal & Proceedings of the Asiatic Society, Bengal, Vol XVIII, 1922, pp. 81-84) উৎপূর্বে পাতের বার্ষিকতার শৰ্ণা ইহা। Journal of the Bihar & Orissa Research Society মাসক পত্রে একাদশ করিয়াছিলেন—Vol II, pp. 441-47.

(৩) Epigraphia Indica, Vol. VII, p. 98.

বোধ হয় পালবংশীয় নবপালগণের সাহায্যার্থ মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ অধিকৃত হইলে তিনি উহা পাল-রাজগণকে প্রত্যর্পণ করেন নাই। লক্ষণসেনের পুত্র কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাত্ত্বিকাসনঘরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লক্ষণসেন বারাণসীতে এবং প্রয়াগে অবস্থিত স্থাপন করিয়াছিলেন^(১)। বোধ হয় মগধে কাঞ্চনজঙ্গ-রাজের সহিত যুদ্ধের সময়ে লক্ষণসেন বারাণসী ও প্রয়াগ অবধি অগ্রসর হইয়াছিলেন। মাধাই নগরে আবিষ্ট লক্ষণসেনদেবের তাত্ত্বিকাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি প্রথম ঘোবনে কলিঙ্গের অক্ষনামগণের সহিত কেলি করিয়া-ছিলেন^(২)। এতবারা বোধ হয় স্মচিত হইতেছে যে, লক্ষণসেন এক সময়ে কলিঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মাধাইনগরে আবিষ্ট তাত্ত্বিকাসন হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, তিনি কামরূপ অম করিয়া-ছিলেন^(৩)। লক্ষণসেনের মহিষীর নাম তাজ্জাদেবী বা তাড়াদেবী^(৪)। ইঁহার গর্তে লক্ষণসেন ছই পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের নাম বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন এবং ইঁহারা যথাক্রমে লক্ষণসেনদেবের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। লক্ষণসেনদেবের রাজস্থের

(১) বেনোৱাং দক্ষিণাকেশ্ম সন্ধিরগদাপাদিসংবাসবেদাঃ
ক্ষেত্রে বিবেছন্মা ক্ষু রমসিবরণারেণগঙ্গোপ্তিভাজি।
তীরোৎসজ্জে ত্রিবেগ্যঃ কমলভবমধ্যারেণবির্যাজপুতে
যেনো চৈর্বজ্যুষৈঃ সহ সমরজনত্ত্বালাব্যধারি ॥১

—Journal of the Asiatic Society of Bengal,

1896, pt. I, p. 11.

(২) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal,
New Series, Vol. V, p. 473.

(৩) Ibid. এই তাত্ত্বিকাসনেও লক্ষণসেনের সহিত কাশী-রাজের যুদ্ধের কথা উল্লিখিত আছে; “বেনামো কাশিগারঃ সমগ্রভূবি জিতা.....”

(৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, pt. I, p. 11.

শেষভাগে মগধ সেন-রাজ্যভূক্ত হইয়াছিল, কারণ বৃক্ষগম্যার দুইখানি শিলালিপিতে লক্ষণসেনের রাজ্যাভিষেককালে প্রতিষ্ঠিত লক্ষণাদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে^(১)। তাহার রাজ্যের শেষভাগে গোবিন্দপালদেব নামক জনৈক রাজা মগধের ক্ষিতিশের রাজা হইয়াছিলেন।

লক্ষণসেনদেবের পৌঁথানি তাত্ত্বাসন আবিষ্ট হইয়াছে। তাহার রাজ্যকালের তৃতীয় বর্ষে ভাত্রমাসের তৃতীয় দিবসে তিনি হেমাখরথ দামের দক্ষিণাত্ত্বকূপ পৌঁও বৰ্কনভূক্তির অস্তঃপাতী বরেন্দ্রমণ্ডলে বেলহিটী গ্রাম “শ্রীমদ্বিত্তমপুর সমাবাসিত জয়সন্ধানার হইতে” জ্ঞানদেবশর্মা নামক জনৈক ভরতাজ গোত্রীয় ও ক্ষণকে প্রদান করিয়াছিলেন^(২)। দিনাজপুর জেলায় তর্পণদীঘি গ্রামে এই তাত্ত্বাসন আবিষ্ট হইয়াছিল এবং ইহা এখন বজীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। তাহার তৃতীয় রাজ্যাক্ষের ভাত্রমাসের নবম দিবসে তিনি পৌঁও বৰ্কনভূক্তির অস্তঃপাতী ব্যাপ্তটা গ্রাম কৌশিক গোত্রীয় ষজুর্বেদীয় রঘুদেবশর্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাত্ত্বাসনখানি নদীয়া জেলায় আচুলিয়া গ্রামে আবিষ্ট হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ইহা ক্রয় করিয়াছেন^(৩)। পাবনা জেলার অস্তর্গত মাধাইনগর গ্রামে লক্ষণসেন-দেবের তৃতীয় তাত্ত্বাসনখানি আবিষ্ট হইয়াছিল। এই তাত্ত্বাসনের শেষাংশ ক্ষয় হইয়া যাওয়ার ইহা কোনু বর্ষে সম্পাদিত হইয়াছিঃ, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। এতদ্বারা লক্ষণসেন পৌঁও বৰ্কনভূক্তির

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ২১৪-২১৬;
—Epigraphia Indica, Vol. XII, pp. 27-30.

(২) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ২৪৮—৪০;
—Epigraphia Indica, Vol. XII, pp. 6-10.

(৩) ঐতিহাসিক চিরঃ, ম পর্যায়, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৮৭-৯০।

অস্তঃপাতী বরেঙ্গনগুলে কিঞ্চিৎ ভূমি কৌশিক গোজীয় গোবিন্দদেব-শর্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন^(১)। লক্ষণসেনদেবের চতুর্থ তাত্ত্বিকসনখানি স্মৃতবনে আবিষ্ট হইয়াছিল। ৭ রামগতি শাস্ত্ররত্ন ইহার আংশিক পাঠোকার করিয়াছিলেন^(২)। এখন আর ইহার সকান পাওয়া যায় না। লক্ষণসেনদেবের পঞ্চম তাত্ত্বিকসনখানি চরিষ পরগণা জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্ট হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমৃলচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ইহার পাঠ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এক মাসিক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার উক্ত পাঠ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই; লক্ষণসেনের ততীয় রাজ্যাক্ষে বক্ষে ‘অধিকৃত’ নারায়ণ কর্তৃক একটি পার্শ্বান্বয়ী চঙ্গী-শূর্ণি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল^(৩)।

লক্ষণসেনদেবের রাজত্বকাল সেন-রাজবংশের চরয় উজ্জ্বলির সময়। ধোয়ী, জয়দেব, প্রভৃতি কবিগণ তাহার সভা অনুস্থিত করিতেন। লক্ষণ-সেন স্বয়ং স্বকবি ছিলেন। তাহার অমাত্য বটুদামের পুত্র শ্রীধরদাস কর্তৃক সংগৃহীত ‘সদ্বিকরণামৃতে’ তাহার রাজত্বকালের কবিগণের বহু শ্লেষ দেখিতে পাওয়া যায়। রামপালদেবের রাজত্বকালে হইতে গৌড়ীয় ভাস্তুর শিল্পের পুনৰুন্নতি আরুক হইয়াছিল। লক্ষণসেনের সময়ে গৌড়ীয় শিল্প উজ্জ্বলির অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। এই যুগের নির্দর্শনগুলি প্রথম পাল-সাম্রাজ্যের শিল্প-নির্দর্শনসমূহের সমতুল না হইলেও তদপেক্ষা অধিক হীন নহে। লক্ষণসেনদেব প্রায় ত্রিশৎ বর্ষ

(১) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. V, pp. 471-75.

(২) ৭ রামগতি ন্যায়রত্ন অধীত ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিদ্যক অস্তাব’।

(৩) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. IX, p. 290, pl. xxii—xxiv.

কাল গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ১১৭০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

লক্ষণসেনদেবের রাজ্যাভিষেককাল হইতে একটি নৃতন অব গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা 'লক্ষণাক,' 'লক্ষণ সংবৎ' বা 'সৎ' নামে পরিচিত। বুদ্ধমান-বিজয়ের পরে এই অব বহুকাল মিথিলায় ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং শুনিতে পাওয়া যায় যে, বৰ্তমান সময়েও ইহা সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অগুর্ধ্বাত্ম প্রস্তুতত্ত্ববিদ् স্বর্গীয় ডাঃ কিলহর্ণ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, এই অব ১১১৮—১৯ খ্রিষ্টাব্দ হইতে গণিত হইতেছে^(৬৭)। লক্ষণাকের উৎপত্তি সময়ে পঙ্ক্তিগণের মধ্যে যতভেদ আছে। ডাঃ কিলহর্ণের মতই ইহার মধ্যে সমীচীনতর বলিয়া বোধ হয়। এই অঙ্গসারে লক্ষণসেনদেবের অভিষেককাল হইতে লক্ষণাক গণিত হইয়াছে^(৬৮)। বিতীয় মত, প্রথ্যাত্ম প্রস্তুতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্তী কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল; চক্রবর্তী যাহাৰ বলেন যে, সামষ্টসেনের রাজ্যাভিষেক কাল হইতে লক্ষণাক গণিত হইতেছে^(৬৯)। তৃতীয় মত, তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারানাথ কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল, তদঙ্গসারে লক্ষণাক হেমষ্টসেনের রাজ্যাভিষেক কাল হইতে গণিত হইতেছে^(৭০)। চতুর্থ মত, ভিক্ষেষ্ট শ্রিধ কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল, তদঙ্গসারে বিজয়সেনের রাজ্যাভিষেক কাল হইতে লক্ষণাক গণিত হইতেছে^(৭১)। পঞ্চম মতাঙ্গসারে লক্ষণাক দ্বাইটি, প্রথমটি ১১১১ খ্রিষ্টাব্দ

(৬৭) Indian Antiquary, Vol. XIX, p. 1.

(৬৮) Ibid.

(৬৯) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. I, p. 50.

(৭০) Early History of India, 3rd Edition, p. 418.

(৭১) Ibid, pp. 418-19.

হইতে গণিত হইয়াছে এবং বিভৌষটি মুসলমান-বিজয়কাল হইতে, অর্ধাং—
 ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে গণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্ৰ^(১),
 শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু^(২) ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী^(৩) এই মতের
 প্রবর্তক। ভট্টশালী মহাশয় বলেন যে, বিভৌষ লক্ষণাবৃ বর্তমান সময়ে
 পরগণাতিসন নামে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আছে^(৪)। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন
 মতের নিরসন অতি সহজ। যে অব্দের নাম লক্ষণাবৃ, তাহা লক্ষণ-
 সেনের কোন পূর্ব পুরুষ কর্তৃক প্রচলিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের
 ইতিহাসে কোন রাজবংশের কোন উত্তরপুরুষ, পূর্বপুরুষ প্রচলিত অব্দ
 স্বনামে পুনঃ প্রচলিত করেন নাই। স্তুতরাঃ প্রমাণাভাবে লক্ষণাবৃকে
 সামন্তসেন, হেমস্তসেন, বিজয়সেন অথবা বঞ্চালসেন কর্তৃক প্রবর্তিত অব্দ
 বলা যাইতে পারে না। ধাহারা ঐতিহাসিক তথ্যের অঙ্গসম্মত করিতে
 যাইয়া পূর্ব সংস্কার পরিভ্যাগ করিতে ক্লেশাহৃত করিয়াছিলেন, তাহা-
 দিগের প্রবর্তিত একাধিক লক্ষণাবৃর অস্তিত্ব সমষ্টে অধিক কথা বলা
 উচিত নহে। আর্যাবর্ত বা দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে এক রাজা কর্তৃক
 একাধিক অব্দ প্রচলনের একটি দৃষ্টান্ত অব্যৱহ করিয়া পাওয়া যায় ন।।
 কোন রাজ্য ধর্মসের কাল হইতে একটি অব্দ গণিত হইবার দৃষ্টান্তও
 ভারতের ইতিহাসে নাই এবং ইহা সম্বন্ধে বলিয়া বিষ্ণুনন্দগুলীর
 বিশ্বাস আছে—বর্তমান সময়ে ইহা দেখিলেও দৃঃখ্যত হইতে হয়।
 গোপ্তাবৰ্ষ ধর্মসের কাল নির্ধারিত হইবার পূর্বে ধাহারা মনে করিতেন
 যে, গুপ্তবংশ ধর্মসের কাল হইতে গোপ্তাব্দ গণিত হইতেছে, তাহারা

(১) পৌড়োজবালা, পৃঃ ৬৪।

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজস্ব কাও), পৃঃ ০১—১২।

(৩) Dacca Review, 1912, pp. 88-93.

(৪) Ibid, p. 90; Indian Antiquary Vol. XLI, 1912, pp. 167-69.

পৰিশেষে কিৱল পৰিহাসশিল্প হইয়াছিলেন তাহা সকলেৱই স্মৰণ রাখা উচিত।

খুঁটীয় দ্বাদশ শতাব্দীৰ কোন সময়ে মহামাণিক উপাধিধাৰী কামৃহ অথবা গোপ জাতীয় সামষ্টি-রাজগণ স্বাধীনতা স্বীকৃত কৰিয়াছিলেন। দিনাজপুৰ জেলায় মালদোয়াৰ রাজ ষ্টেটেৰ দণ্ডৰথানায় বহুকাল হইতে একখনি তাৱশাসন সংজ্ঞা বৰ্কিত হইতেছে। মালদোয়াৰ ষ্টেট ১৮৩৩ খুঁটাবে প্ৰথমবাৰ কোর্ট-অৰ-ওয়াৰ্ডসেৱ অধীন হইবাৰ সময়ে এই তাৱশাসনখনিও তালিকাভূক্ত হইয়াছিল^(৭৬)। ইহা হইতে অবগত হওয়া যাব যে, রাজদেশেৰ অধিপতিৰ পুত্ৰ ধৰ্মৰোধ, তাহাৰ পুত্ৰেৰ নাম শ্ৰীবালঘোষ, বালঘোষেৰ পুত্ৰেৰ নাম ধৰ্মৰোধ। সন্তোষ নামী পত্ৰীৰ গৰ্তে ধৰ্মৰোধেৰ ঈশ্বৰঘোষ নামক এক পুত্ৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিয়াছিল। ঈশ্বৰঘোষ চেকুৰী হইতে পিয়োল মণ্ডলাস্তঃপাতী গালিটিপ্যকবিষয়ে দিগ়ঘামোদিয়াগ্রাম, ভাৰ্গব গোত্ৰীয় ভট্ট শ্ৰীনিবোকশৰ্ম্মা নামক জনৈক যজুৰ্কৰ্মীয় ভ্ৰান্তিকে মাৰ্গশীৰ্ষেৰ সংক্ৰান্তিতে জটোদায় স্থান কৰিয়া প্ৰদান কৰিয়াছিলেন^(৭৭)। এই তাৱশাসন ঈশ্বৰঘোষেৰ পঞ্চত্ৰিংশ রাজ্যাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল। শ্ৰীযুক্ত অক্ষয়কুমাৰ মৈত্ৰীয় মহাশয় এই তাৱশাসনেৰ পাঠোকার কৰিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহাৰ কাল নিৰ্দেশ কৰেন নাই। তৎকৰ্তৃক প্ৰকাশিত চিত্ৰে, ইহাৰ অক্ষয় দেৰিয়া বোধ হয় যে, এই তাৱশাসনখনি বিজয়সেন অথবা বজ্জলসেনেৰ তাৱশাসনেৰ পূৰ্বে উৎকীৰ্ণ হইয়াছে। এতৰ্যাতীত অন্ত প্ৰমাণাভাৱে ঈশ্বৰঘোষেৰ তাৱশাসন সংজ্ঞা কোন কথাই বলা যাইতে পাৰে না।

খুঁটীয় দ্বাদশ শতাব্দীৰ শেষপাদে সেন উপাধিধাৰী দুইজন রাজা

(৭৬) সাহিত্য, ১৩২০, ২৪শ বৰ্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬-৪৩, ১৭২-১৮।

(৭৭) সাহিত্য, ১৩২০, ২৪শ বৰ্ষ, পৃঃ ১৭২-১৭।

মগধের দক্ষিণভাগে রাজ্য করিতেন। ইহারা সম্বতঃ সেন-রাজবংশজাত এবং লক্ষণসেনের রাজ্যকালে মগধ বিজিত হইলে উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে সেন-রাজবংশের অধিপতিনের সমষ্টে তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াও রাজ্যপাদি গ্রহণ করেন নাই। এই বংশের প্রথম রাজা বৃক্ষসেন। মহাবোধিমন্দিরের প্রাঙ্গণের পারাপাঞ্চাদনের একখানি প্রস্তর ফলকে বহু পূর্বে একখানি শিলালিপি আবিষ্ট হইয়াছিল^(১)। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, রাজপুতানার সপাদলক্ষ দেশের অধিপতির এবং কমাদেশের রাজগুরু ভিত্তি পঞ্জিত শ্রীধর-রক্ষিত ধর্ম বৃক্ষ গয়ায় আসিয়াছিলেন তখন বৃক্ষসেনদেব পীঠি অদেশের অধিপতি ছিলেন। ১৮১৩ বৃক্ষনির্বাণাদে ধর্মরক্ষিত বৃক্ষগয়ায় একটি গম্ভুটা নির্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন^(২)। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনীগোপাল মজুমদার অমুমান করেন যে, বৃক্ষগয়ার মন্দির প্রাঞ্চনের এই শিলালিপিতে উল্লিখিত বৃক্ষনির্বাণাদের শিলালিপিতে উল্লিখিত মগধ-রাজ^(৩)। প্রত্তত্ত্ববিভাগের পূর্বচক্রের ভূতপূর্ব সহকারী অধ্যক্ষ স্বর্গগত পঞ্জিত হরনন্দন পাণ্ডে বৃক্ষগয়া বা মহাবোধি-গ্রামের তিনক্রোশ পূর্বে অবস্থিত জানিবিধা গ্রামে এই বৃক্ষসেনের পুত্র জয়সেনের দান সম্বৰ্কীয় একখানি শিলালিপি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করিয়াছিলেন^(৪)। এই শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, লক্ষণসেনদেবের অতীত রাজ্যের ৮৩ সংবৎসরে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের

(১) Cunningham's Mahabodhi, pl. xxviii, c ; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৯শ ভাগ, ১৩১৯, পৃঃ ২১৭ ; Indian Antiquary, Vol. XLVIII, 1919, p. 45.

(২) Ibid. Vol. X, 1881, pp. 342-43.

(৩) Ibid, 1919, Vol. XLVIII, p. 416.

(৪) Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol. IV, pp. 266-11.

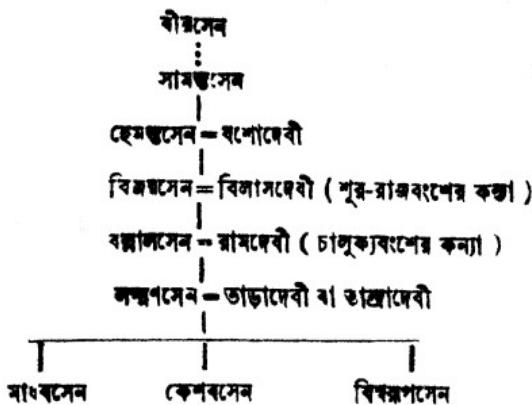
ପଞ୍ଚମ ଦିବସେ, ଶୀଠି ପ୍ରଦେଶର ଅଧିପତି ବୁଝିମେନର ପୁତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ଯ ଜୟମେନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବହିତ କୋଟ୍ଟଳା ଗ୍ରାମ ଶ୍ରିମତ୍ତାଶମନେର ଅତ୍ୟ ସିଂହଳ ଦେଶୀୟ ଡିଙ୍କ ମହଲକ୍ଷମୀକେ ମାନ କରିଯାଇଲେନ । ଏହି ଶିଳାଲିପି ହିତେ ପ୍ରମାଣ ହିତେଛେ ସେ, ରାଷ୍ଟ୍ରଚିନ୍ତା^(୧) ଓ ସାରନାଥେ ଆବିହିତ ଗାହତ-ବାଲ-ରାଜ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରେ ମହିଷୀ କୁମାରଦେବୀର ଶିଳାଲିପିତେ^(୨) ଉଲ୍ଲିଖିତ ଶୀଠି ପ୍ରଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମ ଜେଳାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଏବଂ ଥୃଟୀର ବାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶୈରପାଦେ ଏହି ପ୍ରଦେଶ ମେନ ଉପାଧିଧାରୀ ଦୁଇଜନ ରାଜାର ଅଧିକାରଭୂଷଣ ଛିଲ ; କାରଣ ତୀହାରା ଲକ୍ଷ୍ମିମେନ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିଯାଇଲେନ । ଏହି ଶିଳାଲିପି ହିତେ ଆରଣ ପ୍ରମାଣ ହିତେଛେ ସେ, ୧୧୯୯ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେ ପ୍ରାଚୀନ ଉଦ୍ଦଶ୍ୟପୁର ଓ ନାଲଲ (ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର ନଗର ଓ ବଡ଼ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ) ଏବଂ ବିକ୍ରମଶିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଧର୍ମ ହିଲେଓ ବୁନ୍ଦଗ୍ରାମ ଧର୍ମ ହୟ ନାହିଁ ଏବଂ ତଥାର ବୁଝିମେନର ପୁତ୍ର ଜୟମେନ ୧୨୦୨ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରିଯାଇଲେନ ।

(୧) ରାଷ୍ଟ୍ରଚିନ୍ତା, ୨୧୦ ଟିକା ।

(୨) Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 323.

পরিশিষ্ট (ঝঃ)

সেৱ-বাঙ্গলাদেশ :—



বর্গগত ভিলেট শিখ বলেন যে, বিজয়সেন কর্তৃক প্রাপ্তি 'বীর' নামকের বংশজাত বীরবাহ, (Early History of India, 3rd Edition, p. 422)। বীরবাহৰ পুত্ৰৰ নাম বলুচৰ্মা। বলুচৰ্মাৰ একধাৰি তাত্ত্বাসৰ আবিষ্টত হইয়াছে, (Report on the Progress of Historical Research in Assam, p, 11)। ইহাৰ অক্ষয় দেখিয়া স্পষ্ট দুবিতে পাও বাবু বে, বলুচৰ্মাৰ পিতা কথবই একাধিক শতাব্দীৰ লোক হইতে পাওৰ না। পৰম অস্ত্রাঞ্চল ঘৰুৱোহান চৰ্বতৰ্ণী বহুবিধ বলেৰ (Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. I, p. 47,) বে, বিজয়সেন কর্তৃক প্রাপ্তি জাহান, অম্বণবৰ্মা চৰ্বতৰ্ণীৰ পৌত্ৰ (Epigraphia Indica, Vol. VI , App, I, p. 17)।

হাবসাগৰ ও অভূতসাগৰ :—

হাবসাগৰেৰ কথেকথানি পুৰিতে ঝহ-চন্দনাৰ কালৰাচক নিৰলিখিত মোৰ্কটি দেখিতে পাওহা বাবু :—

শিখিছজ্জতিকৈৰুবলাজমেনেৰ পূৰ্বে ।

শপিৰৱশপিৰতে পকবৰ্মে হাবসাগৰো ইচিত : ।

বিষকোৰ কাৰ্যালয়ে অক্ষিত একখনি পুথিতে এবং বিলাতে ইতিহাৰ অকিসে অক্ষিত আৰ একখনি পুথিতে এই ৱোকটি দেখিতে পাৰিব আৰ। বিষকোৰ কাৰ্যালয়ের পুথিতে এতৰাষ্টীত আৰও ছইটি ৱোক আছে :—

ত্ৰিভূতগণাঃ প্ৰশংস্তা বে তৃতী বামসামগ্রত্বাত্ত।

ত্ৰয়শোহজ সংপৰিষ্ঠামুদ্বাদ্য। বৎসৱ। পঞ্চ।

তন্দেবমে কন্দত্তিক বৰ্দ্ধমহল্লারেহৰিতে শাকে

সংবৎসৱ। গতষ্ঠি বিষ-বাৰত্য। চ।

এই ৱোকসমূহ পুথিতে দেখিতে পাৰিব আৰ না। অভূতসামগ্ৰ রচনাকাৰী সমকে কোৰ পুথিতে একটি ৱোক দেখিতে পাৰিব আৰ :—

শাকে থনবধেশ্বার্থ্যে আৱেত্তেহভূতসামগ্ৰ।

গৌড়েজ্জুল্লঃগানস্তত্তবাহৰ্থহৈগতিঃ।

বামসামগ্ৰ ও অভূতসামগ্ৰেৰ সমষ্টি পুঁথিতে বখন এই ৱোকগুলি দেখিতে পাৰিব আৰ না, তখন এইগুলিকে প্ৰক্ৰিয়া বলিয়া বোকাৰ কৰিবলৈ হয়। এই প্ৰহৃষ্টহৈত বড়গুলি পুঁথি আৰিষ্টত হইয়াছে, তাহাৰ কোৰখনিই ছই তিন শত বৎসৱেৰ অধিক পূৰ্বাভূত নহে। ইহাৰ অৱাপেৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰিয়া সমসামৰিক ৰেখিতলিপিৰ বিৱৰণে বত প্ৰকাশ বিজ্ঞালসম্বন্ধ-প্ৰণালী-অনুসূমিত নহে।

ভাৰ্তা: হ'লি এই সমকে লিখিবাছেন :—

I thank you very much for the offprint of your paper on Lakshmana Sena, which I received by this week's mail. It is a very interesting and scholarly paper, and I am quite disposed to agree with your argumentation regarding the true date of Lakshmana Sena's death.

You are certainly right in saying that contemporary Epigraphical records are worth more than more or less modern copies of literary works..... This too, however, is a minor point; and as I said I think you are right in your general argument. It is a real

pleasure to meet with such scholarly historical research, on which I congratulate you.

—Letter, dated, 3rd January, 1914.

ପରମ ବୈହାଙ୍ଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ମନୋପାଳ ମହିମାର ସମ୍ପର୍କି ଲକ୍ଷ୍ମଣମେବେର ଅର୍ଥ ସଂଖେ
ଆମୋଡ଼ା କରିଯା ଅଧ୍ୟା କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣକ ବିଶ୍ଵରାହ ଲକ୍ଷ୍ମଣମେବେର ଢାନ୍ତ୍ରକାଳ
ହିତେ ଗ୍ରହିତ ।— Indian Antiquary, Vol. XLVIII, 1919, pp. 171-76.

ବ୍ୟାପକ ଶୈୟକ ଅଭ୍ୟାସରେ ଦୋଷ ବିକ୍ଷତୁଷ ଗୋବିନ୍ଦପୁରେ ଆବିଷ୍ଟ ଲଙ୍ଘନ-
ମେବେର ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନରେ ଛାଇଥାବି ଫଟୋ ଶାକ ପ୍ରଷ୍ଟେର ଏକାଦଶ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମୁଖ୍ୟକାଳେ ଶ୍ରୀକାରକେ
ଦିଇଯାଇଲେବ । ଉତ୍ତରଭୀତିର ଓ ଆଶୁଲିମାର ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନରେ କ୍ଷାମ ଏହି ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନପଥରୀଓ ଲଙ୍ଘ-
ମେବେର ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟକେ ପ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ହିୟାଇଲ । ଇହା ଲଙ୍ଘନମେବେର ଅନ୍ଧାଳ୍ପ ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନରେ କ୍ଷାମ
ବିକ୍ଷତୁଷ ସଥବାସିତ କ୍ଷରକାବାର ହିତେ ପ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ମହାଦ୍ୱିଷିବିଶ୍ଵିତ ନାରାୟଣଙ୍କ ଏହି
ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନରେ ଚୂତକ । ଏହି ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନ ହାରା ଲଙ୍ଘନମେବେର ବର୍କମାନନ୍ଦୁକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚମ
ଧାଟିକାର ବେତତ୍ତ ଚତୁରକେ ୬୦ ହୋଗ ୧୭ ଉତ୍ସାହ ଭୂମି ବାନ୍ଦୁଗୋଟୀର ଶୈୟାମଦେବଶର୍ମୀକେ ପ୍ରାଣ
କରିଯାଇଲେବ । ତୁମ ଏକ ଝୋଗ ପରିମାଣ ତୁମର ବାନ୍ଦୁରିକ ଆମ ୧୯ ପୂର୍ବାବ୍ଦ ବା ସଞ୍ଜତମ୍ଭୁତ୍ତା
ହିଲ ଏବଂ ଏକ ବେଳେ ପରିମାଣ ୬୫ ହାତ ହିଲ । ବେତତ୍ତ ବର୍କମାନ ହାତ୍ତା ଜେମ୍ସାର ଅବ୍ୟାହତ
ଦେତତ୍ତ ପ୍ରାମ । ବେତତ୍ତ କଲିକାତାର ଉତ୍ପତ୍ତିର ପୂର୍ବକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଟି ବିଧାତ ଗଢ଼ ହିଲ ।
ବଢ଼ ବଢ଼ ବିଜାତୀ ଜାହାଜ ଭାଗୀରଥୀ ବହିରୀ ସମ୍ପାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛିତେ ପାରିବ ବା ବିଲାପ
ଦେତତ୍ତ ଆସିଲା ବୋଜର କରିତ ଏବଂ ବିଜାତୀ ଜାହାଜ ଭାଗୀରଥୀ ମାଲ ବୋଧାଇ କରିଯା ଚଲିଯା
ଦେଖେ ଲୋକେ ବାଜାର ପୁଡ଼ାଇଯାଇଲା ଚଲିଯା ଯାଇତ । ଗଙ୍ଗାର ଦକ୍ଷିଣେ ଓ ଭାଗୀରଥୀର ପଞ୍ଚିରେ
ଅବହିତ ତୁମନେର ନାମ ବର୍କମାନନ୍ଦୁକ୍ତି । ଏହି ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଯା ଯାଇ, କାରଣ
ଅବସ୍ଥା ଭୂରିର ପୂର୍ବ ସୀମାର ଜାହିସ । ପୂର୍ବେ ସମ୍ରାଟମେବେର ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନେ ପ୍ରକ୍ଷେତ୍ର-ରାତ୍ରାମଣ୍ଡଳେର
ବାଜାହିତ୍ରାମ ଏହି ବର୍କମାନନ୍ଦୁକ୍ତିତେ ଅବହିତ ।

অধ্যাপক শ্রীবৃন্দ বৌমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য “সম্মুখসেন ও তাহার পূর্বপুরুষগণের তারিখ”
সফরে একটি সুন্দর প্রবক্ষ লিখিয়াছেন। ভট্টাচার্য সহাশর এই প্রবক্ষে দেখাইতে চেষ্টা
করিয়াছেন যে, কামসাগরে ও অভুতসাগরে বালালসেনের যে তারিখ দেওয়া আছে তাহাই
টিক, কারণ সম্মুখসেনের বালু ও সামষ্ট বট্টাসের প্রতি শ্রীধরানন্দ রচিত “সম্ভুক্তকরণাবৃত্ত”
১২০৬ পুষ্টাকে রচিত হইয়াছিল। ভট্টাচার্য সহাশর ইচ্ছা ব্যক্তিতে পারেন নাই বে, সম্মুখসেনে

বাৰি ১১৭০ খৃষ্টাব্দেৰ পূৰ্বে ইহলোক পৰিজ্ঞান কৰিয়া থাকেন তাৰা হইলে তাৰাৰ বছু ও
সমকালীন বাজিৰ পুৰু ১১০০ খৃষ্টাব্দে কেন প্ৰচৰচনা কৰিতে পাৰিবেৰ না। এই
ভট্টাচাৰ্য অহাশুমিৰ মিথিলাৰ কাৰ্যাচৰণ বৎশেৰ রাজা নানামেৰেৰ তাৰিখ সমৰে একটি মোক
উৎসুক কৰিয়া তাৰাৰ মূল সম্ভাৱ কৰিয়া পাৰ নাই অথচ তাৰা বীকাৰ কৰিতেও জজ্ঞাবোধ
কৰেন মাই : “পাঞ্জ-বাজবৎশেৰ তাৰিখ” নামক প্ৰক্ৰিয়া এই ভট্টাচাৰ্য অহাশুমিৰ “শেখ-
কুমোৰাজ” রামগালেৰ বৃত্তাকালবাচক একটি মোকেৰ পৰিষৰ্তন কৰিতে গিয়া হৈলোক
হাত্তালৰ হইয়াছেন, “দাবদাসৱৰ” ও “অঙ্গুতসাসৱৰ” বালালসেন্দেৰ ১৫৮ৰা বলিয়া ওৰূপ
কৰিতে কিংবা বৰ্তোধিক হাত্তালৰ হইয়াছেন। দাবদাসৱৰ ও অঙ্গুতসাসৱৰ কি জন্ম বলাল-
সেন্দেৰ রচনা বলিয়া গৃহীত হইতে পাৰে বা তাৰাৰ অৱাপ আহু মধ্যে প্ৰস্তু হইয়াছে এবং
ভট্টাচাৰ্য অহাশুমিৰ এমন কোন অৱাপই দেখাইতে পাৰেন নাই বাহাৰ জন্ম লোকে বিবাহ
কৰিতে বাধা হইবে যে, লক্ষ্মণেৰ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াহিলেৰ এবং ১১১০ খৃষ্টাব্দে
সিংহাসন লাভ কৰিয়াহিলেৰ। শ্ৰীবৃক্ষ বীমেশচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যৰ অৰক্ষ, শ্ৰীবান্ধুবৌগোপাল
বজুমালারেৰ প্ৰকাশিত হইয়াছে বটে কিন্তু ইহাতে বৃক্ষ অৱাপ বা শুক্তি কিছুই
নাই।—Indian Antiquary Vol. XLIX, 1920, pp. 189-193, A chronology
of the Pala Dynasty of Bengal; Date of Lakshmanasena and his
predecessors—Indian Antiquary, Vol. LI, 1922, pp. 145-48, 153-58.

ବାଦଶ ପରିଚେତ ।

ମୁସଲମାନ-ବିଜ୍ୟ ।

ବିଜୀର ତୋର-ରାଜବଂଶ—ପୃଥ୍ବୀର ଯୁଦ୍ଧ—ମହମ୍ମଦ-ଦିନ-ସାଦେର ଗାହଡବାଳ-
ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ—ଜୟଚତ୍ରେର ମୃତ୍ୟୁ—ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର—ଜୟଚତ୍ରେର ମୃତ୍ୟୁର ପରେ କାନ୍ତକୁରେ ଦ୍ୱାରୀନତୀ
—ବେଳଥରା-ତୁତ୍ତଲିଙ୍ଗ—ନାରକ ବିଯକ୍ଷ—ଗୋବିନ୍ଦପାଲ—ବାଦଶ ଶତାବୀର ଶୈଖତାଙ୍ଗେ
—ମଗଧେର ଅବହୁ—ଗୋବିନ୍ଦପାଲେର ରାଜାକାଳେ ଲିଖିତ ପୁରୁଷ—ଗୋବିନ୍ଦପାଲେର ବିନାଟ ରାଜ୍ୟ—
ମହମ୍ମଦ ଇ-ବଧ-ତିରୀର—ଉଦ୍ଭାଗୁରେର ଯୁଦ୍ଧ—ମଗଧ-ବିଜ୍ୟ—ନାଲଙ୍ଘ ଓ ବିକ୍ରମଶିଳା ଧରମ—
ମାଧ୍ୟମେ—ବିଶ୍ଵଜପଦେନ—କେଶବମେନ—ଲଦୀଆ-ବିଜ୍ୟ କାହିଁନି—ଗୋଡ଼େ ମୁସଲମାନାଧିକାରେ
ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ।

ଉଦ୍ଭାଗୁରେର ରାଜ୍ୟେର ଅବସାନେ ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଗଜନୀର ମୁସଲମାନ-
ରାଜଗେର ପଦାନ୍ତ ହଇଯାଛି । ଯହ ମୁଦେର ମୃତ୍ୟୁର ପର ସ୍ଵର୍ଗ-ତିଗୀନେର
ବଂଶଧରଗଣ କ୍ରମଃ ଦୁର୍ବଲ ହଇଯା ପଡ଼ିଲେନ । ମେହି ସମୟେ ଆଫଗାନିସ୍ଥାନେର
ଆର ଏକଟି ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପତ୍ୟକାଯ ଏକଟି ନୃତ୍ୟ ରାଜ୍ୟେର ସଟି ହଇଲ । ଏହି
ଉପତ୍ୟକାର ନାମ ଗୋର । ଇଂରାଜୀ ଇତିହାସ-ଦର୍ଶନେ ସେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହିତ
ହଇଯାଇଁ, ତାହାତେ ଏହି ଉପତ୍ୟକା ଘୋର ନାମେ ପରିଚିତ । ଗୋରେ
ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପତ୍ୟକାର ଅଧିପତିଗଣ କ୍ରମଃ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ଥାନେ
ଅଧିକାର ବିନ୍ଦୁର କରିଲେନ, ଅବଶେଷେ ଯହ ମୁଦେର ବଂଶଧରଗଣକେ ଗଜନୀ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ଭାରତବରେ ଆଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିତେ ହଇଲ । ତାହାରା
ପଞ୍ଚମଦେ ଆସିଯା ଲାହୌରେ ରାଜଧାନୀ ହାପନ କରିଲେନ । * ଉଦ୍ଭାଗୁରେର
ରାଜୀଯଗଣ ସେମନ ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ଶତାବୀତେ ଉତ୍ତରାପଥେର ପ୍ରତୀହାର-ରକ୍ଷକ
ହଇଯାଇଲେନ, ଧୂଷୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବୀତେ ଯହ ମୁଦେର ବଂଶଧରଗଣ ସେଇକଥି ଆର୍ଯ୍ୟ-

বর্তের তোমর-বংশের নিয়ুক্ত ছিলেন। এই সময়ে পঞ্চনদের পূর্ব ও দক্ষিণ-সৌমান্তসংলগ্ন ভূখণ্ডে কোন রাজবংশের অধিকার ছিল, তা আজ্ঞাপি নির্ণীত হয় নাই। রাজপুত জাতির চারণের গাথা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পঞ্চনদের মুসলমান-রাজ্যের পূর্ব-সৌমান্তে তোমর-বংশজাত রাজপুত জাতির অধিকার ছিল। ধীরে ধীরে পঞ্চনদ-রাজ্যও মহানদের বংশধরগণের হস্তচ্যুত হইল; গোর-রাজগণ তোমর-রাজ্যের সৌমান্ত পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে দিল্লীর তোমর-বংশের সহিত গোর-রাজগণের বিবাদ আরম্ভ হইল। দিল্লীর গঠনের একমাত্র উপাদান। বাঙ্গালা দেশের কুলশাস্ত্রের স্থায় রাজপুত-চারণগণের বংশাবলীও ভ্রমপরিপূর্ণ এবং কলনাপ্রস্তুত। এখন আর কেহ বিশ্বাস করেন না যে, মেবারের রাগাগণ স্বর্যবংশসমূহ ভগবান রামচন্দ্রের বংশজাত। শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাগা-বংশের আদিপুরুষ জনৈক নাগর-ব্রাহ্মণের ঔরসে হীনজ্ঞাতীয়া রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন^(১)। এখন আর কেহ বিশ্বাস করেন না যে, যোধপুরের রাঠোর-রাজবংশ কান্যকুজ্জ-রাজ জয়চন্দ্রের বংশসমূহ শোধপুর-রাজবংশের আদিপুরুষের সহিত কান্যকুজ্জের গাহড়বাল-বংশের শোণিতসম্পর্ক ছিল না^(২)। পঞ্চনদে রোহতক জেলায় পালায় নামক গ্রামে আবিষ্কৃত ১৩৩৬ বিজ্ঞমালে (১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে) শুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের রাজস্বকালে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে

(১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. V, 1909, pp. 87-87.

(২) Indian Antiquary, Vol. XL, 1912, p. 183.

অবগত হওয়া যাই বে, উক্ত প্রদেশে প্রথমে তোমর-জাতির অধিকার
ছিল ; পরে উহা চৌহান বা চাহমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল^১।
বৃষ্টীয় দানশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চাহমান-রাজ বীসলদের তোমর-রাজ-
গণকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন^২। তোমর ও
চাহমানবংশীয় দিল্লীপতিগণ পঞ্চনদের মুসলমান-রাজগণের আক্রমণে
সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। সময়ে সময়ে মুসলমান-সেনাপতিগণ দিল্লীর
অধিকার পার হইয়া কান্যকুজ্জের গাহড়-বালবংশীয় রাজগণের অধিকারও
আক্রমণ করিতেন। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র বিজয়চন্দ্র, আমীর (সংস্কৃত
হন্মীর) উপাধিধারী কোন সেনাপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন^৩।

ପଞ୍ଚନନ୍ଦ ଅଧିକୃତ ହଇଲେ ଗୋର-ରାଜଗଣ ଉତ୍ତରାପଥେର ମଧ୍ୟଦେଶେର ପ୍ରତିଲୋମୁଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିତେଛିଲେ । ଏହି ସମସ୍ତେ ଚାହମାନ-ବଂଶୀୟ ଦ୍ଵିତୀୟ ପୃଥ୍ବୀରାଜୁ ଦିଲ୍ଲିର ସିଂହାସନେ ଆସିନ ଛିଲେନ । ତିନି ମହୋବାର ଚନ୍ଦ୍ରେ-ବଂଶୀୟ ପରମଦ୍ଵିଦେବକେ ପରାଜିତ କରିଯା ମହୋବା ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଯାଛିଲେ^३ । ଏବଂ ବାର ବାର ମୁସଲମାନ-ମେନାପତିଗଙ୍କେ ପରାଜିତ କରିଯାଛିଲେ । ଏହି ସମସ୍ତେ ପୃଥ୍ବୀରାଜୁଙ୍କେ ଚେଷ୍ଟାତେ ଉତ୍ତରାପଥେର ମୁସଲମାନ-ବିଜୟ କିଯିଥିକାଲେର ଜନ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ଛିଲ । ବାରଂବାର ମୁସଲମାନଗଣ କର୍ତ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ

(o) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1874, Vol. XLIII,
p. 108.

(8) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 387 ;
কেহ কেহ এই কথার বিষয়ান্ত স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন।

(e) ଅଜନି ବିଜୟାଚନ୍ଦ୍ରା ନାମ ତଥାପରେଣ୍ଯ:

ଶ୍ରୀପତିର୍ଲିବ ଭୂତ୍ୟନ୍ଦିକିଚେନ୍ଦରଙ୍କ:

ଶୁଦ୍ଧବାଦିନହେଲାହର୍ମାହନ୍ତୀରନାଗ୍ରୀ

• ମନ୍ତ୍ରଜଲଦଧାରୀ-ଶାସ୍ତ୍ରଭୂଗୋକତାପଃ ॥ ୧୦

—*Epigraphia Indica*, Vol. IV, p. 119.

(4) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 387.

হইয়া চাহমান-বীৰ কুমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন আঙ্গাঙ্গ আৰ্য্যাবৰ্ত্ত-রাজগণেৱ মধ্যে কেহই তাহার সাহায্যাৰ্থ অগ্রসৱ হন নাই। শ্বিথ বলিয়াছিলেন যে, মুসলমানগণেৱ আক্ৰমণেৱ আশঙ্কায় আৰ্য্যাবৰ্ত্ত-রাজগণ কিয়ৎকালেৱ জন্ম গৃহ-বিবাহ স্থগিত রাখিয়া মুসলমানগণেৱ বিৰুদ্ধে একত্ৰ দণ্ডযামান হইয়াছিলেন'; কিন্তু এই উক্তি কোন বিষাস-ঘোগ্য প্ৰমাণ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় নাই। আৰ্য্যাবৰ্ত্তেৱ কোন রাজা পৃথুৰাজেৱ পক্ষাবলম্বন কৱিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দেৱ পাণিপথেৱ প্ৰাচীন যুক্তক্ষেত্ৰে মহারাষ্ট্ৰ-শক্তি যথন সমবেত মুসলমান-রাজগণেৱ চেষ্টায় বিধৰণ হইয়াছিল তখনও রাজপুত-রাজগণ হিন্দুৱাঙ্গ প্ৰতিষ্ঠাৱ জন্ম অন্তৰ্ধাৱণ কৱেন নাই। জাটগণ মহারাষ্ট্ৰৱগণকে সাহায্যেৱ পৱিষ্ঠত্বে বাৱং বাৱ তাহাদিগেৱ শিবিৱ লুঠন কৱিয়া আহ মদ শাহ আবদালীৱ সাহায্য কৱিয়াছিল। সেইক্ষণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীৱ শেষ-পাদে মুসলমানগণেৱ আক্ৰমণে চাহমান-বাজ যথন আঙ্গৱক্ষাৱ জন্ম কাতৱ হইয়াছিলেন তখন পূৰ্বৰুত্ত অপমানেৱ প্ৰতিশোধ লইবাৱ জন্ম চন্দেল-বাজ নিষিদ্ধমনে কালঞ্চৰ দুৰ্গে দিন ধাপন কৱিতেছিলেন। গৰিবত গোবিন্দচন্দ্ৰেৱ পৌত্ৰ জয়চন্দ্ৰ তাহার সাহায্যাৰ্থ অগ্রসৱ হওয়া কৰ্তব্য মনে কৱেন নাই, যখনে পাল-বাজবংশেৱ শেষ রাজা আঙ্গৱক্ষাৱ চিষ্টায় অথবা কৰিতাৱ রচনায় দিবস অতিবাহিত কৱিতেছিলেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথুৰাজ গোৱ-বাজ মহানন্দ-বিন-সামকে পৱাজিত কৱিয়াছিলেন, কিন্তু পৱবৎসৱ তিনি স্বয়ং পৱাজিত হইয়াছিলেন। পৃথুৰাজেৱ মৃত্যুৱ পৱে দিল্লী হইতে আজমীৱ পৰ্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকাৱ কৱিতে

মুসলমান-বিজেতৃগণকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। আজমীর জয় করিতে দুইটি স্বতন্ত্র অভিযানের আবশ্যক হইয়াছিল। পৃথীরাজের শৃঙ্খল পর তাহার আত্ম হেমরাজ আমরণ রাজধানী রক্ষা করিয়াছিলেন,^(৩) এ কথা মুসলমান ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়াছেন। বিজেতৃগণ আজমীর অধিকার করিয়া পৃথীরাজের দাসী-পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। স্বল্পতান মহম্মদের প্রতিনিধি কুতুব-উদ্দীনকে পুনরাবৃত্ত আজমীর জয় করিতে হইয়াছিল। দিল্লী ও আজমীর হস্তগত করিয়া স্বল্পতান মহম্মদ বিস্তৃত সমৃক্ত গাহড়বাল-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কান্যকুজ-রাজ জয়চক্র সংযুক্তা-হরণের জন্য চাহমান-রাজের প্রতি বৌতপ্রক হইয়াছিলেন এবং তিনি মুসলমান-রাজের সহিত সংক্ষিপ্তনে আবক্ষ হইয়া একই সময়ে পৃথীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার পুরস্কারস্বরূপ গোর-রাজ মহম্মদ-বিন-সাম পরবৎসর গাহড়বাল-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাজ-উল-মাসির, তবকাত-ই-নাসীরী এবং কামিল-উৎ তবারিখ নামক ইতিহাসজ্ঞের গোর-রাজ কর্তৃক কান্যকুজ-রাজ্য বিজয়ের বিবরণ লিপিবক্ত আছে। ইহার মধ্যে সদর-উদ্দীন মহম্মদ-বিন-হসন নিজামীর তাজ-উল-মাসির প্রাপ্ত কান্যকুজ-রাজ্য জয়ের একাদশ বর্ষ পরে আরক্ষ হইয়া ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হইয়াছিল। তাজ-উল-মাসিরের বিবরণ এই গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশ্বে^(৪)।

“কিম্বুকাল দিল্লীতে অবস্থান করিয়া কুতুব-উদ্দীন ১৩০ হিজরাব্দে ১১১৪ (খ্রিষ্টাব্দে) পবিত্র-সলিলা জুন (ব্যুনা) নদী পার হইয়া কোল ৩

(৩) Elliott's History of India, Vol II, p. 225.

(৪) Ibid, pp. 215-35.

বারাণসীর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি ভারতের দুর্গসমূহের মধ্যে বিধ্যাত কোন দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। দুর্গ-রক্ষাদিগের মধ্যে শাহারা বৃক্ষিয়ান ছিল, তাহারা ইসলাম-ধর্মে দৌক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু শাহারা পূর্বধর্মাত্মকাগ ত্যাগ করিতে পারিল না, তাহারা নিহত হইল। সেই স্থানে গজনী হইতে সুলতান মহম্মদ গোরাবীর আগমন-সংবাদ পাওয়া গেল। কুতুব-উদ্দীন সুলতানের সহিত মিলিত হইবার অন্য অগ্রসর হইলেন। উভয়ের সেনা একত্র হইলে দেখা গেল যে, পঞ্চাশৎ সহস্র বৰ্ষাবৃত্ত অশ্বারোহী সেনা একত্রিত হইয়াছে। এই সৈন্য শাহারা কাশী-রাজ্যের বিকল্পে যুক্তিযোগ করিলেন। মহম্মদ-বিন-সাম, কুতুব-উদ্দীনকে সহস্র অশ্বারোহী শাহারা অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। এই সৈন্য শক্তসেনা আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিল। কাশী-রাজ জয়চান তাহার বণাক্ষ হস্তিসমূহের পর্ব করিতেন। তিনি যুক্তক্ষেত্রে হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়া শরাধাতে নিহত হইয়াছিলেন এবং তাহার ছির শৌর শূলবিহু হইয়া রাজস্বকালে নৌত হইয়াছিল”^(১০)।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ জয়চক্রের মৃত্যুর বিষয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া গাহড়বাল-রাজ্যের ইতিহাস শেষ করিয়াছেন। জয়চক্রের পরে কান্যকুজ্জের অন্য কোন গাহড়বাল-বংশীয় রাজ্যের অস্তিত্বের কথা তাহাদের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। একধানি শিলালিপি এবং নবাবিকৃত একধানি তাত্ত্বাসন হইতে জয়চক্রের পুত্র কান্য-কুজ-রাজ হরিচক্রের অস্তিত্বের কথা অবগত হওয়া যায়। হরিচক্র নামক জয়চক্রের এক পুত্রের অস্তিত্বের কথা জয়চক্রেরই দুইধানি তাত্ত্বাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে বারাণসীতে বরণ-

ମନ୍ତ୍ରମେର ନିକଟେ ବରୋଲି ଗ୍ରାମେ ଏକ ବିଃଶତି ତାତ୍ରଶାସନ ଆବିଷ୍ଟ ହିୟା-
ଛିଲ, ତଥାଧ୍ୟେ କାମକୁପ-ରାଜ ବୈଷ୍ଣଦେବେର ତାତ୍ରଶାସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଇହାର
ଯଧ୍ୟେ ଏକଥାନି ତାତ୍ରଶାସନ ହିତେ ଅବଗତ ହେଁଥା ଯାଏ ସେ, ୧୨୩୨ ବିକ୍ରମାବେ
ଭାତ୍ର ବାନି ଅଷ୍ଟମୀତି ରବିବାରେ ରାଜପୁତ୍ର ଶ୍ରୀହରିଶତକଦେବେର ଜାତକର୍ମ ଉପଲକ୍ଷେ
ରାଜପୁରୋହିତ ପ୍ରହରାଜଶର୍ମୀ ଏକଥାନି ଗ୍ରାମ ଲାଭ କରିଯାଇଲେ^(୧) ।
ଭାତ୍ରାର କିଳହର୍ଷେର ଗଣନାହୂରେ ୧୧୭୫ ଖୂଟାବେର ୧୦ଇ ଆଗଟ ତାରିଖେ
ଜୟକଞ୍ଚଦେବେର ପୁତ୍ର ହରିଶତକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଲେ^(୨) । ୧୮୩୧
ଖୂଟାବେ କାଶୀକୋଣାର ସିହ୍ବର ଗ୍ରାମେ ଏକଥାନି ତାତ୍ରଶାସନ ଆବିଷ୍ଟ ହିୟା-
ଛିଲ । ଇହା ହିତେ ଅବଗତ ହେଁଥା ଯାଏ ସେ, ୧୨୩୨ ବିକ୍ରମାବେ ଭାତ୍ର ମାନେ
ଶତପଦ୍ମର ଅଯୋଦ୍ଧୀ ତିଥିତେ ରବିବାରେ ଜୟକଞ୍ଚ ବାରାନ୍ଦୀତେ ଗଜାନ୍ଦାନ କରିଯା
ରାଜପୁତ୍ର ଶ୍ରୀହରିଶତକଦେବେର ନାମକରଣୋପଲକ୍ଷେ ଏକଥାନି ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିଯା-
ଇଲେ^(୩) । ଭାତ୍ରାର କିଳହର୍ଷେର ଗଣନାହୂରେ ୧୧୭୫ ଖୂଟାବେ ହରିଶତକେ
ଅଯ୍ୟ ହିୟାଇଲୁ^(୪) ; ୧୯୦ ହିଜିରାବେ ମହାରାଜ ଜୟକଞ୍ଚର ମୃତ୍ୟୁ ହିୟାଇଲ ।
୧୯୦ ହିଜିରାବେ ୧୧୯୩ ଖୂଟାବେର ୨୭ଶେ ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହିୟା ୧୧୯୪
ଖୂଟାବେର ୧୫ଇ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ହିୟାଇଲ^(୫) । ଅତ୍ରେବ ପିତାର ମୃତ୍ୟୁକାଳେ
ହରିଶତକଦେବେର ବସନ ମାତ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶ ବର୍ଷ ହିୟାଇଲ । ଅଷ୍ଟାଦଶବର୍ଷୀୟ ମୁଦ୍ରକ
କିଳପେ ଅଯୋଜାନୋଗ୍ରହ ଦୂର୍ଦ୍ଵର୍ଷ ମୁଲମାନ-ସେନାର ମୟୁରୀନ ହିୟାଇଲେ,
ତାହା କୋନ ଚାରପେର ଗାଥାର ଅଧିବା କୋନ ଐତିହାସିକେର ଏହେ ଲିପିବକ୍ଷ

(୧) *Epigraphia Indica*, Vol. IV, p. 127.

(୨) *Ibid*, Vol. V, App. p. 24, no. 164.

(୩) *Indian Antiquary*, Vol. XVIII, p. 191.

(୪) *Epigraphia Indica*, Vol. V, App. p. 24, no. 164.

(୫) *Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta*,
App. A,

নাই। পৃথীরাজের মৃত্যুর পরে যখন দলে দলে আফগান ও তুরস্ক-সেনা উত্তরাপথ আচ্ছাদ করিতেছিল, যখন অতি প্রাচীন চিরস্মরণীয় রাজবংশ-সমূহের পতন-সংবাদ প্রতিদিন শ্রত হইত, তখন কাশী-কুশীকোত্তর-ইন্দ্রিয়ান প্রভৃতি তৌর্ধ-সমষ্টির বিশাল গাহড়বাল-সাম্রাজ্যের বিস্তৃত সীমান্ত রক্ষা করা যুক্ত-বিদ্যায় পক্ষকেশ সেনাপতির পক্ষেও দুরহ ছিল। এই অবস্থায়, পিতার মৃত্যুর পরে, ছয় বৎসরকাল, হরিশচন্দ্র কিঙ্গপে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি আনিতে পারা যায় নাই। কিন্তু ইহা হিসেবে, ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হরিশচন্দ্রের উত্তরাপথের একজন স্বাধীন নবপতি ছিলেন। ১২১৩ বিক্রমাব্দে হরিশচন্দ্রের পর্যবেক্ষণে গ্রাম জনেক আক্ষণকে দান করিয়াছিলেন^(১৬)। এই তাত্ত্বাসনধানি তিনি বৎসর পরে, ১২১৭ বিক্রমাব্দে (১২০০ খ্রিষ্টাব্দে) সম্পাদিত হইয়াছিল^(১৭)। ইহার পরে হরিশচন্দ্রের অভিবের আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই তাত্ত্বাসন হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, জনকচন্দ্রের মৃত্যুর পরে সমস্ত গাহড়বাল-সাম্রাজ্য যহুদ-বিন-সামের পদান্ত হয় নাই। অস্তু ক্ষেত্রের পূর্ব ধৰ্মসাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গাহড়বাল-সাম্রাজ্যের রাজধানী কান্তকুজ নগর সুলতান শমসউদ্দীন আলতামশের রাজবালে মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। আলতামশ কান্তকুজ-বিজয় স্মরণার্থ নৃতন প্রকারের রূপতম্ভা মুক্তাকণ করাইয়া-ছিলেন^(১৮)। মিনহাজ-উল-মিরাজ প্রণীত তবকাং-ই-মাসীরীতে কথিত আছে দে, আলতামশের রাজবালে লক্ষাধিক মুসলমান-নিহন্তা

(১৬) *Epigraphia Indica*, Vol. X, p. 93.

(১৭) *Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, New Series, Vol. VII, p. 762.

(১৮) *Ibid*, p. 768; Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. 1, p. 21, no. 39.

অধোধ্যাবাসী বর্তু বা বৃত্ত পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন ১৯। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, অয়চ্ছের মৃত্যুর পরেই গাহড়বাল-বংশের অধিকার শেষ হয় নাই এবং মুসলমানগণ গঙ্গার দক্ষিণ ভৌরবঙ্গী ভূখণ মাঝ অধিকার করিয়াছিলেন। গঙ্গার দক্ষিণতৌরেও কান্তকুজ-রাজের সামন্তগণ ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানগণের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ২২৫ বিজ্ঞমানে (১১৯৭ খৃষ্টাব্দে) চুনারের আট ক্রোশ দূরবঙ্গী বেলখরা গ্রামে কান্তকুজ-রাজের সামন্ত রাণক বিজয়কর্ণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন ২০। উক্ত বর্ষে রাউত শক্রক একটি শিলাস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই স্তম্ভলিপিতে হরিশ্চন্দ্রদেবের নাম নাই। “শ্রীমত্বরিষ্ণুদেবস্ত বিজয়-রাজ্যে” ইত্যাদি পদের পরিবর্তে “শ্রীমদ্বকুজ বিজয়রাজ্যে” পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এতক্ষণাৎ সূচিত হইতেছে যে, কান্তকুজের গাহড়বাল-বংশের অধিকার তখন খংসোমুখ, মধ্যবঙ্গী ভূভাগ মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় রাণক বিজয়কর্ণ জানিতে পারেন নাই যে, অয়চ্ছের পুত্র হরিশ্চন্দ্র তখনও জীবিত আছেন এবং কান্তকুজ নগর তখনও শক্র-হস্তগত হয় নাই। স্বামিকৃত বিজয়কর্ণ তখনও গাহড়বাল-বংশের স্বামী অস্বীকার করেন নাই এবং সেই জন্তই “শ্রীমদ্বকুজবিজয়রাজ্যে” পদ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র বিজয়চন্দ্র মগধ ও করুষদেশের অধিকাংশ স্বীকৃত অধিকারভূক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময়ে রোহিতাখ দুর্গের নিকটস্থিত জাপিল গ্রামের মহানায়কগণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

(১৯) Tabaqat-i-Nasiri, (Raverty's Trans.) pp. 628-29,

(২০) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. VII, p. 763, pl. X.

আপিলীয় মহানায়ক প্রতাপধবল খৃষ্টীয় ষাদশ শতাব্দীর শেষার্দে বিজ্ঞান ছিলেন। এই বৎসরে সর্বপ্রাচীন খোদিতলিপি খৃষ্টীয় ১১৪৮ অন্তে খোদিত হইয়াছিল^(১)। রোহিতাখ দুর্গে আবিষ্কৃত একখনি অপ্রকাশিত শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রতাপধবল দুর্গমধ্যে কড়কগুলি কৌতুক স্থাপন করিয়াছিলেন^(২)। ১১৪৮ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি আরা জেলায় তুঙ্গাহি জলপ্রপাতের নিকটে উৎকীর্ণ আছে। উক্ত জেলায় তারাচঞ্চী নামক স্থানে প্রতাপধবলের আর একখনি শিলালিপি আছে^(৩)। এই সমস্ত শিলালিপিতে কান্তকুজ-রাজ্যের কোন উরেখই দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু তারাচঞ্চীর শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কয়েক জন ব্রাহ্মণ কান্তকুজ-রাজ্য বিজয়চজ্জবের দেউ নামক অনৈক দাসকে উৎকোচ আরা বশীভূত করিয়া কলহণ্ডী এবং বড়পিলা নামক গ্রামস্থ গ্রাম্য হইয়াছে। এই শিলালিপি আরা প্রতাপধবলদের জনসাধারণকে অবগত করাইতেছেন যে, পূর্বোক্ত গ্রামস্থের রাজকু পূর্ববৎ সংগৃহীত হইবে। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, মহানায়ক প্রতাপধবলদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন না। কান্তকুজ-রাজগণ ঊহার অধিকারস্থিত গ্রামগুলি যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারিতেন। বিজয় চক্রের পুত্র অবচক্রেবের অধিকার পূর্বে গয়া অবধি বিস্তৃত ছিল; কারণ, ১২৪০ হইতে ১২৪৯ বিজ্ঞানের মধ্যে (১১৮০—১১২২ খৃষ্টাব্দ) কোন সময়ে উৎকীর্ণ অবচক্রেবের নামবুক একখনি শিলালিপি বৃক্ষগম্য আবিষ্কৃত হইয়াছে^(৪)। এই সময়ে মগধের অধিকার লইয়া পাল, সেন ও গাহড়-

(১) *Epigraphia Indica*, Vol. IV, p. 311.

(২) *Ibid*, Vol. V, App. p. 22, no. 152.

(৩) *Journal of the American Oriental Society*, Vol. VI, p. 547,

(৪) *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, 1880, p. 77.

ବାଜ୍ରାଶୀଯ ରାଜଗଣେର ବିବାଦ ଚଲିତେଛିଲ । ପୂର୍ବେ କଥିତ ହଇଯାଇଁ ସେ, ୧୪୪୬ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୁଦ୍ଗଗିରି ବା ମୁଦ୍ଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହଇଯାଇଲେ । ୧୧୬୫ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେ ପାଟନା ଜେଳାର ବିହାର ମହକୁମାୟ ଅବସ୍ଥିତ ନାଲନନ୍ଦଗର ଗୋବିନ୍ଦପାଳ ନାମକ ଅନୈକ ନରପତିର ଅଧିକାରଭୂତ ଛିଲ । ଉତ୍ତର ବରେ ନାଲନାୟ ଲିଖିତ ଏକଥାନି ‘ଅଷ୍ଟସାହଶିକ୍ଷା ପ୍ରଜାପାରମିତା’ ଲଞ୍ଚନେର ରମେଲ ଏସିରାଟିକ ସୋସାଇଟିର ଗ୍ରହାଗାରେ ରକ୍ଷିତ ଆଛେ ; ଏହି ଗ୍ରହର ପୁଣ୍ଡିକାୟ ଲିଖିତ ଆଛେ ସେ, ଇହା ନାଲନାୟ ଗୋବିନ୍ଦପାଳଦେବେର ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟକେ ଲିଖିତ ହଇଯାଇଲ ।

“ପରମେଶ୍ଵରପରମଭଟ୍ଟାରକପରମମୌଗତ ମହାରାଜାଧିରାଜଶ୍ରୀମହାଗୋବିନ୍ଦପାଳ-
ଦେବକୁ ବିଜ୍ଞାରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ୪ ଶ୍ଲୋଦକଗ୍ରାମବାସ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରୀମହାଲଙ୍ଘ.....ମର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ
ସର୍ବଜଗତାମ୍ଭିକ୍ଷା ॥”

ଗୋବିନ୍ଦପାଳଦେବେର ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟକୁ ୧୧୬୫ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେ ପରିଚିତ ହଇଯାଇଲ ；
କାରଣ ୧୧୩୨ ବିକ୍ରମାବେ ଗନ୍ଧାର ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ଏକଥାନି ଶିଳାଲିପି ହଇତେ ଅବଗତ
ହେଁଥା ଯାଏ ସେ, ଉହା ଗୋବିନ୍ଦପାଳଦେବେର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶ ରାଜ୍ୟକେ ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ହଇଯା-
ଇଲ୍ୟ । ୧୧୭୦ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେ ବୃକ୍ଷଗଥା ସେନ-ବଂଶୀୟ ରାଜଗଣେର ଅଧିକାରଭୂତ-
ଛିଲ ； କାରଣ ଉତ୍ତର ବରେ ସପାଦନକଦେଶେର ରାଜ୍ୟ ଅଶୋକଚରାଦେବେର ମହା-
ବୌଧି ମନ୍ଦିରେର ଏକଥାନି ଶିଳାଲିପିତେ ଲକ୍ଷଣାବ୍ଦ ବ୍ୟବହତ ହଇଯାଇଛେ ।
୧୧୮୩ ହଇତେ ୧୧୯୨ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେର ମଧ୍ୟେ କୋନ ସମୟେ ବୃକ୍ଷଗଥା କାନ୍ତକୁଞ୍ଜ-ରାଜ
ଅଯନ୍ତରେ ଅଧିକାରଭୂତ ହଇଯାଇଲ । ୧୧୯୩ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେ ବୃକ୍ଷଗଥା ପୁନରାୟ
ସେନ-ରାଜଗଣ କର୍ତ୍ତକ ଅଧିକୃତ ହଇଯାଇଲ ； କାରଣ ଉତ୍ତର ବରେ ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ସପାଦ-

(୨୫) Journal of the Royal Asiatic Society, New Series, Vol. VIII, 1876, p. 3.

(୨୬) Epigraphia Indica, Vol. V, App. p. 24, no. 166; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 109.

(୨୭) ବର୍ତ୍ତୀର ମାହିତ୍ୟ-ପରିବ୍ରାନ୍ତ-ପରିକା, ୧୭ ତାର୍କ, ପୃଃ ୨୧୦ ।

লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ ভাতা মশুরথেৱ শিলালিপিতে পুনৰায় লক্ষ্মণাদেৱ ব্যবহাৰ দেখিতে পাওয়া যায়^(১)। ইহার পৰে মগধদেশ মুসলমান-নায়ক মহান্দ-ই-বখতিৱার খিলজিৰ আক্ৰমণে জৰ্জৱিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বাদশ শতাব্দীৰ শেষ বৎসৱস্থে মগধ ও গোকু মুসলমানগণ কৰ্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় বাদশ শতাব্দীৰ মগধাধিপ গোবিন্দপাল কে ? এবং পাল-বাজ-বংশেৰ সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহা নিৰ্ণয় কৰিবাৰ কোন উপায়ই অস্থাৱধি আবিকৃত হৰ নাই। তাহার পাল উপাধি, “পৰমেশ্বৰপৰমভট্টারক, মহারাজাধিৰাজ” ইত্যাদি সম্ভাটপদবী এবং বৌদ্ধধৰ্মে প্ৰগাঢ় অহুৱাগচ্ছচক “পৰমসৌগত” বিশেষণ দেখিয়া অছুমান হয় যে, তিনি পাল-বাজবংশসম্ভূত ছিলেন। নালন্দাৰ সিৰিত ‘অষ্টসাহিত্যিকা প্ৰজ্ঞাপারমিতা’ পুঁথি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাহার চতুর্থ বাজ্যাকে নালন্দা নগৰ তাহার অধিকাৰভূক্ত ছিল^(২)। ১১৭৫ খৃষ্টাব্দেৰ তিনি জীৱিত ছিলেন ; কাৰণ উক্ত বৰ্ষে উৎকীৰ্ণ গদাধৰ-মন্দিৰেৰ শিলালিপিতে তাহার বাজ্যাক উল্লিখিত হইয়াছে। এই শিলালিপিতে বিজ্ঞমাদেৱ ব্যবহাৰ আছে, তাহা সহেও গোবিন্দপালেৰ চতুর্দশ বাজ্যা-ক্ষেৰ উন্নৰে^(৩) দেখিয়া বুঝিতে পাৰা যায় যে, গোবিন্দপাল তখন জীৱিত ছিলেন ; কিন্তু গয়া নগৰী তখন তাহার হস্তচূড় হইয়াছিল। গয়া ৰোধ হয় ১১৭৫ খৃষ্টাব্দেৰ অব্যবহিত পুৰৰ্বে গোবিন্দপালেৰ অধিকাৰভূক্ত ছিল, তাহা না হইলে বিজ্ঞমাদেৱ ব্যবহাৰ সহেও গদাধৰ-মন্দিৰেৰ শিলা-

(১) বঙ্গীৰ সাহিত্য-পৱিত্ৰ পত্ৰিকা, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ২১৬।

(২) Journal of the Royal Asiatic Society, New Series, Vol. VIII, p. 3.

(৩) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. III,

ଲିଖିତେ ଗୋବିନ୍ଦପାଳେର ନାମ ସ୍ୟବହୃତ ହିଁଲ କେନ ? ଥୁଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶୈଷତାଗେ ଲିଖିତ ବହୁ ବୌଦ୍ଧଗ୍ରହେ ଗୋବିନ୍ଦପାଳଦେବେର ରାଜ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୟବହାର ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚାମା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ :—

(୧) କଲିକାତାର ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟିର ଗ୍ରହାଗାରେ ରକ୍ଷିତ ‘ଅଷ୍ଟ-ସାହଶିକା ପ୍ରଜ୍ଞାପାରମିତା’; ଇହାର ଶେଷ ପତ୍ରେ ଲିଖିତ ଆଛେ—“ଦେଶ-ଧର୍ମୋର୍ବଂ ପ୍ରସରମହାଶାନ (ଯାଏଇ)ନଃ ଥାନୋଦକୀୟ ସଶରାପୁରାବହାନେବଃ ॥ ଦାନପତି କ୍ଷାଣ୍ଟିରକ୍ଷିତଶ୍ଶ ସଦତ୍ର ପୁଣ୍ୟସ୍ତୁତବତ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟାପାଧ୍ୟାମାତାପିତ୍-ପୂର୍ବଃ ଗୟଃ କୃତ୍ଵା ସକଳମତ୍ତରାଶେରହୁତ୍ତରଜ୍ଞାନଫଳାବାପ୍ତ୍ୟ ଇତି । ଶ୍ରୀମଦ୍ଗୋବିନ୍ଦ ପାଲଦେବଶ୍ରାତ୍ରୀତସମ୍ବନ୍ଧେ ୧୮ କାନ୍ତିକ ଦିନେ ୧୫ ଚନ୍ଦପାଟିକାବହିତ ଥାନୋଦ କୀର୍ତ୍ତିଶରାପୁରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞାତୁ.....”

(୨) କଲିକାତାର ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟିର ଗ୍ରହାଗାରେ ରକ୍ଷିତ ‘ଅମର-କୋଷେ’ର ଶେଷ ପତ୍ରେ ଲିଖିତ ଆଛେ :—

“ଲିଙ୍କସଂଗ୍ରହଃ ସମାପ୍ତଃ ପରମଭଟ୍ଟାରକେତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟବଳୀ ପୂର୍ବବ୍ୟ ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ ପାଲୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ୨୪ ଚତ୍ର ଶତି ୮ ଶତମତ୍ତ ସର୍ବଜଗତାମ୍ ଇତି” ।

(୩) କ୍ୟାନ୍ତ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଲୟର ଗ୍ରହାଗାରେ ରକ୍ଷିତ ‘ଶ୍ରୀବଳୀବିବୃତି’ ନାମକ ଗ୍ରହେର ଶେଷ ପତ୍ରେ ଲିଖିତ ଆଛେ :—

“ଶ୍ରୀବଳୀବିବୃତିः ॥ ବିବୃତିଃ ପଣ୍ଡିତଙ୍କରିତ୍ରୀଯନଦେବଶ୍ଶ ॥ ଗୋବିନ୍ଦପାଲ-ଦେବାନାଂ ସଂ ୩୭ ଆମଣ ଦିନେ ୧୧ ଲିଖିତମିଦଂ ପୁସ୍ତକଃ କା ଶ୍ରୀଗୟା-କରେଣେତି” ॥”

p. 125, pl. XXXVIII, no. 18 ; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 100.

(୧) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1900, pt. 1, p. 100, no. 25.

(୨) Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, p. 189, no. Add. 1699, ii.

(৪) ক্যান্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত ‘পঞ্চাকার’ গ্রন্থের শেষ পত্রে লিখিত আছে :—

‘সম্যকসমৃক্তভাষিতঃ পঞ্চাকারঃ সমাপ্তঃ ॥ পরমেশ্বরেত্যাদি
রাজাৰলী পূর্ববৎ । শ্রীমদ্গোবিন্দপালদেবানাম্ বিনষ্টরাজ্যে অষ্টজ্ঞিংশৎ
সম্বৎসরেইভিলধ্যমানে জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণাষ্টম্যাঃ তিথৌ যত্ন সং ৩৮ জ্যৈষ্ঠদিনে ৮
লিখিতমিদং পুস্তকং কা শ্রীগঢ়াকরেণ’^{১০} ।”

(৫) ক্যান্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত কৃষ্ণচার্য বা
কাঙ্কপাদ-বিরচিত ‘যোগরত্নমালা’ গ্রন্থের শেষ পত্রে লিখিত আছে :—

“শ্রীহেবজ্ঞপঞ্জিকা যোগরত্নমালা সমাপ্তা ॥ কৃতিরিয়ং পণ্ডিতাচার্য-
শ্রীকাঙ্কপাদানামিতি । পরমেশ্বরেত্যাদি রাজাৰলী পূর্ববৎ । শ্রীম-
গোবিন্দপালদেবানাম্ সং ৩৯ ভাত্রদিনে ১৪ লিখিতমিদং পুস্তকং কা
শ্রীগঢ়াকরেণ”^{১১} ।”

বেলখৰাগ্রামের শিলাস্তম্ভলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাঙ্ককুজ-
রাজ্যের সন্তাটিপদবীজ্ঞাপক উপাধিমালার পরিবর্তে “পরমভট্টারকেত্যাদি
রাজাৰলী পূর্ববৎ” ব্যবহৃত হইয়াছে^{১২} । গোবিন্দপালের রাজ্যকালে
অথবা জীবিত কালে লিখিত তিনখানি পুঁথিতে এই জাতীয় বিশেষণ
দেখিতে পাওয়া যায় । এই বিশেষণ সংস্কৃত মৃত্ত অধ্যাপক বেঙ্গল
বলিয়াছিলেন যে, কায়ম্ব (লেখক) বোধ হয় সমস্ত বিশেষণ
লিখিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল^{১৩} । স্থানবিশেষে অথবা সমগ্র রাজ্যে

(১০) Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, p. 188, no. Add. 1699, I ; p. iii.

(১১) Ibid, p. 189-90, no. Add. 1699, IV,

(১২) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. VII, p. 763.

(১৩) Catalogue of University Library, Cambridge, p. iii.

ରାଜାର ଅଧିକାର ଲୋଗ ବୋଧ ହୁଏ, ଲେଖକେର ରାଜାର ସମ୍ମନ ଉପାଧି ଲିଖିଲେ ଅସ୍ତ୍ରୀକାର ହିଁବାର କାରଣ । କ୍ୟାନ୍ତିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗ୍ରହାଗାରେ ରକ୍ଷିତ ଏକଥାନି ଏହେ ‘ବିନଟରାଙ୍ଗେ’ ଶବ୍ଦେର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିତେ ପାଓଯା ସାଇ । ଇହା ଗୋବିନ୍ଦପାଲେର ୩୮ ରାଜ୍ୟାକ୍ଷେ, ଅର୍ଥାତ୍—୧୧୯ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଲିଖିତ ହିଁଯାଛିଲ । ଏଇ ବ୍ୟବହାର ମଗଧଦେଶ ମହମ୍ମଦ-ଇ-ବଥ ତିଆର ଖଲଜି କର୍ତ୍ତ୍ତକ ବିଜିତ ହିଁଯାଛିଲ । ଇହାର ପୂର୍ବବ୍ସରଭ ଗୋବିନ୍ଦପାଲଦେବ ଜୀବିତ ଛିଲେନ ; କାରଣ, ତାହାର ୩୭ ରାଜ୍ୟାକ୍ଷେ ଲିଖିତ ଏହେ ‘ଅତୀତ, ବିନଟ’ ଅଥବା “ପରମେଶ୍ୱରେତ୍ୟାଦି ରାଜାବଳୀ ପୂର୍ବବ୍ସ” ପ୍ରତ୍ୟତି ବିଶେଷଣେର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ । ଐତିହାସିକ ଭିନ୍ନେଟ ଶିଥ ୧୧୭୦ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେର ପୂର୍ବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣସେନେର ମୃତ୍ୟୁର କଥା ସ୍ମୀକାର କରେନ ନା,^{୩୭} କିନ୍ତୁ ତିନି ସ୍ମୀକାର କରିଯାଛେନ ସେ, ଗୋବିନ୍ଦପାଲ ୧୧୭୫ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେ ମଗଧେର କୋନ ହାନେ ରାଜ୍ୟ କରିତେ ଛିଲେନ^{୩୮} । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦ ପ୍ରମାଣାଭାବ ସନ୍ଦେଶ ବଲେନ ସେ, ଗୋବିନ୍ଦପାଲଦେବ ୧୧୬୦ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେ ରାଜ୍ୟଚ୍ୟାତ ହିଁଯାଛିଲେନ^{୩୯} । ଗାହଡବାଲ ଓ ସେନ-ରାଜ୍ୟବଂଶେର ସନ୍ଦର୍ଭକାଳେ ଗୋବିନ୍ଦପାଲଦେବ ବୋଧ ହୁଏ, ନାନା ହାନି ହିତେ ତାଡ଼ିତ ହିଁଯା ଅବଶେଷେ ମୁସଲମାନଗଣେର ହିତେ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ ଦିଆଛିଲେନ ।

ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦ-ବିନ-ସାମ କର୍ତ୍ତ୍ତକ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ପରାଜିତ ଓ ନିହତ ହିଲେ କାନ୍ତକୁଞ୍ଜ-ରାଜ୍ୟ ମୁସଲମାନ ସେନାପତିଗଣେର ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହିଁଯାଛିଲ ।

(୩୭) V. A. Smith's Early History of India, 3rd. Edition, p. 403.

(୩୮) Ibid, p. 401.

(୩୯) ସନ୍ଦେଶ ଜାତୀୟ ଇତିହାସ, ରାଜତକୀୟ, ପୃଃ ୨୩, ୭୨୩ ।

ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে ঘেরপ ফিউডাল (feudal) প্রথা প্রচলিত ছিল, নববিজিত রাজ্যে গোরীয় সুলতানগণ সেইরূপ প্রথাটি প্রচলিত করিয়াছিলেন। কোন নৃতন হিন্দুরাজ্য বিজিত হইলে সুলতান পূর্বতন ভূম্যাধিকারিগণকে অধিকারচূর্ণ করিয়া তাহাদিগের পরিবর্তে বিষ্ণু সেনা-নায়কগণকে ভূমি ও দান করিতেন। মিনহাজ-উস-সিরাজের বর্ণনাচ্ছারে গৌড়-মগধ-বিজেতা মহম্মদ-ই-বখতিয়ার গোর-উপত্যকার অধিবাসী ছিলেন। সুলতান মহম্মদ কর্তৃক চৌহান ও গাহড়বাল-রাজ্য বিজিত হইলে তিনি অর্ধেপার্জনের চেষ্টায় জয়ভূমি পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন। মহম্মদ ভারতবর্ষে আসিয়া অধোধ্যা বা আউধের নৃতন ভূম্যাধিকারী মালিক হসাম-উদ্দীন আগল্বক্ষের অধীনে সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন^(১)। তিনি গাহড়বাল-রাজ্যের একাংশ জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং জায়গীর হইতে সেন। লইয়া চতুর্দিকের গ্রাম ও নগর-সুহ লুঠন করিতেন। মিনহাজ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই সময়ে মহম্মদ বর্ষমান পাটনার নিকটবর্তী মনের এবং বিহার নগর পর্যন্ত লুঠন করিতে আসিতেন^(২)। গাহড়বাল-বংশের ক্ষমতার হাস হইলে গোবিন্দ-পালদেব বোধ হয়, মগধের পূর্বভাগে উদ্ধুপুর, নালন্দ, বিক্রমশিলা প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুত্র নগরের অধিপতি ছিলেন। পূর্বে সেন-বংশজ লক্ষণসেনের পুত্রগণের সহিত তাঁহার প্রীতবন্ধন ছিল না, সুতরাং মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের অত্যাচার নিবারণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মহম্মদ-ই-বখতিয়ার লুঠন-লক্ষ অর্থে নৃতন সেনাদল গঠন করিয়া যখন গোবিন্দপালের রাজধানী আক্রমণ করিলেন, তখন শুষ্টিমেয় সেনা লইয়া নগর-রক্ষা মগধ-রাজ্যের পক্ষে অসম্ভব দেখিয়া

(১) Tabaqat-i-Nasiri, (Trans. by Raverty), p. 549.

(২) Ibid, p. 550,

অসম্ভব দেখিয়া সংসারত্যাগী বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ সকর্ম ও আত্মরক্ষাৰ্থ অন্তরণ কৱিয়াছিলেন। উদ্গুপ্ত নগৰেৱ, গিৰি-শীৰ্ষে অবস্থিত সজ্যারাম, দুর্গেৱ শ্বায় স্তুৱক্ষিত ; এই সজ্যারামে আশ্রয় গ্ৰহণ কৱিয়া গোবিন্দপাল মুষ্টিমেয় সেনা ও বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণেৱ সাহায্যে আত্মরক্ষা কৱিবাৰ চেষ্টা কৱিয়াছিলেন^{৪২}। সে চেষ্টা সফল হয় নাই, তখন আৰ্য্যাৰ্বৰ্ত্তেৰ কোন রাজা মগধেৰ সাহায্যাৰ্থ অগ্রসৱ হন নাই। উদ্গুপ্ত-সজ্যারাম অধিকৃত হইলে সমৈক্ষ গোবিন্দপালদেৱ নিহত হইয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাসবেত্তা সৱলভাৱে লিপিবদ্ধ কৱিয়া গিয়াছেন যে, দুৰ্গ অধিকৃত হইলে দেখা গেল যে, উহা একটি বিশ্বালয় ; উহাতে রাশি রাশি গ্ৰহ সঞ্চিত আছে। কিন্তু তখন দুৰ্গৰক্ষী সেনা ও ভিক্ষুগণ নিহত হইয়াছিল, মগধদেশে এমন কেহ ছিল না যে, বিজেতুগণেৱ কোতৃহল নিবারণাৰ্থ ঐ সকল গ্ৰহেৱ পৰিচয় প্ৰদান কৱিতে পাৱে^{৪৩}। এইজন্মে ধৰ্মপাল ও দেবপালেৱ বিশ্বাল সাত্রাঙ্গেৱ অবস্থা হইয়াছিল। গোবিন্দপাল নিহত হইলে মগধদেশে মহম্মদ-ই-বখতিয়াৱেৱ পদান্ত হইয়াছিল। বিজেতাৰ আদেশে উদ্গুপ্ত

(৪২) Muhammad-i-Bakhtyar by the force of his intrepidity, threw himself into the postern of the gateway of the place, and they captured the fortress, and acquired great booty. The greater number of inhabitants of that place were Brahmans, and the whole of those Brahmans had their heads shaven; and they were all slain.—Tabaqat-i-Nasiri, (Trans. by Raverty), p. 552.

(৪৩) There were great number of books there; and when all these books came under observation of the Musalmans, they summoned a number of Hindus that they might give them information respecting the import of those books; but the whole of the Hindus had been killed. On becoming acquainted, it was found that the whole of that fortress and city was a college, and in the Hindi tongue, they call a College-Bihar.—Ibid.

ও বিক্রমশিলা-বিহারের শত শত বর্ষব্যাপী ষষ্ঠে সংগৃহীত অমূল্য পুস্তক-
রাজি ভঙ্গীভূত হইয়াছিল। মগধ-বিজয়ের পঞ্চ শত বর্ষ পরে লামা তারা-
নাথ তুঙ্গপঞ্জাতীয় মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী বিজেতৃগণ কর্তৃক প্রাচীন উদ্দগুর
ও বিক্রমশিলা বিহারের ধ্বংসকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন^{৪৪}।
বিজেতৃগণের অত্যাচারে দলে দলে নর-নারী মগধ পরিত্যাগ করিয়া
নিকটবর্তী পর্বতসঙ্কুল প্রদেশের হিন্দুরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।
বৌদ্ধধর্মের প্রতি মুসলমানগণের যত বিবেৰে ছিল, হিন্দুধর্মের প্রতি তত
অধিক ছিল না। এই সময়ে যথ্য এসিয়াবাসী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তুঙ্গপঞ্জাতি
আৱৰণগণের সাম্রাজ্য প্রসার অগ্রসর হইতেছিল। মুসলমানগণ বার
বার পৰাজিত হইয়া পশ্চাত্পদ হইতেছিলেন। মগধ বিজয়ের অর্জু শতাব্দী
মধ্যে মুসলমান-সাম্রাজ্যের রাজধানী বোগড়াদ নগর বৌদ্ধধর্মাবলম্বী
হস্তান্ত থাৰ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল এবং আৱৰজ্জাতীয় শেষ সন্দাচ
মুস্তাসিম বিজ্ঞা নৃশংসভাবে নিষ্ঠত হইয়াছিলেন^{৪৫}। এই অস্তই ধৃষ্টিয় দাদশ
শতাব্দীৰ শেষভাগে এসিয়াবাসী মুসলমানগণ বৌদ্ধগণের প্রতি অত্যন্ত
বিবেষভারাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুসলমানগণের অত্যাচার-ভয়ে
বৌদ্ধভিক্ষুগণ অমূল্য ধৰ্মগ্রন্থনিচয় ও দেৰবৃত্তিস্বৃহ সক্ষে লইয়া নেপালে
পলায়ন করিয়াছিলেন। এই অস্তই নেপালে পাল-রাজগণের রাজত্বকালে
লিখিত বহু বৌদ্ধ-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১১১০ ধৃষ্টাব্দের পরে ১২০০ ধৃষ্টাব্দের পূর্বে জৰুগমনের পুত্রত্ব
গৌড়-সিংহাসনে আৱোত্ত করিয়াছিলেন। ইহাদিগের নাম মাধবমনে,
বিশ্বকপমন ও কেশবমন। ইহাদিগের অত্যেকের এক একখানি

(৪৪) Indian Antiquary, Vol. IV, pp. 366-67.

(৪৫) Ameer Ali's History of the Saracens, pp. 596-97.

ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନ ଆବିଷ୍ଟତ ହିୟାଛେ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦ ବଲିଆଛେ ଯେ, କ୍ରମାୟନେ ମଧ୍ୟବସେନେର ଏକଥାନି ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନ ଆବିଷ୍ଟତ ହିୟାଛେ^(୪୬) । କରିଦିପୁର ଜେଳାୟ ମଦନପାଡ ଗ୍ରାମେ ବିଶ୍ଵରପ୍ରସେନେର ଏକଥାନି ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନ ଆବିଷ୍ଟତ ହିୟାଛେ^(୪୭) । ଇହା ହିତେ ଅବଗତ ହୋଇ ଯାଏ ଯେ, ପୌଣ୍ଡ ବର୍ଜନ ଭୂତ୍ୱଃପାତୀ ବଜେ ବିକ୍ରମପୁରଭାଗେ କିଞ୍ଚିତ ଭୂମି ବିଶ୍ଵରପ୍ରସେନେର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ରାଜ୍ୟକେ ଶ୍ରୀବିଶ୍ଵରପ ଦେବଶର୍ମା ନାମକ ଜୈନେକ ଭାଙ୍ଗଣକେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହିୟାଛିଲ । କରିଦିପୁର ଜେଳାର ଇଲିପୁର ପରଗଣୀୟ କେଶବଦେନେର ଏକଥାନି ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନ ଆବିଷ୍ଟତ ହିୟାଛିଲ । ଇହା ହିତେ ଅବଗତ ହୋଇ ଯାଏ ଯେ, ପୌଣ୍ଡ ବର୍ଜନ ଭୂତ୍ୱଃପାତୀ ବଜେ ବିକ୍ରମପୁରଭାଗେ ତାଲପାଟିକ ଗ୍ରାମ କେଶବଦେନେର ଭୂତୀଯ ରାଜ୍ୟକେ ଦେବଶର୍ମା ନାମକ ଜୈନେକ ଭାଙ୍ଗଣକେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହିୟା ଛିଲ^(୪୮) । କେଶବଦେନ ଓ ବିଶ୍ଵରପ୍ରସେନେର ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନରେ ହିତେ ଅବଗତ ହୋଇ ଯାଏ ଯେ, ତାହାରୀ ଉତ୍ତରେ ମୁସଲମାନଗଣେର (ଗର୍ଗ୍ୟବନ) ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ-ବିଗ୍ରହେ ଲିପି ହିୟାଛିଲେ^(୪୯) । କାନ୍ତକୁଞ୍ଜ-ରାଜ୍ୟେର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରେ ଦଲବକ୍ର ମୁସଲମାନ-ସେନା ସଥି ମଧ୍ୟ, ଅଙ୍ଗ ଓ ଗୋଡ଼େ ଲୁଢ଼ିଲ କରିଯା ବେଡ଼ାଇତ, ତଥାନ ତାହାଦିଗେରଇ ଏକଦଳ ବୋବ ହେଲା ମେନବଂଶୀୟ ଗୌଡ-ରାଜ୍ କର୍ତ୍ତକ ପ୍ରାଜିତ ହିୟାଛିଲ ।

(୪୬) Atkinson's Kumaon, p. 516 ; ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦ ଏହି ଅଛେ ଉତ୍ତର କରିଯାଛନ କିନ୍ତୁ Atkinson ରଚିତ N. W. P. Gazetteer, Vol. XII Himalayan Districts, ୧୯୧୬ ପୃଷ୍ଠାରେ ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ ।

(୪୭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, part I' pp. 9-15.

(୪୮) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. X, 99-104.

(୪୯) ଶଶାସ ପୃଥିବୀମିମାଃ ଅଧିତବୀରବଗର୍ଭାଗଣିଃ ।

ମର୍ମରବନାହୁରଅନ୍ତରକଳଙ୍କତୋ ନୃପଃ ।

—Ibid, p. 102.

মগধ-জয়েৱ পৱে মহম্মদ-ই-বখ্তিয়াৱেৱ যশঃ, বজ ও কামুকপ পৰ্যন্ত
বিস্তৃত হইয়াছিল^(১)। তিনি দিল্লীৰ সুলতান কুতুব-উচ্চীন কৰ্ত্তৃক সম্মানিত
হইয়াছিলেন^(২)। “দিল্লী হইতে প্ৰত্যাবৰ্তন কৱিয়া মহম্মদ-ই-বখ্তিয়াৰ
সেনা সংগ্ৰহ কৱিতে আৱস্থা কৱিয়াছিলেন এবং গোড়-রাজ্য আক্ৰমণ
কৱিয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ অশ্বাৱোহী সমভিব্যাহাৱে নোদিয়া নগৱে
উপস্থিত হইয়াছিলেন। নগৱবাসিগণ প্ৰথমে তাহাকে অধিবিক্ৰেতা
বণিক মনে কৱিয়াছিল। তিনি প্ৰাসাদে উপস্থিত হইয়া অবিশ্বাসীদিগকে
আক্ৰমণ কৱিয়াছিলেন। এই সময়ে রায় লখ-মনিয়া আহাৱ কৱিতে
ছিলেন। তিনি মুসলমানগণেৱ আগমন শ্ৰবণ কৱিয়া পুৱমহিলাগণ,
ধন-ৱত্ত-সম্পদ, দাম-দাসী পৱিত্ৰ্যাগ কৱিয়া অস্তঃপুৱেৱ ঘাৱ দিয়া বক্ষে
পলায়ন কৱিয়াছিলেন”। ইহাই ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ-উস-সিৱাজেৱ
বিবৰণ^(৩)। মিনহাজ গোড়-বিজয়েৱ চতুৱিৰিশৎ বৰ্ষ পৱে নিজামু উচ্চীন
এবং সম্মান-উচ্চীন নামক ভাতৃষ্ঠয়েৱ নিকটে বখ্তিয়াৱেৱ বিজয়-কাহিনী
শ্ৰবণ কৱিয়াছিলেন। মিনহাজ ৬৪১ হিজিৱাব্দে (১২৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে)
সম্মুখীনী নগৱে, অৰ্থাৎ—গোড়ে সম্মান-উচ্চীনেৱ সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন^(৪)।

মহম্মদ-ই-বখ্তিয়াৰ কৰ্ত্তৃক গোড়ে ও রাঢ়ে সেন-ৱাজগণেৱ অধিকাৰ
লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়, কিন্তু যে ভাৱে বিজয়-কাহিনী বৰ্ণিত হইয়াছে,
তাহা পাঠ কৱিয়া বিশ্বাস কৱিতে ইচ্ছা হয় না। প্ৰথম কথা, নোদিয়া
কোথাৰ ? নোদিয়া যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যে, মহম্মদ-ই-
বখ্তিয়াৰ লুণ্ঠনোদেশে আসিয়া সেন-ৱাজ্যেৱ জনেক সামৰ্জ্যকে পৱাঞ্জিত

(১) Tabaqat-i-Nasiri, (Trans, by Raverty), p. 554.

(২) Ibid, p. 552.

(৩) Ibid, pp. 557-8.

(৪) Ibid, p. 552.

କରିଯାଛିଲେନ ; କାରଣ ନବଦୀପେ ସେ ସେବଣଶେର ରାଜଧାନୀ ଛିଲ, ଇହାର କୋନାଓ ପ୍ରମାଣିତ ଅଞ୍ଚାବଧି ଆବିଷ୍ଟ ହୟ ନାହିଁ । ଦିତୀୟ କଥା, ଆଗମନେର ପଥ ; କାନ୍ତକୁଞ୍ଜେର ନିକଟ ହିତେ ମଗଧ ଲୁଠନ ଯତ ସହଜ, ମଗଧ ହିତେ ସାମାଜ୍ଞ ଦେନା ଲହିଯା ଗୌଡ ବା ରାଢ ଲୁଠନ ତତ ସହଜ ନହେ । ମହମ୍ମଦ-ଇ-ବଖ୍ତିଆର କୋନ୍ ପଥେ ନୋଦିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିତେ ଆସିଯାଛିଲେନ, ତାହା ଜାନିତେ ପାରା ଯାଏ ନାହିଁ । ତିନି ସଦି ରାଜମହଲେର ନିକଟ ଦିଆ ଗନ୍ଧାର ଦକ୍ଷିଣକୂଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଯା ଆସିଯା ଥାକେନ, ତାହା ହିଲେ ତିନି କଥନି ଅଳ୍ପ ଦେନା ଲହିଯା ଆସିତେ ପାରେନ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଗୌଡ ବା ଲକ୍ଷ୍ମଣାବତୀ ଅଧିକାର ନା କରିଯା ଆସେନ ନାହିଁ । ତଥବ ଝାଡ଼ଥଙ୍କେ ବନମୟ ପର୍ବତଦ୍ଵାଳ ପଥ ସାମାଜ୍ଞ ଦେନାର ପକ୍ଷେ ଅଗମା ଛିଲ । ଏହି ସକଳ କାରଣେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଶ୍ଵାରୋହୀ ଲହିଯା ମହମ୍ମଦ-ଇ-ବଖ୍ତିଆରେ ଗୌଡ-ବିଜୟକାହିନୀ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବଲିଯା ବୋଧ ହୟ ନା । ଗୌଡ-ଜୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ପ୍ରକୃତ ଘଟନା ଏଥନେ ଅକ୍ଷକାରାଚ୍ଛବ୍ର ଆଛେ । ତାହା ନୃତ୍ୟ ଆବିକାରେର ଆଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ ହିଲୁ ନା ଉଠିଲେ ଆମରା ତାହା ବୁଝିତେ ପାରିବ ନା । ତୃତୀୟ କଥା, ଲକ୍ଷ୍ମଣଦେନ ତଥବ ଜୀବିତ ଛିଲେନ ନା । ଲକ୍ଷ୍ମଣଦେନେର ପୁତ୍ରାଶ୍ୱେର ମଧ୍ୟେ ତଥବ କେ ଗୌଡ-ରାଜ୍ୟର ଆଧିକାରୀ ଛିଲେନ, ତାହା ଅଞ୍ଚାପି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୟ ନାହିଁ । ଦିଂହାସନ ଲହିଯା ଭାତ୍ରଗଣେର ମଧ୍ୟେ ଦିରୋଧ ଉପର୍ଦ୍ଧିତ ହିଲୁଛିଲ କି ନା, ତାହାଓ ଅଦ୍ୟାପି ହିଲିବ ହୟ ନାହିଁ । ଏହି ମାତ୍ର ବଳା ସାଇତେ ପାରେ ସେ, ମହମ୍ମଦ-ଇ-ବଖ୍ତିଆରେ ନଦୀଆ-ବିଜୟ-କାହିନୀ ସନ୍ତ୍ଵତ: ଅଲୀକ । ଇହା ସତ୍ୟ ହୟ, ତାହା ହିଲେ ଶ୍ରୀକାର କରିତେ ହିଲିବେ ସେ, ନୋଦିଆ ପୁନର୍ବାର ହିନ୍ଦୁ-ରାଜଗନ କର୍ତ୍ତ୍ଵକ ଅଧିକୃତ ହିଲୁଛିଲ ; କାରଣ, ମହମ୍ମଦ-ଇ-ବଖ୍ତିଆରେ ଅର୍ଦ୍ଧତାଙ୍କୀ ପରେ ବାନ୍ଧାଳାର ସାଧୀନ ହୁଲତାନ ମୁଗୀସ୍ଟଦୀନ ଯୁଜବକ୍ ନୋଦିଆ-ବିଜୟ କରିଯା ବିଜୟକାହିନୀ ଶ୍ଵରଣାର୍ଥ ନୃତ୍ୟମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରାକଳ କରାଇଯାଛିଲେନ ॥

অৰোহণ শতাব্দীৰ ইতিহাসে বিজয়-কাহিনী অৱগার্থ ন্তৰ মুদ্রায়
মুদ্রাকনেৰ দৃষ্টান্ত বিৱল নহে। পূৰ্বে কথিত হইয়াছে, কান্যকুজ-
বিজয়েৰ পৰে সুলতান শমস-উদ্দীন্ আলতাযশ্ এইক্ষণ মুদ্রা মুদ্রাক্ষিত
কৱাইয়াছিলেন^(১)। এবং বাঙ্গালাৰ স্বাধীন সুলতান সিকন্দ্ৰ শাহ
কামুকপ-বিজয়েৰ পৰে অৱগার্থ মুদ্রায় বিজয়েৰ কথা উল্লেখ কৱিয়া-
ছিলেন^(২)। এই তমসাচ্ছল যুগে গৌড়ে সেন-বংশেৰ অধিকাৰ লোপ
হইয়াছিল; কোন্ সময়ে কিৱিপে গৌড়দেশ মুসলমান বিজেতাৰ হস্তগত
হইয়াছিল, তাহা অদ্যাৰধি নিৰ্ণীত হয় নাই। গৌড়-রাজ্যবিজয়েৰ পৰে
সম্রাণসেনেৰ বংশধৰণ যে বঙ্গদেশে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন,
ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ-উস-সিরাজ স্বং সে কথা স্বীকাৰ কৱিয়া
গিয়াছেন^(৩)।

(১) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II,
Pt. I, p. 21, no. 39.

(২) Ibid, part II, p. 158, no. 38.

(৩) Tabaqat-i-Nasiri, (Raverty's Translation) p. 558.

শ্রেষ্ঠকারের ঐতিহাসিক প্রচ্ছ

৬। বাঙালির ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ—একত্রিশখনা অপ্রকাশিত চিত্রসম্বলিত, মূল্য ৩ টিন টাকা

বাঙালির ইতিহাস সম্বন্ধে মতামত :—

৭ রামেশ্বরসুন্দর ত্রিবেদী লিখিতাছেন :—

“বাঙালির ইতিহাস এই কয়দিনে একরূপ পড়িয়াছি, আমার এ অবস্থায় নৃতন বহি পড়ার ষেরুপ প্রথা দাঢ়াইয়াছে তার চেয়ে ভালই পড়িয়াছি। প্রথম ভাগ পূর্বে পড়িয়াছিলাম, দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়া মেইজুপ আনন্দ পাইলাম। কেবল আনন্দ কেন, অনেক নৃতন কথা শিখিলাম। বাঙালির ইতিহাসের পাঠান আমলের কথা সে কালের টুর্সট ও লেখ্ত্রিজের বহি হইতে যৎকিঞ্চিং জানিতাম। এ দিকে নৃতন কি বাহির হইয়াছে তাহার কোনও ধ্বনি রাখি নাই। এই বহি হইতে সে সকল কথা জানিয়া শিখিলাম, এ জন্ত তোমাকে গুরু বলিয়া কৃতজ্ঞতা সৌকার করিতে গেলে যদি তোমার অকল্যাণ বোধ কর, তাহাতে ক্ষান্ত ধাকিলাম.....বাঙালির ইতিহাস তোমার পাণ্ডিত্যের ও প্রতিভার উপরোগী হইয়াছে। বাঙালি সাহিত্যে তোমার নিকট খণ্ড হইল, কেন না এখন হইতে বাঙালির ইতিহাস জানিতে হইলে বিদেশী পণ্ডিতদেরও এই বাঙালি বহি আশ্রয় করিতে হইবে।”

Dr. F. W. Thomas, Librarian, India Office, London :—

“Mr. Rakhal Das Banerji,.....is one of the best

known Indian workers in the field of Epigraphy and Numismatics. His writings in English are characterised by an open mind and the employment of sound methods and reliable materials, the two volumes of which the title are given above should not be passed over in this journal simply because they are written in author's native Bengali. It is indeed a gratifying fact that the modern devotion of Bengali writers to their own language should cover the production of works having so strictly sober and methodical a character.

"Mr. Banerji's style is simple and entirely matter of fact, more so, indeed, than would be expects in an English work treating of the same subject. His statements are supported by constant citations of standard works on Indian Numismatics, Epigraphy and History and of the orientalist journals—Journals of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1917, pp. 853-54.

Professor Jadunath Sarkar :—

".....and lastly the monumental history (in Bengali) of Rakhal Das Banerji. They have all been indebted to coins and inscriptions (and in the case of the last two, to literary sources as well).... The Student of Bengal's history cannot be at a stay even with Rakhal Das Benerji's masterly work..... Modern Review. April, 1923.

২। আচৌল মুদ্রা প্রথম ভাগ, কৃতিথানি চিত্রসম্বলিত মূল্য একটাকা

" This volume may be cordially recommended to the attention of specialists, as late Superintendent of the Coin Department in the Indian Museum, writes with full competence and his statements are supported by constant reference to the literature.—Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1917, p. 858.

গ্রন্থকার লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাসমালা

শশাঙ্ক—গোড়দেশের রাজা শশাঙ্ক নবেন্দ্রগুপ্তের উপাধান-মূলক উপন্যাস। ইহা ইতিহাসের মত শিক্ষাপ্রদ অথচ সরল উপন্যাস—সর্বজন প্রশংসিত।

ব্রিতীয় সংস্করণ, মূল্য ২। দুই টাকা মাত্র

৭৩। মেন্দুমুন্দুর ত্রিবেদী লিখিয়াছেন—“নবেন্দ্
হিসাবে কাবাঃশে ইহা কিরণ উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলিতে আমি
সমর্থ নহি, বলিতেও চাহি না। কাব্য উপরক্ষ করিয়া রাখাল বাবু
অতীত ভারতবর্ষের একটা চিত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এই ছবির
আকর্ণণে আমি এই গ্রন্থ পড়িয়াছি। এই ছবি এখন স্পষ্ট হইবার
উপায় নাই, ইতিহাস এখনও সে পরিমাণ উপাদান সংগ্রহ করিতে
পারে নাই। শশাঙ্কে প্রাচীন সমাজের যে চিত্র দেখিলাম হয় তাহার
পোনের আনাই কাল্পনিক। তথাপি এই কল্পনাতেও গ্রন্থলেখক বুকের
পাটা দেখাইয়াছেন। এত পুরাতনের ছবি দেখাইতে ইহার পূর্বে
আর কেহ সাহস করে নাই। বাদাল। সাহিত্যে বোধ করি ইহাই
প্রথম উচ্চতম। এ জন্তু বাখালবাবু ব্যক্তি হইবেন। অন্তের পক্ষে যাহাই
হউক, আমার উপর প্রাচীনের একটা মোহ আছে। “যশোধৰল”
“অনন্তবর্জী” “বন্ধুগুপ্ত” প্রভৃতি নামগুলাই আমাকে অভিভূত করে।
ইহা বোধ করি আমার দুর্বলতা; কিন্তু এই দুর্বলতায় আমি অস্ফী
নহি। এই দুর্বলতার জন্তু পুরাতনের কচ্চিতেও আমি অব্যবসায়ী
হইয়াও কিছু আনন্দ পাই। শশাঙ্ক গ্রন্থের পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে
ভারতবর্ষের অতীত সমস্কে যে অস্পষ্ট এলোমেলো স্বপ্ন দেখিয়াছি
তাহাতেই আমি প্রচূর আনন্দ পাইয়াছি ও তজ্জন্ত গ্রন্থকারকে আশীর্বাদ
করিতেছি। আশা করি, আমার মত অন্তেও সেই আনন্দ পাইবেন।”

করুণা—গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধিপতনের ইতিহাস, ইহা উপন্থাসের স্থায় স্থথপাঠ্য, নাটকের স্থায় সরস। কেমন করিয়া আর্য্যাবর্তের শেষ হিন্দু-সাম্রাজ্য বিশ্বসংগ্রামক স্বদেশী ও বিদেশীর ঘড়িয়ে বিনষ্ট হইয়াছিল, করুণা মেই কালেরই উপন্থাস। আমরা বৌরের দৃষ্টান্ত খুঁজিতে কনোভে যাই, রাজপুতানায় যাই কিন্তু দেশের বৌরের নাম জানি না। এই ক্ষেত্রে করুণা বাঙ্গালীমাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।

মূল্য ২। ছাই টাকা মাত্র।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার

“—রচয়িতার নৃতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ইতিহাস-অগতে তিনি সুপরিচিত এবং আধ্যায়িক। কাহিনী ও উপন্থাস রচনা করিয়াও তিনি সাহিতাক্ষেত্রে আপনার ধন: সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

* * * জাতীয় ইতিহাসের অনেক কথা জনসাধারণে কঠোর সত্ত্বের আকারে প্রচার করিবার সুবিধা হয় না। যাহুৰ সব সময়েই কঠিন যুক্তি ও তর্কের অমুখাবনে সমর্থ নহে। * * * যাহারা অনুযামে প্রাচীন কাহিনীর কিঞ্চিং শুনিতে চাহেন, যাহারা ইতিহাস না পড়িয়া প্রাচীন সমাজচিত্র দেখিবার প্রয়োদ্দী * * * ঐতিহাসিক উপন্থাস তাহাদের অন্ত: জাতিকে উন্নীত করিতে ইইলে তাহাদিগকে তাহাদের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত কঠিন পর্যাচত করিয়া দিতে হয়। তাহাদের গৌরব ও লজ্জার বিলুপ্ত কাহিনী—তাহাদের যৎৎ আত্মত্যাগ ও মৌচ স্বার্থপরতার প্রাচীন আধ্যায়িকা জাতীয় জাগরণ ও প্রস্তুতির একটা চিত্র—জাতির হৃদয়ে আত্মসম্ম জাগাইয়া দেয়।—তাহারা আপনাকে বুঝিতে চেষ্টা করে,—স্বত্বের ফলহাস্ত অপেক্ষা হংসের কন্দন প্রাণশৰ্পী, কারণ সে আত্মত্যাগ ভুলাইয়া দেয়; * * * তাই সাময়িক অপেরার আনন্দলহরী অপেক্ষা “করুণা”র করুণ কাহিনী এত মূল্য। * * *

বর্ণানুক্রমিক নাম সূচী

অ

- অকালন্ধ (শুভতৃষ্ণ) ১০০
 অক্ষকৌর্তি জৈনবুদ্ধি ১৪৪
 অক্ষয়কুমার মৈত্রের ৯৫, ১১৩ টাকা, ১০৭,
 ১১২টাকা, ১৭৬, ১৫৮, ২১৬, ২১৭,
 ২১৮, ২৩৮, ৩০৮, ৩০৯, ৩১২, ৩২৬, ৩৩০
 অক্ষয়কুমার পারম্পরার শিক্ষালিপি ২.৬৪
 অগ্রিমত্ত্ব ৩৪, ১৬
 অগ্রজপালন ৮
 অঙ্গারবহু ২
 অঙ্গ ১৯, ২৯ টাকা, ২৩, ১১৫, ২০৫, ২২৫,
 ২৩২, ২৩৭, ২৪১, ২৪২, ২৭৩ টাকা,
 ১৭৭, ৩২৪, ৩৪৪
 অচলবর্ণী বণিক ৬৯
 অচলারতন ২০৯
 অচ্যুত ৪৯
 অঞ্জিতনাথ তোর্ষকর ২৯ টাকা
 অঞ্জপুরনর ১০৯
 অঞ্জিতমান ৩০০
 অঞ্জুন, ৮৫, ৯৫, ১১৬
 অঞ্চিলপাটক ২৫০
 অতিকার ৪
 অতিকার জীব ৩
 অতিশয়ব্দল (অমোদবর্ষ : ১), ২০৬
 টাকা
 অতীশ (দোপকর ঐতান) ২৬৩ ২৬৩
 অর্পণা স্তু ১৭১
 আর্দ্ধসূর্য ২
 অস্তৃতসামগ্র ৩২১, ৩৩০, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬
 অধিগত মণ্ডল ২১৪
 অনন্তবাহনের মিলির ৩০২
 অনাচার ৯৫
 অনঙ্গপাল ২৪৪
 অনন্তমুক্তি ৩০৩
 অনন্তনন্দেবী ৬৪, ৮৭
 অনন্তবর্ণী ১৮, ২৯, ১২২
 অনন্তবর্ণা চোড়গত ২৯৩ টাকা, ৩০৮, ৩০৯,
 ৩১০, ৩১৬, ৩১৭, ৩৩৩
 অন্তার্বুনিক ১, ২, ০
 অন্তর্বেগী ৬৯
 অন্ত ১২৪, ২২৪
 অন্ত বাজগল ৪৬, ১৪১
 অন্ত বাজ ২৯ পুরুষার্থি ৪৪
 অন্ত বাজা ৩১, ৩২
 অন্তরমন্ত্র ২৮৩, ২৮৮, ২৮৯
 অগামপুরী ২৯টাকা
 অক সড ১১১
 অক সড প্রাম ১১৭
 অক সড প্রামের খোদিত লিপি ১১২
 অক্ষয়কুম, খৌক্ষিক্ষ ১৮
 অভিধর্ম (পিটক) ১১৪

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| অভিযন্তন ভৌর্ধকর | ২৫টাকা | অবনোবর্জা বিড়িবের তাজলাসন | ১৮৩, ১৯০ |
| অবরকটক | ২৬৬ | অবকো | ১৪৪, ১৫১, ১৫২ |
| অবরকেব | ৭৬৯ | অবঙ্গীবর্জা | ১১৮, ১২২ |
| অবস্থাবে, অবোধাবসী | ৮১ | অবোক | ১৮, ২৬, ৩১, ৩২, ৩৫, ৪২, ৫৫,
৬৮, ৮৮, ১১৫, ১১৬, ১৪৬, ২৫৫ |
| অবুলাচরণ সোব বিক্রান্তশ | ২৭, ৭২৭, | অবোকেব অচুলাসন | ৭১ |
| ৩৭৫ | | অবশেষের বিলাউন্ট | ৪১ |
| অবোবৰ্জ | ২০৩ | অবশেকচল | ৩৪৭, ৩৪৮ |
| অবোবৰ্জ (১য়) | ১৮৫, ১৮৬, ১৯৩, ১৯৭,
২০৬, ২১৫, ২২০ | অবশেখবজ্ঞ | ৫০ |
| অবোবৰ্জ (২য়) | ২০০ | অবশেখবজ্ঞ, কুমারজপ্ত | ১ দেৱ ৬৪ |
| অবোবৰ্জ অবশেখ তাজলাসন | ১৮১, ১৮৩,
১৮৪, ১৮৭, ১৮৮ | অবশেখবজ্ঞ, কুমারজপ্ত, ১ম | ৬৪ |
| অভক্তার্দিব | ৬৩ | অবশেখবজ্ঞ, সমুজ্জলের | ১১ টাকা |
| অভ | ৩৬ | অবশেখবজ্ঞ | ১১ |
| অবোধা | ৩০১ | অবিনগণ | ১৪ |
| অবোধাবসী পুষ্পবে | ৮১ | অভীক্ষ কাট | ১ |
| অবোধাবসী বড়ু'বা বড়ু | ৩৪৫ | অভোগাখণিক | ২৫টাকা |
| অক্র | ১৪ | অভোগাখণিকা অজ্ঞাপারমিতা | ১৬৪টাকা, |
| অক্রণগালি দলী | ১০৩ | ১৬৬, ২৩১, ২৪৫, ২৯৭, ৩০৪, ৩৪৭, | |
| অলোকা | ১৪২ | ৩৪৮ | |
| অলাবুনিক | ১ | অহ সন্ধান আবগালী | ৩৪০ |
| অবসুক্রাত | ১০ | অহ মদ নিয়ালস্টিগীন | ২৬০ |
| অবনীবর্জা | ২৪ | অহৰ | ১১৪ |
| অবনীবর্জা | ১১১ | অক্রমদৰীর বিলালিপি | ২১৮, ২৬০, ২৮৫ |

४

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| ଆହେନ୍-ହେ-ଆକବଦୀ | ୨୨୭, ୨୨୯ | ଆପରେସନ | ୩୫୦, ୩୫୧ |
| ଆପରେସନ | ୨୨ | ଆପରେସନ ଟିକାଣାଳୀ | ୧୧୯ |
| ଆକବଦୀ | ୧୨୦ | ଆଜିମଗଲୁ | ୧୦ ଟିକା । |
| ଆପା | ୧୧ | ଆର୍ଜୁଲାଇନ | ୧୦ |
| ଆପା ଓ ଅବୋଧ୍ୟାତ୍ମ ସୂଚନାମେଳ | ୧୨, ୧୫,
୨୧୦ ଟିକା । | ଆଟିବିକ | ୪୨ |
| ଆପାହ୍ୟା | ୧୧ | ଆଟିବିକ ସାମନ୍ତରକ | ୨୮୦ |
| ଆର୍ଜୁଲ | ୧ | ଆର୍ଜୁଲ | ୧୪ |
| | | ଆର୍ଜୁଲ | ୧୦ |

- ଆର୍ତ୍ତମର ୧୬
 ଆହାର, ବାବିଜୁଲର ପଥବିଦେଶୀ ୨୧, ୨୨
 ଆହିଗାଞ୍ଜି ଓବା ୨୦୨
 ଆହିତା ୧୫୫, ୩୨୪
 ଆହିତାବର୍ଷୀ ୧୨୨
 ଆହିତାବର୍ଷୀ, ହୋଶିଯରାଳ ୨୯
 ଆହିତ୍ୟମେନ ୨୦, ୧୧୨, ୧୧୬, ୧୨୧, ୧୨୨,
 ୧୨୮
 ଆହିଦେବ ୭୦୩
 ଆହିନୀ ମୁଜିଦ ୧୧୨
 ଆହିମ ୨
 ଆହିବରାହ ୨୧୯, ୨୧୦
 ଆହିଶ୍ଵର ୧୨୭, ୧୦୦, ୧୦୪, ୧୦୫, ୧୦୯
 ଟିକୀ, ୧୦୮, ୧୧୨, ୧୧୬, ୨୭୨, ୨୭୫,
 ୨୭୯, ୨୭୦, ୨୭୧, ୨୭୨, ୨୭୦
 ଆହିନିଃଇ ମନ୍ଦିରର ୩୦୯
 ଆଧୁନିକ ୨
 ଆମର୍ତ୍ତ ୫୪, ୧୦୨
 ଆନାମ ୨୭
 ଆନ୍ତିକ ଛିତ୍ର, ନା ତୁଟୀର ୩୧
 ଆନ୍ତିକାର ଆବିକୃତ ଲଙ୍ଘମେନେର ତାତ୍ତ୍ଵାସ୍ୟ
 ୩୨୩୩୦୯
 ଆକଗନିକ୍ଷାନ ୩୬, ୨୧୧, ୨୧୪, ୩୨୭
 ଆଭୀର ୧୦
 ଆଭୀରବଂଶୀର ରାଜପଣ ୪୬
 ଆଭୀର (ହ୍ୟୋର) ୩୦୨
 ଆବୁଲ ସିରିଆ ଦେଶେର ଦେବତା ୨୧
 ଆମେନହେତେପ (Amenhetep III), ୧୬
 ଆଭ୍ୟକ୍ଷିତା (ମଞ୍ଚ) ୧୯୮
 ଆବୁକ୍ତ ମାନ୍ଦକ ସା ଗୀତକ ୧୨
 ଆବୁ୧ ୪
 ଆର୍ଦ୍ଧମଣ୍ଡର ପକ୍ଷମେ ଉପଦିଶେଖ ହାଗନ ୧୭
 ଆର୍ଦ୍ଧକାତିର ଉତ୍ତରାପଥେର ମୌର୍ଯ୍ୟରେ ୧୧
 ଆର୍ଦ୍ଧଜାତିର ବାବିଜୁଲର ଅଗସ୍ତ ୧୦
- ଆର୍ଯ୍ୟଥର୍ମେର ବିକଳେ ପୂର୍ବଭାରତେ ଆମ୍ବୋଜନ
 ୨୯
 ଆର୍ଯ୍ୟବିଜ୍ଞାନ ୧୨, ୧୩
 ଆର୍ଯ୍ୟବିଜ୍ଞାନେ ମନ୍ଦ ଓ ବଜ୍ରର ଆବହା ୧୩
 ଆର୍ଯ୍ୟକାର ସମ୍ମ ଓ ସମ୍ମଦେ ୨୮
 ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ୪୧, ୪୮, ୪୯, ୧୧୦, ୧୩୨, ୧୪୬,
 ୧୧୮, ୧୧୯, ୨୪୧, ୨୫୭, ୨୧୯, ୨୧୯,
 ୨୬୩, ୨୬୪, ୨୭୫, ୩୦୩, ୩୧୮, ୩୨୯,
 ୩୧୦
 ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତେର ଉତ୍ତର ମୀମାଳ୍ଯ ୬
 ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତେ ଜ୍ଞାନିଙ୍କ ଆତିର ଅଧିକାର ୨୨
 ଆର୍ଯ୍ୟପିନିବେଶ, ମିଥିଲାର ୧୧
 ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭାଭାର ଏଚାର, ବଜ୍ର ଓ ମନ୍ଦରେ ୨୪
 ଆର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଚାରିତ ଚନ୍ଦ୍ରକୌଣ୍ଡିକ ମାଟ୍ରକ
 ୨୧୧, ୨୫୨
 ଆର୍ଯ୍ୟଶର ବାବେକାର ୨୧୦
 ଆର୍ଯ୍ୟ (ତାତିକ) ୨୧୦
 ଆର୍ଯ୍ୟଗମ ୨୧୦, ୩୬୪
 ଆର୍ଯ୍ୟ ୧୧୩
 ଆର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞୋନ ୩୪୬
 ଆର୍ଯ୍ୟ ତିତୀନ ୨୧୮
 ଆଲାନ (John Allan) ୪୯ଟିକା, ୬୬,
 ୧୮, ୬୪ ଟିକା, ୧୩, ୧୧୨
 ଆଲୁକ ୧୯
 ଆଲେକଜନଙ୍କ ମାସିଡନ-ରାଜ ୩୦
 ଆବୁଲ କମଳ ୧୪୧, ୧୫୩, ୧୭୦, ୨୫୨
 ଆବୁଲ କମଳ କୃତ ଆଇନ-ଇ-ଆକବଟୀ ୨୮୦
 ଆବୁଲାଲ ଶାର୍ମା ୩୨୦
 ଆସାର ୯, ୧୦
 ଆହୁର ୧୦, ୧୫
 ଆହୁରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞିବିଦୀର ପ୍ରାଚୀର ପରିତି ୧୧
 ଆହୁରେ ପ୍ରାଚୀର ମତତା ୨୦
 ଆହୁରେ ୪୩, ୨୬୩

ଈ

- ଇଡ଼ିଚ ୩୦, ୩୬
 ଇଟକ୍ରେଟିଲ୍ ୧୪, ୧୫
 ଇଟରାଲ ଚୋଯାଟ୍, (ହିନ୍ଦୁମ୍ ଥ୍ସାଂ) ୧୮,
 ୧୧୩, ୧୧୪, ୧୧୫, ୧୪୦, ୨୭୯
 ଇଟରାଲ ଚୋଯାଟ୍, ଅମ୍ବ ବୁଟାଟ୍ ୧୦୦, ୧୦୧,
 ୧୦୨, ୧୦୪ ୧୦୭, ୧୦୯, ୧୧୦
 ଇ-ଚିର, ଚାନଦେଶୀର ପରିଆଳକ ୧୧୬, ୧୬୬,
 ୨୩୬
 ଇଙ୍ଗ୍ଲୀ ୨୦୫
 ଇଙ୍ଗାଦେବୀ ୧୧୮
 ଇଟଖୋରା ୨୨୮
 ଇଟା ଜେଲୀ ୫୮, ୬୦
 ଇନ୍ଡିକମ ୧୬
 ଇନ୍ଦିଲପୁର ୧୫୫
 ଇନ୍ଦିଲପୁର ପରମା ୨୦୪, ୭୦୯
 ଇନ୍ଦିଲପୁରେ ଆବିଷ୍ଟ କେଳସନେର ତାତ୍ତ୍ଵ-
 ପାଳନ ୭୦୯
 ଇନ୍ଦ୍ର ୧୪ ୨୧୩
 ଇନ୍ଦ୍ର (ଉତ୍ସ୍ରାଟେର ସାମରଧ୍ୟରେ ଅଭିଭାବିତା)
 ୨୦୦
 ଇନ୍ଦ୍ର (୧ୟ) ୨୦୦
 ଇନ୍ଦ୍ର (୨ୟ) ୨୦୦
 ଇନ୍ଦ୍ର ଓ (ନିର୍ଭବର୍ଦ୍ଦି) ୧୦୬, ୧୨୦୦, ୧୦୭,
 ୨୦୦
- ଇନ୍ଦ୍ର ଓର ତାତ୍ତ୍ଵପାଳନ ୧୦୨
 ଇନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ୨୧୧
 ଇନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ୨୦୯
 ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ବଗର ୭୯
 ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ବା ଇଲୋର ୮୮
 ଇନ୍ଦ୍ରପିତ୍ରେର ମୁଣ୍ଡ ୮୬
 ଇନ୍ଦ୍ରରାଜ ୧୮୦, ୧୮୨, ୧୯୧, ୧୯୨, ୧୯୬,
 ୧୯୭
 ଇନ୍ଦ୍ରବିକୁ ୮୨
 ଇନ୍ଦ୍ରପିଲା ପର୍ବତ ୨୧୨, ୨୧୨ ଟିକା
 ଇନ୍ଦ୍ରହାନ ୩୪୪
 ଇନ୍ଦ୍ରାଯାମିତ୍ର ୧୦୮
 ଇନ୍ଦ୍ରାୟୁଧ—୧୨୭, ୧୪୪, ୧୪୫, ୧୮୦, ୧୮୦ ଟିକା
 ୧୮୬, ୧୮୭, ୧୮୯, ୧୯୧, ୧୯୨, ୧୯୨
 ଇନ୍ଦ୍ରାୟୁଧ, କାନ୍ତକୁଞ୍ଜରାଜ ୧୪୭
 ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ଆକିନ ୭୦୮
 ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ପ୍ରାଚୀ ୨୯୭
 ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଲାଇସ୍ ୨୯୯
 ଇନ୍ଦ୍ରମାର ଆଲି ବୀ ଚୌଥୁରୀ ୧୯
 ଇନ୍ଦ୍ରାଣ ୮୮
 ଇନ୍ଦ୍ରାଣେ ଆବିଷ୍ଟ ଶିଳାଲିପି ୧୬, ୧୭, ୧୮,
 ୧୯, ୨୨
 ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ୧୪୬
 ଇନ୍ଦ୍ରାନୀଇଲ, ମାରାନୀ ବଂଶୀର ରାଜ୍ଞୀ ୨୫୮

ଶ୍ରୀ

- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ୧୧୬
 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରା ୧୦, ୧୪, ୧୧୮, ୧୨୨, ୧୨୪
 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଦିକ କୁଳପତ୍ରୀ ୧୦୭, ୧୦୮,
 ୧୦୯, ୧୧୦
- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରାବ୍ଦୀ ୩୦୦
 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରା ୧୨୨, ୧୨୪, ୩୨୮, ୩୨୯

- ହୁଇକ୍ଲେର (Hugo Winckler) ୧୬
 ହୀଲ୍ସନ (H. H. Wilson) ୧୧୯
 ହ୍ରେମେନ ୧୦
 ହୃତକଣ୍ଠ ୬୯
 ହୃଜାଳ ୨୮୩, ୨୯୦
 ହୃଜାଲେର ଅଧିପତି ମୟାଗ୍ଲ ମି୧୬ ୨୮୨
 ହେଜ୍‌ଟିବେ ୫୫, ୧୧୨
 ହେଜିଯାଳ ଛାଟୀ ୨୧୦
 ହେଜିଯାଳପୂର ୨୧୦
 ହେଜିଯାଳବାହୁ ୨୧୦
 ହେଜଳ (ଭାବୁର) ୧୯୮
 ହେତୁର ରାତ୍ରି ୧୯୦, ୨୧୨, ୨୧୦, ୨୯୫, ୩୦୨,
 ୩୧୦, ୩୧୬
 ହେତୁର ରାତ୍ରି ମଞ୍ଜନ ୩୨୨, ୩୨୯
 ହେତୁରରାତୀର କାହାହ କୁଳଥୀହ ୨୧୦
 ହେତୁରମାଟ (ହେତୁର ମଞ୍ଜନାଟ) ୨୧୦
 ହେତୁର ଲାଢୁ ୨୧୦
 ହେତୁର ବନ୍ଦ ୨୭୨, ୨୭୯, ୨୮୨, ୨୮୨, ୩୧୨
 ହେତୁରାକାଣ ୧୯୮
 ହେତୁରାପଥ ୮, ୧୦, ୩୪, ୩୬, ୪୦, ୪୨, ୫୦,
 ୫୫, ୧୧, ୮୨, ୧୯, ୧୯୧, ୧୭୮ ଟିକୀ,
 ୧୭୯, ୧୯୨ ୨୧୧, ୨୧୧, ୩୭୯, ୩୪୪
 ହେତୁରାପଥେ ଆର୍ଦ୍ଦ୍ୟଗଣ ୨୦
 ହେତୁରାପଥ ଆର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ସ୍ଵସରାଜକର୍ତ୍ତକ ୧୪୮
 ହେତୁରାପଥବାସୀ ଆଚୀର ମାନବ ୧
 ହେତୁରାପଥ ବିଜତ, ବୋବେରଗଣ କର୍ତ୍ତକ ୧୬
 ହେତୁରାପଥେର ଜ୍ଞାନୀ-ଏତୋହାର ସାମାଜିକ ୧୪୨
 ହେତୁରାପଥେର ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଆର୍ଦ୍ଦ୍ୟଜୀବି ୧୧
 ହେତୁରାତ୍ମପୂର (ଉତ୍ତର) ୨୧୪, ୩୭୯
 ହେତୁରକର ଶର୍ମୀ ୬୨୦
 ହେତୁରଗିରି ୧୩
- ହେତୁରଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨, ୧୩, ୧୪, ୧୮, ୮୮
 ହେତୁରହେବ ୧୨୨
 ହେତୁମେର (ସରକାର) ୨୮୨
 ହେତୁରମାନ ୩୦୧
 ହେତୁରାଜିତ୍ୟର ଲିଲାଜିପି ୨୫୮
 ହେତୁରାତ୍ମପୂର (ଉତ୍ତମପୂର ବା ଅମତ୍ତପୂରୀ) ୨୨୧
 ୨୨୪, ୨୪୮, ୩୭୨, ୩୮୨, ୩୯୭
 ହେତୁରାତ୍ମପୂରର ତାତୀମୁଖି ୨୦୧
 ହେତୁରାତ୍ମପୂରର ମୁଖ ୨୦୩
 ହେତୁରାତ୍ମପୂରର ମୁଖ ୩୦୭
 ହେତୁରାତ୍ମକ, ବାଜୀ ୨୬୨
 ହେତୁରାତ୍ମକ ମାନବ ୩
 ହେତୋଟକେଶରୀ ୨୮୮
 ହେମାନଗରେର ଭାତ୍ରମାନ ୧୦୦
 ହେମକାରିକା, ବିକ୍ରମପୂର ୩୨୦
 ହେଗନ୍ତା ୧୨୨
 ହେଗପୂର (ଡେମର ଲଗର) ୨୧୧
 ହେଗରିକ (ଚିରାତ ମନ୍ତ୍ର) ୬୧, ୬୨
 ହେଗାଳକା ବା ଉପଲିକା ୨୯୪
 ହେଗାଧୁନିକ ୨, ୩,
 ହେମାପତି ୨୧୦
 ହେମାପତିଧୀର ୩୧୨, ୩୧୯
 ହେମେଶଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଟେବ୍ୟାଲ ୧୧୮
 ହେନ୍ଦ୍ର ୩୩
 ହେନ୍ଡିବ୍ୟା ୧, ୧୦, ୧୦୮, ୧୦୯, ୧୬୨, ୨୪୮,
 ୨୪୭, ୨୮୮, ୨୧୩ ଟିକୀ, ୩୦୨
 ହେନ୍ଡିବ୍ୟାର କେଶରୀ ବନ୍ଦ ୨୮୮
 ହେନ୍କଳ ୨୦୩, ୨୦୪, ୨୦୬, ୨୦୭, ୨୧୦,
 ୨୧୭ ଟିକୀ, ୨୧୨, ୨୧୩, ୩୧୬, ୩୧୮
 ହେନ୍କଳରୀଜ ୩୦୯
 ହେନ୍କଳରୀଜ କର୍ମକେଶରୀ ୨୪୨, ୨୫୩ ଟିକୀ

ଟକି ୨୭

ବର୍ଣ୍ଣମୂଳ ୩୨୦
ବର୍ଣ୍ଣମୂଳ ସମ୍ପର୍କ ୨୦

ବର୍ଣ୍ଣମୂଳ ବଚନାକାଳ ୧୭

ଏକଳାତୀ ଲଗର, ମାରଛୁକ ଲାବୋନ୍ ଆଧି କର୍ତ୍ତୃ
କର, ୨୧
ଏଗେଟ (Agate) ୦
ଏଡ୍‌ବିଲ୍ ୧୫୯
ଏହାହା ୨୧୭
ଏଇଶ୍‌ପରିଯାଳ୍ ୧୦

ଏଲାହାବାଦ ମେଳ ୫୮, ୬୧, ୨୧୦ ଟିକ୍ୟୁ
ଏଲାହାବାଦ ଅଣ୍ଡି, ମୁହଁଙ୍ଗାପୁର ୪୦
ଏଲାହାବାଦ ୬୦
ଏଲାହାବାଦୀ ସାଧାରଣ ଜାତି ମୁହଁ ୧୯
ଏଲିଟାଟିକ ମୋସାଇଟି ୩୨, ୫୨, ୧୧୫, ୨୪୯

ଏତରେଇ ବାରଣାକ ୨୩
ଏତରେଇ ଆରଣ୍ୟକେ ଚେତ ୧୯
ଏତରେଇ ଆରଣ୍ୟକେ ଯଥ ୧୯
ଏତରେଇ ଆରଣ୍ୟକେ ଯତ ୧୮, ୧୯
ଏତରେଇ ବାକ୍ଷ୍ୟ ୧୭, ୧୮

ଏକମହାଭିତ୍ୱ, ଏତରେଇ ବାକ୍ଷ୍ୟ ୧୮
ଏକିଳି, (ଇତ୍ତାଳି) ୮୦
ଏକାନ୍ଧ ଧର୍ମ, ପ୍ରବିଦ୍ଧ ଜାତି କର୍ତ୍ତୃ ୨୦
ଏକାନ୍ଧ ଆରାମଳ ୧୭
ଏହୋମୀଆସ ୧୪୦

ଏକ୍‌ଡ଼ ଖିର (ଖିରିଆ) ୨୪୭
ଏକ୍‌ଟ୍ରୁ ୧୨୮, ୧୨୯
ଏକ୍‌ଲାଲିନ୍. ବମିକା ୧୪୦

ଓରାରେଣ ହେସ୍ଟିଂସ (Warren Hastings)
୫୦, ୬୫
ଓର୍‌ମୋର୍‌ବେଟ (E.V. Westmacott) ୨୪୨

କକ (ଅମୋଦର୍ମର୍ମ) ୨୦୦
କକ ୧୧୩, ୨୨୩

କକ, ୧୯ ୧୪୭, ୧୪୮, ୧୫୦
କକ (୨୮) ୧୬୬, ୨୦୦

কক্ষ (৩৮) ২০০
 কক্ষায় ১৯৬, ১৯৬, ১৯৭
 কক্ষ ১৪৪, ১৮১
 কক্ষকের, শিলালিপি ২২৩
 কক্ষত গ্রাম ৬২
 কক্ষ ১৪৪, ২০১
 কক্ষের অভ্যন্তরকাল ১০৫
 কগিন ব্রাউন (J. Coggins Brown) ৬, ১০
 কচু ৪৪
 কচুগব্যাকরণীয় অর্জুন ২০৬
 কচুনা তহশীল ৪৮, ৭২
 কটক ২৭২
 কটক (সরকার) ২৮৭
 কর্মকেশরী, উৎকলযাজ ২২৯, ২৪৭,
 ২৫ টাকা
 কর্ণ ১৬০, ২২৮, ২২৯, ২৩৭, ২৪১, ২৪২,
 ২৪৮, ২৫১, ২৬০, ২৮১ ২৬২, ২৬৪,
 ২৬৪ টাকা, ২৬৫, ৩০৭
 কর্মের তাত্ত্বিকসম, ২১৫, ২১৩ টাকা
 কর্মের তত্ত্বালিপি ২৬৫
 কর্মসেন ১৬০
 কর্মসূর্য (কারমদেৱা) ১০১, ১০২, ১০৪,
 ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৬
 কর্ণটি ১৪৭, ১৫০, ২১১, ২৪৮
 কর্ণটিক শকানুশাসন, পশ্চাৎজেন ২১০
 কর্ণটিগণ ২১১
 কর্ণটিহেশবানী অভিযন্ত্র ৩১৪
 কর্ণটিহাজ (গোলগাঁথ) ২১২
 কর্মুক ২
 কর্মপুর ৪০
 কর্মকুলাপুরবহুবান ৩২০
 কারিংহাম (Sir A. Cunningham)
 ৩৫ টাকা, ৩৭, ৪০, ৪৩, ৪৫, ৯১, ১৭২,
 ২৪৬

করোজ ২১২
 কক্ষটিক ৬১
 কগিনবাস্তু ৪৪
 কগিনা ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ২৪৮
 কমজো (পৌঙ্কুবর্জনের নষ্টকী) ১৭২
 কমজোক বা কামজো (পেঁচ) ১১৬
 কমজোদেবী ১১৭, ১২১
 কমী দশ ৩০১
 কমীরতালক মঙ্গল ২০৪
 কম্বাই খসড়াব ২০২
 কম্বাই মগরে আবিষ্কৃত গোবিন্দ (৪ৰ্ষ)
 তাত্ত্বিকসম ২৩০ টাকা
 কমোলি গ্রাম ৩০৮, ৩৪৩
 কমোলি তাত্ত্বিকসম ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫,
 ১৭০, ১৪৮, ৩০৪
 কমুদল মঙ্গল ২৮৩
 কমুলমণ্ডলের নবগিংহার্জুন ২১০
 কমেধা ১১৯
 কমুল ১২৯
 কমুতেজা ২৩২
 কমুমঙ্গল উপকূল ২৭২
 কমুপবেণের শিলালিপি ২১৮, ২৬০
 কমুবধেশ ৩৪৯
 কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির প্রস্থানাব্দ
 ২২৮, ৩৪৯
 কলিকাতার চিত্রশালা ৩৮, ৩৮ টাকা, ৩৪,
 ৬৭, ৮৪, ৯০, ৯৭, ১০৭, ১০৪, ১১৩,
 ২২৪, ২৬৪, ২৯৬, ২৯৭, ৩১২, ৩২২
 কলচুরি ২১২
 কলুরিয়াজগ়ুল ২২০, ২২৩
 কলহুজ ১৪৪, ২১৬, ২৬০, ০৪০
 কলহুজী ৩৪৬
 কলিকাল বালীকী (সক্ষাকরণ নথী)
 ৩০৬

- କଲିତ ୨୩, ୭୧, ୭୨, ୮୫, ୧୦୯, ୧୧୦,
 ୧୨୮, ୧୨୯, ୨୫୮, ୨୧୨, ୨୯୨, ୦୧୭,
 ୭୨୬
 କଲିତ ବଗ୍ରମ ୪୫
 କଲିତାରୀ ୮୦
 କଲିତ, ଯୋଧାର ଧର୍ମଶ୍ଵରେ ୨୫
 କଲିତର ଚେତ୍ୟପ ୪୦
 କଲିତର ରାଜପଣ ୧୮୧
 କଲାପିତା ଚିତ୍ତାମଣି (ନାନାବାସୀ) ୨୪୫
 କଳ୍ପାନୀରୀ ୧୨୦
 କଳ୍ପାନୀର ଚାଲୁକ୍ୟାବଳ୍ୟ ୨୬୦
 କଳ୍ପାନୀର ଚାଲୁକ୍ୟାବଳ୍ୟ ଅଗମିହ (୨୫)
 ୨୪୫
 କଳ୍ପାନୀର ଚାଲୁକ୍ୟାବଳ୍ୟ ୧୬୬
 କଳ୍ପାନୀରୀ ୧୦୨
 କହାଡ ୬୩, ୧୮୮
 କହୁଦେବୀ ୪୫
 କଳ୍ପମିଶ୍ରର ରାଜତରଜିନୀ ୧୩୧, ୧୩୨,
 ୧୩୩ ୧୩୩ ଟିକା
 କଳ୍ପାନୀର, ତାପାସବ ୨୨୪
 କାକ ୯୦
 କାକନାମଦୋଟ ୫୦, ୬୦
 କାଳ୍ପା ୧୨୨
 କାଳନୀ ୨୦୩, ୨୩୫
 କାଳୀ ୧୫୦, ୧୧୩ ଟିକା
 କାଳୀ ମଗରାଧିଗଭି ୯୦
 କାଟିଗଢା ୧୨୦
 କାଟୋର ୭୨୨
 କାଠମୁଁ ୧୦୪ ଟିକା
 କାତ୍ରିବାର୍ତ୍ତ ୧୨୦
 କାତ୍ରମୂଁ ୧୧
 କାଗାଡାକାବୀ ୨୦୦ ଟିକା
 କାନ୍ଦାରାଧିଗପ ୪୫
 କାନ୍ଦାରାଧିଗପ ୪୫
- କାନ୍ଦାରାଧିଗପ ଥାନ୍ଦେବ ୩୫
 କାନ୍ଦିକ, ଏବ ୩୫, ୩୬, ୩୭, ୩୯
 କାନ୍ଦିକର ତାମ୍ରମ୍ଭା ୩୮, ୩୯
 କାନ୍ଦିକର ସଂଖ୍ୟାବଳ୍ୟ ୨୫୫
 କାନ୍ଦିକରିହାର ୨୧୧, ୨୧୨
 କାନ୍ଦିଟିକ ବଂଶ ୩୦୬
 କାନ୍ଦିଟିକ ରାଜବଳ୍ୟ, ବିଧିଲାଇ ୦୧୮
 କାନ୍ଦିକରେ ମୃତ୍ୟୁ, ସମ୍ମର ବାହ୍ୟ ୬୭
 କାନ୍ଦକୁଳ ୫୫, ୧୦୩, ୧୦୪, ୧୦୬, ୧୧୭
 ୧୨୧, ୧୨୩, ୧୩୫, ୧୪୧, ୧୪୨, ୧୪୫,
 ୧୪୮, ୧୪୯, ୧୪୯, ୧୭୦୧୭୮, ୧୭୮ଟିକା
 ୧୮୦, ୧୮୫, ୧୮୮, ୧୮୯, ୧୯୧, ୧୯୨,
 ୧୯୨, ୨୧୨, ୨୨୦, ୨୨୮, ୨୩୦, ୨୪୦,
 ୨୪୩, ୨୫୦, ୨୫୬, ୨୬୨, ୨୭୦, ୨୭୧,
 ୨୭୨, ୨୭୬, ୨୮୪, ୨୨୭, ୨୨୮, ୨୪୯,
 କାନ୍ଦକୁଳ ରାଜପଣ ୧୪୧
 କାନ୍ଦକୁଳରାଜ (ଚଞ୍ଚାୟଥ) ୧୧୦
 କାନ୍ଦକୁଳରାଜ, ଇଲ୍ଲାୟୁଧ ୧୪୧
 କାନ୍ଦକୁଳରାଜ ରାଜଚନ୍ଦ୍ର ୩୦୮
 କାନ୍ଦକୁଳରାଜ ରମୋବର୍ଦ୍ଧ ୧୨୧
 କାନ୍ଦକୁଳ ରାଜ୍ୟ ୧୯୪, ୭୪୬, ୭୫୧, ୭୫୮,
 ୭୬୧
 କାନ୍ଦକୁଳରିଜିମ ୩୪୪, ୩୫୮
 କାନ୍ଦକୁଳ ଇତିହେସ କାଳିଶ ଆଗମନ ୨୧୩
 କାନ୍ଦକୁଳର ପାହଡିବଳ୍ୟ ୩୦୭, ୨୭,
 ୩୫୮, ୩୬୯
 କାନ୍ଦିଦୋଷିର ୦୨୦
 କାନ୍ଦିଲାପ ୫୦, ୧୦୮, ୧୦୩, ୧୧୩,
 ୧୨୮, ୩୨୬
 କାନ୍ଦିଲାପିଲାଲ ୩୫୮
 କାନ୍ଦିଲାପିଲାଲ ହର୍ଦେବ ୧୨୭
 କାନ୍ଦିଲାପିଲାଲ ତାମ୍ରମ୍ଭା ୧୨୭
 କାନ୍ଦିଲାପିଲାଲ ଦୈତ୍ୟହେସ ୧୨୭, ୩୫୩
 କାନ୍ଦିଲାପିଲାଲ ବିଜୋହ ୩୦୮

- কাধোজ বা কাধোড়িয়া ১১৭, ২০৩, ২০৬
২০৮
- কাধোমৎসীর ২০১
- কাধোজবাতি ৬৩২, ২৭১, ২৭২, ২৪২,
২৪৪
- কাধোজবাতি গোড়পতি ২০৯
- কাধোজ বংশবাতি গোড়ের ২৪৩
- কাধুক ২
- কাধোজবাতি কাত্তিলাসন ১১০
- কামলকা বা কমলাক ১২৬
- কাহিল-উৎ-জ্বারিষ ৩৪১
- কায়ালক্ষণ শুভ্যুতি অহ, বাহন কটের ৬৪
- কাশী ৩৪৪
- কাশীজেলা ৩৪৩
- কাশীনাথ নারায়ণ বৌকিত ২৬২ টাকা
- কাশীনাথ পাণ্ডুজ পাঠক ৬৪
- কাশীমাথ বিষনাথ পাঠক ১২
- কাশীরাজ ৩২৫ টাকা, ৩৪২
- কাশীপুর ১৪৯
- কাশীপুরী ১৪৭
- কাশীপ্রসাদ জ্বাসগাল ৪০, ৪৪, ১৭২,
৩১৮ টাকা
- কাশীরাজাতি ১৩, ১৪
- কাশীর রাজগৃহ ১৬
- কাশীর ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ২৩১,
২৩১ টাকা, ২৪৪
- কাটগিরি প্রাথ ৩১৩
- কারহকুন অহ, উত্তর রাজীব ২৭০
- কালচক্রবাদ টিকা (বিশ্ব অভা) ৩০৪
- কালসধ ১১
- কালিকীবী ১১
- কালীষট ৫১, ৮৯, ৯০
- কালীষট আবিষ্কৃত অথব কুমারক্ষণের
বর্ণমূজা ৫৫, ৬৬
- কালীষট আবিষ্কৃত ২৪ কুমারক্ষণের
বর্ণমূজা ১০
- কালীষট আবিষ্কৃত নরসিংহক্ষণের বর্ণ-
মূজা ১১
- কালীষট (কুকাচার্যা) ৩৫০
- কালু বুদ্ধে, ২৮৩, ২৯৬, ৩০৭
- কিটো (Kittoo) ২২১
- কিরাতজ্বীবের চিত্র ৮৫
- কিরাত বেশ ১৮২
- কিং (L. W. King) ২২ টাকা
- ক্রিবিল (বিবর) ২০৮
- কীকট ১৭
- কীতিবর্ষা ২৪১
- কোর ১৯১, ১৯২, ২৫৮, ২৫৯,
২৭৩ টাক
- কীলকাঙ্ক্র ১৪
- কীলকাঙ্ক্র শুভ্যোর গণের স্ট্রি (Cunei
form Script) ২০
- কীলক, নাগপুর চিত্রশালায় ২১
- কীলক, মধ্যভারতে আবিষ্কৃত ২০, ২১
- কীলক লিপির আবিষ্কার, মধ্যভারতে ২২,
২৬
- কীলহৰ্ন (F. Kielhorn) ১১৬,
১৮০, ১৮১, ১৮৫, ১৮৬, ১৯০, ১১৬,
২১৮, ২২৬, ২৩৮, ২৪৩, ২৪৭, ৩০৩,
৩২৮, ৩৪৩
- কুকুটোরাম বা কুকুটপাদবিহার ১১৪
- কুল ২৫৮, ২৬৯
- কু-চে-লে। ১৪১
- কুকুল কুকিস ৩৬
- কুট্টার কলক ৩
- কুতুব-উদ্দীন ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৬
- কুতুব-উল-ইমাম, মসজিদ ৪১
- কুতুব-মিনার ৪১

- কুম্ভ ২৭০টাকা
 কুণ্ডলিপি ১১
 কুণ্ডলুণে ৬
 কুমার কৃষ্ণ ১ম ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২,
 ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২,
 ৭৩, ৭৪, ৭৫, ১০৫, ১২১
 কুমার কৃষ্ণ প্রথমের বিশেষ চল্লিশকাল ৬৫
 কুমার কৃষ্ণ প্রথমের কৃষ্ণ মূর্ত্তি ৬১, ১০৩
 কুমার কৃষ্ণ ১ম, অবস্থের বাস্তুর অর্পণামূর্ত্তি ৬৪
 কুমার কৃষ্ণ ১ম, অবস্থের বজ্জ্বল ৬৪
 কুমার কৃষ্ণ প্রথমের মূর্ত্তি ৮০
 কুমার কৃষ্ণ প্রথমের তাত্ত্বিকিত স্বর্ণমূর্ত্তি ৬৫
 কুমার কৃষ্ণ, প্রথমের তাত্ত্বিক উপর রঞ্জনের
 আবরণকু বৈশাখীমূর্ত্তি ৬৫
 কুমার কৃষ্ণ প্রথমের অর্পণামূর্ত্তি ৬৫
 কুমার কৃষ্ণ ২য় ৭২, ৭৪, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০
 কুমার কৃষ্ণ হিন্দোয়ের রাজকোর মূর্ত্তি ৭৫
 কুমার কৃষ্ণ হিন্দোয়ের রাজমূর্ত্তি ৭০
 কুমার কৃষ্ণ হিন্দোয়ের রাজমূর্ত্তি ১১২
 কুমার কৃষ্ণ হিন্দোয়ের প্রতিগামন ৭৫
 কুমার কৃষ্ণ হিন্দোয়ের অর্পণামূর্ত্তি ৭৬
 কুমার কৃষ্ণ, তৃতীয় ৯০, ৯৪, ৯৮, ১২১
 কুমার কৃষ্ণ, মালবরাজপুত্র ১০৬
 কুমার দেবী ৮২, ৮৫, ২৮৪, ২৮৮, ২৮৯, ৩০১,
 ৩০২
 কুমারগাল ১১৩, ১৬৩, ১৬৯, ২০২, ২১৭,
 ২৭০, ২৯০, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ৩০১,
 ৩০৮, ৩১১
 কুমারগামাতা শিথির আদৌ ৮৬
 কুমারগামাতা দেবৰ্ষী ৬১, ৬২
 কুমারগামাতা হরিমনে ৮২
 কুমারগুন ৫০, ৩৮৫
 কুমারগামার আমা ৮৬
 কুম্ভকূর্মীরি ২০৯
 কুমিলা ৫১, ১২৪, ২৪৪
 কুরটগালিকা ২৪৬
 কুর ১৯১, ১৯২, ২৩১
 কুবের ৫০
 কুবেরবাণী ৮১
 কুশ ১৪৮
 কুশহন (কান্তকুশ) ১০৩, ১০৪, ১০৬, ২৭২
 কুলী ১৮
 কুশীকোভু ৩৪৪
 কুশীনগর ১১০, ১১১
 কুশান বংশীয় বাহি ২৪৪
 কুশান বাহিন্যের অধিকার কালে মহা-
 বৈধি মলির নির্মাণ ০৮
 কুশানবংশীয় রাজগণের মগধে আবিষ্কৃত
 মূর্ত্তি ৩৮
 কুশান বাহিন্যের তাত্ত্বিকমূর্ত্তি ৮৬
 কুশানগুপ্তি ৩১
 কুশানবংশ ৩৬
 কুশান বংশীয় ১ম বাহুবল ৪৪
 কুশান বংশীয় রাজগণের মূর্ত্তি বলে আবিষ্কৃত
 ৩৮
 কুশান বংশীয় স্বার্ণটপ্পের অধীনে মগধ ৩১
 কুশান সাম্রাজ্য ৩৬
 কুশান সাম্রাজ্যের খণ্ড রাজ্যে বিভাগ ৪০
 কুশমনগুর ২০১ টাকা
 কুশুরা (কৌশুরা) ২১০
 কুশুরুরাজ ৫০
 কুলচার্মা ১৪৪ ২১৩
 কুমকারিকা ১৩৭
 কুমগ্রাহ ১৬১, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭১
 ২৭২, ২৭৩
 কুমচন্দ্র ১৪
 কুলদোব ১৩৭, ১৩৮
 কুমপত্নিকা ১৩৭

- | | |
|--|--|
| কুলশাস্ত্রের ১৩৭ | কোকল (১ম) চেরো বংশীয় ২২৮, ২২৯, ২৪৯ |
| কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক অঙ্গাদ ১৫২ | কোকারুষ শামী ১৯ |
| কুলশাশী ১৯ | কোজোল ১২৪ |
| কুঁজবটা ২৮৬ | কোজোল মঙ্গল ১০৮, ১০৯, ১১০ |
| কুঁজবটাজ শুভগাল ২৮৯ | কোচ ২০২ |
| কুটপাসন ৫২ | কুঁজবটা ২৮৭ |
| কৃষ্ণ (১ম) ১৪৭, ১৪৯, ১৫১, ২০০ | কোটাটলা ৩০২ |
| কৃষ্ণ (২য়) ১৪৬, ২০০, ২০৩, ২১৪, ২২৬,
২২৮, ২২৯ | কোটাটলা ২৮৩, ২৮৭ |
| কৃষ্ণ পা, (অকালবর্ষ) ১৫০, ২০০ | কোটালিপাড় থানা ১১২ |
| কৃষ্ণগুপ্ত ৯৩, ৯৪, ১২২ | কোটালিপাড় আয় ১১৮ |
| কৃষ্ণস্তু আগমণ্ডলালী ১১২ | কোটিহোমিক ২৩৩ |
| কৃষ্ণগাল পিরি, ৩০টীকা | কোটিবৰ্ষ খৰ ৬১, ৬২, ৯১, ৮১, ২৪৬,
২৬৪, ৩১০ |
| কৃষ্ণবাবুকাৰ শিলালিপি ২৬১, ২৭৪ | কোটি ই দুর্গ ৫০ |
| কৃষ্ণমিশ্র, অবেৰ্থচোৱালকাৰ ২১৯, ২৪০ | কোপদেৱী (কোপদেৱী) ১১৭, ১২১ |
| কৃষ্ণচাটী (কাহুগাঁথ) ৩৮০ | কোণো (Sten Konow) ২৪৮ |
| কৃষ্ণপিতৃবেষ্পস্তু ২৪৬ | কোশল ৩০, ১২৮, ১২৯, ১৫০, ২৩১, ২৩২
টীকা, ২৫০ |
| কেতু উজ্জ্বল মূর্তি, কাঠিনশিল্প ৮৮ | কোশল, কক্ষিপ ১০৯, ১১০ |
| কেোৱতীৰ্থ ১৯৪ | কোশলনাড়ু (মহাকোশল) ২৪৭ |
| কেোৱপুৰ গ্রাম, ২৩৪ | কোৱ ২৭২ |
| কেোৱ মিশ্র, ২০৩, ২০৪, ২১৪, ২২০ | কোল ৩৪১, ৩৪২ |
| কেোৱ জ ৮১, ২৪৫, ২৭৪, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১ | কোলাচল ২৭২ |
| কেোল ১০, ১৪, ৩১, ১১০ টীকা, ২৪১, ২৫৮ | কোলাক ২৭২, ২৭০ |
| কেশৰোবল, উড়িশ্যাব ২৪৮ | কোলাক ২৭২ |
| কেশৰ ১৯৮ | কোলক ২৭২ |
| কেশৰমেন ৬৩, ১১৩, ২২৫, ৩২০, ৩২৬
৩৩০, ৩৩১, ৩৪৪ | কোলপিৰি ২৭২, ২৭৩ |
| কেশৰমেনেৰ তাম্রশাসন ইনিলপুৰে
আধিকৃত ৩৪৪ | কোটিল্য ১১১ |
| কৈবৰ্ত্তজ্ঞ ভীম ১১৪, ২২১ | কোঠেমগ্রাম ১৭৬ |
| কৈবৰ্ত্ত রাজ্য ২৮২ | কোথুৰ শাখা ৩২২ |
| কৈবৰ্ত্ত দিঘোৱ ২৭১, ২৬৪, ২১৭, ২৪৬,
৩১৬ | কৌশলবী ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮
কৌশলবী (কুশলবী) ২২০ |
| কৈলাস পর্মক্ষ ৮৬ | কৌশলবী অষ্টগজ মঙ্গল ২৪৮
কৌশলবীৰ ছোৱপথক্রম ২২০ |

କୋଣାର୍କ ପାଠୀର ଶୁଳ୍କ ୫୨
କୋଡ଼ିଲ ମେଷ ୧୦

କୌଲିଙ୍ଗ ଅଧୀ ୭୨୦, ୭୨୧
କୌକହାର ୧୯୮

୩୫

ଖୁରାହୋ ପ୍ରୀତ ୨୩୧, ୨୩୨ ଟିକା
ଖୁରାହୋ ପ୍ରାଚେ ବିଷନାଥ ଅଳିର ୨୪୧
ଖଟିକ ୨
ଖତ୍ରି ହଂଶୀର ରାଜପତି, ସଙ୍ଗେର ୧୬୪, ୧୬୫, ୧୬୬
ଖତ୍ରୋଲାମ ୨୦୩, ୨୦୫
ଖତ୍ରଗରିକ ୫୦
ଖରୋଟି ୩୧
ଖମ ୨୦୧
ଖାଇବାର ଲିରିଶକ୍ଟ ୨୧୧
ଖାଟାପାଇଁ ୬୦
ଖାତି ୧୪, ୧୬

ଖାଲୋରକ ୭୪୧
ଖାରବେଳ, ଝାଜା ୪୩, ୪୪, ୪୫
ଖାଲିଯପୁର ୧୧୧, ୧୧୮, ୧୧୯
ଖାଲିଯପୁରର ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନ ୧୬୩, ୧୬୭, ୧୭୨
୧୭୬, ୧୯୧ ୨୧୭
ଖାତି ବିଷର ୩୨୦
ଖୁଲା କେଳା ୧୫୩, ୧୫୪, ୧୫୫
ଖେଟିକ ୨୦୦
ଖୋଜୋତ ମେବର୍କା ୨୬୪
ଖୋଜୁଟାପକୁର ୬୦

୩୬

ଗଉଡ଼ବହୋ, ବାକପତି ଝାଜ ଅଣୀତ ୧୨୯
ଗର୍ଭଦେବ ୨୧୩, ୨୦୫
ଗର୍ଭଦୟନ ୬୮୯
ଗର୍ଭଦରେ ଆବିକୃତ ବିଷବର୍କାର ଲିଲାଲିପି ୪୧
ଗର୍ଭଦିଶ ୧୫୦, ୨୯୦ ଟିକା
ଗର୍ଭଦଶୀଲ ରାଜପତି ୧୮୪
ଗଜ ୬୨, ୧୬୭, ୨୦୪, ୨୦୫, ୨୮୬, ୨୯୦ ଟିକା,
୨୯୨, ୨୯୫, ୩୧୫, ୩୨୪, ୪୪୫, ୪୫୭
ଗଜାତୀୟ ୩୦୨
ଗଜାଧର ୩୦୧
ଗଜାଧରେର କୁଳଅଶ୍ଵତ୍ତି ୩୦୧, ୩୦୨
ଗଜାମୋହନ ଲକ୍ଷମ ୨୦୫
ଗଜାମିଛି ରାଜ୍ୟ ୩୦, ୩୧

ଗରେ-ଗୋଟିଆ, ଗଜାବିଜୟୀ, ଝାଜେତ୍ର ଚୋଲେର
ଉପାଧି ବିଶେଷ ୨୫୧
ଗହେରିଯା ୧୧
ଗଜନୀ ୨୪୧, ୨୪୪, ୩୦୭
ଗଞ୍ଜଦେବ ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନ ୧୦୦
ଗଚୋରାଳୀ ୯୦, ୯୮, ୮୮
ଗର୍ଭଗତିମାଗ ୪୨
ଗର୍ଭଗତିବର୍କା ୧୨୩
ଗର୍ଭସରପର୍ବତୀ ୩୨୪
ଗର୍ଭ (ଚନ୍ଦେଲ ସମ୍ରାଟ) ୨୪୦, ୨୪୧, ୨୪୨
ଗର୍ଭକୀ ୧୮
ଗର୍ଭକଳକ ୨
ଗର୍ଭଧରେର ଅଳିର ୩୦୦

- পরাধৰ মন্ত্ৰৰে শিলালিপি ০৪৮
 পৰ্যটক বংশীয় রাজগণ ৪৬
 পৰকৃতি ২৫৩, ৩১
 পৰম্পৰাৰ্থ ১২৩
 পৰমকৰ্ণ ২৫৮, ৩০৭
 পৰাৰ জেলা ৪২, ৪৯, ৫৫, ৬৫, ৭১, ৮৫,
 ৯৮, ১১৪, ২২৪, ২২৭, ২০১, ২১৪,
 ২০৬, ৩০১, ৩০২, ৩০২, ৪৪৩, ৩৪৭,
 ৩৪৮
 পৰাকৰ (কাচষ) ৩৪৯, ৩৫০
 পৰাৰ বিষয় ২০১
 পৰাদ বিশ্লেষণ মন্ত্ৰ ২২৪
 পৰড ৯৬
 ✓ পাসেয়দেৱ ২৩৭, ২৪১, ২৪৬, ২৫২,
 ২৯২টীকা, ২৯৮, ২৭৩টীকা, ২১৪, ২৭৬
 ৩০৭
 পাঞ্জো ১৩৭
 পাটৌপুৰ জেলা ৭২, ৭৪
 পাতিশুৰ ২৬২
 পাকাৰ ৩২, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৬৪, ১৪০
 ১২১, ১২২, ২৫৪
 পাঞ্জিট্যক বিষয় ৬৩০
 পাহড়বালৰাজ্য ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৪
 পাহড়বালৰাজ্যবৎশ ৩১২, ৩২৩, ৩৪৬
 পিৰিৱা (পিৰিবহন) ৬৯
 পিমাহদীন বল্যন্ত ১৫৪, ৩৩৮
 পিমাজ্জামাখ ঝায় ২৪২
 পিমিৱেক ২১২টীকা, ২১৩টীকা
 পিমিৱেক পৰড ২৯৭
 পিলুখণ্ডা ১৬
 পৰ্যজ্ঞগণ ১৮২, ১৯২, ১৯৩, ১০৪, ২০৩,
 ২১৯, ২২০, ২০১ ২০১টীকা, ২৬৩
 পৰ্যজ্ঞাতি ২২৭, ৩৩৯, ১৪০ ১৪১
 পৰ্যজ্ঞাতুমি ২১০
- পৰ্যজ্ঞাট্ৰুটৰম ২০৩
 পৰ্যজ্ঞবলেশ ২৫৯
 পৰ্যজ্ঞনাথ ২০৪, ২০৫, ২০৬
 পৰ্যজ্ঞ-পতৌচাৰ রাজগণ ১৪৪, ১৭৭,
 ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ২১৪,
 ২৫৩, ২৭১
 পৰ্যজ্ঞ-পতৌচাৰ বংশীয় বৎসৱাজ ১৪৭
 পৰ্যজ্ঞ-পতৌচাৰ সাম্রাজ্য উত্তৰাপন্থেৱ ১৪২
 পৰ্যজ্ঞবংশীয় রাজগণ অযোচেৱ ১৪২
 পৰ্যজ্ঞবজধানী (কান্তকুজ) ২৩০
 পৰ্যজ্ঞবাজ ১৪১
 পৰ্যজ্ঞবাট ১৪২, ১৮৪, ১৯৪
 পৰ্যজ্ঞটি ৮
 পৰ্যজ্ঞন ৯৫
 পৰ্যমাত ১১৫
 পৰ্যঙ্গোধি (১ম) ২২৩, ২২৪
 পৰ্যাঙ্গোধিদেৱ ২০০
 পৰ্যাঙ্গোধিদেৱেৰ তাৰিখাসন ২২৪
 পৰ্যাবে ৩২৪
 পৰ্যেৰীয়া ২২১
 পৰ্যাধিকাৰ কালেৱ শিৱ নিৰ্বৰ্ষন ৮৫
 পৰ্যাদ ৯২, ৯৯
 পৰ্যাতকগণেৰ মুজা, পাটলিপুত্ৰে আবিষ্কৃত
 ৮৬
 পৰ্যাজবৎশ, মগধেৱ ৮০, ১০৫, ১৭৩
 পৰ্যবৎশ মালবেৱ ৯৯
 পৰ্যাজবৎশেৰ বৰ্ষমুজা ৭৯, ১০৪, ১০৫
 পৰ্যবৎশ ০০, ৪২, ৩৩, ৭২, ০২৯
 পৰ্য শব্দেৱ অৰ্থ ১৭২
 পৰ্যসন্ধাট ৪৩
 পৰ্যসন্ধাজ্যা ৫১, ৫০, ৫৪, ৬০
 পৰ্যসন্ধাজ্যেৰ আক্ৰমণ, হণগণেৰ ছাৱা ১০
 পৰ্যচৰণ বিমানাস্থৱ ১৫৮
 পৰ্যৱৰ্ত ২৬৬

- গুরু পরম্পরার ইতিহাস ৩০৫
 গুরুগাম পর্বত (গুরুগা) ১১৯
 গুরুব মিশ্র ২০৭, ২১৮, ২২০, ২২৮
 গুরুব মিশ্রের প্রকল্পিত ২১৩, ২১৭,
 ২২০
 গুহাবলী বিবৃতি ৩৪৯
 গোকৰ্ণ ১৯৪
 গোকলিকা মণি ২৪৬
 গোদাবরী নদী ১৮৩
 গোদাবরী মন্দির উপজাতকা ০
 গোপচন্দ্র ২৫, ২৬, ২৮
 গোপরাজ ৮০, ৮২, ৮৩
 গোপজাতীয় সাম্রাজ্যগম ৩০০
 গোপাল (গোপালিত্ব) ১৪০, ২১২, ১৫৬
 গোপাল ১ম ১৬১, ১৬০, ১৬৪, ১৬৪টীকা
 ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৭১, ১৭০, ১৭৪,
 ১৭১, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৮টীকা, ১৭৫,
 ২০১, ২১৪, ২১৬, ২৬৮, ২৬৯
 গোপাল (২য়) ২০২, ২০৫, ২২৬, ২৩০,
 ২৩১
 গোপাল গুৰু ১১৩, ২০২, ২০৩, ২৯৮,
 ৩০৭, ৩০৮, ৩১১, ৩১২
 গোপাল ওরের শিলালিপি ২৬৭
 গোপাল (কৌর্ত্তিকার সেবাপতি) ২৬০
 গোপালবাবী (বিহুপতি) ১৯
 গোপিনাথী ১১৮
 গোপীকাঞ্জাহার শিলালিপি ১১
 গোয়ালিত্ব (গোপাত্তি) ১৪৩, ১৮১
 গোয়ালিত্বের চিত্রশালা ১৮১, ১৮২
 গোর (ঘোর) ৩০১
 গোরক্ষপুর জেলা ২২০
 গোরক্ষপুর ৪৬
 গোর রাজবংশ ৩০৮, ৩০৯
 গোরখ পিরি (গোরখ পিরি) ৪৪, ৪৫
 গোয়ীর ইলাটারথ ৩৫২
 গোবিল (১ম) ১৭৭, ২০০
 গোবিল (২য়) ১৮০, ২০০
 গোবিল গুৰু ১৪৮, ১৭২, ১৮০, ১৮২,
 ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮,
 ১৮৯, ১৯০, ১৯৪, ১৯৬, ১৯৭, ১০০,
 ২০৫, ২১৫, ২১৯, ২৮০, ২৮৮
 গোবিল, ৪৭ ২০০
 গোবিল কাকীরাজ ১৮৩
 গোবিল তৃষ্ণীরের তাত্ত্বিকান ১৮৬, ১৮৭
 গোবিল (১ম ধ্রুবের পুত্র) ২০০
 গোবিল (প্রতৃত্যবর্তী) ২০০
 গোবিল উপ ৫৬, ৮৭, ৮৮, ৯২, ৯৩, ১৪,
 ১০৫, ১২১, ১২২, ১৭৬
 গোবিলচন্দ্র, গাহড়বালবাণীর ১১২, ২৩৪,
 ২৩৫, ২৪৭, ৩৪৯, ২৮৪, ৩০৭, ৩০৮,
 ৩০৮, ৩২৩, ৩২৪, ৩৩১, ৩৪০, ৩৪৫
 গোবিলচন্দ্র কর্তৃক মগধ আক্রমণ ৩২৩
 গোবিলচন্দ্রের মগধ জয় ৩০৮
 গোবিলছেবশৰ্ম্মা ৩২৭
 গোবিলশালী ২১২, ২১৪, ৩১৩, ৩১৩টীকা,
 ৩২৩, ৩২৬, ৩৩৭, ৩৪১, ৩৪৭, ৩৪৮,
 ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫২, ৩৫৩
 গোবিলশালীর বিলষ্টরাজ্য ৩১০
 গোবিলশূর ৬, ৩০২
 গোবিলশূর প্রাম ৩২৭,
 গোবিলশূরের আবিষ্কৃত লক্ষণ সেবের তাৰ-
 শালন ৩২৭, ৩৩১
 গোসর্ক্ষ ২৭৭, ৩১৮
 গোশৰ্ক্ষ ৪৮
 গোহীরবার তাত্ত্বিকান ২৭৩টীকা
 গোহীলকর হীরাটীর গুৰা ১৯৬
 গোড় ৩১, ৩৫, ৪৪, ৪৮, ৫১, ৭৬, ৭৭,
 ৭৮, ৯০, ৯৩, ৯৪, ১১৮, ১০০, ১০৪,

- ୧୦୮, ୧୧୦, ୧୧୬, ୧୨୭, ୧୨୮, ୧୭୯
 ୧୮୧, ୧୮୮, ୧୯୭, ୧୯୯, ୧୬୦, ୧୬୨,
 ୧୬୩, ୧୭୦, ୧୭୧, ୧୭୩, ୧୭୫, ୧୭୭,
 ୧୭୮, ୧୭୮ ଟିକା, ୧୭୯, ୧୮୯, ୧୯୩,
 ୧୯୮, ୨୦୩, ୨୦୭, ୨୦୮ ୨୧୧, ୨୧୪,
 ୨୧୫, ୨୧୯, ୨୨୨, ୨୩୧, ୨୩୩, ୨୩୭,
 ୨୩୯, ୨୪୭, ୨୫୮, ୨୫୯, ୨୬୦, ୨୬୨
 ୨୬୫, ୨୬୬, ୨୬୯, ୨୭୦, ୨୭୧,,
 ୨୭୬, ୨୭୭, ୨୮୧, ୨୮୭, ୩୦୦, ୩୦୨
 ୩୪୮, ୩୫୫, ୩୫୬, ୩୫୭
 ଗୋଡ଼ଗଣ ୧୦, ୧୪, ୧୨୪
 ଗୋଡ଼ଗଜ (ପାଞ୍ଜିଯରେ) ୨୫୨
 ଗୋଟାଳ ୩୨୨
 ଗୋଡ଼ହେଲ୍ ୮୩, ୧୩୨, ୧୩୨, ୧୪୨
 ଗୋଡ଼-ମଗ୍ଧ-ବର୍ତ୍ତ ୧୫୧, ୨୦୨
 ଗୋଡ଼ମୁକ୍ତ ୨୬୨
 ଗୋଡ଼ରାଜ୍ୟ ୧୯୯, ୨୪୪, ୨୪୬
- ଗୋଡ଼ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟବଂଶ ୨୩୯
 ଗୋଡ଼ବନ୍ଧ ୧୪୭, ୧୪୯, ୧୫୮, ୨୨୫, ୨୨୯
 ଗୋଡ଼-ବନ୍ଧର ପାଲଗ୍ରାମୀଗଣ ୧୪୧
 ଗୋଡ଼େ ଆକଷଣ ୧୩୭, ୨୬୮, ୨୬୯
 ଗୋତମ ବୁଦ୍ଧ ୨୯, ୧୧୪
 ଗୋତମ ବୁଦ୍ଧର ପଦ୍ଧିତ୍ସାକିତ ପାଦ୍ୟାନଥଙ୍କ ୧୦୧
 ଗୋଡ଼େବର ବଧ, (ଗୁଡ଼ବନ୍ଧ) ୧୨୭
 ଗୋଡ଼ସିଂହାସନ ୨୧୯
 ଗୋଡ଼ିଆକର ଶିଳ୍ପ ୨୦୩, ୩୨୭
 ଗୋଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପ ୨୦୨
 ଗ୍ରହରୀରାଜ ୧୧, ୧୦୧, ୧୦୬,
 ୧୨୨, ୨୯୭
 ଗ୍ରହଗୁଡ଼ ୨୯୭
 ଗ୍ରୀକଗଣ ୩୦
 ଗ୍ରୀକରାଜ୍ୟ ୩୪
 ଗ୍ରୀକରାଜ୍ୟ, ଭାରତର ପଞ୍ଚମୀମାଟ୍ଟେ ୬୧

ଅ

- ଘଟୋଇକଚ ଉପ୍ତ ୪୨, ୮୨, ୮୯, ୨୦
 ଘନଦେବ ୩୧୯
 ଘନରାମେର ଧର୍ମମନ୍ତ୍ରଲ ୧୬୫, ୧୬୪, ୧୬୯
 ଘାସଗାହାଟିଆମ ୨୬
 ଘାସଗାହାଟିଆ ଭାଜାଲିପି ୨୪
 ଘାସଗାହାଟିଆର ଶିଳାଲିପି ୨୨୩
 ଘାସମୁଖୀଗ ଭାଟିବଡ଼ାଗାସ ୩୨୦
- ଘୋର (ଘୋର) ୩୩୭
 ଘୋରଚନ୍ଦ୍ର ୨୫
 ଘୋରାବୀ ୨୧୨
 ଘୋରାବୀଆମ ୨୬୬
 ଘୋରାବୀଆ ଶିଳାଲିପି ୨୧୧
 ଘୋଡ଼ାଘାଟ (ସରକାର) ୩୦୦

ଚ

- ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧ ୧୨୭, ୧୭୮, ୧୭୮ଟିକା, ୧୮୦,
 ୧୮୦ଟିକା, ୧୮୧, ୧୮୨, ୧୮୩, ୧୮୪,
 ୧୮୭, ୧୮୮, ୨୮୯, ୧୯୧, ୧୯୨, ୧୯୩,
 ୧୯୪, ୨୭୬
 ଚକ୍ରବନ୍ଧୁର ୮
- ଚକ୍ରପାଣିରାଜ୍ୟ ୨୫୨
 ଚକ୍ରପାଲିତ, ପୁରୁଷରେ ପୁତ୍ର ୮୬, ୬୯
 ଚକ୍ରବାବୀ ବା ବିଶ୍ଵ ୪୧
 ଚକ୍ରଭାଟ ପାଟକ ୩୪୧
 ଚକ୍ରପାଇଁ ୯

- 2
- চট্টগ্রামের পার্কিংপ্রদেশ ৬
 চতুর্কোণিক লাটক, আর্দ্ধক্ষমীধর বিস্তৃতি
 ২১১, ২১২
 চট্টগ্রাম (শক্টগ্রামের) ২৮৩, ২৯০
 চতুর্মুণ্ড, লক্ষণসেবের রাজ্যকালী ৭২৭
 চতুর্মৌজা ৮৫, ২৯৭
 চঙ্গেশ্বর ২২২
 চঙ্গুক্ষণ তাত্ত্বিক্যাত্তি ৩৩
 চঙ্গুর্ভুজের হাইচারিট কার্যা ১১১
 চঙ্গুর্মুখ মহাদেব ১১৮
 চঙ্গেল বাগুলপ ২৮১, ২৬০
 চঙ্গেলবংশের শিলালিপি ২১৯
 চঙ্গেলবংশীয় বণোবর্জা ২৩১, ২৩২,
 ২৩৯
 চঙ্গেলগ্রাম (পরমর্জিদেব) ৩৩২, ৩৪০
 চঙ্গেলগ্রাম হর্ষদেব, চিত্রকূট ভূগোল ২২৯
 চঙ্গেলগ্রামগঞ্চ, মহোবার ১৪১
 চঙ্গেলবংশজাত, গন্ত ২৪০, ২৪১
 চঙ্গকেতু ২৭২
 চঙ্গাম ১০
 চঙ্গাম্বত ১ম ৪৮, ৪৯, ৫২, ৮৭, ৮৯, ৯০,
 ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০,
 ১০১
 চঙ্গাম্বত বিতোরের রঞ্জতমুজ্জা ১০৩
 চঙ্গাম্বত, ২য় সুবর্ণমুজ্জা ৭১
 চঙ্গাম্বত ০৮ (বাদশাহিতা) ৮০, ৮১, ৯০,
 ৯২, ১১৩, ১০৪
 চঙ্গাম্বত মৌর্য ৩০, ৩১, ৪৬, ৪৮, ১৭১,
 ১৭২, ২১১, ২১১টাকা।
 চঙ্গাম্বত ১১০, ১১৪, ১১৫, ২৩৩, ২৩৬,
 ২৭৬
 চঙ্গাম্বতের উপর্যুক্তি তারা ১০৬
 চঙ্গদেব ৩০৭, ৩১৮
 চঙ্গগাল ১১৬
 চঙ্গপ্রকাশ, কুমারগুপ্তের প্রথমে বিশেষ
 ৬৮
 চঙ্গমুখী ২৭২
 চঙ্গসেন ২৬
 চঙ্গবর্জা ৪২, ৪৯, ৪১
 চঙ্গবর্জা, পৃষ্ঠগাধিগতি ৪১, ৪৮, ৪৯,
 ১২৩
 চঙ্গবর্জার শিলালিপি ৪১
 চঙ্গবংশ ১৫৬, ২৩০, ৩১৪,
 চঙ্গার্দিতা (বিকৃতগত) ৮৪, ৮৭
 চঙ্গা ১১৫
 চঙ্গাহিতি ৩১৩
 চঙ্গারণ ২৮৪
 চঙ্গারণা ২৮৪
 চঙ্গানগর ২১টাকা
 চঙ্গবাসী ৮
 চাকোগ্রাম ১৮৪
 চাপকা ১৭১
 চাপকবীতি ২১১ টাকা
 চালুক্যরাজগণ ১৬৬, ২৬৮
 চালুক্যারাজ অবসিহ, ১ম ১৪৬
 চালুক্যবংশ ২৪১
 চালুক্যবংশীয় ১৪৭
 চালুক্যবংশের ফুহিতা রাজদেবী ৩২০,
 ৩২০টাকা
 চালুক্যবংশ, বাতাপীপুরের ১৬৬
 চারণের পাথা ৩৫৮, ৩৪৩
 চাহরাণ (চৌহান) ১১৫, ৩৪৯
 চাহমানবার (পৃথুরাজ ২য়) ৩৪০, ৩৪১
 চিত্তমুখ সাঙ্গাল ২৫৮
 চিত্রকুট, ১১০টাকা।
 চিত্রকুট ভূগোল, (চঙ্গেলগ্রাম হর্ষদেব) ২২৪

- তিত্রমতিকা দেবী, পট্টমহাদেবী ২০২, ৩১৩
 চিরশালা, লংকা ৫০
 চিরাভদ্র, (উপরিক) ৬১, ৬২
 চৌম ১২৯, ১৩০
 চৌমদেশ ১৫
 চৌমদেশীয় পরিব্রাজক, ই-চিং ২০৬
 চৌমদেশীয় ভিকু, ফা-হিয়েন ৫৪, ৫৫
 চৌমদেশীয় অমল, (ইউয়ান্হোঁয়াঁ) ১১৪
 চৌমদ্রাঙ্গ ৩৬
 চুনার ৩৬৫
 চুটগঞ্জীকা ২৪৬
 চেতবংশ, কলিশ্বের ৪৩
 চেন্দী ২৩১, ২৩২টাকা
 চেন্দীংশোয় (কলচুরি) ২৫২
 চেন্দীংশোয় কোকুল (১ম) ২২৮
 চেন্দীরাজবংশ ২২০, ২২৩
 চের ১৩, ১৪, ২৬
 চের, ঐ চেরে আরগ্যকে ১৯
 চোল ৩১, ২১৯
 চোলবাজ (কর্ণাটকার) ২৫২
 চোলবংশীয় রাজেন্দ্র চোল (১ম) ২৪১
 চোড়গঙ্গ, অনন্তবর্ষা ০৩৩
 চোহান (চাহমান) ০৩০

চ

- চন্দোগপরিশষ্ঠিপ্রকাশ, নায়ায় কৃত ২১০
 ২১০টাকা
 ছাঁচে ঢালা চতুর্কোণ বা গোলাকার মূলা ৩০
 ছুরিকা ৯
 ছেমনাস্ত্র (Celt) ৯, ১১
 ছেটনাগপুর ৯

জ

- অগস্তুস ২০০, ২২৬
 অগদল মহাবিহার ২৯২
 অগদেকমল ২৯৪
 অগ্নিজয়মন্ত্র ২৯৪
 অগ্নিধৰ্ম দেবশর্মা ২৯৪
 অজ্ঞ ১০২
 অজ্ঞাব (বিবরপত্তি) ৯৫
 অটোনা ৩০০
 অপ্রাত্যাখ (সরকার) ৩০০
 অনাদিনের অন্তর ৩০০
 অবার্দন মন্দিরের প্রশংস্তি ২৬২
 অবশ্যণ (অকান্থমণি) ৮৪, ৯০, ৯২

- জয়চন্দ্র (জয়টার) ৩০৭, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪১,
 ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭,
 ৩৫১
 জয়টার (জয়চন্দ্র) ৩৪২-
 জয়দন্ত, উপরিক মহারাজ ৭২
 জয়দেব ১২২, ১২৮, ৩২৭
 জয়লগ্ন ৩১৩
 জয়নাথ ৬৯
 জয়ষষ্ঠি ১২৭, ১৩২, ১৩৩, ১৩০টাকা, ১৩৪,
 ১৩৫, ১৩৬, ২৬৯
 জয়পাল ২০১, ২০৩, ২০৭, ২১০, ২১১,
 ২১৬ ২১টাকা, ২১৮, ২১৯, ২২১, ২১৪

- জ্ঞানপ্রদাতাগবল ৩১৮
 জয়ভট্ট, কৃতীর ১৪২, ১৪৩,
 জয়মাল-বীরবাহ ২০৮
 জয়রক্ষন (২য়) ১২৭, ১২৮
 জয়বরাহ ১৪৬
 জয়সিংহ ১ম, চালুক্যারাজ ১৪৬, ২৪১
 জয়সিংহ (২য়) ২৪৬, ২৫১, ২৭৬, ২৭৩
 জয়সিংহের শিলালিপি ২৫৯, ২৬০
 জয়সিংহ, মণ্ডুক্তির অধিপতি ২৪৯,
 ২৮৩, ২৯৩টীকা
 জৎমেন ৩০১, ৩০২
 জয়সুস্ত, লক্ষণসেৱ কর্তৃক বারাগমৌড়ে ও
 প্রয়োগ স্থাপিত ৩২৫
 জয়সুমিনো ১২২
 জয়চাপীড় (বিমোচিত্য) ১২৭, ১৩২, ১৩৩
 ১৩৩টীকা ১০৯
 জয়াবলী, রাজী ১৮৩
 জাঙ্কাগ্রামে আবিকৃত মুস্তা ০২
 জাঠিগণ ৩৪০
 জাতৰ্ধজ্ঞ ২০৩, ২০৫
 জাতৰ্ধবৰ্ষা ২৭৬, ২৭৭, ৩০৪, ৩০৬, ৩০৭
 জাবকীনাথ সার্কিস্টোম ২৬২
 জানিদিঘি ৩১১
 জাপিলগ্রাম ৩৪২
 জাপিলীর মহানীয়ক ৩৪৩
- জাফর উজিয়াল ২৯০
 জাহানবাদ মহকুমা ৫৭, ৬৬
 জাহবী ৩০৫
 জালামুর্বী ১৯২
 জিমিত্র ১১১
 জিহোবিষ, ৩৬
 জীবিতশুণ্ঠ (১ম), ১২১
 জীবিতশুণ্ঠ (২য়) ১১৮, ১২১, ১২১,
 ১৫১, ১৭৩
 জুন (ষষ্ঠী) ৩৪১
 জুনাগড় ৮৮
 জুয়াদিক ২
 জেছ ১৯৫, ১৯৭
 জেরিনি কৰ্ণেল জি, ই, (Col. G. E.
 Gerini) ২৭
 জৈন উত্তিয়াল পরমণা ২৮৯
 জৈনধর্ম ২৯
 জৈনধর্মের তৌর্থকরণ ৭৯
 জৈন হস্তিবংশপুরাণ ১৪৪, ১৪০
 জ্যোতিৰ্বংশা ৩০৬
 জ্ঞানচন্দ ১১৫
 জ্ঞানেন্দ্র নাথ আম ১৫৩
 জ্যাকসন, এ, এম, টি (A. M. T
 Jackson) ১৪১

খ

- খরিয়া ৭
 খাটিবনি পরমণা ১১
- খাড়খণ্ড (দেওষুর) ১১৭, ৩২৭

ঙ

- টেমস (F. W. Thomas) ৭৮
 টাইপ্রিস্ ১৪, ১৫
- টোলা ১৫৮

ড

ডমর উপপুর ২৯১টাকা
ডমর নগর, ভৌমের রাজধানী ২৯১
ডোক ৪০

ডাহিব, মিকুরাজ ১৪৩
ডিভোনিক ২ টাকা

ত

চাকা ৪০, ১১৮, ১২০
চাকা চিরশালা ২৭, ১১৯, ১২০
চাকা জেলা ১৫৬, ২০৭, ২৭৬, ৩০০
চাকা জেলার রামপাল ২০৯, ৩০০

চেকুরি (চেকরৈর) ২৯০
চেকরৈ ৩০০
চেকরৈর (চেকুরি) ২৮৩, ২৯০
চেকানাল ৭

ত

তকন লাড়ু (বক্ষিশ রাঢ়) ২৪৭, ২১০
তর্করিকা গ্রাম ২৭৪
তক্ষণিলা ৫৫
তহথিপা ১৬
তনহলীয় ৪৪

তন্ত্রবৃত্তি (দণ্ডভূজি) ২৪৭, ২৪৮, ২১০
তন্ত্রবৃত্তি টাকা ২৪৮
তর্পণদীপির তাত্ত্বাসন (লক্ষণ মেনের)
৩২৬, ৩৩৫
তন্ত্রুক ২৬, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৬৬

ব

থুতমিস (Thutmosis III) ১১, ১৬
শেকান-ই-নাসীরা ৩৪১, ৩৩৪
তাজ-উজ-মাসীর ৩৪১
তাজিক (আরব) ২৪৩
তাজ্জা বা তাজাদেবী (লক্ষণ মেনের মহিয়ো)
৩২৫
তামাজুরী গ্রাম ১১
তাত্ত্বিকিত অলঙ্কার ও অন্ত ১১
তাত্ত্বিকিত অন্ত ১০
তাত্ত্বিকিত কক্ষ ১২
তাত্ত্বিকিত কুঠার ১১
তাত্ত্বিকিত কৃপাণ ১১

তাত্ত্বিকিত ছুরিকা ১১
তাত্ত্বিকিত তরবারি ১১
তাত্ত্বিকিত পরম্প ১১, ১২
তাত্ত্বিগৰ্ণি ৩১
তাত্ত্বিকিত ভৱ ১১
তাত্ত্বিক্তা, আটোন তাত্ত্বিক ৩২
তাত্ত্বের যুগ ১, ১০, ১১, ১২
তাত্ত্বিকিত বর্ধাব শীর্ষ ১১
তাত্ত্বের ব্যবহার ১২, ১৩
তাত্ত্বিকিত ২৬, ৩৯, ৪৫, ৬৬, ১১৬, ১৪৪
তাত্ত্বিক্তি উ জমাল ২৯০
তাত্ত্বিক্তি ৩৪৬

- ତାରାନାଥ ଲାମ୍ବା ୧୬, ୧୬୨ ଟିକା, ୧୭୦,
୧୭୪, ୧୭୫, ୧୭୮, ୧୯୧, ୨୧୭, ୨୨୯
୩୦୦, ୩୦୫, ୩୨୮, ୩୨୯
ତାରାନୁତ୍ତି, ଉଦ୍‌ଗପୁରେଇ ୨୯୬
ତାରାମୀ ୧୨୦
ତାଳଚେର ୭
ତାଳପାଟିକ ଗ୍ରୀବ ୩୬୯
ତାଡ଼ାବେବୀ ସା ତାଳାଦେବ ୩୦୦
ତାଡ଼ିବାଡ଼ି ମହାବିହାର ୨୪୯
ତିଥିମେଧୀ ୨୭୦
ତିକ୍ରମତୈ ଶିଳାଲିପି ୨୪୭, ୨୮୯
ତିକ୍ରାଦେବ ୩୦୮, ୩୧୦
ତିକ୍ରୋତ୍ତର ଯୁକ୍ତ ୦୦୭
ତିକ୍ରତ ୨୯୭
ତିକ୍ରତ ଦେଶୀର ଇତିହାସକାର (ଲାମା
ତାରାନାଥ) ୨୯୯
ତିକ୍ରତୀର ସାହିତ୍ୟ କର୍ମଦେବେର ଉତ୍ସେଖ ୨୬୦
୨୬୧
ତିଗ୍ରାମୀ ୧୩୦
ତିପୁରା ଜ୍ୱେଳୀ ୨୪୪
ତିତ୍ତୁବନପାଳ ୧୬୨, ୧୯୮, ୨୦୧, ୨୧୭
ତିତ୍ତୁବନମଲ୍ଲ ୫ୟ ବିଜ୍ଞାନାବିତ୍ୟ ୧୬
ତିତ୍ତୀଚନ୍ଦ୍ରପାଳ ୨୦୧, ୨୧୯, ୨୮୪
ତିରିକ୍ରମ ୧୫୬, ୧୫୯
ତୌର୍କ୍ଷବରଗ୍ରହ ଜୈନଧର୍ମେର ୨୯
ତୌର୍କୁଣ୍ଡି ୩୨, ୨୨୦, ୨୨୪, ୨୨୮, ୨୩୭,
୨୩୯, ୨୪୦, ୨୫୨ ଟିକା, ୨୫୮, ୨୭୫,
୩୧୮
- ତୌର୍କୁଣ୍ଡିତ ନିର୍ମିତ ରାମାଯଣ ୨୫୨
ତୌରହଣ୍ଡ ୨୨୪, ୨୪୦
ତୁଳମଳ, ମହାରାଜ ୪୦
ତୁମ୍ବ (ରାଷ୍ଟ୍ରକୃଟ ସଂଶୋଭ) ୨୨୬
ତୁମ୍ବ ଧର୍ମବଜୋକ ୨୨୬
ତୁମ୍ବତାଙ୍ଗ, ନନ୍ଦୀ ୧୮୭, ୧୮୮
ତୁଆହି ଅଳପତ୍ରାତ ୦୪୩
ତୁମ୍ବେନ ଗ୍ରୀବ ୮୯
ତୁମ୍ବକୀର୍ବାନ ୨୯୯
ତୁରମ୍ବଦେଶ ୧୮୨
ତୁରକଜାତୀୟ ମୁମଲମାନ ୩୫୮
ତୁରକରାଜ୍ୟ ୧୪
ତୁରକମ୍ବେନ ୩୪୪
ତୁସାକ
ତୁସାର ରାଜଗଣ ୪୬
ତୈଲ ୨୯ ୧୬୬, ୨୧୯
ତୈଲକଳ୍ପ (ତୈଲକୂପୀ) ୨୪୩, ୨୮୯
ତୈଲକଳ୍ପର ଅଧିପତି ରଜନିଧିର ୨୮୯
ତୈନଥ୍ରୀ ୨୪୭
ତୈଲାଟିକ ୨୪୬
ତୈଲୋକ୍ୟ ଚଲ ୨୩୩, ୨୩୫
ତୈଲୋକାମିଶ୍ର ରାମାରିଦେବ ୩୧୭
ତୋମର ୩୬୯
ତୋମରଜାତି ୩୬୯
ତୋମର ରାଜ୍ୟ ୩୦୮
ତୋମରଖଚେର ତାତ୍ରିଶାସନ ୧୮୬
ତୋମରମାନ, ହୃଦ ରାଜ ୬୮, ୮୨, ୮୨

୮

- ମନ୍ତ୍ରଭୂଷଣ (ତମ୍ଭୁଷଣ) ୨୪୭, ୨୪୮, ୨୫୦,
୨୮୩, ୨୮୭
ମନ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଅଧିପତି ଜୟନିଃଂହ ୨୪୨,
୨୯୦ ଟିକା
- ମନ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଧର୍ମପାଳ ୨୪୯, ୨୮୯
ମନ୍ତ୍ରିଗ, ପଞ୍ଚବରାଜ ୧୮୩
ମନ୍ତ୍ରିହର୍ମ ୧୨୭, ୧୪୭, ୧୬୬, ୨୦୦
ମନ୍ତ୍ରିବର୍ଜୀ (କୁରାଟେର) ୨୦୦

- ମଞ୍ଜିବର୍ଷା (୧ୟ) ୧୪୬, ୧୪୭,
ମଞ୍ଜିବର୍ଷା, (୨ୟ) ୧୪୭
ମଞ୍ଜିବର୍ଷା, (୩ୟ) ୨୦୦
ମନ୍ଦ, ୧ୟ ୧୪୨
ମର୍ତ୍ତପାଣି ୨୧୩, ୨୧୪, ୨୦୫
ମହୀ, ଅଥେବେ ୨୦
ମନ୍ତରେବୀ ୯୨, ୮୭, ୧୨୩
ମନୁଜାର୍ଥିବେ ୧୯୯
ମନୁଜମର୍ଦ୍ଦିନ ଦେବ ୧୫୨, ୧୫୩, ୧୫୪, ୧୨୯,
୧୫୬, ୧୬୧, ୨୩୬
ମନୁଜାମାଧବ ୧୫୦, ୧୫୮
ମର୍ତ୍ତପାଣି ୨୦୩, ୨୦୪
ମନ୍ତନ ୫୦
ମନ୍ତରତ୍ତ୍ଵ, (ମନ୍ତରଥ) ୧୬
ମନ୍ତରଥ ମୌର୍ଯ୍ୟ ୯୮
ମନ୍ତପୁର (ମନ୍ତଶୋର) ୮୧
ମନ୍ତଲ ଲୋକନାଥ ୧୭୭
ମନ୍ତିତବିଧୁ ୧୬୩, ୧୬୭, ୧୭୧, ୨୦୧
ମାତ୍ରନ ୨୪୮
ମାତ୍ରାଚିକିତ୍ସାଳୟ (ଦେବଶୂହ) ୫୫୮୮
ମାମ୍ବଗର ୩୦୮, ୩୧୭, ୩୨୧, ୩୩୩, ୩୩୪,
୩୩୫, ୩୩୬
ମାମଲାଜୀତି (ତାମଳ) ୨୬
ମାମଲିଷ୍ଟି ୨୬
ମାମ୍ବୁର ୨୬୭
ମାମୁକ ୨୭
ମାମୋଦର ଶୁଷ୍ଠ ୧୮, ୨୨, ୧୩୮, ୩୨୧
ମାମୋଦରପୂର ୬୦, ୬୧, ୬୨, ୮୯, ୯୧, ୯୮
ମାମୋଦରପୂରେର ତାତ୍ତ୍ଵାସମ ୧୪, ୧୬, ୧୭,
୧୮, ୧୯, ୨୦, ୮୧, ୮୩, ୯୮
ମାକିଳାଟ୍ୟ ୨୮୫, ୨୮୬, ୩୨୯
ମାକିଳାଟ୍ୟ ଆଚୋର ବାରିଯନ ଜାତିର
ଶର୍ମାରେର ଆବିକାର ୨୨
ମାକିଳାଟ୍ୟ ଜ୍ଞାନି ଅଧିକାର ୨୨
- ମାହଲେଇ କଳାଚାରୀ ବା ଚେଲୀବଂଶ ୩୦୭
ମିନାଙ୍ଗପୁର ଜେଲୀ ୬୦, ୬୧, ୭୮, ୯୮, ୨୦୪,
୨୦୮, ୨୨୫, ୨୩୭, ୩୨୬, ୩୩୦
ମିଲୀ, ପୂରାତନ, ଧଂମାବଶେଷ ୮୧
ମିରୋକ ୨୭୭, ୨୮୦, ୨୮୧, ୨୮୨ ଟିକା
ମିଲୀ ୩୦୩, ୩୪୧
ମିଲୀର ତୋମର ରାଜବଂଶ ୩୩୭, ୩୩୮
ମିଲୀର ଲୋହ ପ୍ରତ୍ୟେ ଖୋଲିତ ଲିପି ୪୧, ୪୨,
୪୨ ଟିକା
ମିଶ୍ରବାସୋଦୟା ଗ୍ରାମ ୩୩୦
ମିଶ୍ରବର ଜୈନ ମନ୍ଦିରାର ୧୧୪, ୧୧୬
ମିଶାକରମେନ ୮୭, ୮୯
ମିଶ୍ର ୨୭୭
ମୌରବ୍ରହ୍ମ ମିତ୍ର ୩୨, ୩୩
ମୌନାର (ଶୁର୍ବ୍ର ମୁଦ୍ରା) ୫୦, ୬୦
ମୌନେଶ୍ଚର ଉଟ୍ଟାଚାର୍ୟ ୩୦୯, ୩୩୬
ମୌପକର ଶ୍ରୀଜ୍ଞାନ (ଅତୀଶ) ୨୩୭, ୨୬୧,
୨୬୩
ମୁହୂର୍ତ୍ତ ୧୮
ମୁଲକ ୨୫
ମେଟ୍ ୩୪୬
ମେଡ଼ିଲିଆମ ୧୫୦
ମେଣ୍ଡରମାର୍କ ୧୨୧
ମେନ୍ଦଦେବୀ ୧୭୬, ୧୭୯, ୨୦୧
ମେବଶ୍ରତୀ ୧୬୪, ୧୬୫, ୨୩୦, ୨୩୫
ମେବଗଣେର ରଖ୍ୟାତୀ ୧୯
ମେବତ୍ତଣ, (ମାଲବରାଜ) ୯୯, ୧୦୬, ୧୦୭,
୧୧୭, ୧୨୧
ମେବଶୂହ (ମାତ୍ରାଚିକିତ୍ସାଳୟ) ୫୫୮୮
ମେବଜ୍ଞାମ ୨୮୩, ୨୮୮
ମେବକଟ ମାନ୍ଦୁକ ତାଙ୍ଗୀର କର ୧୪୨, ୧୭୨,
୧୮୦, ୧୮୨, ୩୭୮
ମେବଗାଲ ୧୬, ୧୬୯, ୧୭୧, ୧୯୪, ୧୯୮,
୨୦୧, ୨୦୩, ୨୦୪, ୧୦୬, ୨୦୭, ୨୦୮,

- ୨୦୯, ୨୧୦, ୨୧୧, ୨୧୨, ୨୧୩, ୨୧୪, ୨୧୫,
୨୧୬, ୨୧୮ ଟିକା, ୨୧୭, ୨୧୮, ୨୨୦,
୨୩୧, ୨୩୨, ୨୩୩, ୨୩୪, ୨୩୫, ୨୩୬
ଦେବପାଳେର ଖୋଲିତ ଜିଲ୍ଲା ୧୦୦
ଦେବପାଳେର ତାତ୍ରଣାସନ ୧୬୧, ୧୬୨, ୧୬୩,
୨୧୩
ଦେବପାଳୀ ଆବିହତ ବିଜୟ ମେନେର ଶିଳା-
ଲିପି ୩୦୮, ୩୧୨, ୩୧୫ ୩୧୬, ୩୧୭,
୩୧୯,
ଦେବଭୂମି ସାମ୍ବେତୁତି ୬୪
ଦେବବିଷ୍ଣୁ ୬୯
ଦେବକଞ୍ଚିତ, ପୌଟିପିଠି ୨୮୫, ୨୮୬, ୨୦୭
ଦେବରାଜ ୧୪୩, ୧୫୧
ଦେବରାତ୍ରି ୫୦
ଦେବରତ୍ନୀ ୧୨୩
ଦେବଶଙ୍କି ୧୪୪, ୨୧୧
ଦେବୋପାନ୍ଥ ୫୭, ୨୨୦
ଦେବେତ୍ର ୧୦୯
ଦେଶାବଳୀ ୨୮୬
ଦେହନାଗୀ ଦେବୀ ୨୨୮
ଦେହେକ ୨୬୪
ଦୌଳତପୂର ୨୧୯
ଦୌଳତପୂର କଲେଜ ୧୦୬
ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଲରାଜ ୧୦, ୨୪୮
ଦକ୍ଷିଣ ମନ୍ଦିର ୨୪୯
ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ (ରାଜ୍) ୨୮୯, ୨୯୦, ୩୦୯,
୩୧୦, ୩୧୬
ଦକ୍ଷିଣ ଜାଟ (ଦକ୍ଷିଣ ଜାଟାଟ) ୨୯୦
ଦକ୍ଷିଣ ସଙ୍କ୍ରମ ୫୧
ଦକ୍ଷିଣରେ ନୌୟୁକ୍ ୩୦୮, ୩୦୯
ଦକ୍ଷିଣାପଥ ୮, ୧୦, ୫୦, ୧୮୯, ୨୨୦, ୨୮୭
ଦକ୍ଷିଣାପଥ ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମାନ୍ୟ ୧୪୭
ଦକ୍ଷିଣାପଥ ବାମୀ ଆଧିମ ମାନ୍ୟ ୭
ଦାରଶାନିତ୍ୟ (ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡ) ୮୪, ୮୭
ଦାରାବତୀ (ଜ୍ଞାନ୍ୟା ବା ଅର୍ଥାତ୍) ୧୧୬,
୧୨୮
ଦୋଷପରକଣ (ଗୋବର୍କନ) କୌଶାୟୀର ୨୭୭,
୨୮୦, ୨୯୦
ଦୂର୍ଧ୍ଵ ୧୯୮
ଦୂରିତ ୧୯
ଦୂରିତ୍ୱଗଣେର ଭାରତବର୍ଷ ଅଧିକାର ୨୦
ଦୂରିତ୍ୱଗଣେର ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରସେ ୨୦
ଦୂରିତ୍ୱଗଣେର ବାବିଲମ୍ ଅଧିକାର ୨୦
ଦୂରିତ୍ୱ ଜାତି ୧୩, ୧୯, ୨୬, ୨୮
ଦୂରିତ୍ୱଜାତି, ଅର୍ଥାବର୍ତ୍ତ ୨୨
ଦୂରିତ୍ୱଜାତି କର୍ତ୍ତ୍ରକ ଐରାଣ ଓ ବାବିଲମ୍
ଅଧିକାର ୨୦
ଦୂରିତ୍ୱଜାତି, ମାକ୍ଷିପାତ୍ରେ ୨୨
ଦୂରିତ୍ୱଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ବାସଭୂମି (ଭାରତବର୍ଷ)
୨୦
ଦୂରିତ୍ୱ ଆୟା ୧୩
ଦୂରିତ୍ୱଜାତି, ମଗ୍ଧର ଆଧିମ ଅଧିବାସୀ ୨୦
ଦୂରିତ୍ୱଜାତି, ସଙ୍ଗେ ଆଧିମ ଅଧିବାସୀ ୨୦
ଦୂରିତ୍ୱଜାତିର ସମ୍ବନ୍ଧ, ସଙ୍ଗେଶୀର ଗଣେର ସହିତ
୨୬
ଦୂରିତ୍ୱଜାତିର ବାଲୁଚିହ୍ନାନେ ଉପନିଷଦ ୨୦
ଦୂରିତ୍ୱଜାତିର ସହିତ ବାବିଲମ୍ବୀର ଗଣେର
ସମ୍ବନ୍ଧ ୨୨
ଦୂରିତ୍ୱଦ୍ୱରା ୨୦୪, ୨୦୫, ୨୦୬

୪

ଧର୍ମବୈଦ୍ୟ ୨୩୧, ୨୪୧, ୨୪୨

ଧର୍ମପ୍ରକାଶ ୧୦

ଧର୍ମବିଷ୍ଣୁ ୮୨

ଧର୍ମ ୧୮୨, ୧୮୭, ୧୮୮, ୧୯୦

ଧର୍ମଚକ୍ର ୨୯୩

ଧର୍ମପାଳ ୧୧୫, ୧୭୪, ୧୪୯, ୧୨୧, ୧୬୪,
୧୬୪ଟୀକୀ, ୧୬୫, ୧୬୬, ୧୬୭, ୧୬୯,
୧୭୧, ୧୭୩, ୧୮୫, ୧୮୬, ୧୮୭, ୧୮୮,
୧୮୯, ୧୯୦, ୧୯୧, ୧୯୨, ୧୯୩, ୧୯୪,
୧୯୫, ୧୯୬, ୧୯୭, ୧୯୮, ୧୯୯, ୨୦୧
୨୦୨, ୨୦୩, ୨୦୬, ୨୧୩, ୨୧୪, ୨୧୫,
୨୧୬, ୨୩୨, ୨୪୨, ୨୪୪, ୨୫୩, ୨୬୮,
୨୭୧, ୨୭୬

ଧର୍ମପାଠେର ଉତ୍ସପତ୍ତି, ସୟୁଜ୍ଞ ହଇତେ ୧୬୭, ୧୬୮

ଧର୍ମପାଠେର ତାତ୍ତ୍ଵାଶନ ୧୬୩, ୧୬୭, ୧୭୧,
୧୭୬, ୧୯୧, ୨୧୭

ଧର୍ମପାଠେ, ମନ୍ତ୍ରକ୍ଷତ୍ର ୨୪୯, ୨୪୯

ଧର୍ମପଦଳ, ସନ୍ତୋଷମେତେ ୧୬୩, ୧୬୪, ୧୬୫,
୧୬୯

ଧର୍ମମିତ୍ର, ଡିକ୍ଷୁ ୨୨୪

ଧର୍ମପାଞ୍ଜିକା (ଧାମେକ) ୨୯୩

ଧର୍ମାଦିତ୍ୟ ୯୫, ୯୬, ୯୮

ଧରମେନ, ବଳଭିତ୍ତି ୬୯

ଧଲଭୂମ ପରଗଣୀ ୧୦

ଧାତବ ଅନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପକ୍ଷତି ୪

ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ୩

ଧାତୁକା କଥନାର ଥନି ୯

ଧାନାଇନ୍ଦ୍ର ୯୯, ୬୦ ଟିକା, ୮୯

ଧାମ୍ୟୁଶ ୨୦୨, ୨୬୮

ଧାରାବାଡ ଜେଲୀ ୧୮୯

ଧୂମଟ ୯୬

ଧୂର୍ତ୍ତ୍ୟୋଦ ୩୩୦

ଧୂତିପାଳ, ନଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୬୧, ୬୨

ଧୂତିମିତ୍ର, ଅଧିମନ୍ତ୍ରିକ ୬୧, ୬୨

ଧୈର୍ଯ୍ୟ ୩୨୭

ଧ୍ରୁବ (୧ୟ) ୨୦୦

ଧ୍ରୁବ (୨ୟ) ୨୦୦, ୨୨୦

ଧ୍ରୁବ ଦେବୀ ବା ଧ୍ରୁବ ବାହିନୀ ୫୮, ୮୭, ୧୨୨,

ଧ୍ରୁବ ଧାରାବର୍ଧ ୧୨୭, ୧୪୫, ୧୪୭, ୧୪୮,
୧୪୯, ୧୫୦, ୧୭୩, ୧୭୭, ୧୭୮, ୧୮୦,
୧୮୨, ୧୯୩, ୧୯୭, ୨୦୦, ୨୪୦, ୨୫୪

ଧ୍ରୁବ ଧାରାବର୍ଧ (୩ୟ) ୨୦୦

ଧ୍ରୁବଶ୍ରୀ ୫୮

ଧ୍ରୁବମନ୍ଦମିତ୍ର ୧୬୪

ଧ୍ରୁବମନ୍ଦମିତ୍ର ଅଣୀତ ମହାବଂଶାବଳୀ ୧୩୭

ଧ୍ରୁବମନ୍ଦ ମିଶ୍ରର ସମୟ ୧୩୮

ଧ୍ରୁବିଳାଟି ପ୍ରାମ ୯୫

୮

ନଗରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧୂତିପାଳ ୬୧, ୬୨

ନଗରାହିର ନଗର ୨୧୧

ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବହୁ ୨୪ଟୀକା, ୪୪ଟୀକା, ୧୩୦,

୧୩୪, ୧୩୫, ୧୩୭, ୧୩୮, ୧୩୯, ୧୪୨,

୧୪୩, ୧୪୪, ୧୪୬, ୧୪୭, ୧୪୮, ୧୬୪,

୧୬୭ଟୀକା, ୧୬୮, ୧୬୯, ୧୭୦ଟୀକା,

୧୮୦ଟୀକା, ୧୯୬, ୧୯୭, ୨୦୬ଟୀକା,

୨୧୭, ୨୨୬, ୨୩୨, ୨୩୩, ୨୩୪, ୨୦୮,

୨୪୩, ୨୪୮, ୨୪୯, ୨୫୫, ୨୬୮, ୨୬୯,

୨୭୦, ୨୭୧, ୨୭୩, ୨୮୭, ୨୮୯, ୨୯୦,

୨୯୪, ୨୯୯, ୩୦୪, ୩୨୧, ୩୨୨, ୩୯୧,

୩୯୯, ୩୯୯ଟୀକା

ନର୍ତ୍ତବ ମୂତ୍ତି ୫୧ଟୀକା

ନର୍ମାଦା ଜେଲୀ ୭୫, ୨୮୮, ୩୨୬, ୩୯୭

ନର୍ମବାଜ ୪୪

ନର୍ମବାନ୍ଧ ୩୦

ନର୍ମୀ ୪୯

ନର୍ମୀବଳାକ ପ୍ରାମ ୨୦୯

- ଅନ୍ଦୋର ୧୪୨
 ଅନ୍ଦୋଡ ୧୪୨
 ଅନ୍ତରାରୀଣ ୧୯୮
 ଅନ୍ତିମପାଳ ମଜୁମାର ୩୨୧, ୩୨୪ଟିକା,
 ୩୭୧, ୩୬୫, ୩୬୬
 ଅର୍ଗ୍ରୀଆ ୩୬, ୭୧, ୮୨, ୧୪୧, ୨୧୦
 ଅରକ ୩୩୩
 ଅରେଖ ଦେବ ୧୨୨
 ଅରସିଂହ ୨୩୦, ୩୦୭, ୩୦୯
 ଅରସିଂହଶୁଷ୍ଠ (ବାଲାଦିତ୍ୟ) ୭୩, ୭୪, ୮୭,
 ୧୦୬, ୧୧୮
 ଅରସିଂହଶୁଷ୍ଠେର ସର୍ବମୁଦ୍ରା ୭୨
 ଅରସିଂହମଲ୍ଲିରେର ଶିଳାଲିପି ୨୬୨, ୨୭୮
 ଅରସିଂହମୁଦ୍ରି ୩୦୩
 ଅରସିଂହାର୍ଜୁନ (କ୍ରମଲ ମଣତାଙ୍ଗ) ୨୮୩
 ୨୯୦
 ଅରେଖଶୁଷ୍ଠ ୧୦୨, ୧୦୪
 ଅରେଖାଦିତ୍ୟ ୧୦୫
 ଅରେଖାଦିତ୍ୟେର ସର୍ବମୁଦ୍ରା ୧୦୦, ୧୦୬
 ଅରସର୍ହା ୮୧, ୬୭
 ଅଜ ୩୭୫
 ଅଜିମୀକାନ୍ତ କ୍ଷୁଟ୍ଶାଲୀ ୧୧୮ଟିକା, ୨୧, ୨୭,
 ୧୧୯, ୧୨୦, ୧୨୨, ୧୫୬, ୨୦୪, ୩୦୪,
 ୩୨୧, ୩୨୯
 ଅବଦୀପ ୦୫୬, ୩୫୭
 ଅବୀରଚଞ୍ଚ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୯
 ଅବ୍ୟାଜୀବକ ୧, ୧୮୮ଟା, ୨
 ଅବ୍ୟାପ୍ତରେର ସ୍ଥାନ ୧, ୫, ୮, ୯, ୧୧
 ଅବ୍ୟାବକାଶିକା ୯୬, ୯୭
 ଅବସରତ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ୨୯୦
 ଅବସରତ ଶାହ ୨୯୦
 ଅବନ ଦେବୀ ୧୨୩
 ଅବଗାଳ ୨୦୨, ୨୦୭, ୨୧୭, ୨୧୮, ୨୬୦,
 ୨୬୧, ୨୬୩, ୨୭୪, ୨୮୬, ୩୦୦, ୩୦୭
 ଅବିକା ଏଃସ ୨୦୯
 ଅବିନାତ (ଉପରିକ) ୪୯, ୯୬
 ଅବିନେବ (ଉପରିକ) ୯୬
 ଅବିପୁର ଚିତ୍ରଶାଳାର କୀମିକ ୨୧
 ଅବିପୁରେର ଶିଳାଲିପି ୨୫୮
 ଅବିପୁଜକଜାତି, ବଞ୍ଚଦେଶେର ୨୬
 ଅବିଭଟ (୧ମ) ୧୪୩, ୧୪୪, ୨୦୧
 ଅବିଭଟ (୨ୟ) ୧୪୪, ୧୪୯, ୧୭୭, ୧୮୦,
 ୧୮୧, ୧୮୨, ୧୮୩, ୧୮୫, ୧୮୭, ୧୮୮,
 ୧୮୯, ୧୯୧, ୧୯୨, ୧୯୩, ୧୯୪, ୨୦୧,
 ୨୦୬, ୨୦୭, ୨୧୧, ୨୧୬
 ଅବିଭଟ ଦିତ୍ତିରେର ଶିଳାଲିପି ୧୮୩
 ଅବିଗ୍ରହ ଢାକଣ ୩୫୮
 ଅବିଧରୀ ୯୧
 ଅବିମେଳ ୪୯
 ଅବିବରଣୀ ମହାରାଜଗଣ ୨୯୩, ୨୯୦୮ଟିଟା
 ଅବିବଲୋକ, ୧୯୫, ୧୯୬, ୧୯୭
 ଅବାଜୁନ୍ମୀ ପର୍ବତେ ଶୋଗୀକା ଶ୍ଵହାର
 ଶିଳାଲିପି ୯୯
 ଅବାର୍ଜନ୍ନୀ ପର୍ବତେ ଶୋମଶ୍ଵରି ଶ୍ଵହାର ଶିଳା-
 ଲିପି ୯୯
 ଅବାର୍ଜନ୍ନୁ ପର୍ବତେ ବତ୍ରି ଶ୍ଵହାର ଶିଳାଲିପି ୧୯
 ଅବୋଟୋର ମହକ୍ରମ ୯୧
 ଅବାସ୍ୟଦେବ ୩୦୮, ୩୧୧, ୩୧୮ ୩୭୬
 ଅବାସ୍ୟଶୁଳ ୨୩୩
 ଅବାସ୍ୟଶୁଳର ଗ୍ରାସେ ଆବିକୃତ ଅରସିଂହ ଶୁଷ୍ଠେର
 ସର୍ବମୁଦ୍ରା ୭୯
 ଅବାକ ୭୮, ୭୯
 ଅବାରୀଣ ୨୬୨
 ଅବାରୀଣ (ଅଧିକୃତ) ୦୨୭
 ଅବାରୀଣଦେବ ୧୧୯
 ଅବାରୀଣପାଳ ୧୭୬, ୨୦୨, ୨୦୩, ୨୦୭,
 ୨୧୭, ୨୧୮, ୨୨୦, ୨୨୩, ୨୨୨, ୨୨୪,
 ୨୨୫, ୨୭୨, ୨୮୫

- ନ ରାଯ়ଣପାତେର ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନ ୧୮୦, ୧୮୩, ୧୮୭, ୨୦୩, ୨୧୮, ୨୨୨
ନାରୀଅଧେର ଛମୋଗପରିଶିଳ୍ପିକ କାଳି ୨୦୦, ୨୧୦, ୨୧୦ୟାକା
ନାରୀଅଧ୍ୟନ୍ୟତ (ମହାମାର୍କିବିଷୟିକ) ୩୦୯
ନାରୀଅଧ୍ୟକ୍ଷା (ମହାମାର୍କାଧିପତି) ୧୨୩, ୧୯୮
ନାଲମ୍ବ (ନାଲମ୍ବ) ୧୧୫, ୨୦୬, ୨୦୮, ୨୦୯, ୨୨୬, ୨୩୦, ୨୩୭, ୨୪୬, ୨୫୧, ୨୯୭, ୩୬୨, ୩୪୭, ୩୪୮, ୩୫୨
ନାଲମ୍ବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୁକ୍କମୂର୍ତ୍ତି ୨୦୯, ୨୧୦ୟାକା
ନାଲମ୍ବାର ମହାବିହାର ୨୧୨, ୨୬୦
ନାଲମ୍ବ ଓ କିର୍ତ୍ତମଣିଆଧିମୁଖ୍ୟମୁଖ୍ୟ ୩୦୧
ନାଲମ୍ବାର ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନ ୨୧୦
ନାଲମ୍ବାସୀ, କଳ୍ପାଗନ୍ଧି ଚିଷ୍ଟାମଣି ୨୪୫
ନାମତ୍ୱର ୧୪
ନାମିକ ପ୍ରଦେଶ ୧୮୪
ନିଧିଲ ନାଥ ରାଜ୍ ୮୪ୟାକା
ନିଜାମଟାନ୍ଦୀନ ୩୫୬
ନିଜାମେର ରାଜ୍ ୩
- ନିଜାବଳ ୨୮୩
ନିଜାବଲେର ବିଜୟରାଜ ୨୯୦
ନିଧାନପୁର ୧୧୦, ୧୨୭, ୧୨୩, ୨୦୯
ନିଧାନପୁରେର ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନ ୧୧୧, ୧୧୨
ନିନିତ୍ (Nineta) ୨୫
ନିମିନାଳ ତୌର୍ଥକର ୨୯ୟାକା
ନିଂବାହାର ୨୧୧
ନୌଲଙ୍ଗୁଡ଼ ୧୯୩, ୨୦୯
ନୌଲରାଜ ୧୦
ନୃତ୍ୟାଗୋପାଳ ରାଯ୍ ୨୬୮
ନୃପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବନ୍ଦ ୩୩
ନେପାଳ ୧୦, ୮୬, ୮୯, ୧୧୪, ୧୬୪ୟାକା, ୧୯୯, ୨୧୧, ୨୨୯, ୩୦୪, ୩୧୮, ୩୫୪
ନେପାଳେ ପଶୁପତିନାଥ ମନ୍ଦିର, ୧୨୮
ନେପାଲରାଜଗଣେର ସଂଶୋଭଣୀ ୩୧୮
ନେପାଲେର ଲିଙ୍ଗବି ସଂଶ ୧୨୮
ନେହକାଟି ୨୦୭
ନୋରୀଆ ୩୫୬, ୩୬୭
ନୋକାମେଳକ ୨୮୦, ୨୮୧, ୨୯୦
ନୋର୍ଜୀ ୧୧୩, ୧୧୪

୩

- ପକ୍ଷାକାର ୩୫୦
ପକ୍ଷଗୋଡ଼ ୨୭୦
ପଦ୍ମେ ମହକୁମା ୧୧
ପକ୍ଷକୁଳ୍ୟବାଙ୍ଗକ ୮୧
ପକ୍ଷକୁଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକ ତ୍ରାଣକ ୧୬୪
ପକ୍ଷଭାରତୀର ମୂର୍ତ୍ତିପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁତ ପ୍ରାମେ ୬୨
ପକ୍ଷନନ୍ଦ ୩୪, ୩୬, ୬୮, ୧୩୯, ୧୦୨, ୧୨୦, ୨୧୯, ୨୧୫, ୨୭୫, ୩୦୭, ୩୦୮, ୩୦୯
ପକ୍ଷରଙ୍ଗ ୨୭୨, ୩୬୨
ପକ୍ଷାବଳ ମିତ୍ର ୧୨
ପକ୍ଷାବଳ ମିତ୍ରି ୩୧୩
ପକ୍ଷମହାଦେବୀ ଚିତ୍ରମତିକା ୩୧୩
ପର୍ମଦତ, ଶୁରାଟ୍ରେର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ୬୮
ପତିକ ୩୬
ପଥାରି ୧୯୫, ୧୯୬
ପଞ୍ଚବାର୍ଥ ଡକ୍ଟରାର୍ଥ ବିଜ୍ୟବିନୋଦ ୧୧୧, ୧୨୪
ପର୍ମଦତ ୧୨୫
ପଦ୍ମପ୍ରଭ ତୌର୍ଥକର ୨୯ୟାକା
ପଦ୍ମା ୨୮୦
ପଦ୍ମବସ୍ତ୍ର ୨୮୩
ପଦ୍ମବସ୍ତ୍ର ସୋମ ୨୯୦
ପମହିଆମ ୩୪୪
ପଞ୍ଚବାର୍ଥେର କର୍ଣ୍ଣଟକଶବ୍ଦାନୁଶାସନ ୨୭୦

- ପରକେଶବୀର୍ଣ୍ଣୀ (ରାଜେନ୍ଦ୍ରଚୋଲ ୧ୟ) ୨୪୭
 ପରମଦ୍ଵୀଦେବ ୩୩୯
 ପରମାତ୍ମ-ରାଜଗଣ ୨୫୮
 ପରବଳ (ରାଷ୍ଟ୍ରକୁଟ୍ସିଂପାଇ) ୧୯୫, ୧୯୬, ୧୯୭
 ପରଙ୍ଗ-ଫଳକ ୧୧
 ପରିଶ୍ରେଷ୍ଟ୍ୟ ୨୬୧
 ପରିତ୍ରାଜ କବିଶ୍ଳୟ ୬୯
 ପରିହାନ-କେଶବ ୧୩୦, ୧୩୧
 ପରିହାସପୁର ୧୩୦
 ପରେଶଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାର ୪୬
 ପଲକରାଜ ୧୦
 ପଲବଗଣ ୧୫୦, ୧୮୪
 ପଲାଶବୃକ୍ଷ ୭୮
 ପଲିଯା ୨୦୨
 ପଦବନ୍ଦେବତା ୧୪
 ପଦିତ୍ରକ ବିବରପତି ୨୭
 ପଞ୍ଚମ ଖାଟିକା ୩୦୯
 ପଞ୍ଚମାସ ଡୋଜନ ୩
 ପାଇଦୋର ୨୬୬
 ପାଇକୋରେର ଶୁଣ୍ଠାଲପି ୨୬୫, ୨୬୫ଟିକା
 ପାଦାଳା ଧିରହୟର ୨୬
 ପାକାଳ ୧୯୧, ୧୯୨
 ପାଜଟାର (F. E. Pargiter) ୨୪, ୨୭
 ପାଞ୍ଚାବ ୩୬, ୧୯୨
 ପାଟନା ୪୬, ୫୧, ୩୫୨
 ପାଟନୀ ଜେଲୀ ୮୫, ୨୦୮, ୨୧୨ଟିକା, ୨୨୧,
 ୨୬୬, ୨୯୭, ୩୨୪, ୩୪୭
 ପାଟିଲିପୁତ୍ର ୩୪, ୪୮, ୫୦, ୫୫, ୫୬, ୯୯,
 ୧୧୦, ୧୧୧, ୧୧୪
 ପାଟିଲିପୁତ୍ରେ ଆବିଷ୍ଟ ଶୁଣ୍ଠାଜଗଣେର ମୁଦ୍ରା
 ୪୬
 ପାଟିଲିପୁତ୍ରେର ଧର୍ମବିଶେଷ ୩୭, ୩୮, ୪୬
 ପାଟିଲିପୁତ୍ରଭୂଷଣ ୨୦୯
 ପାଟିଲିପୁତ୍ର, ମଗଧେର ରାଜଧାନୀ ୩୦
- ପାପିପଥେର ମୁକକ୍ଷେତ୍ର ୩୪୦
 ପାରୋଲି ୩୨୪
 ପାତିତ୍ୟଦୋଷ ୨୩
 ପାଶୁନଗର ୧୫୩, ୧୫୫
 ପାଞ୍ଚମୀ ୧୫୨, ୧୫୩, ୧୫୬
 ପାଞ୍ଚେ ରାମାବତ-ରାଜମୀ ୩୨୪ଟିକା
 ପାଞ୍ଚ୍ୟ ୩୧, ୪୪, ୨୪୧
 ପାର୍ମିକ ୨
 ପାର୍ବତ୍ସମାଜ ୩୬
 ପାରନଗରେର ଧର୍ମବିଶେଷ ୧୪୨
 ପାରମ୍ୟ ୨୫୩
 ପାରୀ (Paris) ୫୫
 ପାଲକୁଳ ୨୯୮
 ପାଲବଂଶ ୩୦୭, ୩୪୮
 ପାଲବଂଶୀୟ, ୫୧ଟିକା
 ପାଲରାଜଗଣ ୧୪୧, ୧୬୩, ୧୬୪ଟିକା, ୧୬୬,
 ୧୭୧, ୨୧୭, ୨୨୦, ୨୨୨, ୨୨୫, ୨୭୮,
 ୨୭୬, ୨୮୬
 ପାଲରାଜଗଣେର ଉତ୍ତପତ୍ତି ୧୬୧, ୧୬୮, ୧୬୯
 ପାଲରାଜଗଣେର ଖୋଲିତ ଲିପି, ସଙ୍ଗେର ୧୭୧
 ପାଲରାଜଗଣେର ଜୀତି ନିର୍ମିଯ, ସଙ୍ଗେର ୧୭୦
 ପାଲରାଜଗଣେର ତାତ୍ତ୍ଵଶାସନ, ସଙ୍ଗେର ୧୬୬
 ୧୬୭, ୧୬୯
 ପାଲରାଜବଂଶ, ସଙ୍ଗେର ୧୪୫, ୧୧୯, ୧୭୨,
 ୧୧୮, ୨୪୮
 ପାଲମାତ୍ରାଜ୍ୟ ୨୦୩
 ପାଲମାତ୍ରାଜୋର ଶିଳ ନିର୍ମଳ ୩୨୭
 ପାଲମାତ୍ରାମ ୩୬୮
 ପାଲମବାଗ୍ରାମ ୨୦୯
 ପାଲିତକ ୧୯୮
 ପାର୍ବନାଥ ତୀର୍ଥକର ୨୯ ଟିକା
 ପାର୍ବନାଥ (ମୁର୍ତ୍ତି) ୫୮
 ପାର୍ବନାଥ ପର୍ବତ ୨, ୨୧ଟିକା
 ପାୟପନିର୍ମିତ ବୈଷ୍ଣୋ ୩୫

- ପିଟପୁରମ (ପିଟପୁର) ୫୦, ୨୮୫, ୨୮୬
 ପିଯୋଲି ମଣ୍ଡଳ ୩୩୦
 ପିଲାପିକାନୟ ୨୦୯
 ପି-ଲୋ-ହୋ-ଲୋ ୧୪୧
 ପିଟପୁର (ପିଟପୁରମ) ୫୦
 ପିଠୀଟୋ ୨୮୬
 ପୌତି ୨୮୭, ୨୮୮, ୨୮୯, ୨୮୬, ୨୮୭, ୩୦୧,
 ୩୦୨
 ପୌତିର ଛିକୋର ସଂଶେ ୩୦୭
 ପୌତାସର ଦେବଶର୍ମା ୨୯୪
 ପୌତାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ୨୩୦
 ପୁଟିଆ ୨୬୮
 ପୁଡ୍ଯାଗ୍ରାମ ୧୫୪
 ପୁଣ୍ଡ ଜାତ ୧୭, ୧୮
 ପୁଣ୍ଡ ସର୍କନ୍ ୧୭, ୬୦
 ପୁଣ୍ଡ ସର୍କନ୍ତୁଙ୍କି ୬୧, ୬୨, ୬୩, ୭୭, ୭୮, ୭୯
 ପୁରଶ୍ଵର ୬୪, ୭୦, ୭୨, ୭୩, ୭୫, ୧୧୨
 ପୁରଶ୍ଵରେର ସର୍ମ୍ମୟା ୭୦
 ପୁର୍ଣ୍ଣଚାନ ନାହାର ୧୯୮୩
 ପୁର୍ବବ୍ୟାନିକ ହରିର ପାଟକ ୮୧
 ପୁର୍ବମର ୧୯୯
 ପୁର୍ବମର କାବ୍ୟଭାର୍ତ୍ତ ୧୩୬, ୧୩୭
 ପୁର୍ବମର ୩୨
 ପୁର୍ବମର ଆଟପାଢ଼ା ୧୨୦
 ପୁର୍ବମର ୪୩, ୩୦୨
 ପୁର୍ବମର ୧୯୯
 ପୁର୍ବମର ୫୫, ୨୧୧
 ପୁର୍ବମର ୨୯ (ଚାଲୁକ୍ୟରାଜ) ୧୦୨, ୧୧୦
 ୧୪୦
 ପୁର୍ବମର ୨୯, ଅକ୍ଷରାଜ ୫୫
 ପୁର୍ବଶ୍ଵର, ହରାଟ୍ରେର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ୬୮
 ପୁର୍ବମିତ୍ର ୬୦
 ପୁର୍ବମିତ୍ରାମ ସୁର୍ଜ ୬୫, ୬୮
 ପୁର୍ବମରା ନଗର ୪୦
- ପୁର୍ବରାଧିପତି ଚଞ୍ଚଲରୀ ୪୮, ୬୭
 ପୁର୍ବରାଧିପତି ପ୍ରାଚୀନ ରାଜସଂଶେ ୪୭
 ପୁର୍ବମନ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥକର ୨୯୮୩
 ପୁର୍ବମିତ୍ର ୩୪
 ପୁର୍ବବର୍ମୀ ୧୨୩
 ପୁର୍ବଚନ୍ଦ୍ର ୨୦୦, ୨୦୫
 ପୁର୍ବଦୀମୋହନଭିନ୍ନ ୨୨୨
 ପୁର୍ବବର୍ମୀ ମନ୍ଦିରାଜ ୧୦୧
 ପୁର୍ବିଆ ଜେଲୀ ୩୨
 ପୁର୍ବିଗ ୩୦୯
 ପୁର୍ବବର୍ମ ୬୦
 ପୁର୍ବବୀଜ ୩୩୭
 ପୁର୍ବବୀଜ ୨୯ ୩୦୯, ୩୪୦, ୩୪୧, ୩୪୪
 ପୁର୍ବବୀର, ୬୦
 ପୁର୍ବବୀରେ ୬୦, ୬୭
 ପୁର୍ବକନ୍ଦମର ୨୧୯
 ପେଶାବର ୨୧୧
 ପେଟୋପ୍ରାଇ ନଗରେର ଚିତ୍ରଶାଳା ୯୦
 ପେହୋରୀ ୨୧୯
 ପୌଣ୍ଡ ଜାତୀୟରାଜିଗତ ୨୬
 ପୌଣ୍ଡ ଦେଶ ୧୨୭
 ପୌଣ୍ଡ ଭୁକ୍ତି ୨୬୩, ୨୯୪
 ପୌଣ୍ଡ ସର୍କନ୍ ୧୧୬, ୧୨୨, ୧୩୩ ଟିକା ୨୯୯
 ପୌଣ୍ଡ ସର୍କନ୍ତୁଙ୍କି ୬୩, ୮୧, ୧୨୦, ୨୪୬, ୨୬୪,
 ୩୨୩, ୩୨୦, ୩୨୬, ୯୯
 ପୌଣ୍ଡ ରାଜ ୧୨୮
 ପ୍ରକାଶ୍ୟଳା (ଅନନ୍ତ) ୮୪ ଟିକା ୮୭
 ପ୍ରକାଶଦିତ୍ୟୋର ସର୍ମ୍ମୟା ୭୦
 ପ୍ରଜାପତିନନ୍ଦୀ ୨୯୬, ୨୯୮
 ପ୍ରଜ୍ଞାବିକ ୧ ଟିକା ୨
 ପ୍ରଜ୍ଞାବିକର ସୁର୍ଗ ୧, ୫, ୬, ୮
 ପ୍ରଜ୍ଞାପତ୍ର ସୁର୍ଗେର ପାଥାଗ ନିର୍ମିତ ଆୟୁଧ ୬, ୭
 ପ୍ରତାପଧ୍ୟେ ୩୪୬
 ପ୍ରତାପଶୀଳ ୧୪୦

- অতাপসিংহ (ধেকরীয় রাজ) ২৮৩, ২৯০
 অতিঠান নগরী ১৮৩, ২৬৩
 অতোহারগণ, শুর্জন জাতির শাখা ১৪২
 অতোহার-শুর্জন বংশ ২২৯
 অতোহারবাজগণ ১৪১, ১৪২, ১৪৫, ১৮১,
 ২০৫
 অতোহারবংশের শিলালিপি ও তাত্ত্বাসন
 ১৪১, ১৪২
 অচুরেশ্বর মন্দির ৩০৮, ৩১৯
 অপিতামহেশ্বর ২৬৪
 অহরাজপুরা ৩৪৩
 অপিতামহেশ্বর মন্দির ৩০০
 অফুল নাথ ঠাকুর ১১ টীকা ৪৭
 অবোধচন্দ্রোধীয়, কৃষ্ণমিশ্র কৃত ২১৯, ২৬০
 অভাকরবর্ষসন ৯৯, ১০২, ১০৪, ১০৬ ১১১
 ১৪০
 অভ্যর্থনা ১১৫
 অভ্যাবতী শুণ্ডা ৮৭, ৮৯
- অভাস ২১৯
 প্রয়াগ ১৩২, ১৬৩, ৩২৫
 অলব ২০৮
 অন্তরনির্মিত ছুরিকা ৩, ৮
 অন্তরের নির্মিত কুটার ফলক ১
 অন্তরের যুগ ১, ৪
 অহরাজপুরা, রাজপুরোহিত ৩৪৩
 অহস ২৭৪
 প্রাগাধুনিক ২
 আগামুদ ৪
 আগ্রেভিহাসিক যুগ ১
 আগ্রজ্যোতিষ, ২০৮
 আচারন শিলানির্মিত অহরণ ১
 আশ্চিন্ত নিম্নপথ, কুবনের উট কৃত ২৮৮
 আর্জুন ৫০
 প্রাসিই ৩০
 প্রিয়দর্শী ৩১

শব্দ

- ফতেপুর ১১
 ফরকারাদ ১১
 ফরিদপুর জেলা ১১, ২৪, ২৫, ১৬, ১১৮,
 ২৩৪, ৩৫৫
 ফরিদপুরের তাত্ত্বালিপি শুণি ২৪, ২৮
 ফুনুনী ২২৭
 ফা-হিয়েন, চৌনদেশীয় ভিক্ষু ৪৪, ৪৫
- ফিটডাল (Fewdal) অণি ৩৫২
 ফিণো (Louis Finot) ১২৪, ১২৫
 ফ্লিট (F. Fleet) ৪০, ৮০, ৮১, ৮৮, ৮৯
 ১৯৬, ১৯৭
 ফুলবাড়ী ৬০
 ফুশে (A. Foucher) ২৩৬
 কোঙ্চু ২৭

ত

- তগৰত শংশীয় ১২৩, ১২৮, ২০৮
 তগৰতীতারা, চন্দ্ৰোপেৰ ২৩৬
- তগৰবানমাল ইন্দ্ৰজী ৪৩, ৬১, ১৪২, ১৪৫
 তটখণ্ডী ৩০৫

- ଭଟ୍ଟ ଶୁରସମିଶ୍ର ୨୦୩, ୨୦୪, ୨୦୬, ୨୦୫
 ଭଟ୍ଟ ଗୋମିଦତ ସାହୀ ୯୬
 ଭଟ୍ଟନାରାୟଣ ୨୦୨, ୨୮୮
 ଭଟ୍ଟ ଶ୍ରୀନିବେଳେକ ଶର୍ମୀ ୩୦୦
 ଭଟ୍ଟବରାହରାତ ୨୦୮
 ଭଟ୍ଟବିଶ୍ୱାତ ୨୦୮
 ଭଟ୍ଟ ଶ୍ରୀବୀହେକରାତ ୨୦୮
 ଭଣ୍ଡୀ ୧୦୨, ୧୦୭, ୧୪୪, ୧୮୧
 ଭଣ୍ଡିର ୧୯୩ ୧୪୯
 ଭଜ୍ଞ ୧୯୬
 ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଦେବଶର୍ମା ୩୨୨
 ଭରଡିଭିହ ୫୬, ୬୦, ୮୮
 ଭରତ ୧୮
 ଭରକଛ ୧୪୨
 ଭରୋଚ ୧୫୨, ୧୪୩
 ଭରୋଚେର କୁର୍ଜିର ବଂଶୀରାଜଗଣ ୧୪୨
 ଭଲ ୪
 ଭବଦେବ ଭଟ୍ଟ ୧୩ ୩୦୩
 ଭବଦେବ ଭଟ୍ଟ ୨୨ (ବାନ୍ଦବଜ୍ବୀଭୂତଜଙ୍ଗ) ୩୦୩
 ଭବଦେବ ଅଟ୍ଟେଟର ପ୍ରଶନ୍ତି ୨୮୮, ୩୦୨
 ଭାଗମପୁର ଜେଳୀ ୫୬, ୫୭, ୬୨, ୮୫, ୨୦୧
 ଭାଗମପୁରେର ତାତ୍ରାଶାସନ ୧୮୦, ୧୮୨, ୧୮୩
 ୧୮୭, ୨୨୨
 ଭାଗବତ ୨୭୨
 ଭାଗୀରଥୀ ୨୮୦, ୨୯୦, ୨୯୬
 ଭାଗାଦେବୀ ୨୦୨, ୨୦୬, ୨୨୬
 ଭାଗ୍ୟବଗୋତ୍ର ୩୦
 ଭାମୁଣ୍ଡପୁ ୮୦ ୮୧, ୮୨ ୮୩, ୮୪, ୮୯, ୯୩, ୯୮
 ଭାଷ୍ମଦେବ ୨୨୬
 ଭାଷ୍ମଦେବର ଶିଳାଲିପି ୨୨୪
 ଭାଦ୍ରାତୀବଂଶାବ୍ଲୀ ୨୬୮
 ଭାମୋ ୧୨୪
 ଭାଷେତ୍ର୍ୟ ୯୯
 ଭାଷ୍ମର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ୧୯୮
- ଭାଷ୍ମରବର୍ଣ୍ଣା (କାମକଳ୍ପ ରାଜପୁତ୍ର) ୧୦୮, ୧୧୦
 ୧୧୧, ୧୧୨, ୧୧୩, ୧୨୩
 ଭାଷ୍ମରବର୍ଣ୍ଣାର ତାତ୍ରାଶାସନ ୧୧୧, ୧୧୨
 ଭାଷ୍ମର ଦେବଶର୍ମା ୩୨୦
 ଭାରତେ ଆର୍ଯ୍ୟଜାତିର ଆଗମନ ୧୦
 ଭାରତେର ଉତ୍ସର ପଢିମ ସୌମ୍ୟାନ୍ତ ୧୩୯
 ଭାରତେର ଆଚିନ ତାତ୍ରମୁଦ୍ରା ୩୨
 ଭାରତ୍ସର୍ ୪୪, ୪୯
 ଭାରତ୍ସର୍ ଆକ୍ରମଣ, ହୃଦୟ ଦୀର୍ଘ ୬୯, ୭୦
 ଭିତ୍ତାଲାଲ ୩୨୪
 ଭିତ୍ତାଲାଲ ୭୨, ୭୩, ୮୮, ୧୧୨
 ଭିଟ୍ଟାରୀପ୍ରାମେ ଆବିଷ୍ଟ ରୂପ କୁମାରଜ୍ଞାନେର
 ରାଜକୀୟ ମୂଦ୍ରା ୧୫
 ଭିନ୍ନିସ ୨୨୭
 ଭିନ୍ଦେଟ ପ୍ରିଥ (V. A. Smith) ୩୮, ୦୬
 ୦୫, ୩୨୮, ୩୩୩, ୩୫୧
 ଭିଲମାଳ ୧୨୨, ୧୪୨, ୧୪୩, ୧୪୪, ୧୪୫ ୧୯୨,
 ଭୀମ ୧ୟ ୨୬୦
 ଭୀମ, କୈବର୍ତ୍ତାଜ ୧୭୪, ୨୫୭, ୨୮୧, ୨୮୧
 ଟିକା, ୨୮୨, ୨୮୩, ୨୯୩ ଟିକା, ୨୯୯
 ଭୀମର ରାଜଧାନୀ ଡମର ନଗର ୨୯୧
 ଭୀମ୍ୟଳ ୨୮୩, ୨୮୪, ୨୮୬, ୨୮୭
 ଭୂରିକାଦେବୀ ୧୪୪
 ଭୂରନେଶ୍ୱର ୪୩, ୩୦୨, ୩୦୩
 ଭୂରନେଶ୍ୱରେର ପ୍ରଶନ୍ତି ୨୮୮
 ଭୃଷୁକଛ ୧୪୨
 ଭେଦାଖାଟେର ଶିଳାଲିପି ୨୫୮, ୨୬୦, ୨୮୮
 ଭୈଷ୍ମୁକାଲିପି ୮୯
 ଭୋଗବତୀ ୧୨୩
 ଭୋଗବର୍ମୀ (ମୌଖିବ ବଂଶୀର ନରପତି)
 ୧୧୨, ୧୨୨
 ଭୋଗେଲ, ପି (P. Vogel) ୪୨ ଟିକା
 ଭୋଜ ୧୯୧, ୧୯୨, ୨୦୩, ୨୦୭, ୨୧୦,
 ୨୧୧ ୨୮୪

- ভোজনের ১ম (প্রতিশাহির বংশীয়) ১৪৩,
 ১৯০, ১৯১, ২০১, ২১৫, ২১৯, ২২০,
 ২২২, ২২৩, ২২৫, ২২৭, ২২৯, ২৪০,
 ২৪৯
 ভোজনের অধিমের পিলালিপি ১৮৮, ১৮৯
 ভোজ (২য়) ২০১, ২০৩, ২২৮, ২২৯
 ভোজকগুণ ৪৪
 ভোজযৰ্ণী ১৫৬, ১৫৮, ২৯০, ২৯১, ৩০২
 ৩০৪, ৩০৬, ৩০৭, ৩১৬
 ভোজযৰ্ণীর তাত্ত্বিকসম ২৭৩, ২৭৬
 ভূমরামলজ্জা ৩০১
 কর্কষ্টসিংহ বিশ্বিত সুর্যাদেবের মন্ত্র ৬৯
 মক্ষরশুষ্প ২০৩
 মগধ ১৭, ১৮, ১৯, ২৩, ২৮, ২৯টীকা,
 ৩০, ৩১, ৩২, ৪৪, ৩৫, ৩৬, ৪৪,
 ৪৫, ৪৬, ৪০, ৪১, ৪৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮,
 ৬৬, ৭০, ৭৭, ৭৮, ৮৪, ৮৫, ৯০, ৯২,
 ৯৪, ৯৮, ১০০, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১৪,
 ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২৭, ১২৯,
 ১৩০, ১৩২, ১৫২, ১৬৩, ১৭০, ১৭১,
 ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১০৭, ১৭৮, ১৭৯,
 ২০৩, ২০৬, ২১১, ২১৪, ২১৫, ২১৯,
 ২২০, ২২২, ২২৪, ২২৭, ২৩০, ২৩১,
 ২৩২, ২৩২, ২৪০টীকা, ২৫০, ২৫৭,
 ২৬১, ২৬২, ২৭৫, ২৮৩, ২৮৮, ২৮৯,
 ২৮৬, ২৯৬, ৩১১, ৩১৩, ৩১৫, ৩২৪,
 ৩২৫, ৩২৬, ৩০১, ৩০৭, ৩৪০, ৩৪৫,
 ৩৪৮, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭
 মগধ আক্রমণ, পৌরিল চলন কর্তৃক ৩২৩
 মগধ, প্রতিরেখের আরণ্যকে ১১
 মগধ, কুষাণ বংশীয় সমাটগনের অধীনে ৩৭
 মগধব্রহ্ম, পৌরিল চলনের ৩০৮
 মগধবিজয় ৩৭
 মগধে আবিকৃত কুষাণ বংশীয় রাজগণের
 মুদ্রা ৩৮
 মগধের অনিয় অধিবাসী জ্ঞবিড় জাতি ২০
 মগধের শুশুরাজবংশ ৪০, ৯২, ১০৪,
 ১২২, ১২৭, ১৫১, ১৭৩
 মগধের রাষ্ট্রকুটবংশ ৩০৭
 মগধের শূশুজাতীয় রাজগুণ ২৯
 মগধে শকাধিকার ৩৯
 মঙ্গলস্থামী ভিক্ষ ৩০২
 মচঃফুলপূর জেলা ৫১, ৫৭, ১১৩
 মঞ্জুষ্মী ৪৪
 মন্টবাই ৫০
 মতিজ ৪২
 মতিমত অধম কুলিক ৮১
 মতিউচ্চজ ১৪, ১৬
 মধুন দেব (বা মহন দেব, রাষ্ট্রকুট বংশীয়)
 ১৪২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৯৬,
 ৩০৭
 মথুরা ৪৪, ৫৫, ৫৮, ৮৫, ৮৮, ২৫৬
 মথুরার নির্বিচ বোধিবৃক্ষ মূর্তি ৩৯
 মদনপাল (গাহড়বাল বংশীয়) ৩২৩
 মদনপাল (পাল বংশীয়) ২০২, ২১৭,
 ২১৯, ২১৬, ২১৮, ৩০২, ৩০৭, ৩০৮,
 ৩০৯, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৭, ৩২৩
 মদনপালের তাত্ত্বিকসন ১১৩, ২১৭
 মদনপালের অশ্বত্তি ২৮০
 মদনপাড় গ্রাম ৩০৮
 মদনপাড়ে আবিকৃত বিশ্বকপ মেলের তাত্ত্ব-
 পালন ৩১৩
 মদনমোহন সাহা ১২০
 মজু ৬৫, ১১১
 মজুক ৪০
 মধুবন ১১৩
 মধুএসিয়া ৩৫, ১৩৫, ১৪০

- মধ্যজীবক ১টাকা, ২
 মধ্যদেশ ৭৩, ৭৭, ৭৮, ২০৪, ৩২০, ৩৩৯
 মধ্যপ্রদেশ ১১, ১৬, ৮০
 মধ্যভারতে আবিষ্ট কৌলক ২০, ২১
 মধ্যভারতে কৌলকলিপির আবিষ্কার ২২
 মধ্যভারতে বাদিকুয়ায় কৌলকলিপির
 আবিষ্কার ২৬
 মধ্যবাটু ২৪২
 মধ্যাধুনিক ২
 মনকুয়ার ৬২, ৮৮
 মনহলি ১১৩
 মনহলির তাত্ত্বিকসমন ২১৭, ২৭৯, ২৯৬
 মণিঅরি পঙ্কলা ৩২৪
 মণিশূল ০৬
 মণিশূল ১২৪
 মণিয়োহন ঘটক ১০৬
 মণিলাল নাহার ১১টাকা
 মণিবাহুকগ্রাম ২০৯
 মঙ্গসংহিতা ১৭২
 মনের বা মূনের (মণিঅরি) ৩২৪, ৩৫২
 মনোমোহন চক্রবর্তী ২৬১, ৩২৮, ৩৩৩
 মনোমোহন মুকুটমণি ২৬৮
 মনোরথ ২৯৮
 মনশোর (আচীন দশপুর) ৮১, ৮৩, ৮৪,
 ৮৮
 মনশোরের শিলালিপি ৮১
 মন্দাৱ ২৬৭
 মন্দারাধিপতি ৩০৯
 মন্দাৱ পর্কিত ১১৭
 মন্দাৱল ২৮৯
 মন্দকন্তসু বা মন্দক ১৪, ২৬
 মন্দবর্ষা ১৫৭, ১৫৯, ১৬০
 মন্দিমাখ, তৌর্থকুর ২৯টাকা,
 মশাইগ্রাম ৪৯
 মহন দেৱ ২৮৩
 মহন বা মধন ৩০৭
 মহস্তাপ্রকাশ (বিষয়) ১৯৮
 মহমুদ ২৪১, ২৫১, ২৫৬, ৩৩৭
 মহমুলাবাদ (সুবকার) ২৯০
 মহমুর-ই-বখতিয়ার ৩৩৭, ৩৪৮, ৩৫১,
 ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৭
 মহমুদ গোৱী ৩৪২
 মহমুদপুর ৫৮, ৬৭, ৭১, ১৩৩, ১০৯,
 ১১৮
 মহমুদ-বিন-সাম ১৪৩, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪১,
 ৩৪২, ৩৫১
 মহাকাঞ্চন ৫০
 মহাকাঞ্চন ১১৫
 মহাকৃত্ত্বপ রাজসিংহ ৫৪, ৫৭
 মহাকৃত্ত্বপ সত্ত্বসিংহ ৫৪
 মহাগুস্তীপার বিষয় ৫৯
 মহাচল্পা (কোচিন, চীন ও আনাম)
 ১১৬, ১২৪
 মহাদেব ৮৫
 মহাবল ৩০
 মহানাম প্রাম ৬৫, ৭১
 মহাপদ্মাবল ৩০ ৩০ টাকা, ৪৫
 মহান্তিবৰ্ণ ২৬, ২৭২
 মহাভূতবর্ণা ১২৩
 মহাযান ৫৫
 মহাযানধর্ম, মহাযানধর্মাত্মবিশেষত্বাত
 ১১৫
 মহাযানাবচারকশাস্ত্র ১১৪
 মহারাষ্ট্র ১৪৫
 মহারাষ্ট্ৰশক্তি ৬৪০
 মহালক্ষ্মী দৈৰ্ঘ্য ৭৫
 মহাত্মাবলী, ক্রষনচন্দ্র প্রণীত ১৩৭
 মহাবোধিবিহার ৩৭

মহাবোধি মন্দির ৩৫টীকা, ৩০১
 মহাবোধি মন্দিরের পাষাণ বেষ্টনীর স্থচী
 ৩৫টীকা।
 মহাবোধি বিহার ১১৪, ১৯৮, ২১২, ২৩১,
 ৩৪৭
 মহাসামস্তাধিপতি, নারায়ণবর্জা ১৯৮
 মহাসার নগর ১১৩
 ২২সেনগুপ্ত ৯৯, ১০৬, ১১১, ১১২, ১২১
 মহাশালগড় ৩০০
 মহিমচন্দ্র মজুমদার ১০৫
 মহীপাল (১ম) ১১টীকা, ৬১, ২০২, ২১৭,
 ২৩৪, ২৩৭, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২,
 ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪০, ২৫১,
 ২৫২টীকা, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭,
 ২৫৮, ৩০১
 মহীপাল, (২য়) ২০২, ২৬৫, ২৭৮, ২৭৮
 টীকা, ২১৯, ২৮০, ২৮৬, ৩০৭
 মহীপালদেব (গুর্জর বংশীয়) ২০১,
 ২০৩, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ২৩১
 মহীপালের তাত্ত্বিকসন ২১৭
 মহীশামক সম্প্রদায়ের বৌকাচার্যাম্ব ৬৮
 মহেন্দ্র ৫০, ৫৮
 মহেন্দ্রগিরি ৫০, ৮৩, ৮৪
 মহেন্দ্রদেব ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬
 মহেন্দ্রপাল ১৮২, ১৯০, ১৯১, ২০১,
 ২০৩, ২১২, ১৪০
 মহেন্দ্র পাল (১ম) ২২৭, ২২৮

মহেন্দ্রপালের রাজ্যকালের মুর্তি, ব্রিটিশ
 মিউজিয়মে ২২৭টীকা
 মহেন্দ্রবর্জা ১২৩
 মহেন্দ্রাদিত্য ৫৮, ৮৭
 মহেন্দ্রাযুধ ১৮৯
 মহেশচন্দ্র শিরোমণি ২৬৮
 মহেশ্বর ১৫৪
 মহেন্দ্র (কাঞ্চকুজ) ১৮৫, ২১৫, ২৩০
 টীকা, ২৭২
 মহোবা ২৪২, ৩০৯
 মহোবার চল্লেজ রাজগণ ১৪১
 মহোবারের শিলালিপি ২৫৯
 মহগনসিংহ (উচ্ছালের অধিপতি) ২৮৩,
 ২৮৯
 মহুরখণ্ডো ১৪৪
 মৎস্যদেশ ১৮২, ১৯১, ১৯২
 মাঝগ্রাম ২৬৮
 মাটিমান্দলী ১৫৮
 মাতৃরাম ৫৮
 মাতৃবিষ্ণু ৮২, ৮৩
 মাতৃস্তাম ১০১
 মাতৃস্তামের অর্থ ১৭১, ১৭২টীকা, ১৭২
 মাতৃস্তাম বঙ্গে ১৭১, ১৭২
 মাদারিপুর মহকুমা ২৩৪
 মাত্রাজ ১, ১০০, ২৭২, ২৮২
 মাজালের চিত্রশালা ১২

অ

মাধব রাজা ৮০, ২৭০, ২৭১
 মাধবগুপ্ত, মাগধরাজপুত্র ১০৬, ১১১, ১১২
 ১১৭, ১১৯, ১২১, ১২২
 মাধবপুর আম ৫৭, ৬৫, ৬৬
 মাধববর্জা, দৈন্ত্রিক ১০০, ১০৮, ১১০

মাধবমেন ৩৩০, ৩৩৭, ৩৪৪, ৩৫৫
 মাধবইনগরে আবিষ্কৃত লক্ষ্মীসন্মের
 তাত্ত্বিকসন ৩২৫, ৩২৬
 মানচূম জেলা ২, ২৪৯
 মানবধর্মশাস্ত্র ১৭

- মাল্লা গ্রামের শিলালিপি ২৬৭, ৩০৮, ৩১২
 মাল্লা দুর্গ ৩০৯
 মাস্তুলেট ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০
 ২০৪
 মাঞ্চবাপুর, ২২৩
 মাস্তুলেটের রাষ্ট্রকৃত রাজগণ ১৪১
 মাইচুক মানোন আর্থ, বাবিলনরাজ ২১
 মাইশকর্ত ১৮৮
 মালতী, ১৬৭, ১৬৯, ১৬০
 মালবহ ১৬২, ১৬৪
 মালবোরার রাজস্থেট ৩০
 মালব, ৪১, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৯৪, ৯৬,
 ৯৭, ৯৮, ৮০, ১০১, ১০৬, ১০৬, ১০৮,
 ১৮২, ১৯২, ১৯৩ টীকা, ১০৬, ২০১
 মালব দেশ, ৬৭, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩
 মালবরাজ ১৪৮
 মালব দুর্বা ৭৭
 মালবের গুপ্তবংশ ১৯
 মালবের প্রাচীন রাজবংশ ৪১
 মালবাদেবী ২২৪, ৩০৬
 মাসার গ্রাম ১১৩
 মার্শল, স্ট্রি জে (Sir J. marshall) ২১০টা
 মাড়গুয়ারের রাঠেরাজগণ ১৪৫
 মিতাজিঙ্গাতি ১৩, ১৪, ১৬
 মিত্র ১৪
 মিত্রবংশের (বা গুপ্তবংশের) মুদ্রা ৪৬
 মিথিলা ১৮, ১৯, ২৯টীকা, ২৩১, ২৩১
 টীকা, ২৪০, ২৬২, ২৮৪, ৩১৮, ৩২৮,
 ৩৩৬
 মিথিলাৰ শতপথ আক্ষণে উল্লেখ ১১
 মিথিলাৰ কাৰ্ণিক রাজবংশ ৩১৮
 মিথিলাৰ আর্মোপনিবেশ ১৩, ১৯
 মিনগ্রান্ট-উস-সিহাজ ৩৪৪, ৩৫২, ৩৫৬,
 ৩৫৮
 মিশন ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২১
 মিশ্রাতু বিশ্বিত অন্ত ১০
 মিশ্রাতুৰ ব্যবহার ১১
 মিহিয়ুল ৭৪
 মুগীস্টুদীন ইযুজ্বলক ৩৫৭
 মুজের (মুলাগিরি) ১১২, ১৯৪, ২০৩,
 ২০৬, ২০৮, ২২৩, ২২৪, ২৪৭, ৩১৩,
 ৩২৪
 মুজেরের তাত্ত্বিকানন ১৬৭, ১৬৮, ১৭৫,
 ২০৪, ২১৩, ২১৬
 মুক্তেমুরা ১৬
 মুদ্রাগিরি বা মুজের ১১২, ১৯৪, ২০৩, ২০৬,
 ২০৮, ২৩৩, ২২৪, ২৪৭, ৩১৩, ৩২৪
 মুদ্রাগিরির যুক্ত ২০৩
 মুরল (কেরল) ২৪৮
 মুক্ত রাজগণ ৪৬
 মুর্মাদাবাদ ৩৯, ১১টীকা, ৮৪, ৯০, ১০৮
 মুদ্রলয়নগ়ণের নামস্থের হস্তে পরামুক্ত
 ১৪৪
 মুসলমান বিজয় ৩১৩, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩৭
 মুসলমানশাসন কর্তৃগণ, সিক্রুদেশের ২২০
 মুন্তসিম বিল্লা ০০৮
 মুলসর্বান্তিকান-নিকায়-বিনয়-সংগ্রহ ১১৫
 মূলক ৯, ১০
 মূর্বিকনগৰ ৪৪
 মৃত্যুজ্ঞ ভট্টাচার্য ১০
 মৃত্যুজ্ঞ রায় কোধুৰী, ১১টীকা, ৪৭, ১১২
 মৃত্যু মুজা (Terrocotta Plaque) ৩৭
 মৃত্যু সক্রিপ্ত ১৪
 মেগাছিন্স, ব্যবসূত, তাহাত বিচিত্ত
 "ইঙ্গিকা" ০১
 মেষ্টি মন্দিরের শিলালিপি ১৪০
 মেষনা ১৫৭
 মেছ ২৩২

মেদিনীপুর জেলা	৬২, ৩৮, ৬৬, ৯১, ২৪৪,	যোকোলীয় জাতি	২৭
	২৮৭	যোজাইফপুর জেলা	২৫৭
মেধাতিথি	২১২	যোধুরীগণ	২৮
মেলগাঁও শিলালিপি	২৪৭	যোধুরী রাজ্য	৯৯
মেবিকা	২০৮	যোধুরীরাজ তোজবর্হা	১২৮
মেখিল	২৭	যোধুরী-রাজবংশ	১১৮, ১২২, ১২৪
মৈনপুরী	১১	যোধুরী বংশজাতি	১১৮
মৈমানিঙ্গ জেলা	৩০৪	যোধুরীজগণ	৩১, ৮৫
মৌম	৩৬	যোধুরীবংশ	০০, ৩৪, ১৪৬
মোবারক উজিয়াল	২৯০	যোধুরাজাঙ্গোর রাষ্ট্রীয় বস্তু	৩২
মোগ বা	৩৬	যোধুরাধিকার কালে ভারতের সুজা	৭২

বক্ষপাল	৩০০, ৩০২
বক্ষপালিত (রাষ্ট্র)	৮৬
বজ্জবতী	১২৩
বজ্জবর্হা	৯৮, ১১২
বছ	১৯১, ১৯২
বছুন্দি সরকার	৩২৪, ৩২৪টীকা
বছুবংশ	১৪৬, ১৫৮, ৩০২
বয়না	২৩০, ৬২, ৬১, ৭৭, ৮২
বয়ন	১৯১, ১৯২
বয়নগণ	৩০
বয়নরাজগণ	৪৬, ৩৬
বয়নরাজ্য	৩৪
বয়নষৌণ বা বয়নষৌণ	১১৬, ১২৪, ২০৯
বয়ন্তু গঃ	শৈলেন্দ্রবঙ্গীয় রাজগণ
বয় তি	১১৬
বয়লুমি	২০৯
বয়ঃকর্ত	২৪৪, ৩০৭

বশোবৈ	৩১৬, ৩৩৩
বশোবৰ্জনদেব	১০৬, ৮৩, ৮৪, ৯৪
বশোভাপুর	৩৪৯
বশোবর্হা	, ১২৯, ১৩০, ২০৩, ২৩১, ২৩১ টিকা, ২৭০, ২৭১, ১৭৩, ২৩৯
বশোবৰ্জপুর	২১১, ১৩০
বশোবহুর জেলা	৭১, ১০৬, ৪৮, ১১৮, ১০৭
বশোবজা	২৭৫
বশুবিল্লব	৪, ৫
বোগদেব	২৯৬
বোগুরত্তমাজা	৩৫০
বোধপুর	২১৯
বোধপুরের শিলালিপি	৩২৩
বোধপুরের রাষ্ট্র রাজবংশ	৩৩৮
বোধেগ	১০, ৫৬
বোগনশ্চী	২০২, ৩০৭, ২৬৬, ২১৬, ২৬৩, ২৬৫

ক্র

ক্ষমসূত্রিক সম্ভাব্য	১১৬
ক্ষমপুর	৯৭, ১১২, ১৫২

- রাষ্ট্রনাথ বৰ্জিত লৌকিক স্টাইলসঁগত ১৭২
 রাষ্ট্রোলি আম, ১২৭
 রক্ত বুল, ৩৬
 রট, ১৪৪, ১৪৬
 রমশূর ২৪৭, ২৪৯, ২৬৭
 রঞ্জনেবী ১৬৭, ১৬৮, ১৯৫, ১৯৬, ২০১
 ২০৬
 রডন ডাটা, স্টৱ ৪৬
 রফতানি, ১২৩
 রচকর দেবশৰ্ম্মা ৩২০
 রমরোতি (রঞ্জিতি) ২২২
 রম্পুরাম চন্দ—১০টাকা, ৩০টাকা, ৪৪, ১০৫
 ১১১, ১২৮, ১৩১, ১৩৪, ১৪৫, ১৪৬
 ১৪৯, ১৫০, ১৫৫, ১৫৯, ২০৭, ২১৪,
 ২১৫, ২৩১, ২৪০, ২৪২, ২৪৪, ২৪৮,
 ২৬২, ২৭১, ২৬৩, ২৭০, ২৯৩ টাকা,
 ৩০৩, ৩০৪, ৩২১, ৩২৯
 রমেশচন্দ্ৰ মজুমদাৰ ৪৪, ৭০, ১১
 রঙোতি ২৯২
 রবিশুণ্ঠ, ৮৪টাকা
 রবেন্দ্ৰনারায়ণ ঘোষ, ২২৫ টাকা
 রয়েল এণ্ড রাস্টিক সোসাইটিৰ প্ৰস্তুকাৰ ৩৪
 রহকৰ দেবশৰ্ম্মা ৩২০
 র্যাঙ্কিং (J. T. Ranking. Jes.) ২০৮
 রাষ্ট্ৰ ৩০৮, ৩১৭, ৩১৮, ৩৩৭
 রাষ্ট্ৰৰ পাণ্ডুবীৰ ২১৮
 রাজামাটী আম ৪৪, ৯০,
 রাজামাটী, কৰ্মসূৰ্যেৰ বৰ্তমান মাম ১০৪
 রাজগৃহ ২৯ টাকা, ৪৪, ৮৮, ১১৫,
 ১১২ টাকা ২৯৭
 রাজগৃহ বিষয় ২০৯
 রাজগৃহেৰ খৰচমাবশেৰ ৪৮
 রাজ রাজ ভট্ট (রাজভট) ১৬৪, ১৬৪টাকা
 ১৬৫, ১৬৬, ২৩৫
 রাজতৰঙ্গী, কল্পন বিশ্ব প্ৰণীত ১৩১,
 ১৩২, ১৩৩, ১৩৩টাকা
 রাজ পিপলা রাজ্য ১৪২
 রাজপুত চৌৱেৰ বংশাবলী ৩০৮
 রাজপুত জাতি ৩০৮
 রাজপুতনা ১৩৯, ১৪১, ১৪২, ১৪২, ৩৩১,
 রাজপুতনাৰ মৰণ প্ৰদেশ ৪০
 রাজভট (রাজ রাজভট) ১৬৪, ১৬৪টাকা,
 ১৬৫, ১৬৬, ২৩২
 রাজমহল ৩১৭
 রাজসাহী ১০০ টাকা, ১২২, ২১৪
 রাজসাহীজেলা, ৯৯, ৬০, ২৬৭, ২৯০,
 ৩১২, ৩১৯
 রাজসন, ১২০
 রাজেন্দ্ৰ চোল (১ম) ২৩৪, ২৩৭, ২৪১,
 ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫২,
 ২৭৬, ২৮৭, ২৮৯
 রাজেন্দ্ৰ চোলৰ উভৱাগথাভিষান ২৪৭
 রাজেন্দ্ৰসাল মিছ ১৭৯, ১৮০টাকা, ২২৬,
 ২৪২, ২৪৩
 রাজোৱ (রাজোৱ গড়) ১৪২
 রাঞ্জ ঘঢ়ক আম ১৮৩
 রাজ্যপাল (কুৰ্জৰংশীয়) ২৫৬
 রাজ্যপাল (পালংশীয়), ১৭১, ২০১,
 ২০২, ২০৩, ২০৮, ২১১, ২১৬, ২১৭,
 ২২৯, ২২৬, ২২৯, ২৩০, ২৮৩, ২৯১,
 ২৯২, ২৯৫, ২৯৬
 রাজামাটী, ১২২, ১২৮
 রাজ্যবৰ্ধন, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৬
 ১০৭, ১১১, ১১৩
 রাজ্যক্ষি ৯৯, ১০৬
 রাগক (শূল পাণি) ৩১৩
 রাগাঘট মহকুমা ৭৫
 রাগাবৎ ৩৪৮

- বাণীগঞ্জ, ১
বাধণ পুরের তাত্ত্বিকসম ১৮৭
বাধা কৃত, ৯
বাধাকুমুল মুখোপাধ্যায় ৩০টীকা
বাধালোকবিহু বসাক, ৪৭, ৬০, ৭২, ৮০,
৯১, ১৫৬, ৩০৪, ০১৯টীকা।
বাধেশ চন্দ্র শেষ্ঠ, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৬
বামকুক গোপন ভাওয়ারকর, ১৪৬, ২৪২
২৪৩
বামগতি জ্ঞানবৃক্ষ ৩২৭, ৩২৯টীকা।
বামগুড়া, ২৪৭
বামচন্দ, ১৪১, ২৪৮
বামচরিত . সক্ষাৎকর নথী কৃত, ১৬০,
১৬১, ১৬৪, ১৬৪টীকা, ১৭২টীকা, ১৭৪,
১৭৬, ২১৭, ২৬৭, ২৭১, ২৭৫, ২৭৫টীকা।
২৮০, ২৮১টীকা, ২৮২টীকা, ২৮৩টীকা,
২৮৪, ২৮৫, ২৮৫টীকা, ২৮৮, ২৯০টীকা,
২৯৪, ২৯৬, ২৯৮, ২৯৯, ৩০৬, ৩১১,
৩১৭, ৩০২
বামচরিতের টীকা ২১০
বামদেব বিষ্ণুভূষণের বৈদিক কুলসংজ্ঞী,
১৫৭
বামদেবশৰ্ম্মা ২২৪
বামদেবী, (অক্ষয়সেনের মাতা) ৩২০,
০২৩টীকা, ৩০৩
বামপাল ১৬২, ১৭৪, ২০২, ২১৭, ২৬৫,
২৬৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২,
২৮৩, ২৮৪, ২৮৬, ২৯০, ২৯১, ২৯৩,
২৯৩টীকা, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭,
২৯৯, ৩০০, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৮,
৩১৬, ৩২৭, ৩০৬
বামপাল গ্রাম, ২৩৪, ২২৯, ৩০০
বামপালের মেনাগুণ ২৯১
বামপুর বোরামিয়া ২৬৮
- বামপুরা ৩০০
বামলসু, ১৯৪, ২০১, ২০৩, ২০৬, ২০৭,
২১৯
বামবামীর মুক্তি ১৪১
বামাধুল ২৬, ২৯৮
বামাধতী ২২২, ২২৫, ২২৯, ৩০০
বামদেব তৌর্য ১৮০
বাঙ্কুট জাঙ্গল ১২৭, ১৪৬, ১৭৭, ১৮২,
১৮৯, ২২০, ২৪০, ২৭৫
বাঙ্কুট জাঙ্গলের খোদিত গিপি (মাল্ট-
খেটের) ১৪১
বাঙ্কুট গাঁজা ১৪০, ২৪১
বাহগণ ১৮
বাঢ় ৩১, ৩২, ৪৮, ৪১, ১০৪, ১১০, ১১৬,
১৩২, ১৪৪, ২৩২, ২৭৩, ২৭৫, ২৮০
২৮১, ২৮২, ২৬৫, ২৬৭, ৩০২, ৩০৩
৩০৮, ৩১২, ৩১৪, ৩১৬, ৩১৭, ৩৩০
৩৫৬
বাঢ়ির ও বাঢ়ির আকাশগঙ্গের আগমন,
বঙ্গে ১৬১
বাঢ়ির কুলপঞ্জী মিশ্র কৃত ১৩৭
বাঢ়ির কুলমঞ্জী ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ২৬৯
বাঁচি জেলা ২৯
বাচের ঘোষ বৎশ ৩০৮
বক্ষসাম ৪৪, ৬৮
বক্ষদেব ৪৯
বক্ষয়ান ০০০, ০০২
বক্ষশিথির ২৮৩, ২৮৯
বক্ষসিংহ, মহাকুরুণ ৪৪, ৫৭
বক্ষলেন ৮৯
বক্ষিয়াদেশ ১০
বক্ষেক ২০১
বেবানদী ২০৪, ২১৩
বেডিড ১৪৫

রোট্টগুর বৃক্ষ	৬৮	রোহতক জেলা	৩০৮
রোট্টসিঙ্কি বৃক্ষ	৬৮	রোহিত গিরি বা রোহিতাখ	২৩০
রোমক সাঞ্চাঙ্গ	৬৩	রোহিতাখ দুর্গ (রোহিত পড়া)	৩৪৫,
রোহিটসগড়ের শিলালিপি	১০০, ১০৪		৩৪৬

ল

লক্ষ্মী রঙুলর শিলালিপি	২৭৫	লক্ষণাখ	৩০৮, ৩২৬, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩৮
লক্ষণসেন	৬১, ৬৩, ১১৫, ২৫৫, ৩০১ ৩৩৭, ৩৩৮, ২৯৩, ৩০৮, ৩২০, ৩২২ ৩২৩, ৩২৫, ৩২৬, টীকা, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩০২, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৪, ৩৫৬ ৩২৭, ৩৪৮	লক্ষণাখ	৩০৮, ৩২৬, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩৮
লক্ষণসংবত	৩২৮	লক্ষণাখর দেবশর্মা	৩২২
লক্ষণ সেন হাপিল জয়তস্ত, বারাণসীতে ও আগামে	৩২৫	লক্ষণী	১২২
লক্ষণ সেনের মাঝ রামদেবী	৩২৩	লক্ষণীশ্বর	২৬৭, ২৮৩, ২৮৮
লক্ষণ সেনের রাজ্যকালের চতৌষৃতি	৩২৭	লক্ষণী চিত্রশালা	৫০
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন	৩০৮, ৩২৬, ৩২৭, ৩৩১	লক্ষণোত্তি	২৯২
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন আশুলিঙ্গায় আবিষ্কৃত	৩২৬, ৩০৫	লক্ষণীয়েবী	২০১, ২২০, ২২২
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন, গোবিন্দপুরে আবিষ্কৃত	৩২৭, ৩০৫	লক্ষহচ্ছল	১১টীকা
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন, উর্পণীয়তে আবিষ্কৃত	৩২৬, ৩০৫	লক্ষিতাদিত্য মুক্তাপীড়	১৩০, ১৪১, ১৩২
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন, মাধাইনগরে আবিষ্কৃত	৩২৫, ৩২৬	লক্ষণীয়	২৬৮
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন, মুন্দুবনে আবিষ্কৃত	৩২৭	লবক (Sir John Lubbek, Lord Aveleuory)	৫
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন দম্ভুলায়		লবণ সমুদ্র	১১৭
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন, দম্ভুলায়		লবকমিকা	৮১
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন, দম্ভুলায় দম্ভুলায়		লহরচল	১১ টীকা
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন, দম্ভুলায় দম্ভুলায়		লসং	৩২৮
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন, দম্ভুলায় দম্ভুলায়		লীকলোড	২৭
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন, দম্ভুলায় দম্ভুলায়		লাটেরেশন	১৪০, ১৯৮
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন, দম্ভুলায় দম্ভুলায়		লাটেরেশন দম্ভুলায়	১৪০
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন, দম্ভুলায় দম্ভুলায়		লালোর	২৬৮
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন, দম্ভুলায় দম্ভুলায়		লিঅক কুণ্ডক	৩৬
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন, দম্ভুলায় দম্ভুলায়		লিছ্বিয়াজ দ্রুহিতা	৪২
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন, দম্ভুলায় দম্ভুলায়		লিছ্বিয়াজ দ্রুজবংশ	৪৮, ১২৬
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন, দম্ভুলায় দম্ভুলায়		লিদুরবেলীয় মুক্তা	২২
লক্ষণ সেনের তাত্ত্বাসন, দম্ভুলায় দম্ভুলায়		লুডার্স' এইচ (H. Luedars)	৮০
লক্ষণাবতী	১১২, ৩৫৬, ৩৪৭	লেনিলা প্রাম	

ଲେଭୋ, ଏସ୍. (S. Lavi) ୧୨୯, ୧୨୯,	ଜୌକିକ ଜ୍ଞାନ ମଂତ୍ର ବ୍ୟୁନାଥ ସର୍ହାକୃତ ୧୨୨
୧୩୦	
ଲୋକକଳ୍ପନା ୨୪୪	ଜୌହିତ୍ୟ ୧୯
ଲୋକବାଧେର ତାମାଳମନ ୩୦୯	ଜୌହିତ୍ୟ ୩୨, ୮୩, ୯୯, ୮୩, ୯୯
ଲୋମଶକବି ଶୁହାର ଶିଳାଲିର୍ପ ୨୮	ଜୌହେର ମୁଗ୍ଗ ୧୧
ଲୋହର ବଂଶ ୨୫୫	ଜୌହେର ବ୍ୟବହାର ୧୨, ୧୭, ୧୯

୪

ବକ୍ରଦଶ ଯୁକ୍ତ ଡଳ, ୧୧	ବକ୍ର ଓ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତରପଥ, ୧୩
ବଗନ୍ଧ ମନ୍ଦିରର ଆଚାରୀଙ୍କ ନାମ ୧୮	ବକ୍ରରାଜ ୦୦୩
ବଜ୍ରାଜ୍ୟୋତିଶ୍ୱାସ ୩୮, ୧୧୮, ୨୫୪, ୨୯୨, ୩୦୦	ବକ୍ରରାଜ୍ୟ, ୨୦୧
ବକ୍ର (ଉତ୍ତର) ୧୦୪, ୨୬୩, ୨୭୩, ୨୮୧	ବକ୍ର, ବୈଦ୍ୟାଧନ ସର୍ବସ୍ଵତ୍ତ୍ଵରେ ୨୪
ବକ୍ର, ୧୯, ୨୦, ୨୮, ୩୦, ୩୧, ୩୨, ୩୬, ୩୧, ୩୬, ୩୬, ୩୮, ୬୧, ୮୪, ୮୫, ୮୫, ୧୦୦, ୧୦୬, ୧୧୦, ୧୧୮, ୧୩୧, ୧୪୪, ୧୫୬, ୧୫୯, ୧୬୦, ୧୬୨, ୧୬୩, ୧୬୬, ୧୭୦, ୧୭୧, ୧୭୫, ୧୭୮, ୧୭୮ଟୀକା, ୧୭୯, ୧୮୮, ୨୦୯, ୨୧୧, ୨୧୪, ୨୧୫, ୨୧୯, ୨୨୨, ୨୩୭, ୨୫୫, ୨୬୭, ୨୬୮, ୨୬୨, ୨୬୯, ୨୯୦, ୨୭୫, ୨୭୭, ୨୮୮, ୩୧୨, ୩୧୭, ୩୬୬, ୩୬୯	ବକ୍ରାମିଶ୍ରମ ମହାକ ନୃତ୍ୟବ୍ସମ୍ପଦରେ ସତ ୨୦
ବକ୍ର ଏତରେ ଆରାଧନକୁ ୧୯	ବକ୍ରୀତ୍ ସାହିତ୍ୟ ପରିସମ୍ବନ୍ଧରେ ୧୯୮୩ ୫୭, ୬୭, ୨୨୫, ୯୨୬
ବକ୍ରଦେଶ ୧, ୪୦, ୪୧, ୪୦, ୪୪, ୭୦, ୧୧୨, ୧୧୯, ୧୨୯, ୨୩୨, ୨୩୩, ୨୩୯, ୨୪୭ ୨୪୯, ୨୫୪, ୩୬୮	ବକ୍ରିଆ ମାହିତୀ ପରିସମ୍ବନ୍ଧରେ ୧୦୭- ୩୧
ବକ୍ରଦେଶ, ଏତରେ ଆରାଧନକୁ ୧୮	ବଦ୍ର ଆବିଷ୍ଟତ କୁଦାଳ ବଂଶୀୟ ରାଜଗଣେର ମୁଖୀ ୩୮
ବକ୍ରଦେଶୀ ଗଣେର ମହିତ ଜ୍ଞାନିତ ଜାତିର ମସକ ୨୬	ବଦ୍ରେ ଶାର୍ଯ୍ୟ; ମହାତ୍ମା ପଟ୍ଟାର ୨୪
ବକ୍ରଦେଶୀ ନାଗପୁର୍ବକ ଜାତିର ତାମିଲକମ୍ବ ମେଶେ ଗମନ ୨୬	ବଦ୍ରେ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମମ ମନେର ଆଗମନ ୧୬୧
ବକ୍ରଦେଶୀ ରାଜଗମ୍ବ ୨୬	ବଦ୍ରେ ମାର୍କଟନ୍ୟାଯ ୧୭୧, ୧୭୨
ବକ୍ରଦେଶୀ ରାଜଗମ୍ବ ମହିତ ଜାତି ୨୦	ବଦ୍ରେର ଅବିମ ଅଧିକାସୀ ଜ୍ଞାନିତ ଜାତି ୨୦
ବକ୍ରଦେଶୀ ରାଜଗମ୍ବ ୨୬	ବଦ୍ରେର ଅଜ୍ଞାନୀୟ ରାଜଗମ୍ବ ୧୬୪, ୧୬୫, ୧୬୬
ବକ୍ରଦେଶୀ ରାଜଗମ୍ବ ୨୬	ବଦ୍ରେର ଜାତୀୟ ଇତିହାସ, ବ୍ରାହ୍ମକାଳୀନ ୧୦୮
ବକ୍ରଦେଶୀ ରାଜଗମ୍ବ ୨୬	ବଦ୍ରେର ପାଳ ରାଜବଂଶ ୧୫୮ଟୀକା, ୧୬୬, ୨୧୭ ୨୨୦, ୨୨୨, ୨୬୯, ୨୭୪, ୨୭୬, ୨୮୬
ବକ୍ରଦେଶୀ ରାଜଗମ୍ବ ୨୬	ବଦ୍ରେର ପାଳ ରାଜବଂଶ ୧୬୦, ୧୭୧, ୧୭୮, ୧୭୯

- বঙ্গের পাল রাজগণের খোদিত লিপি ১৭১
 বঙ্গের পালরাজবংশের উৎপত্তি ১৬৭,
 ১৬৮, ১৭০
 বঙ্গের পাল রাজগণের জাতি বিরচ ১৭০
 বঙ্গের পালরাজগণের সাম্রাজ্য ১৬৬,
 ১৬৭, ১৬৯
 বঙ্গের যাত্রা বংশ ৩০৭
 বঙ্গের রাচনা রাজগণের আগমন ২৭১
 *বঙ্গের রাচনা ও বারেক্স রাজগণের আগমন
 ১৬১
 বঙ্গে রাজকুণ আগমন, ২৭৩
 বঙ্গে সাম্প্রতিক রাজকুণ আগমনের কাল ১৩৮
 বজ্জিদেশ, ১১৪
 বজ্জিপাণি (বৈষ্ণ) ২৬২
 বজ্জিবর্ষা ২৭৬, ৩০৪, ৩০৬, ৩০৭
 বজ্জিমন ৩৫, ২৬১, ৩০২,
 বজ্জিমন, বৃক্ষ গঁথার ৩৭
 বজ্জিমুখ ১০২
 বটু মাস ৩২৭, ৩৩৫
 বটু শুক্র রচিত কুল গ্রন্থ (বেববংশ) ১৫৪,
 ১৫৫, ১৫৬
 বটেশ ২৬৪
 বটেশ মন্দির ৩০০
 বটেশের স্বামী শর্পা ৩১৩
 বড়খণ্ড গুহার শিলালিপি ৯৯
 বড়ডিঙ (অমোবর্ধ, অৱ) ২০০
 বল্মী, ২৮৭
 বন্দুবর্ষা ৬৭
 বন্দুবর্ষা র শিলালিপি ৪৭
 বন্দু মিত্র সার্ববাহ, ৬১, ৬২
 বন্ম-লাঙ, ২৭
 বধ, ৯৫
 বধাট ১৫১, ১৬৩, ১৭১
 বরণা ৩৪২, ৩৪৩
 বরহত গ্রামের তৃপ, ০৫টীকা,
 বরাবর পাছাড় ৪৬
 বরাহ গুপ্ত, ২৩০
 বরাহদেব শর্পা ৩২২
 বরাহভূম পরগণা, ৩
 বরাহ ঘামী, ৯৯
 বরণ, ১৪
 বরণ বিকু, ৮২
 বরণিকা, (দেওবনারক) ১১৮
 বরেক্স ৩১, ১৬৭
 বরেক্স অমুসকান সমিতি ১০৬, ১৩৭,
 ৩০৫
 বরেক্স অমুসকান সমিতির চিত্রশালা, ৬০,
 ১১২, ২৭৩
 বরেক্স তুমি ৬১, ১৭১, ২৭৪, ২৭৫, ২৮৬
 ২৯১, ৩০৫, ৩১২, ৩১৭
 বরেক্স মওল ৩২৬, ৩২১
 বরেক্সী ২৭৩, ২৪২, ২৪৪, ২৮১, (টীকা)
 ২৮৩, ৩১২, ৩২৩
 বরেক্সী বা বরেক্স তুমি ১১৪
 বরোবা ১৪৮
 বরোবাৰ চিত্রশালা ১৮২
 বল (V. Ball) ৬, ৭, ৮, ১০, ১
 বলভৌর ধরমেন ৬৯
 বলভৌরাজ্ঞা ১৪১
 বলবর্ষা ৪৯, ১২৩, ১২১, ২০, ৩০১৯
 বলবর্ষাৰ তাত্ত্বিকান ১৪২, ১৫০
 বলভূরাজ (কৃষ্ণ ২য়) ২২৮
 বলভূরাজ ৩০৭
 বলভূরাজেব ৩১১
 বলভূরাজা ১৬৮, ১৬৯
 বল্লাল দেৱ ১৫৮, ১৬১, ২৬৮, ৩০৮,
 ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩৪৩, ৪২,
 ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৬

- বঙ্গাল সেবের তাত্ত্বিকসন সীতাহাটিতে
আবিষ্কৃত ৩০৮, ৩১৪, ৩১৬
- বঙ্গাল সেবের মাতা বিলাস দেবী ৩২২
বর্ধা ৪
- বসন্ত পাল ২০২, ২০৩, ২০৭
- বসন্তকল্পন রায় ২২৫, টাকা
- বসাচ ১১৩
- বসির ঢাট মহুয়া ৩৩
- বহুমপূর ১০৮
- বহসতিমিত (বহস্তিমিত) ৮৮
- বহুবৃন্দিক ২, ৩
- বড়ইগ্রাম ৫৯
- বড়গাঁও প্রামোৰ, ৩০২
- বড়শিলা ৩৪৬
- বড়বৰীকি ঝেলা ১০, ১২৪
- বকুনংগো ৩৩
- বৎসদেবী ১৩, ১২২, ১২৮
- বৎসদেশ ১৮২
- বৎস পাল আমী (বিনিযুক্ত) ৯৬
- বৎস রাজ ১২৭, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯,
১৫০, ১৭৮, ১৭৮টাকা, ১৮১, ১৮৩,
১৮৮, ১৯৩, ১৯৪, ২০১, ২৫৪, ২৫৬
- বৎস রাজের উত্তরাপথ আক্রমণ ১৪৪
- বৎস রাজ শুক্রজ্যোতি রাজ ১১০
- বৎস রাজ, শুক্রজ্যোতি হার বংশীয়, ১৪৭
- বংশীয়বন বিম্বায়ত ২৭১
- বংশীবিষ্ণুজ্যোতি ঘটকের সংগ্ৰহীত কুলগঞ্জকা
১০৪, ১০৮
- বংশীবিষ্ণুজ্যোতি, বাক্ষণ্ডাজী নিবাসী ১০৪
১০৮
- বৰ্জন ৩০৮, ৩১১
- বৰ্জনাৰ ঝেলা ৪৯, ৬৭, ৩২২
- বৰ্জন ছুক্তি ৩২২, ৩০৮
- বৰ্জনান মহাবীৰ পৌর্ণকৰ ২৯, ২৯ টাকা, ৩৪
- বৰ্গবংশীয় রাজগণ, ২৭৫, ২৯৪, ৩০৫
- বাটিকের শিলালিপি, ২২৩
- বাক্পতিৱাজ ১৩ ১৮৪
- বাক্পতিৱাজ অণীত গাউড়বহো ১২৯
- বাক্পাল ১৯৪, ২০১, ২১০, ২১৫, ২১৬
২১৮, ২১৯
- বাক্঳া (সরকার), ২৭৬
- বাকাটক (বংশ) ৮৭
- বাগড়ো ২৮৮
- বাষাটুৱা প্রাম ২৪৪
- বাষোৱাগ্রামে আবিষ্কৃত বিকুণ্ঠি ১০ টাকা
- বাঙ্গালা ১
- বাঙ্গালাদেশ ৯২, ৯৪
- বাঙ্গালোৱা আবিষ্ম অধিবাসী ১০
- বাদামের শিলালিপি ২০৪, ২০৫
- বামৰ ভট্ট ২৫৭
- বামনভট্টের “কায়ালকার শুত্ৰ বৃত্তি” গ্রন্থ
৬৪
- বামনশিল্পৰাম আপ্তে ২১২
- বারিগ্রাম ৭৯
- বারকমণ্ডল ৯৫, ৯৬, ৯৭
- বারকপুরে আবিষ্কৃত বিজয় সেবের তাত্ত্বিকসন ৩০৮
- বারাণ্ডা তামার খনি ১১
- বারাণসী ৩৬, ৭২, ৭৭, ৭৮, ৮৫, ১১৩,
২৪০, ২৫৩, ২৫৬, ২৫৮, ২৬৩, ৩২৬,
৩৪২, ৩৪৩
- বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত বোধিদ্বৃক্ষ শুর্তি ৩২
- বারাণসীতে মণিপালের কৌর্তি ২৩১
- বারাণসীৰ তাত্ত্বিকসন (কৰ্মবেদেৰ) ২২৮
- বাঙ্গালীয় জাতি সংখকে হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰীয়ত
২৬
- বাচল্পতি মিশ্র ২৬৩, ২৭০
- বাজুহা (সরকার) ২৯০, ৩০০

- বাণিগড় ৬১, ২০৮
 বাণিগড়ের তাত্ত্বিকাসন ২২৫, ২৩৭, ২০৮
 ২৫৭
- বাণিগড়ের স্তুতিলিপি ২৩৭, ২৪২, ২৪৪
 বাণিগড়ের স্তুতিলিপি ১০০, ১০১, ১০২
 ১০৪, ১০৭, ১৪০
 বাহ্যভোগ (সাধিক) ৯২
 বাতাপীপুর ১৪৭
 বাতাপীপুরের চালুক্যবংশ ১৬৬
 বাঙ্গল গোত্র ৩২০, ৩৬২
 বাদামী ১৪৭
 বারেন্স্ক ৩১৯
 বারেন্স্ক কুমপঞ্জিকা ২৬৯, ২৭২
 বারেন্স্ক তাত্ত্বিকগবল, বলে ১৬১
 বালিনের আচারিদ্বায়ুশৈলন সমিতির
 অঙ্গাগার ৩১৮
 বালপুত্র ২১০
 বালাম খৌকা ২৫
 বাল বলভী ২৮৩, ২৮৮
 বাল বলভী ভুজগ্র ২৮৮
 বালাথাট জেলা ১১
 বালাদিত্য ১৪, ২৪৬
 বালুচিহ্নাবে জ্বাবিড় জাতির উপনিবেশ
 স্থাপন ২৩
 বালুচিহ্নাবের ব্রহ্মইজাতি ১৯
 বালুচিহ্নাবের ব্রহ্মইজাতি ৩২২, ৩৩৫
 বাবিলন (Babylon) ১৩, ১৪, ১৫,
 ১৬, ২৫
 বাবিলন অধিকার জ্বাবিড়জাতি কর্তৃক
 ২০
 বাবিলন কৌলকলিপি মধ্য ভারতে আবিকার
 ২৬
 বাবিলনীয়গণের সহিত জ্বাবিড় জাতির সম্বন্ধ
 ২২
- বাবিলনীয় দেবতা ও খোদিত লিপি ১৩
 বাবিলনীয় শব্দাধিকার আবিকার দাক্ষিণ্যত্বে
 ২২
- বাবিলনীয়ের অস্ত লিখিতার প্রাচীন পক্ষতি
 ২১
- বাবিলনীয়ের জ্বাবিড়গণ ১৩, ২০
 বাবিলনীয়ের আর্থ্যরাজ্যগণ ১৭
 বাবিলনীয়ের পথন দেবতা আদান্ত ২২, ২২
 বাবিলনীয়ের আচীন মুসা (Cylinder Seal)
 ২১
- বাবিলনীয়ের প্রাচীন ইতিহাস ২২
 বাবিলনীয়ের প্রাচীন সভ্যতা ২০
 বাহুদেব ২৬
 বাহুদেব, কাগুবংশীয় ৩৪
 বাহুদেব, ১ষ, কুমান বংশীয় ৩৪, ৪৪
 বাহুদেব ১ষের বর্ণমূল্যা ৩৯
 বাহুদেব ২য় ও তৃতীয়ের বর্ণমূল্যা
 ৩৯
- বাহুদেবপুর প্রাচীন ১৫৩
 বাহুদেব শর্মা ৩২২
 বাহুদেব শামী ৯৬
 বাহুপুঞ্জ তৌরেকর ২৯টাকা
 বাহুকধবল ১৯০, ১৯১
 বাহুক ৩৩, ৩৬, ৪১, ৪৪ ২৪৪
 বাহুকীপুর ৪১, ৪৬
 বাণখেরা ১১০
 বিক্রমপুর ৩৩, ১৫৭, ২৩৩, ২৬৩, ৩৪৪
 বিক্রমপুর উপকারিতা ৩২০
 বিক্রমপুর জয়ন্তকার ৩২৬ ৩৩৫
 বিক্রম রাজ ২৮৮
 বিক্রম শিলা ৩৩২, ৩৫২, ৩৫৪
 বিক্রম শিলা বিহার ২৩১
 বিক্রমাক ৮৭
 বিক্রমাক চরিত, বিক্রমাকৃত ২৬০

- বিজ্ঞানিতা ১৩, ৮৭
 বিজ্ঞানিতা (২য় চক্রশৃঙ্খ) ৫২
 বিজ্ঞানিতা (চালুক্য) ২৬০, ২৭৭
 বিজ্ঞানিতা ৫ম ২১১
 বিগ্রহপালের সৰক নির্ভয় ২০৩
 বিগ্রহ পাল (১য়) ২১১, ২১৪, ২১৫, ২১৬,
 ২১৬ টাকা ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০
 ২২১ ২২২
 বিগ্রহ পাল (২য়) ২০২, ২৩১, ২৩২
 ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৪২, ২৪৪
 বিগ্রহ পাল (৩য়) ২০২, ২১৭, ২৩৭
 ২৩৮, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫
 ২৬৬, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৮৬,
 ২৮৬, ৩০০, ৩০৭
 বিগ্রহ পাল (৩য়) তাত্ত্বিকাসন ২১৬
 বিগ্রহ পাল তৃতীয়ের শিলালিপি ২৬৪
 বিজয় কর্তা (বাণক) ৩৩৭, ৩৪৪
 বিজয় চন্দ্র ৩০৭, ৩০৯, ৩১১ টাকা, ৩৪৫
 ৩৪৬
 বিজয়চন্দ্র মজুমদার ২৭
 বিজয় মল্লী ৭৯
 বিজয় পাল ২০১
 বিজয় পালদেবে প্রতিহাৰ বংশীয় ১৪২
 বিজয়রাজ (নিষ্ঠাবলেৱ) ২৮৩, ২৯০
 বিজয়নিংহ কৰ্ত্তৃক সিংহল বিজয় ২৪, ২৫
 বিজয়নেন ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১৬০, ২১৩,
 ২৭০; ২৯৩, ৩০২, ৩০৮, ৩১০, ৩১২,
 ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২৮,
 ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১
 বিজয় সেনেৱ তাত্ত্বিকাসন ১৬১, ৩০৮, ৩১২
 ৩১৭, ৩১৯
 বিজয়সেনেৱ শিলালিপি, বেগপাঢ়াৰ আবিষ্কৃত
 ৩০৮, ৩১৫, ৩১৬
 বিজাপুৰ জেলা ১৪০
 বিজ্ঞানবতী, ১২৩
 বিটিশ মিউনিসিপাল ৫৭, ৭৩, ৮০, ১১৫,
 ২২৭ টাকা
 বিটুৰ, ১১
 বিড়পাল ২১১, ২১১টাকা
 বিবর্তনেৱ রাজগণ ১৮১
 বিষ্ণুধৰ ২৪৬
 বিনৰ (পিটক), ৩৩৪
 বিনয়সেন (পুন্তপালি) ৯৬
 বিনয়বিত্তা (অৱাপীড়) ১৩২, ১৩৩
 বিনুমাৰ ৩১
 বিকল্পপৰ্য্যত, ১২৯, ১৪৪, ২০৩, ২০৪, ২০৫
 ২০৬
 বিক্ষামাণিকা, ২৮৫
 বিম কল কল, ৩৬
 বিমলনথ তাৰ্থকাৰ ২৯টাকা
 বিমল প্রতা ৩০৪
 বিলম্ব, ৮৮, ৮৮,
 বিলহিৰ তাত্ত্বিকাসন, ২১৫
 বিলহিৰ শিলালিপি, ২২৮
 বিলানবেৰী ১৬১, ৩০৮, ৩১৩, ৩২০, ৩২০
 টাকা, ৩২২, ৩৩৩
 বিলানপুৰ ২৪৮
 বিলাড়া জেলা ১৮৩
 বিলোগা, ১০৭, ১২৮, ১৫৫, ১৫০
 বিষকোৰ কথালিয় ৩০৪
 বিষকুলদেৱশপ্তি ২০৪, ৩৪৪
 বিষবস্ত্রাৰ শিলালিপি ৪৭
 বিষ্ণুপ ২৬১
 বিষ্ণুপ মেন ১৪৭, ৩২০, ৩২৪, ৩৩৩,
 ৩৩৭, ৩৫৪
 বিষ্ণুপ সেনেৱ তাত্ত্বিকাসন, মহল পাড়ে
 আবিষ্কৃত ৩৪৪
 বিষ্ণুপিতা ২০৪, ৩০০, ৩০২

- বিষামিত্র ২৩১, ২৬৪
 বিকু-বা চক্রবাহী ৮১
 বিহুগুণ ৮৪ ১১৮
 বিহুগুণ, (চৰাছিত্য) ৯০, ৯২, ১১৩
 বিহুগোপ ৫০
 বিহুরত, পুন্তপুল ৭১
 বিহুপুর মন্তিৰ গমা ২২৪
 বিহুগালিত কেট ৫৬
 বিহুপূর ১২৪
 বিহুর দশাৰ্থতাৱেৰ অন্তৰ মুক্তি ২২৭
 বিহাৰ, ১৮৮, ৩০৩, ৩২৪
 বিহাৰ (উদ্বষ্টপুৰ) ২৪৮, ৩৫২
 বিহাৰ নগৰ ৩১৩, ২২১, ৩০২
 বিহাৰ নগৰে আবিহৃত বোক্তমুক্তি ২৫৪
 বিহাৰ মহকুমা, ২১২টাকা, ৩৪৭
 বিহানেৰ বিহুমাস চৱিত ২৬০
 বৌচিং (Cpl Beeching), ৮১
 বৌতৰাগ ২৭০, ২৭২
 বৌৰ ৩০৮, ৩১১, ৩১৮, ৩৩০
 বৌৰঞ্জ ২৮৩, ২৮৭,
 বৌৰদেৱ ২০৩, ২১১, ২১৩, ২১৩ টাকা,
 ২৬৬
 বৌৰদেৱেৰ শিলালিপি, ২১৩
 বৌৰভূম জেলা ৭৫, ২৬২
 বৌৰ লাইভেৰো ১৬৪টাকা।
 বৌৰবৰ্ধাৰ শিলালিপি ২০৯
 বৌৰবাহ ৩০৩
 বৌৰশী, ২১৬, ৩০২, ৩০৬, ৩০৭
 বৌৰদেৱ (শাৰ!), ৪৩, ৪৬, ৩১৪, ৩৩০
 বৌৰজ্জনাধ বন্ধ, ১২০
 বৌসল দেৱ ৩০৯
 বুচ-কলাৰ শিলালিপি ১৮৩
 বুক্কগঢ়া, ৩৫, ৪৪, ১১০, ১১৪, ২২৬, ২০০
 ২৪৫, ৩৬১, ৩৭২, ৩৪৬, ৩৪৭
 বুক্কগঢ়াৰ ধৰ্মসাবশেষ ধৰন, কোলাৰ কৰ্তৃক
 ৩৮, ৩১
 বুক্কগঢ়াৰ মন্তিৰ ৩১
 বুক্কগঢ়াৰ মন্তিৰ নিৰ্মাণ ০৭
 বুক্কগঢ়াৰ মন্তিৰ সংস্কাৰ ৩৭
 বুক্কগঢ়াৰ বজ্জ্বাসন ৩৭, ৩৮
 বুক্কগঢ়াৰ বোধবৃক্ষ হৈদেন পশাক কৰ্তৃক
 ১০১
 বুক্কগঢ়াৰ শিলালিপি ৩২৬
 বুক্ক ঘোষ, মহাজ্ঞবিৰ ৩৭
 বুক্কবেৰ ২৬, ১১৩
 বুক্ক নিৰ্ব নাল ৩৩১
 বুক্ক পুৱাণ ০০৬
 বুক্কমিত্, ৬২
 বুক্কমুক্তি সাৰণাক্ষেত্ ১২
 বুক্কবৰষ ১৮৪
 বুক্কদেৱ ৩৩১, ৩৩২
 বুক্কটেক্ট মোসাইটীৰ পত্ৰিকা ২৬১
 বুক্কগুণ ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৫, ৯৮
 বুক্কগুণেৰ ইজতমুজ্জা ৮০
 বুক্কগুণেৰ রাজ্যেৰ সৌমা ৮১
 বুক্কগুণেৰ শিলালিপি ১৬
 বুচ্লাৰ (Buchlers), ৮০, ৮৯, ১০২ ২২৩
 ৩০৩
 বুড়াডিহ, ৯
 বেগলাৰ, জে ডি এম (J. D. M.
 Beglar) কৰ্তৃক বুক্কগঢ়াৰ ধৰ্মসাবশেষ
 ধৰন ৩৮ ৩৯
 বেঙ্গী, ৪০, ২০৫
 বেঙ্গীৱাজ ১৮৪
 বেঙ্গল (Beeil Bendall), ৮৬, ৩৫০
 বেডেৱ প্রাম ৩০৫
 বেজডচতুৰক ৩৩৫
 বেঝবৰ্ধা (কুমাৰ সত্য), ৬১, ৬২

- বেলখরার স্তুপসিপি ৩৩৭, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৫০
 বেগহিটী গ্রাম ৩২৬
 বেলাবা তাঙ্গাসন, ২৭৩, ৩০২
 বেলাবো ১৫৬, ১৫৮, ১৬০
 বেশ্পাসি, বা বেত্রপি, ৩৬
 বেড়াচাঁপা, ৩০
 বোধবোর কঠলার ধনি, ৭
 বোঠিলিঙ্ক (Bochtingk) ১৭৩
 বোম্বাই প্রদেশ ১৪০, ১৪৭, ১৮৫, ১৯০,
 ১৯৪, ২০২
 বোগ্রাম ৩৫৪
 বোগাজ্বকোই, ১৪
 বোধিশ্বেষ ২৯৬, ৩০৮
 বোধিশৃঙ্খ, ৩৫, ৩৭
 বোধিশৃঙ্খ চেনেন শশাঙ্ক কর্তৃক ১০১
 বোধিশ্ব মূর্তি তুকমলের রাঙ্গো অভিষিত
 ৪০
 বোধিশ্ব মূর্তি মধুরার বিশ্বিত ০৮, ৩১
 বোধিশ্বমূর্তি, রজনৰ্ব প্রস্তু নির্মিত ৩১
 বোধিশ্ব মূর্তি বাজানসোটে অভিষিত ৩১
 বোধিশ্ব মূর্তি প্রাবতী ধংসাবশেষ মধ্যে
 আবিষ্কৃত ৩০
 বোঝট, ২০১
 বৈদিক ব্রাহ্মগণের বক্তে আগমন ১৬১
 বৈদিক সাহিত্য, ১৩
 বৈদ্যুতে, ২৯৮, ৩০৮, ৩০২, ৩০৯,
 ৩৪০
 বৈচ্ছন্দেবের কামরূপ জয় ৩০৮
 বৈচ্ছন্দেবের তাঙ্গাসন ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫,
 ১৭০, ১৭৪, ৩০৪
 বৈচ্ছন্দনাথ দেবের মূল মন্দির, ১১৭
 বৈসালী, ২৯টীকা, ৫৫, ৮৮, ৯০, ১১৩
 ১১৪, ১২১
 বৃত্ত অবোধাবাসী ০৪৬
 বৃহচ্ছট ৯৫
 বৃহস্পথ, মৌর্যাবরপতি ৩৪
 বৃহস্পতি মিত্র (বহস্তিযিত) ৮৪
 ব্রহ্ম (Bronze) ১০
 ব্রহ্মের ঘূর্ণ ১০
 ব্রাহ্মৈজ্ঞানি ১৯, ২২, ২৩
 ব্রাহ্মৈ ভাষা ২২
 ব্রকবন্ত উপরিক মহারাজ ৭৮
 ব্রহ্মদেশ ১২৪
 ব্রহ্মপুত্র (লৌহিতা) ১১
 ব্রহ্মপুত্রতৌর ৮৩, ৮৪
 ব্রহ্মবিত্ত ৭৫
 ব্রাক্ষণগণের বক্তে আগমন, রাঢ়ীর ২৭১
 ব্রাক্ষণগণের বক্তে আগমন, বৈদিক
 ১৬১
 ব্রাক্ষণডাঙা বিয়ামী বংশী বিদ্যারজ্জ ১৭৪
 ১৩৫
 ব্রাক্ষণগমন, বক্তে রাঢ়ীয় ও বারেন্তা ১৬১
 ২৭০
 ব্রাক্ষণী গ্রাম ২৬৪
 ব্রক (T. Block) ৩৫ টাকা, ৩৮,
 ২৪০
 বৌধারন ধৰ্মসূত্রে বক্ত ২৪
 বৌকুখর্ম ২৯
 বৌকুচার্যাগণ, মহীশাসন সম্প্রদায়ের ৬৮
 বৌধারণ ধৰ্মসূত্রে কলিত্বে ২৪
 বৌধারণ ধৰ্মসূত্রে সৌরীর ২৪
 ব্যাগ্রতী ৩৬, ১৯৮, ২০৯
 ব্যাপ্তি রাজ ৬০
 ব্যাসবের শর্ষা ৩১৫
 ব্যোমকেশ মুকুটী ০৯, ১৩৩
 বিভূপাল বগুড়োটী ৭২, ১৩৩

শ

- শক্তান্তি ৩৩, ৫৩
 শক্তীগ ৩৩
 শক্রজগৎ ৩৬, ৪০, ৪৪, ৪৮
 শক্রক (রাউত) ৩৪৯
 শক্তিকাৰ কাল ৩৪
 শক্তিকাৰ মগধে ৩৯
 শক্রসেন ২০০
 শক্ট গ্ৰাম ২৮৩
 শক্রগণ ২২৩, ২২৮
 শক্রবৈৰি ২৮৬, ৩০৬
 শহু ৬৯
 শতগথ ভাস্কণ ১৮
 শতগথ ভাস্কণ মিথিলার উল্লেখ ১৯
 শাস্ত্ৰস্তোন আলভাশ, ৩৪৪, ৩৫৮
 শর ৮
 শৰ্করাবৈৰি ২৩৫
 শৰৎচন্দ্ৰ হাস ২৬০
 শৰিকাবাদ (সৰকাৰ) ২৩০
 শৰ্ম (১ম অমোৰ্বদ্ধ) ২০৯
 শৰ্ম (অমোৰ্বদ্ধ ৩য়) ২১০
 শৰ্মিনাগ ৬৯
 শৰ্মী বৰ্ণা ১১৮, ১২২
 শশাক ১৮, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৫
 ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১
 ১১২, ১১৩
 শশাক বৰেলু শৃঙ্খ ১২১, ২৭১
 শশাক কৰ্তৃক বোধিবৃক্ষ হৈল ১০১
 শশাকেৱ বৰ্ণমূজা ১০০, ১০৩, ১০৪
 শড়ক ৩২০
 শাকুণসত্ত ১৫৬
 শান্তিল গোত্ৰ ২৩৩
 শান্তকৰ্ণী ৪৪
- শান্তিবারিক ২৩৩
 শান্ত্যগারাবিকৃত ২৯৪
 শান্তিগাল, অথম কায়ছ ৬১, ৬২
 শান্তি বৰ্ণা ১৮, ১২২
 শাৰ (বীৰসেন), ৫০, ৫৬
 শাৰনাই (E. chavannes) ১২৯
 শাহ আলমুম ৯২
 শিথৰবামো কুমাৰীমাতা ৫৬
 শিল ভজ ১১৯
 শিললোকনাথ, হৱিকেজেৱ ২৩৬
 শিলমপুৱেৱ শিলাজিপি ২১৪
 শিবদেৱ ১২২, ১২৮
 শিবধাৰী ১৮৩
 শিবৰাজ (বাঙ্কুট বংশীৱ) ২৮২, ২৮৩
 ২৯৬
 শিবশৰ্ষা ৫৯
 শিশুনাগ বংশীয় ভাস্কণ ৩০
 শৌতলনাথ তৰ্থকৰ ২৯ টীকা
 শৌতলী মন্দিৱেৱ শিলাজিপি ৩০২
 শিলঘৰ্যাম ২৭৪
 শুঙ্গ ভাস্কণ ৪৪, ৪৫
 শুঙ্গ বংশীৱ (মিএবংশীৱ) মুসা ৪৬
 শুভতৰ ১৬
 শুভৰ্ণ ১৬
 শুভতুন্দ (কৃষি ২য়) ২২৬
 শুভদেৱ ২৫
 শুভমূলী ১৪৮
 শুভনিয়াৱ শিলাজিপি ৪১, ৪২, ৪৭
 শুভক ২৬১, ৩০০
 শুভজাতিৱ ভাস্কণ মগধেৱ ১৯
 শুভ বংশীয় ভাস্কণ ৩০
 শুন্মোদক গ্ৰাম ৩৪৭

- ଶୂରପାଳ ୧ୟ (ବିଶ୍ଵପାଳ ୧ୟ) ୨୦୧
 ଶୂର ପାଳ (୧ୟ) ଲିଜାନିପି ୨୨୧
 ଶୂରପାଳ (୧ୟ) ୨୧୧, ୨୧୪, ୨୧୫, ୨୧୬,
 ୨୧୭, ୨୧୮, ୨୧୯, ୨୨୦, ୨୨୧
 ଶୂରପାଳ ୨ୟ ୨୦୨, ୨୬୨, ୨୭୮ ଟିକା, ୨୭୯
 ୨୮୦, ୨୮୧, ୨୮୨, ୨୮୩, ୨୯୪, ୩୦୭
 ଶୂରବଂଶୀର ରାଜପଣେର ଅତିକ୍ରମ ୧୦୧
 ଶୂରପାଳ କୁଷ୍ଵାଟୀର ୨୨୨, ୨୮୨
 ଶୂରରାଜଗର୍ଭ ୨୬୧
 ଶୂରବଂଶ ୧୬୫, ୧୬୬
 ଶୂରବଂଶେର କୁଷ୍ଵାଟୀ ବିଲାସଦେବୀ ୩୧୨, ୩୨୦
 ଶୂରପାଳ (ରାଣ୍କ) ୩୧୯
 ଶୂଲିକ ୧୨୪
 ଶୈଳସଂଶୋଭ ରାଜପଣେ ୧୨୭, ୧୨୮
 ଶୈଳୋକ୍ତ୍ରବ ସଂଶୋଭ ରାଜପଣେ ୨୦୨
 ଶୈଳୋକ୍ତ୍ରବ ସଂଶୋଭ ୧୨୮
 ଶାମଲ ବର୍ମା ୧୫୬, ୧୫୭, ୧୫୮, ୧୫୯, ୧୬୦
 ୧୬୧, ୧୬୨ ୨୧୪, ୩୦୪, ୩୦୬, ୩୦୭
 ଶାମଚତୁର୍ବାନିନ ୨୭୦
 ଶାମାଦେବୀ ୧୨୩
 ଶ୍ରୀବାନ୍ଦୁଭୁବନ ୨୨୭ ୨୭୪
 ଶ୍ରୀବନ୍ଦୁ ଯିଥର ୨୨୭
 ଶ୍ରୀବନ୍ଦୁ ୫୫
- ଆବନ୍ତିର କଂଗାବଶେଷ ୩୨
 ଶ୍ରୀ ୧୬୧
 ଶ୍ରୀଶଙ୍କତ ୪୨, ୮୭, ୯୩, ୧୧୨
 ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରବେଦୀ, ୨୩୩, ୨୦୪, ୨୦୫, ୨୭୬
 ଶ୍ରୀଜୀବଦତ୍ତ ୨୭
 ଶ୍ରୀଧର ରାମକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରାରକର ୧୮୨, ୧୮୭
 ଶ୍ରୀଧର ଠାକୁର ୨୧୨
 ଶ୍ରୀଧର ମାନେର ସହୃଦୀକର୍ତ୍ତାମଣ ୩୨୧, ୩୭୫
 ଶ୍ରୀଧରଭକ୍ତି ୩୩୧
 ଶ୍ରୀଧୋତମାନ ୩୦୧
 ଶ୍ରୀନଗରଭୁବନ ୨୦୨
 ଶ୍ରୀନଗର ୧୦୩
 ଶ୍ରୀନଗର ଭୁବନ (ପଟ୍ଟନାୟକ) ୨୦୮, ୨୦୯
 ଶ୍ରୀନାନ୍ଦେବୀ, ୧୧୬, ୧୧୭, ୧୨୧
 ଶ୍ରୀନାନ୍ଦଭାବ ୧୪୪
 ଶ୍ରୀନାନ୍ଦପୁତ୍ର ୨୦୯
 ଶ୍ରୀନାନ୍ଦ ଦୋଷ ୩୦୦
 ଶ୍ରୀନୀର ୨୦୯
 ଶ୍ରୀହେତୁ ୨୯୨
 ଶ୍ରୀକେତ୍ର, (ପ୍ରୋଥ), ୧୧୩
 ଶ୍ରୀକେତ୍ର, ୧୨୪
 ଶେତ୍ରବରାତ ଯାତ୍ରା ୧୨
 ସେତ୍ରବରାତ ସାମାଜିକ ମନ୍ଦିର, ୮

ଅ

- ଶ୍ରୀକୁର୍ଣ୍ଣି ୩୧୭
 ସାହି ଜୟପାଳ ୨୬୪, ୨୧୬
 ସାହିର ଗଣ ୩୨୧
 ସାହିରାଜା ୨୫୫, ୨୫୬, ୩୨୭

- ଶ୍ରୀଇନ, ଆର ଏ, (Sir. A. Stein) ୧୦୧,
 ୧୦୨ଟାଙ୍କା, ୧୬୨, ୧୦୯
 ଶ୍ରୀପେଟନ, (H. E. Stapleton) ୧୧୯,
 ୧୯୫, ୧୯୬, ୨୦୨ଟିକା

ଅ

- ଶ୍ରୀନ୍, (Dr. Srinir) ୧୧
 ଶକ୍ତ ପ୍ରୀତେର ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ଞନ ୨୧୦

- ଶକ୍ତାଙ୍ଗ, ୧୧
 ଶତପଥ୍ୟାବାଟୀ ଯଥର ୨୦୪

- সতোশচন্দ্র পিতা ১৪টীকা, ৪৬, ১৫৩
 সভা ৩১
 সভ্য চর্কা, ২৮
 সভাসংহিতাক্ষরণ, ৪৪
 সভ্যাক্ষরণ ১ম ২১১
 সদরউচ্চীন মহাপ্রবিশ হসনিজামী ৩৪১
 সদানীরা ১৮
 সদামেন, ১৪৩
 সচুক্ষ্ণ করণামৃত শ্রীধর সামেন ৩২৭
 সচ্ছাপ পুরুষরী, ৬৭, ১১৯
 সন কার্যক ১০
 সনকার্যক কাতীর সামন্তরাজ, ৪০
 সনসিঙ্গ, উপাসক, ৩৩
 সন্ধানকর মন্ত্রী (কলিকার বাজোকি) র'ম-
 চরিত ১৬০, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৪টী শী,
 ১৬৭, ১৬৯, ১৭০, ১৭২টীকা, ১৭৪,
 ১৭৫, ২১৭, ২৭১, ২৭, ২৭২, ২৭৩টী শী
 ২৮০, ২৮১, ২৮১টীকা, ২৮২টীকা, ২৮৩
 টীকা, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৫টীকা, ২৮৮,
 ২৯১, ২৯৬, ২৯২, ৩০৬, ৩১১, ৩১৬
 সগোলক ৩০১, ৩৪৭, ৩৪৮
 সপ্তপ্রাম ৩০৫
 সপ্তব্যট ৩০২
 সপ্তশতী ১০৭
 স্বত্তট ৪০, ৪১, ১১৬, ১২৪, ১৬৪, ১৬৬,
 ২৪৪
 সপ্তটের পুর্ণে, ১২৪
 সপ্তপ্রাম ১৪৭
 সমাচার মেবের মুজা ২৭
 সমাচার মেব ২৫, ২৭, ২৮
 সমুজ্ঞপ্ত ৪২, ৪৮, ৫২, ৫০, ৫১, ৫২, ৫০
 ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ১০৫
 সমুজ্ঞপ্তের অস্থমেধের মুর্বি মুজা, ১১
 টীকা,
- সমুজ্ঞপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি ৪০, ৪১,
 ৪২
 সমুজ্ঞপ্তের দিখিজয় কাহিনী ৪১, ৫১
 সমুজ্ঞপ্তের মুর্বি মুজা, ধনুরীগ : ষ্টে ১
 সমুজ্ঞবর্ণী, ১২৩
 সমুজ্ঞ হইতে ধর্ষপালের উৎপত্তি ১৬৭,
 ১৬৮
 সমুজ্ঞ হইতে পালবৎশের উৎপত্তি ১৬১,
 ১৬৮, ১৬৯, ১৭০
 সম্মেতশিথির ২৯টীকা,
 সম্ভল পুর, ৭
 সম্ভব তীর্থকর ২১টীকা,
 সম্ভূতীর : স্মারক, ১১৩
 সম্ভ সামু উচ্চীন ৩৫৬
 সম্পূর্ণাগো, ১২৪
 সময় ১৮
 সর্বজ্ঞ শাস্তি বৌদ্ধাচার্যা, ২১২
 সর্বনাথ ৬৯
 সর্বকতিগীর ২৫৪, ৩০৭
 সহবে (বাজীবেদ্য) ২২৭, ২৬২
 সাইবি রঞ্জি, ৩৬
 সামগ্র তালের শিলাপিলি ১৮১, ১৮৩,
 ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ২০৭, ২২২
 সাক্ষি ১৩, ৮৮
 সাটু বণাশ্বমক, ৮১
 সাৰ্বশতী ১০৫
 সাধুগুপ্ত (হৃদিন) ২৪৫
 সাধু সংরণ ২৯৭
 সাক্ষি বিশ্বাহিক, ১১
 সাভার, ১২০
 সামস্তুন ২৯৫, ৩০৮, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৮,
 ৩২৯, ৩৩৩
 সামবেদ ৩২২
 সামগ্রীবংশীয় রাজা ও সমাইল ২৫৪

- সাম্রাজ্যের যুগের পূর্বে, যিশুর দেশে,
 সারবাদেবী ১৩০
 সারনাথ, ৮২, ২৪০, ৩০২
 সারণাথের বৃক্ষমুর্তি ৭২
 সারণাথের শিলালিপি ৭২, ৯৮, ১৬, ১৯,
 ১৮, ৮০, ২৫৭, ২৫৮, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬
 সারবত ২৭০
 সার্বাহ বক্রভিত্তি, ৬১, ৬২
 সার্বৰ্গোত্ত্ব ৩০২
 সার্বপক্ষ, ২১৭
 সাহ (স্বর্ণকার), ১৬৪
 সাহিত্য ৩০৪
 সিকময় শাহ ৩৪৮
 সিজিহান ২৪৮
 সিঙ্কল প্রাম ২২৪ ৩০৩
 সিঙ্কুদেশ, ২২০, ২২৫
 সিকুনদ ১৪১, ১৯২
 সিলিট্রিক, ২
 সিরিয়া দেশের বেবতা আমুজ ২১
 সিরুর, ১২৩, ২০৫
 সিলুরের শিলালিপি ১৮৮, ১৮৯
 সিংহব প্রাম ৩৪৩
 সিংহনন ১০২
 সিংহপুর ২১৫, ২১৬
 সিংহভূম জেলা ৮, ১০
 সিংহল ৪০, ১১৪, ৩৩২
 সিংহলবিজয়, বিজয়সিংহ কর্তৃক ২৪, ১৫
 সিংহলের ইতিহাস ২৪
 সিংহ বর্ণা ৮১, ৮৭
 সৌতাকুণ পর্যট ৯
 সৌতারামপুর ১
 সৌতাহাটী ৩২২
 সৌতাহাটীতে আবিষ্কৃত লক্ষ্মিসেনের তাজ
 শাসন ৩০৮, ৩১৪, ৩১৬, ৩১২
 সূক্ষ্মশিব ১৭১
 সূক্ষ্মত্য রাজগণ ৮৬
 সূপ্তরাজগণ ৮৬
 সূক্ষ্মন হুল ৬৮, ৬৯
 সূধাশামিতা ১২০
 সুধানিধি ২১০, ২১২
 সুম্বরবনে আবিষ্কৃত লক্ষ্মিসেনের তাজশাসন |
 ৩২১
 সুগার্ভ তৌরেছুর ২২, ৩২১
 সুঅগ্রিষ্ঠত বর্ণা ১১১ ১২৭
 সুপ্রতিক বাবো ৯৭
 সুমঙ্গল গুপ্ত ২৩০
 সুমতিনাথ তৌরেছুর ২২ টাকা
 সুবেকার (Schu mackier) ৩১৯
 সুমেরিয় ১০
 সুমেরীয় জাতি ২০, ২৩, ২৪
 সুরক্ষাত্মক ১১, ৮২
 সুরাটু ৬৮, ৬৯, ৮০, ২৭০
 সুরাটু পক্ষক্ষত ৩৮
 সুরেন্দ্রনাথ কুমার ৩২১
 সুলতান গঞ্জ ৪৬
 সুলতানপুর উজিয়াল ২১০
 সুবর্ণ চন্দ ২২৩, ২২৫
 সুবর্ণবেব ২৮৩, ২৯৬, ২০৭
 সুবর্ণ দৌল ২০৯
 সুবিশাল কুজবানের অমাত্য ৬৮
 সুবিলিপি উমা ১৬
 সুত্রতন্ত্র তৌরেছুর ২২ টাকা
 সুবৃত্তা ১২৩
 সুহিঁবর্ণা, কামুকপ রাজ ১২, ১১১, ২২০
 সুক্ষ ১১৬
 সুর্যালোবের মর্মিক ৩০০
 সুর্যনামাগ্রণ খোয ৮৪
 সুর্যবর্ণা ১২৪

- পূর্ণাবৎশ ১৪৮
 পৃথিবীশে পাসবাজগণের উৎপত্তি ১০৩
 ১৭০
 পৃথিবী ১৪
 পৰিষ্কারকোষা ২১৯, ৩৬
 পেঙ্গ-চি, চৌমদেশীর পরিবারক ১৫৫, ১৬৬
 পেনরাইবংশ ১৬১, ৩০৮ ৩৩১, ৩৪৬
 ৩৪৭
 পেনরাইবংশের উৎপত্তি ৩০৮
 পেন্টিক জাতি ১৬, ২০
 পেডাস ৩৬
 পোর্চুর্গানি (সরকার) ৩০০
 পোম, পছবৰার ২৮৩, ২৯০
 পোমবলীর বৱপতিগণ ২২০ টাকা
 পোমবাধী ২০
 পোমেহৰ ২০৩, ২১৪, ২৭৫
 পোচদেব ২২৩
 পোকৰী ২৭০ ২৭২
 পোধা ১৪৯
 পোরাট্ট ২৩, ৮২, ৫৮, ৮৬, ১৮৪, ২১২,
 ২২০
 পৌরীয়, বৌধান ধৰ্মস্থৰে ২৪
 পৌশ-শত্রু ১৬
 পুস্তক ৬০, ৬৪, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৩
 ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯২, ১০৮, ১১২, ১১৩
 ১১৯
 পুস্তকের মুক্তা ১০
 পুস্তকের মুজা ৮০, ১১৮
 পুস্তকের রঞ্জনমুজা ৭১, ১০৩
- পুস্তকের বৰ্ণমুজা ৭০, ৭১, ৭৩
 পুলগাল, অথবা কারহ ৮১
 পুস্তকায়ী জীবের অহি ৩
 পুজোৰ দাম ৬০
 পুজোৰ দাম ৫০
 পাশুমত, বাৰ্ধবাহ ৮১ ৮৫
 পাবীৰ ১০০, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১১০
 ২৫৬
 পাশুমলী ৭৯
 পালিঙ্কট (বিষয়) ১২৮
 পিংবৰ্ধা ১২৩
 পিতৃপাল ২০২, ২৫৩, ২৮৭
 পিথ (V. A. Smith) ৮২ টাকা ৮০,
 ১৮, ২৭, ১০৯, ১০১, ১১১, ১৩৩
 ১০০ টাকা ১৭৯, ১৯১, ১৭৮, ১৭৮ টাকা,
 ১৭৯, ২১৯
 পলগদম ৩৬
 পলহোৱা ৩৬
 প্ৰৱাৰ (D. B. Spooner) ৫১, ৫৮
 ৮৬, ১৬, ৩২০
 পৰচলপাটক ৮১
 পৰ্বতেখ ১১৯
 পৰ্বতেখা বৰী ১৫২
 পৰ্বতেখা পুৰী ১৫২
 পৰস্তুদেব, বিষয়পতি. ৮১
 পামিমত, ৪০
 সংযুক্ত ০৪১
 সাচি (কাকনাস বোট) ৬০

ই.

ইথামানিবীয় বাজগণ ৪৬
 ইয়োৱ (আয়োৱ) ৩৩১, ৩৩৯ টাকা।

ইয়োন্ত, ২৪৬
 ইয়ুলশন পাখেৰ ৩০১

- হরপ্রসাদ শাহী ৪১, ৪২ টাকা, ৪৭, ৬৪,
১০৮, ১৬০, ১৬৪টাকা, ১৭২, ১৭২টাকা,
১৯২, ২৪৮, ২৪৮, ২৫১, ২৪৮, ২৫০
টাকা, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ৩০৪,
৩০৫
- হরপ্রসাদ শাহীর বত, বাজালোর জাতি
সময়ে ২৬
- হরি (কৈবর্ণ নারক) ২৯১, ২৯২ টাকা
- হরিবেল ২৩৩, ২৩৬, ২৭৬
- হরিকেলের শিল্পাকনাথ, ২৩৬
- হরিষ্ঠল, ৯২
- হরিচরিত কাব্য (চতুর্ভুজের) ১২৯
- হরিদেব, ১৫৫
- হরিনাথ দে ৩০৪
- হরিপুর, ৬০
- হরিভদ্রের অষ্টসাধ্বিক-প্রজাপাতিতার
টাকা, ১৬৪, ১৬৪টাকা, ১৬৬
- হরিবিত্র, ১১০, ১১৪, ২৭০, ২৭১
- হরিবর্ষা ১২২, ১২৪, ২৪৮, ৩০২, ৩০৩,
৩০৪, ৩০৬
- হরিবিষ্ণু, ৮২
- হরিবৎশ পুরাণ, জৈন ১৪৪, ১৪০
- হরিবৎশ, ২৭৩
- হরিচন্দ্র ৩০৭, ৩০৭, ৩৪২, ৩৪০, ৩৪৪,
৩৪৫
- হরিদেগ ৮৭টাকা,
- হরিযামিনী, উপসিকা, ৬৬
- হরেকৃক মুখোপাধ্যায় ২৬৫, ২৬৫টাকা
- হর্জরবর্ষা, ৮৯, ২১৪
- হৰেলি (Dr. A. F. R. Hoernle) ৬৫, ৭৪,
১৭২, ১৮১, ২১৬, ৩২২, ৩২২টাকা, ৩০৪
- হর্ষচরিত, বাগ্মিত অণীত ১০০, ১০১, ১০২
১০৪
- হর্ষঙ্গ, ১২৫
- হর্ষদেব, (কামকণ রাজ) ১২২, ১২৭
১২৮, ১৭৩
- হর্ষদেব, চমৌলগাজ, ২২৯
- হর্ষবর্ষন ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৬, ১০৭
১০৮, ১১০, ১১২, ১১৬, ১১৭, ১৮০
১৪৪, ১৪৭
- হর্ষিক, ১২৮
- হল (H. R. Hall) ২০, ২২, ২৪
- হসামউদ্দীন্ আগম্যক ৩৫২
- হস্তিগ্রাম ২০৯
- হস্তিনীভিট ৩০০
- হস্তিবর্ণা, ৪০
- হস্তো ৬২
- হড়াহাত্রাম ৯৩, ৯৪, ১২৫,
- হাওড়া জেলা ৩৩৫
- হাজারীবাগ, ৯, ১১, ৩০৮
- হাজারীবাগ জেলা, ২২৮
- হাজীপুর ১১, ৫৭,
- হালিশুক্রার শিল্পালিপি ৪০
- হয়দরাবাদ, ৩
- হিউরেন-ধ্র্মাং (ইউরান চোষাঃ) ১৮,
১০০, ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৭, ১০৯, ১০১,
১১০, ১৪০, ২৭৫
- হিমালয় পর্বত, ২১৩, ২০৮
- হিমালয়ের পাহাড়, ৬
- হিমবচ্ছিদ্বর ১৯
- হিরণ্যকশিপু, ১৪৪
- হীনবান, ৬০
- হীরানন্দ শাহী ১৮১, ২০৮, ২১০টাকা
- হীরালাল, বারবাহাদুর ২২টাকা, ২২৩ টাকা
- হগলী জেলা, ৬, ৫৭, ৬৪, ৬৬, ৭১
- হলাঙ্গ ঝা ৩১৪
- হবিক ৩৬, ৪৪
- হবিকের বর্মুজা ৩৭

ହମେନ ଉତ୍ତିଶ୍ବାଳ ୨୯୦	ହେମଚନ୍ଦ୍ର ସୁରି ୧୬୦
ହମେନ ପାହ ୨୯୦	ହେମକୁମାର ୧୫୮, ୩୦୮, ୩୧୯, ୩୧୬, ୩୨୫,
ହୃଦୟମ ୭୭, ୮୨, ୯୮, ୧୦୭, ୧୪୦, ୨୦୪, ୨୦୬, ୨୧୩, ୨୧୯	୦୧୯, ୦୭୦
ହୃଦୟମର ଉତ୍ସମାଜିକ ଆକ୍ରମଣ ୧୦	ହେମଗ୍ରାଙ୍କ ୭୪୧
ହୃଦୟମର ଆକ୍ରମଣ ଆକ୍ରମଣ ୬୯, ୧୦, ୧୦୯	ହେମାବନାଥାନନ୍ଦ ୭୨୨
ହୃଦୟମରମ୍ଭ ୧୧	ହେମକୁମାର ୭୧୦
ହୃଦୟମ ୬୫, ୬୮	ହେଟିଂସ, ଓରାରେୟ (Warren Hastings) ୧୫
ହୃଦୟମାଜ୍ଞା, ୨୪୧	ହୈଶମ ପ୍ରାଚୀରଙ୍ଗ, ୨୨୦, ୨୨୩
ହେମଚନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ୧୦, ୧୨	ହେମକୋଳି ୧୦୮

ମୂଲ୍ୟ

କ୍ଷତ୍ରଗ, ୩୬	କିଠିଶ ୨୭୦, ୨୭୧
କ୍ଷତ୍ରପ ଚାଟେନ, ୫୪	କ୍ଷେମତ୍ରାଭତ୍ର ୩୦୯
କାନ୍ତିରୁକ୍ଷିତ ୭୦୨	କ୍ଷେମସର ୨୨୨
କିଠିଶ ୧୧୯	କୁରୁକ୍ଷାର ୫୨





শুন্দিপত্র ।

পঃ	পংক্তি	অঙ্ক	শুন্দ
১৭	১	রাজ্যাদে	... রাজ্যাদে
"	২	পথম	প্রথম
"	২২	ভাৰত সচিবেৰ ...	ভাৰত সচিবেৰ
১২	১৭	আযুধ	... আযুধ
১৭	৬	দ্রবিড়গণ	দ্রবিড় জাতি
১৮	১৩	খাৰি	... খাতি
"	১৮	কলীকাঙ্কৰে	কৌলকাঙ্কৰে
৪৩	৮	ইন্দ্ৰী	ইন্দ্ৰী
৫১	১৯	ছইটি অশ্বমেধেৱ	ছইটি সমুদ্ৰগুপ্তেৱ অশ্বমেধেৱ
৫৫	২৪	Maison Dieu	maison de dieu.
৬৮	২	জন্য রাত্ৰিয়	জন্য এক রাত্ৰি
"	৮	ৱোটি	ৱোটি।
৭৬	৫	(৪৭৬খঃ অদ) ;	(৪৭৬খঃ অদ)
৮৭	১৩-২০সঠো	তৃতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ...	তৃতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত দাদশাদিত্য
		।	
		দাদশাদিত্য	
৯৫	১০	ঠাহার "মহাৱাজাধিৱাজ,	
		প্ৰমেশৰ	
১৬	১৪	বাৰকমণ্ডে ...	তাহার "প্ৰমেশৰ বাৰকমণ্ডে
১৭	৩	নব্যবকাশিকায়	নব্যবকাশিকায়
"	৪	পবিত্ৰক	পবিত্ৰক
১০২	১৫	Buhler	Buehler

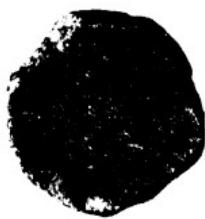
গ্ৰন্থ	পংক্তি	অনুবাদ	সূত্র
১১৭	৬	একখালি	একখালি
১২১	১১	শ্ৰীমতীদেৱী	শ্ৰীমতীদেৱী
১২২	১৫	রাজমতীৱ	রাজমতীৱ
১৪১	৫	মান্যথেতেৱ	মান্যথেটেৱ
"	১৮	"	"
১৪২	২২	(২৮)	(৩০)
	২৪	(২৯)	(৩১)
১৪৫	৫	মান্যথেতেৱ ...	মান্যথেটেৱ
"	৮	" ...	"
১৪৬	১	" ...	"
১৪৭	১	" ...	"
১৪৯	২১	" ...	"
১৫১	২	মান্যথেতে	মান্যথেটে
১৫২	১৪	আদিনা	আদিনা
১৫৪	১৬	গিয়াহৃদীন	গিয়াহৃদীন
১৬৬	১১	কল্যাণেৱ	কল্যাণীৱ
১৭৩	২৪	Bohtlingk's...	Boehthingk's
১৮৪	৬	মালবৰাঙ্গ গোবিন্দেৱ ...	মালবৰাঙ্গ (প্ৰথম বাক্পতিবাঙ্গ) গোবিন্দেৱ
"	১৯	সৌৱাঞ্চেৱ	গুৰুৱাটেৱ
১৮৯	১০	সাগৱতল	সাগৱতাল
২২৯	৬	মান্যথেতেৱ	মান্যথেটেৱ
২১২	২	Watters's ...	Watters's
On—Yuan Chwang Yuan Chwang			

ନଂ	ଗ୍ରନ୍ତି	ଆଶ୍ରମ	ଶବ୍ଦ
୨୩୫	୧	ଇଚ୍ଛ	... ଇଚ୍ଛା
"	୨-୧୦ ମଧ୍ୟେ	ସୋମେଶ୍ଵର = ବନ୍ଧାଦେବୀ	ସୋମେଶ୍ଵର = ବନ୍ଧାଦେବୀ
		ଭଟ୍ଟ ଗୁରବ ମିଶ୍ର	କେନ୍ଦ୍ରାର ମିଶ୍ର
			ଭଟ୍ଟ ଗୁରବ ମିଶ୍ର
୨୪୫	୧୬	ଶ୍ରୀମନ୍ମହିମାଲଦେବ	ଶ୍ରୀମନ୍ମହିମାଲଦେବ
୨୪୭	୧୩	ବାନ୍ଦାଲାଦେଶ	ବଙ୍ଗାଲଦେଶ
୨୪୮	୧	ଓଡ଼ନ୍ତପୁରୀ	ଓଡ଼ନ୍ତପୁରୀ
୨୫୦	୨୩	ଗୋଡରାଜମାଳ	ଗୋଡରାଜମାଳ
"	୨୮	ଦ୍ରବ ଜାତୀୟ ଇତିହାସ	(୧୭) ବନ୍ଦେର ଜାତୀୟ ଇତିହାସ
୨୫୨	୧୫	ରାମପ୍ରସାଦ	ରମପ୍ରସାଦ
୨୫୯	୧୧	ସଶ:	ସଶ:
୨୬୦	୧	ଷାରେ	ଷାନେ
୨୬୧	୨୪	Jaina	jaina
"	"	monchs	Monchs
"	"	Hemachandra, by	Hemachandra Von
"	୨୫	Buhler	Buchler
୨୬୩	୨୦	Iand	Land
୨୬୫	୧୬	ଷାନ	ଷାପନ
"	୨୨	ବିବରଣ	ବିବରଣ
"	୨୪	ଉଦ୍ଧତ	ଉଦ୍ଧତ
୨୬୬	୮	Vol,I, p	Vol, I, pp.
୨୭୦	୨୬	ଅବତାରଣା	ଅବତାରଣା କରିତେ ହଟ୍ଟୀଛେ ; କିନ୍ତୁ

ପ୍ର:	ପଂକ୍ତି	ଅଶ୍ଵକ	ଶବ୍ଦ
୨୭୨	୬	ମହାପ୍ରତାପଶାଶୀ	ମହାପ୍ରତାପଶାଲୀ
"	୧୨	ତାତ୍ରାଶାସନ	ତାତ୍ରାଶାସନେ
୨୭୨	୨୧	capital	capital
୨୭୫	୧୭	Watters's	Watters's
		On Yuan Chwang	Yuan Chwang
୨୭୭	୨୦	ଶ୍ରୋତ୍ରିୟମାର୍ଛିୟ	ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ମାର୍ଛିୟ ବିତତବାନ
୨୭୯	୬	ତୃତୀୟମହିପାଲଦେବେର	ତୃତୀୟ ମହିପାଲଦେବେର
୨୮୩	୭	ପୀଠିର	ପୀଠିର
୨୮୫	୯	କୁମାର ଦେବୀ	କୁମର ଦେବୀ
୨୯୩	୨୫	ଗୁରୁବଂଶୀର	ଗୁରୁବଂଶୀଯ
୨୯୪	୨	ଭୋଜଦେବେର	ଭୋଜବଞ୍ଚାର
୨୯୫	୯	ଗୋଡ-ମିଂହାମନେ	ଗୋଡ ମିଂହାମନେ
୩୦୯	୧୫	କଲିକାଳବାଘୀକି	କଲିକାଳବାଘୀକି
୩୦୬	୫	ଶାଲମ ବର୍ଷା	ଶାମଲବର୍ଷା
"	"	ମାଲବ୍ୟ ଦେବ	ମାଲବ୍ୟ ଦେବୀ
୩୦୭	୩	ଗାହଡବାଲିବ	ଗାହଡବାଲ ବଂଶ
"	୬	ବନ୍ୟା	କନ୍ୟା
୩୧୩	୨୨	ରାଜ୍ଜତକାଳେର ସ୍ଟଟନ୍‌ମ୍ୟୁନ୍ଟ	ରାଜ୍ଜତକାଳେର ସ୍ଟଟନ୍ୟୁନ୍ଟ ସମ୍ମହିତ
୩୧୫	୮	ସାମନ୍ତମେନ	ସାମନ୍ତମେନ
୩୧୬	୨୭	୧୫୨ ୧୬୦	୧୫୨—୧୬୦
୩୧୭	୨୫	Vol.V.	Vol.V,
୩୧୮	୧୧	Vol.IX	Vol.IX,
୩୧୯	୨୨	Vol.1,p311...	Vol.Ip.311
"	୨୩	XV,278 p,	XV,p.278
୩୨୬	୨	ଆକ୍ରମକେ	ଆକ୍ରମକେ
୩୩୩	୧୬	ଚୌଡ଼ଗଙ୍ଗେର	ଚୌଡ଼ଗଙ୍ଗେର
୩୩୪	୮	ସ୍ରଚନାକାଳ	ରଚନାକାଳ

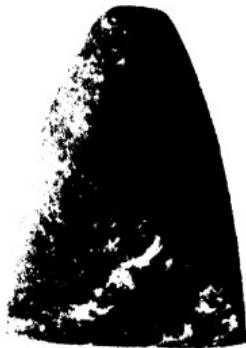


ક



દ

ગ

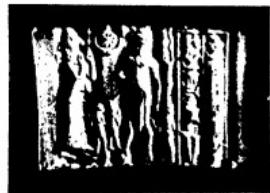




ক



খ



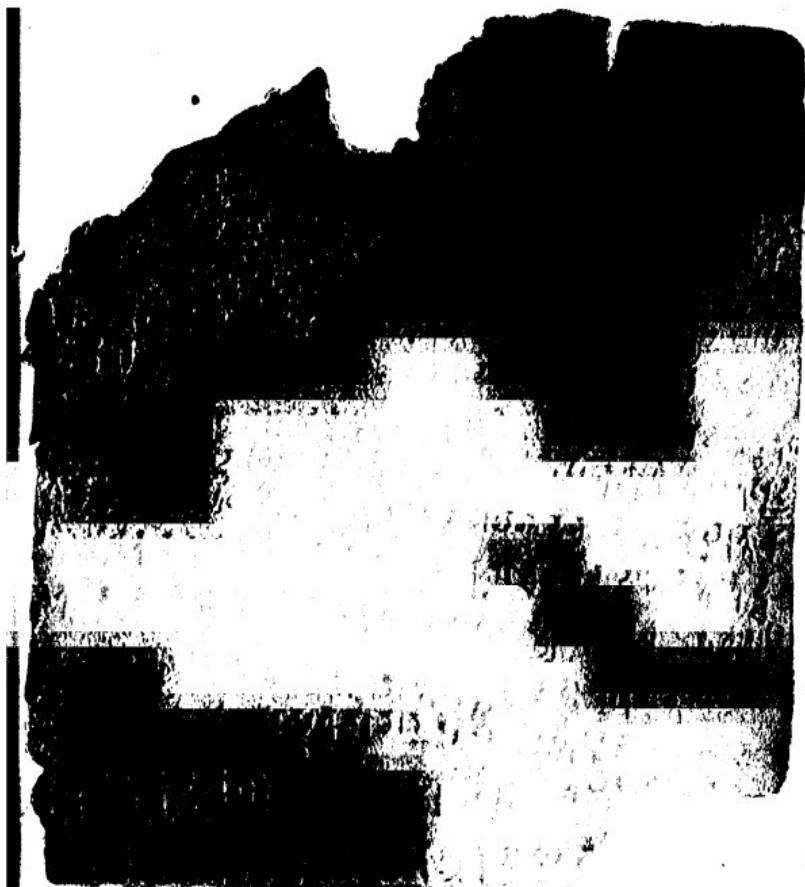
নব্যপ্রস্তর ও তাত্ত্বিকের অন্ত ও বাবিলোনীয় শিল



গ



ঘ



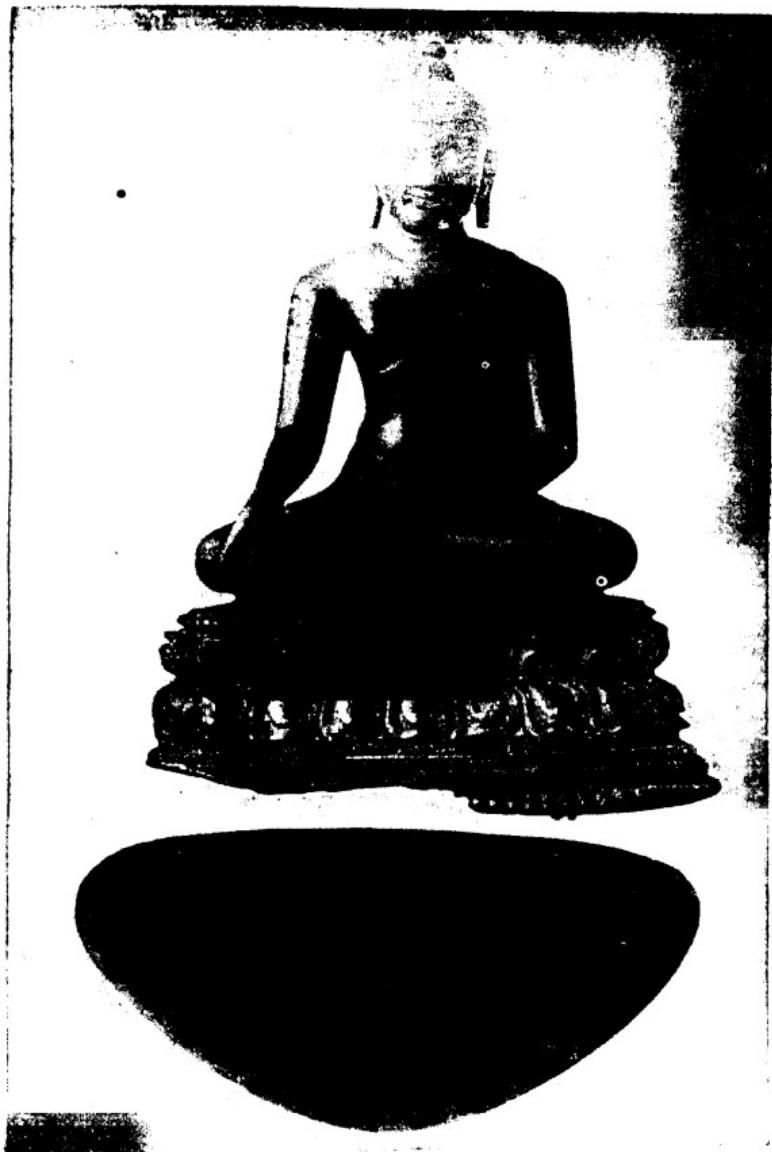
ধানাইদহে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের তাত্রশাসন

বাঙ্গালাৰ ইতিহাস

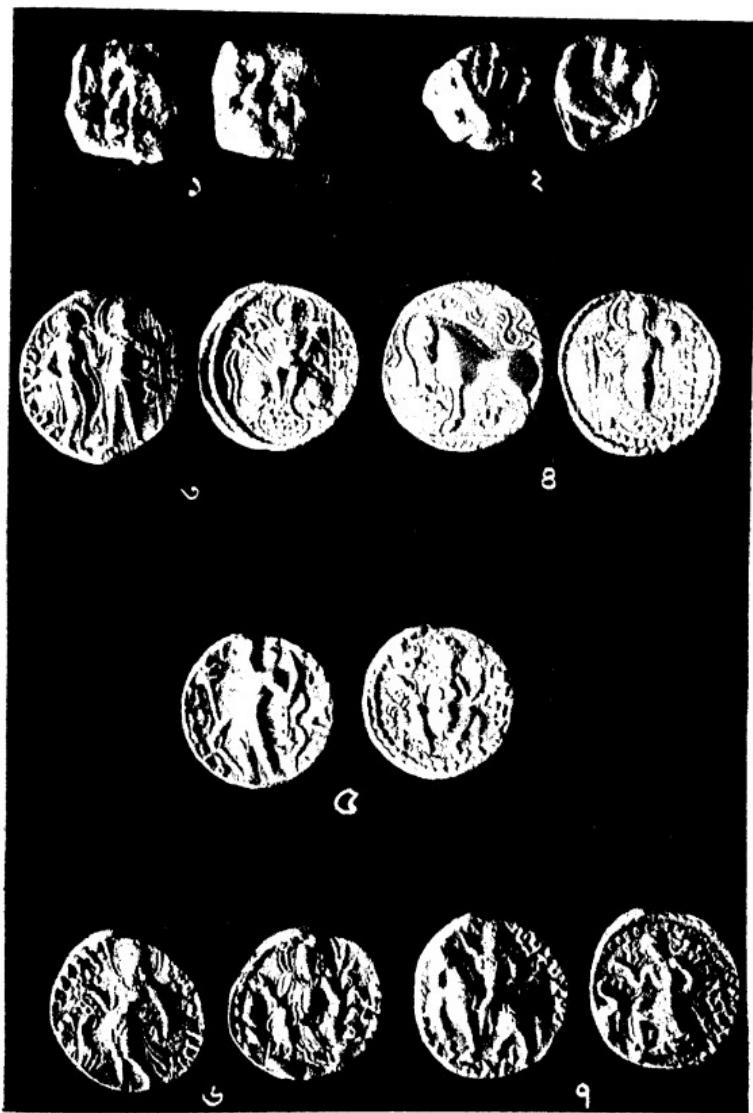
চিত্ৰ ৪



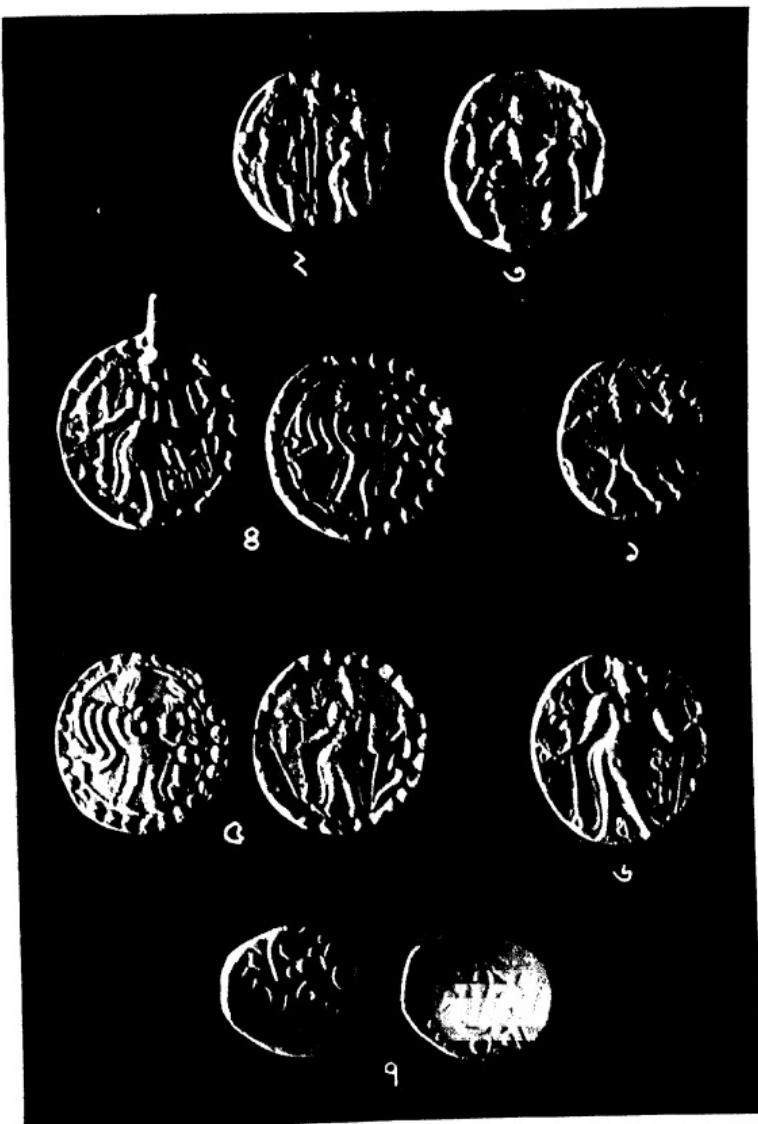
চণ্ডীগোৱামে আবিষ্কৃত কিনারাঞ্জুনীদেৱ চিত্ৰ



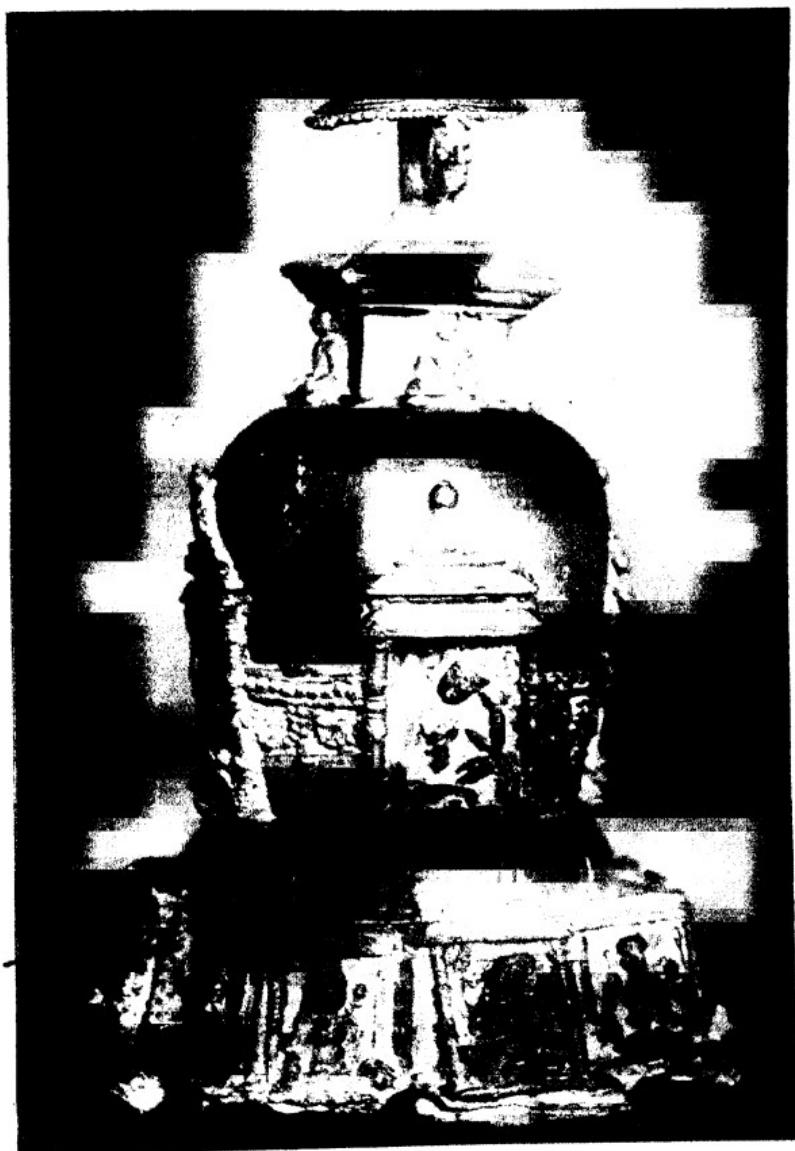
বৃক্ষগয়ার আবিষ্ট পিত্তলময় বৃক্ষসূর্ণি ও খোদিত লিপি



আচৌন মুদ্রা



প্রাচীন মুদ্রা



আশুরফপুরে আবিষ্ট পিতলময় চৈতা

বাংলার ইতিহাস

চতুর্থ

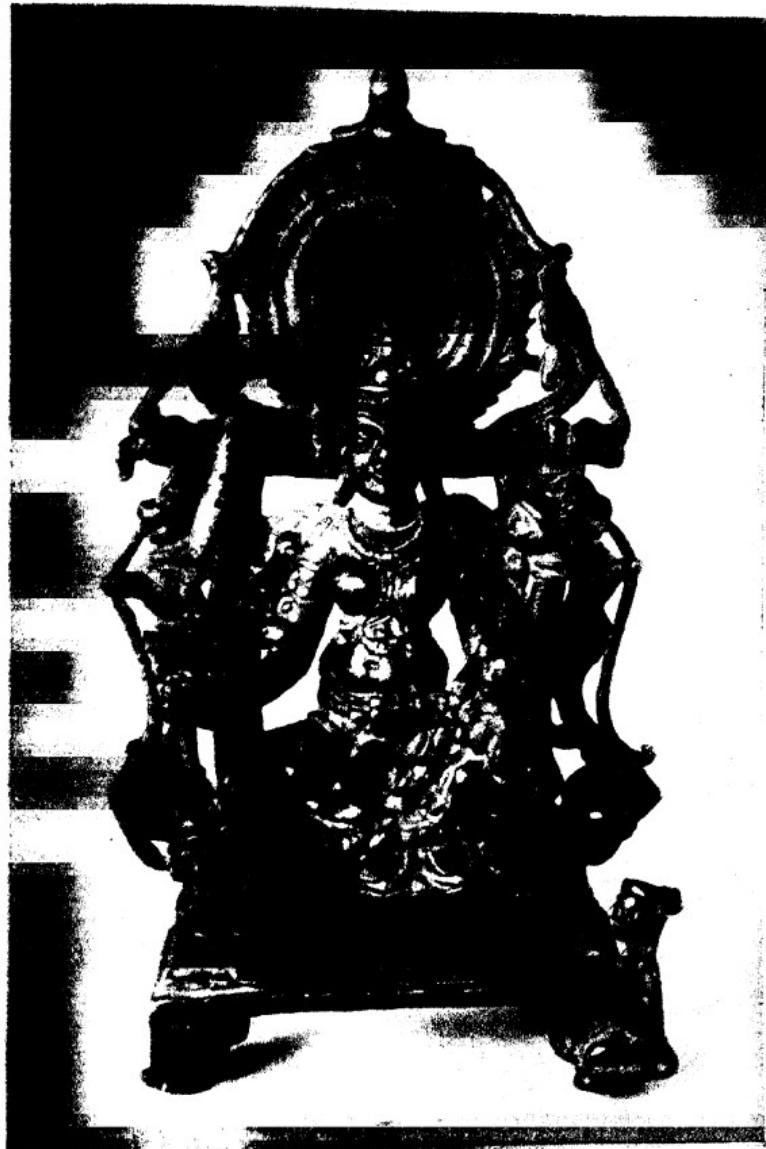


বৃক্ষগায়ায় আবিস্কৃত কেশবের শিল্পাল্লিপি

বিষ্ণুপাদ-মন্ত্রিম-প্রাচীনে আবিষ্ট নামাবস্থাপালের সংস্কৃত রাজ্যাক্ষের শি঳ালিপি



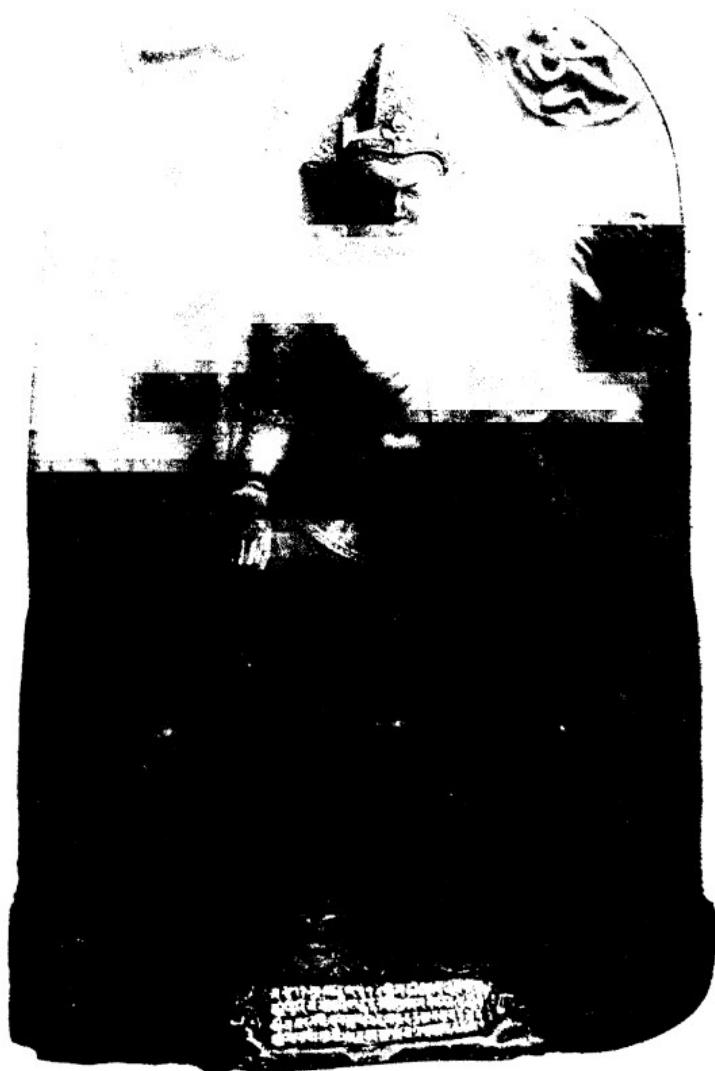
প্রথম শুরপালের তৃতীয় রাজ্যাব্দে প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষসূর্তি



নৃরামণপালদেবেৱ ৫৪৯ রাজ্যাকে অতিষ্ঠিত পাৰ্বতী মূল্তি



বিতীয় গোপালের প্রথম রাজ্যাকে নালন্দায় প্রতিষ্ঠিত বাগীধরী মূর্তি



বাংলার গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের তৃতীয় রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত
বিক্রমস্তুতি



ପ୍ରେସ୍ ମହୋପାଳେର ଏକାଦଶ ରାଜ୍ୟକେ ପୁନନିର୍ମିତ
ନାଲନ୍ଦା ମହାବିହାରେ ଦ୍ୱାରେ ଭଗଂଶ

বাঙালির ইতিহাস

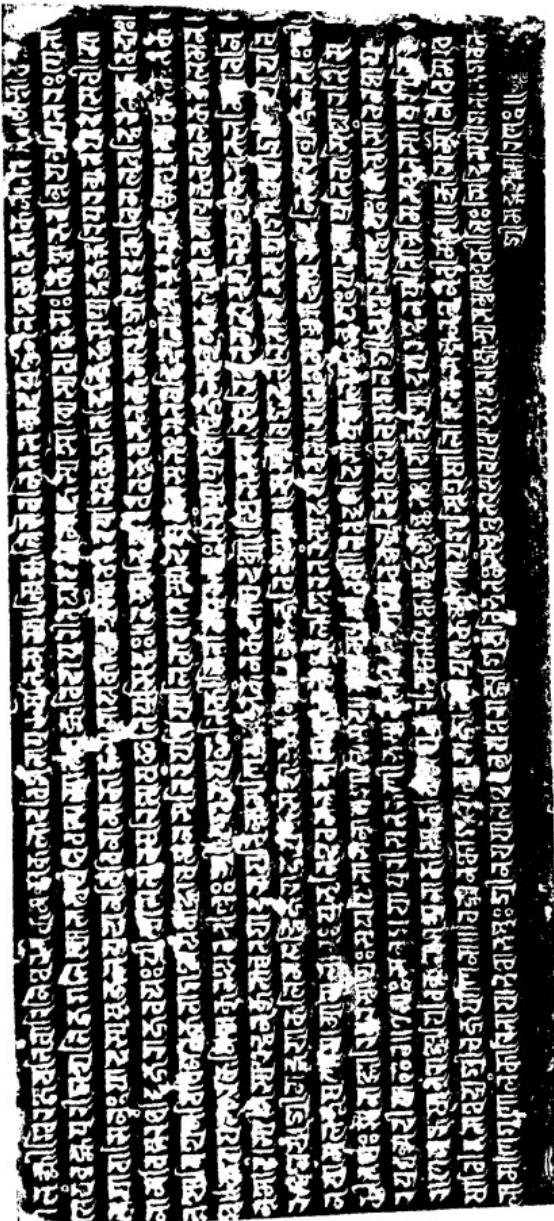
১৭



নয়পালের চূর্ণশ রাজাকে লিখিত "পঞ্জুরণ"

五
卷之三

ଗୋଟିଏ ନରପିଲେ ମନ୍ଦିର ସଥିରେ ଆବିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟକେ ଶିଳାଲିପି







বিঠান আৰম্ভকাৰ কোৱাৰ বিশেষপূজার ক্ষয়ানুসৰি বাঙালীক প্ৰতিষ্ঠিত বন্ধুমণি



বিহারে আবিষ্কৃত রামপালের দ্বিতীয় রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত
তাৰামূর্তি

বায়পাণ্ডের পক্ষদশ স্বাক্ষারে বিধিত অঙ্গসাহিতীক। প্রজাপাৰিষিদ্ধ।



বাস্তুলাৰ ইতিহাস

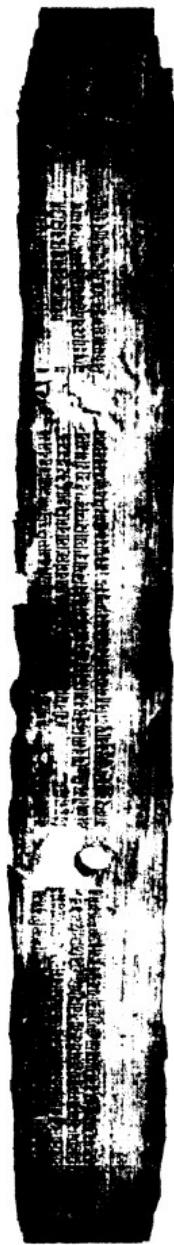
চিৰ ২২



ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀମୋ ଗ୍ରାମେ ଆବିଷ୍ଟ ରାମପାଲଦେବର ୪୨୩ ରାଜାଙ୍କେ ଅଭିଷିକ୍ତ
ବୌଧିଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି

বাংলালাৰ ইতিহাস

চিত্র ২৪



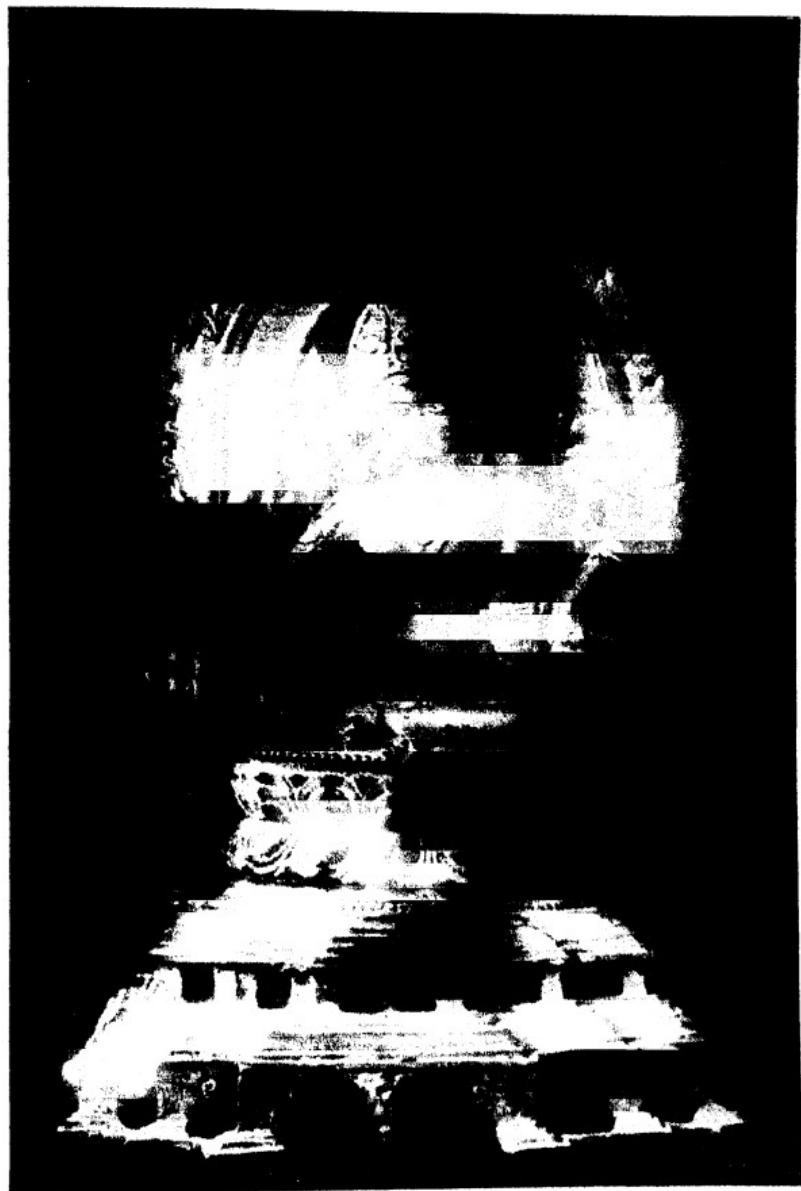
হিৱিবৰ্ষদেৱেৰ উনবিংশ রাজ্যাকে তিথিত অষ্টসাহিস্তক। প্ৰজাপাৰমিত।



ভাগলপুরে আবিষ্কৃত বঙ্গতারা।



সাগরদৌধিৰ নিকট আবিষ্কৃত বিশু-মূর্তি



ମାଗରଦୌଘିର ନିକଟ ଆବିଷ୍ଟ ନୃତ୍ନ ଥିକାରେ ବିଶୁଦ୍ଧି



চাকায় আবিষ্কৃত লক্ষণসেনের তৃতীয় রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত
চঙ্গীমর্ত্তি

বালালাৰ ইতিহাস।

চিত্র ২৯



গোটে আবিষ্ট বৈকুণ্ঠের জন্ম চিত্ৰ

لِهِ مُؤْمِنٌ بِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
يَوْمَئِذٍ لَا يَرْجِعُونَ

ଶ୍ରୋବିନନ୍ଦପାତେର ସାଥୀ ବିନଟୁ ହେଲେ ୧୯୨୨ ଶୁଷ୍ଟୀକାର ଶୈଖଶମ୍ଭବ

